কবির।

হিন্দি ভাষায় মূল, বাঙ্গালা ও আধ্যাত্মিক

ব্যাখ্যা সহ।

(১ম খণ্ড)

পরম পরাৎপর পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণ প্রসাদাৎ তদনুগত শিষ্য

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১১নং বাবুরাম ঘোষের লেন।

শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১০০নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্

ইণ্ডিয়া প্রেস।

কলিকাতা।

সন১২৯৭ সাল।

ভূমিকা।

মহাত্মা কবির সাহেব জীবন্মুক্ত পুরুষ। বোধ হয়, এই মহাত্মার নাম অনেকেই জ্ঞাত ছন; কিন্তু ইঁহার জন্ম স্থান কোথায় তাহা অনেকেই জানেন্ না। এইরূপ জনশ্রুতি আছে কাহারও গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ৺কাশীধামে এক মুসলমান জোলার ঘরে বাল্যকাল তে প্রতিপালিত হইয়া ছিলেন। বাস্তবিক কবির সাহেবের অলৌকিক কার্য্য সকল লে, জনশ্রুতি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ প্রবাদ আছে, কবির ব দেহ ত্যাগ করিলে পর, তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যগণ তৎকালে তাঁহার লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিল। শিষ্যগণের মধ্যে হিন্দুরা গুরুদেহ দাহ করিতে চাহে, মুসলমানেরা গোর দিতে চাহে। এই লইয়া উভয় দলে মারামারি আরম্ভ হইল, এমত য় কবিরের দেহ উঠিয়া, শিষ্যগণের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া উভয় দলকে সান্ত্বনা করিয়া লেন "তোমরা এই অস্থিচর্ম্ম বিশিষ্ঠ দেহ লইয়া কেন কলহ করিতেছ, ইহাতে তোমাদের লাভ হইবে, ভাল যাহা হইবার তাহা হইয়াগিয়াছে, আর কলহ করিওনা, আমি চাদর গায়ে দিয়া শুই, পরে চাদরের মধ্যে যাহা থাকিবে তাহা তোমরা উভয়ে ন করিয়া লইও।" পরে বস্ত্রের ঢাকা খুলিয়া শিষ্যগণ দেখিল, বস্ত্রের মধ্যে কতক- চামিলীপুষ্প রহিয়াছে দেহ নাই।

তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা ভাবে পূর্ণ থাকিত, প্রতি অবস্থায় ও প্রতি ঘটনায়, হার মুখ হইতে ভাবের কথাই বাহির হইয়াছে, তিনি এইরূপে কত দেশ পূর্ণ দোহাঁ রচনা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁহার ত দোহাঁগুলি কি সাধু, কি গৃহী, কি সাধক সকলের পক্ষেই অমৃত প। এই মায়াময় সংসারে জীব কিসে শান্তি লাভ করিবে তাহার উপায় ান্ রূপ ভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ সাধকের যে সকল বিষয় জানা শ্যক, তাহা সকলি কবির রচিত দোহাঁর মধ্যে আছে; একারণ ইহা সাধক মাত্রেরই আদরের ধন ও অমূল্যরত্ন তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে গুরুকৃপায় ০ শ্লোক প্রাপ্ত হইয়া, সাধক বর্গের হিতার্থে সরল বাঙ্গলা অনুবাদ, ও সৎগুরুলব্ধ ্যাত্মিক ব্যাখা সম্বলিত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা কতিপয় খণ্ডে বিভক্ত করিয়া শঃ প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে বিনীত ভাবে প্রার্থনা যদি ইহাতে ভ্রম ক্রমে কোন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে নিজ গুণে ক্ষমা করিয়া চরিতার্থ করিবেন।

তাং ৩১ জ্যৈষ্ঠ সন ১২৯৭ সাল

প্রকাশক
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।

সূচীপত্র।

ষিয়	পত্রাঙ্ক।
ক্ষী	১
খ্‌তে গুরু পারখ্‌কো অঙ্গ্	১৫
খ্‌তে সৎগুরুকো অংশ্	২৩
খ্‌তে সুমিরণ্‌কা অঙ্গ্	৪০
খ্‌তে আকিল্‌কো অঙ্গ্	৮৩
খ্‌তে উপদেশ্‌কো অঙ্গ্	৮৬
খ্‌তে ভক্তিকি অঙ্গ্	৯৬
খ্‌তে প্রেম্‌কো অঙ্গ্	১০৩
রহকো অঙ্গ্	১১০
জ্ঞান বিরহকো অঙ্গ্	১৩৩
লিখ্‌তে পরিচয়কি অঙ্গ্	১৪৪
লিখ্‌তে অস্থিরতাকো অঙ্গ্	১৫৬
লিখ্‌তে লোকো অঙ্গ্ (সাক্ষী)	১৬৬
লিখ্‌তে হেরৎকি অঙ্গ্	১৬৯
লিখ্‌তে জরনাকো অঙ্গ্	১৭৬
লিখ্‌তে লোবে[illegible]ঙ্গ্	১৭৭
তিবর্তাকো অঙ্গ্	১৮১
চতাওনিকো অঙ্গ্	১৯৭

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি।
কণ্ঠ	কণ্ঠে	১	১৪
বাহিরে চোট (আঘাত) লাগিতেছে আর ভিতর হইতে সাড়া দিতেছে।	কিন্তু ভিতর ভিতর হাত বাড়াইতেছেন বাহিরে বড়ই আস্ফালন।	৮	১২
গুণেক	গুরুকে	৯	১৯
জ্যায়ছে	য্যায়ছে	১১	৬
দিজিয়ে	দিযিয়ে	১২	১।৩।৫
লিজিয়ে	লিযিয়ে	ঐ	৩
সর্ব্বস্য	সর্ব্বস্ব	ঐ	৫
দিজিয়ে	দিযিয়ে	ঐ	৫
খাএ	খায়ে	ঐ	৫
যাএ	যায়ে	ঐ	৬
ছেহ	সেহ	১৮	১
চঞ্চলত্ব	চঞ্চলত্ব	ঐ	৯
অত্মাস্থ	আত্মাস্থ	ঐ	২৩
য়ায়ছা	য়্যায়সা	১৯	৬
অত্মাস্থ	আত্মাস্থ	ঐ	১৪।২১
ঐ	ঐ	২১	১১
কিজিয়ে	কিযিয়ে	৩৮	২
অবজন	অর্জ্জন	৪০	১
বরিস্	বরিষ্	৪২	৪
সৃত	সুত	৪৪	৩
কানা	কাণা	৪৫	৬
কিজিয়ে	কিযিয়ে	৪৭	৫
উচা	উচা	৪৮	৫

হ্ন	হয়	৫৭	১২
গঁথিতেছেন	গাঁথিতেছেন	৫১	১৮
জে	যে	৫২	২
তুষ্টি	তুষ্টি	৫৯	১৯
ছড়িয়া	ছাড়িয়া	৬৭	৮
থাকিয়	থাকিয়া	৭১	১৮
উচা	উচা	৭২	৪
অযস্থায়	অবস্থায়	৭৭	২০
অর্থাৎ মন	অর্থাৎ ময়ুররূপী মন	৭৯	৭
জিৎ	যিৎ	৮১	২
ক্রিয়ার অবস্থায়	ক্রিয়ার পর অবস্থায়	৯০	১৫
দুর	দূর	৯৪	২৬
বলিতেছেন	কবির বলিতেছেন	১০০	১১
ক্ষেমারূপ	ক্ষমারূপ	ঐ	১৯
ইহাতে	ইহা ত	১০৩	৯
পরাবস্থা	পরাবস্থায়	১০৫	২৫
খাঁচার	খাঁচায়	১০৮	১১
ফিরি	ফিরিয়া	ঐ	১৬
অঙ্গার	লাল অঙ্গার	১৪১	১২
নির্ বিচ	নীর্ বীচ	১৪৫	৪
ছালরের	ঝালরের	১৪৬	২৬
চীতয়ো	চিতয়ো	১৪৭	২
রাগিনীতে	রাগে	১৫৮	৬ । ২৩
ঘড়	ঘড়া	১৬০	১৮
শস্ত	সন্ত	১৬৭	৪ । ১০ । ২২
ঐ	ঐ	১৬৮	২ । ৪ । ৭ । ১০
সমুদ্র	বিন্দু	১৬৯	১০
জাহা	যাহা	১৭০	৬
অমু	অণু	ঐ	১৩ । ১৪
জিওকে	জীওকে	১৭১	৪

জ্যাছে	য্যাছে	১৭৩	৪
জ্যায়	যায়	১৭৬	২
পীওয়ে	পিওয়ে	১৭৭	২
মৌনি	মৌনী	ঐ	১০
জেহি	যেহি	১৭৮	১
সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম	ঐ	৭
জীবতদশায়	জীবদ্দশায়	ঐ	৯
মা	না	ঐ	১৭
জ্যায়ছি	য্যায়ছি	১৭৯	৩
জ্যাছি	য্যাছি	ঐ	৫
ধুর	ধূর	ঐ	৫
জাকে	যাকে	ঐ	৬
প্রিত	প্রীত	১৮০	১। ১৩
সিন্দুর	সিন্দূর	১৮২	৩। ১৯
রমন	রমণ	ঐ	২২
চৌষট্	চৌষট্	১৮৩	১
বস্তুত	বস্তুতঃ	১৮৬	৮। ১৩
বরং	তাহাতে বরং	১৯৩	৬
বাতিতেছে	বাজিতেছে	১৯৭	৫
অবস্থার	অবস্থায়	১৯৮	৭
জিওকে	জীওকে	১৯১	৪

কবির।

—:*:—

ওঁ

সাক্ষী।

জগৎ জানায়ো যোহি সকল, সো গুরু প্রগটে আয়ে।
যিন্‌হ্ আঁখিয়ন্‌হ্ গুরু দেখিয়োঁ, সো গুরু দেহিঁ লখায়ে।১
কবির ভলি·ভৈঁয়ি যো গুরু মিলে, নেহিতো হোতি হানি।
দীপক্ জ্যোতি পতঙ্গ্ যেঁও, বর্‌তা পূরা জানি। ২

(সাক্ষী) প্রত্যক্ষ।

১। (জগৎ) গতিশীল বস্তু সকলকে যিনি জানাইলেন সেই গুরু প্রকাশ হইলেন। যে চক্ষেতে গুরু দেখিব সেই চক্ষু গুরু দেখাইয়া দিলেন।

২। কবির বড় ভাল হইল যে গুরু পাওয়া গেল তাহা না হইলে হানি হইত। কেননা আত্মহারা হইয়া পতঙ্গবৎ দীপ শিখায় ভ্রমে প্রাণত্যাগ করিতে হইত।

১। যাঁহার দ্বারা জগৎ অর্থাৎ চলায়মান বস্তু সকল প্রকাশ হইল সেই গুরু এক্ষণে প্রকাশ হইলেন অর্থাৎ স্থিতিপদ হইল। যে চক্ষের দ্বারা গুরু অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন হইল তাহা গুরু দেখাইয়া দিয়াছেন। গুরু আত্মা—প্রমাণ বেদ "আত্মা বৈ গুরুরেকঃ" অর্থাৎ আত্মাই এক মাত্র গুরু।

২। কবির, ক=মস্তক, ব=কণ্ঠ, ই=শক্তি, র=বহ্নিবীজ, মস্তক ও কণ্ঠ শক্তি পূর্ব্বক কূটস্থ ব্রহ্মে অনেক ক্ষণ থাকায় যে অবস্থা হয় তাহার নাম কবির। এমত কবির বলিতেছেন যে বড় ভাল হইয়াছে, গুরু পাওয়া গিয়াছে (গুরু—যিনি অন্ধকার হইতে আলোতে লইয়া যান অর্থাৎ আত্মা) নতুবা হানি হইত অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত না। জন্ম মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত এই শরীর যদি এই শরীরে আত্মাজ্ঞান না হইল তবেই হানি হইল। এই হানি কেমন, যেমন দীপের জ্যোতি দেখিয়া পতঙ্গ সকল উহাতে পড়ে—কারণ তাহারা ভাবে যে ইহাঁর মতন পূর্ণ আলো আর নাই স্মতরাং মোহিত হইয়া উহাতে পড়ে এবং পুড়িয়া মরে সেই প্রকার

ওঁ

কবির ভলি ভঁৈয়ি যো গুরু মিলে, যিনুহতে পায়ো জ্ঞান।
ঘট্‌হি মাহ চৌতরা, ঘট্‌হি মাহ দেওয়ান্‌।৩
কবির গুরু গুরুয়া মিলা, বলিয়ায়া ঢেলৌয়্‌ন।
জাতি পাঁতি কুল্‌ মেটিগেই, নাম্‌ ধরাওয়ে কৌন্‌।৪
কবির জ্ঞান প্রকাশি গুরুমিলে, সোগুরু বিসরি না যায়্‌।
যব্‌ গোবিন্দ্‌ দয়া করি, তব্‌ গুরু মিলি যায়্‌।৫

৩। কবির বড় ভাল হইল যে গুরু পাওয়া গেল, যাঁহা হইতে জ্ঞান লাভ হইল। কেননা তিনি শরীররূপী ঘটের মধ্যে রাজা ও রাজসিংহাসন দেখাইলেন।

৪। কবির বলিতেছেন যে সদ্‌গুরু পাওয়া গেল, সৎগুরু পাওয়াতে যেমন বলের দ্বারা ঢেলা চূর্ণ হইয়া যায়—সেইরূপ জাতি, কুল, পংক্তি সব মিটিয়া গেল আর কে নাম ধরাইবে।

৫। কবির বলিতেছেন, যাঁহার দ্বারা জ্ঞান প্রকাশ হয় যদি এমত গুরু পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে গুরুকে ভোলা যায় না। যখন গোবিন্দ দয়া করিবেন তখন আপনা-আপনিই সৎগুরু মিলিয়া যাইবে।

মনুষ্যসকল আত্মাকে না দেখিতে পাইয়া এই সাংসারিক মিথ্যা জাঁক জমকে পুড়িয়া মরিতেছে কারণ তাহারা ভাবে যে পৃথিবীর আমোদ প্রমোদই পূর্ণ সুখের বিষয় ইহা অপেক্ষা আর কিছুই ভাল নাই। কিন্তু গুরু পাওয়াতে ভ্রম বুঝিতে পারায় ঐরূপ হানি হইতে অব্যাহতি পাওয়া গেল।

৩। কবির আত্মাস্বরূপ গুরু পাওয়াতে ভাল হইয়াছে কারণ আত্মাকে জানিতে পারিলে জ্ঞানোদয় হয়। এই শরীরের মধ্যে এক চৌতরা (বেদী) আছে। তাহাতে হীরার সিংহাসন, তাহার মধ্যে কূটস্থ=উত্তম পুরুষ চতুর্দ্দিকে জ্যোতি, অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য্য, চন্দ্র, তাঁহারই সম্মুখে দেওয়ান অর্থাৎ মন সমুদয় সিদ্ধগণকে দেখিতেছেন (গুরু বক্তৃ গম্য)।

৪। কবির এই শরীরের মধ্যে আত্মা ব্রহ্মেতে মিলিয়া সমুদয় জগৎ ব্রহ্মময় হওয়ার জন্য মহৎ হইল। সমস্ত বস্তু ঢেলার মত পিষিয়া চূর্ণ হইয়া গেল অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম হইল; তখনই ক্রিয়ার পর অবস্থা। তখন জাত কুল সব মিটিয়া গেল। পৃথকত্ব অভাবে পৃথক নাম আর কে ধরাইবে।

৫। কবির এই শরীরের মধ্যে আত্মা—ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজবোধরূপ (গুরু বক্তৃ

ওঁ

কবির গুরু গোবিন্দ্ দো এক্ হায়্, দুজা হায়্ আকার।
আপাঁ মেটে হরি ভজেই, তব্ পাওয়ে কর্‌তার্।৬
কবির গুরু গোবিন্দ্ দো খাড়ে, কাকে লাগোঁ পায়।
বলিহারি গুরু আপ্‌নে, যিন্‌হ গোবিন্দ্ দিয়া লখায়।৭
কবির বলিহারি গুরু আপ্‌নে, ঘড়ি ঘড়ি শওবার।
মানুখ্‌তেঁ দেব্‌তা কিয়ো, করৎ না লাগি বার।৮

৬। কবির বলিতেছেন গুরু আর গোবিন্দ দুই এক কেবল আকার ভেদ মাত্র। আমি মিটিয়া গেলেই হরিকে ভজন করে তখন কর্ত্তাকে পায়।

৭। কবির বলিতেছেন গুরু এবং গোবিন্দ দুই উপস্থিত এখন অগ্রে কাহাকে প্রণাম করা যায়। আপনার গুরু যিনি তাঁহারই প্রশংসা করি কারণ তিনিই গোবিন্দকে দেখাইয়া দিয়াছেন।

৮। কবির বলিতেছেন আপনার গুরুর বলিহারি যাই কারণ ক্ষণে ক্ষণে ও শত সহস্র বার মনুষ্য হইতে দেবতা করিয়া দেন, ইহা করিতে দেরি লাগে না।

গম্য)। ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রকাশকারী গুরু পাওয়া গিয়াছে। সে গুরুকে ভুলিয়া না যাই। যখন গোবিন্দ দয়া করিলেন অর্থাৎ ব্রহ্মের অণুর মধ্যে তিন লোক দেখিলাম তখনই তাঁহার দয়া প্রকাশ হইয়াছে। আর তখনই আত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিয়া তদ্রূপ হইয়াছে।

৬। শরীরের মধ্যে আত্মা তিনি গুরু। কূটস্থের মধ্যে যিনি তিনিই পুরুষোত্তম। এ দুইই এক, কেবল মাত্র আকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ স্থির ও চঞ্চল—ক্রিয়া ও ক্রিয়ার পর অবস্থা। ক্রিয়া করিয়া যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি হয় তখন আপনিও থাকে না সকল হরণ হইয়া "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হয় তখন কর্ত্তাকে পায়—কর্ত্তা যিনি সমুদয় করিতেছেন।

৭। আত্মা=গুরু ও কূটস্থ এই দুইই স্থির হইয়াছে, এক্ষণে কাহার পায় পড়িব। আপনার গুরু যে আত্মা যিনি সকল বলকে হরণ করিয়াছেন এবং যিনি কূটস্থকে দেখাইয়া দিয়াছেন।

৮। আপনার আত্মাস্বরূপ গুরুকে বলিহারি যাই। ঘড়ি ঘড়ি অর্থাৎ বারংবার, শত শতবার মানুষ হইতে দেবতা করিয়া দেন। ইহা করিতে বিলম্ব লাগে না।

ওঁ

কবির সংশয় খায়া সকল জগ, সংশয় কোই না খায়।
যো বেধা গুরু অস্ছর, সো সংশয় চুনি খায়।১

১। কবির বলিতেছেন সমস্ত জগৎই সংশয় খাইয়া আছে অর্থাৎ সংশয়ে পড়িয়া আছে। কিন্তু সংশয়কে কেহই খায় নাই। যিনি গুরু এবং অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্মের ভেদ পাইয়াছেন (বেধা = ভেদ) তিনিই সংশয়কে খুঁটিয়া খাইয়াছেন।

১। আত্মাস্বরূপ কবির চঞ্চল হওয়া প্রযুক্ত মন দুইদিকে যাইতেছে, কখন ভগবানে কখন সংসারে, কখন সংসার সত্য, কখন ঈশ্বর সত্য বিবেচনা করে। কিন্তু দুইতেই সংশয়, মন দুইদিকে থাকায় দুই যোনি হইতে, এক ব্রহ্মাযোনি ঈশ্বর, তাহা সম্যক প্রকারে সরিয়া যাইতেছে অর্থাৎ এক হইতে অন্যে সরিয়া যাইতেছে। যখন মন এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে সরিয়া যাইল তখন সেই বস্তু জন্মাইল অর্থাৎ তাহাতে ইচ্ছা হইল। যেমন পুরুষ স্ত্রীতে আসক্তি পূর্ব্বক গমন করিয়া নিজেই স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতেছেন কিন্তু আত্মজকে আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করায় সংশয় হইতেছে, তদ্রূপ এই সংশয় জগৎকে খাইতেছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বত্রে, আত্মাও সর্ব্বত্রে, যেখানে আত্মা সেই খানেই জীব, আর সমস্ত জীবেই এই সংশয়, এই ভাবিতে ভাবিতে অর্থাৎ ব্রহ্ম আছেন কি না এই সংশয় করিতে করিতে মৃত্যু হইতেছে। কিন্তু—এই সংশয়কে কেহ খায় না। মন চঞ্চল হইয়া সংশয় উপস্থিত হয়। যখন পুরুষ স্ত্রীতে আসক্তি পূর্ব্বক গমন করিলেন তখন তিনি চঞ্চল, সুতরাং প্রকৃত ভাব বুঝিতে না পারায় সংশয় উপস্থিত হইল। তদ্রূপ ব্রহ্ম আছেন কি না এই সংশয় করিতে২ জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে। যখন এই চঞ্চল স্থির হইল তখন সংশয় খাইল অর্থাৎ স্থির হইলে সংশয় করে কে? যে ব্যক্তি আত্মা দ্বারায় আত্মা হইতে কূটস্থ দেখিয়াছেন ও কূটস্থের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিন লোক ও তাহারই মধ্যে আপনাকে দেখিয়া সমস্তই এক করিয়াছেন = ইহার নাম (বেধা = ভেদ)—তিনি সংশয়কে খুঁটিয়া খান।—যখন আপনাতে তিন লোক এবং তিন লোকের মধ্যে আপনাকে দেখিল তখন এক হইয়া গেল। সংশয় দুইয়ে অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন কিনা—যখন এক হইল তখন সংশয় খাইয়া ফেলিল। যেমন পক্ষী দুই ঠোঁট ফাঁক করিয়া খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করে, আর গিলিয়া ফেলিবার সময় বন্ধ করে—অর্থাৎ দুই ঠোঁট এক করে, ঈশ্বর আছেন কি না দুই ঠোঁট ফাঁক হইল আর যখন সংশয় যাইল এক ব্রহ্ম স্থির হইল অর্থাৎ সংশয় গিলিয়া ফেলিল তখন দুই ঠোঁট এক হইল, দুই আর থাকিল না।

ওঁ

কবির বুড়েথে ফেরি উব্‌রে, গুরু কি লহরি চম্‌কি।
বেরা দেখা ঝাঁঝেরা, উতরিকে ভয়ে ফর্‌কি।১০
কবির এক নামকে পটতরে, দেবেকোঁ কুছ্‌ নাহি।
ক্যালে গুরুহি সম্‌ধিয়ে, হাউস্‌ রহে মন্‌ মাহি।১১
কবির মন্‌ দিয়া তিন্‌হুঁ সব দিয়া, মন্‌কে সাথ্‌ শরীর।
আব্‌ দেবেকোঁ ক্যা রহা, এওঁ কহে দাস কবির।১২

১০। কবির বলিতেছেন যে ডুবিয়া তো গিয়াইছিলেন কিন্তু গুরুর এক ঢেউ পাইয়া চমক্ দেখিতে দেখিতে ফের উঠিলেন। একটা ভেলা দেখিলেন যাহা ঝাঁঝরির ন্যায় ছিদ্রবিশিষ্ট সেই ভেলা হইতে নামিয়া ভয়ে তাহার তফাতে যাইয়া থাকিলেন।

১১। কবির বলিতেছেন এমন এক নাম হইল তখন দিবার আর কিছু নাই কারণ এক হইয়াছে তখন আর দেওয়ার কি আছে কিছু থাকিলেই ত দুই হইল। গুরুকে সম্বোধন করিবার যে ইচ্ছা তাহা মনেতেই রহিয়া গেল।

১২। কবির বলিতেছেন তিনি মনও দিয়াছেন এবং মনের সহিত শরীরও দিয়াছেন, তিনি সবই দিয়াছেন, আর দিবার কি আছে ইহাও কবির কহিতেছেন।

১০। আত্মা ডুবিয়াই ছিলেন কিন্তু ফের উঠিলেন অর্থাৎ মায়ারূপ সমুদ্রে আত্মা একেবারেই ডুবিয়া ছিলেন, কিন্তু গুরু কৃপা করিয়া এক ঢেউ দিলেন। ঢেউ ধরিয়া, চমক্ দেখিতে দেখিতে উঠিয়া পড়িলেন। ঝাঁঝরির ন্যায় বেরা (চারিকোণে চারিটি কলসি দিয়া মাচা বাঁধিয়া যে ভেলা হয় তাহাকে বেরা কহে।) কিন্তু ঐ কলসির মুখে ছিদ্র দেখিয়া উহা হইতে উঠিয়া ঐ ভেলা হইতে পৃথক হইয়া থাকিলেন অর্থাৎ গুরুদত্ত লহরীতে জ্যোতি ইত্যাদি দেখিয়া, দেখিলেন যে এই শরীররূপ কলসির মুখে ঝাঁঝরির মত ছিদ্র অর্থাৎ প্রতি লোমকূপ ও নবদ্বার দেখিয়া এই শরীর হইতে তফাতে যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাতে যাইয়া ফারাকে বসিয়া থাকিলেন।

১১। আত্মা পরমাত্মাতে মিলিলেই এক নাম হইল অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা তখন এদিকের দরজা বন্ধ হইয়া গেল অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মাতে মিলিয়া এক হইয়া যাওয়ায় মিথ্যা "আমি" আর থাকিল না। ঐ অবস্থায় দিবার কিছুই নাই কারণ "আমি" যদি পৃথকরূপে থাকিত তবে দিত। এক্ষণে কি লইয়া গুরুকে সম্বোধন করিব। কারণ আত্মা যদি থাকিত তবে গুরু বলিয়া সম্বোধন করিত। এই যে মনের ইচ্ছা ইহা মনেই রহিল।

১২। আত্মাস্বরূপ স্থির করিয়া যে ব্যক্তি ব্রহ্মেতে লীন করিয়া দিল তাঁহার সকল

ওঁ

কবির শিক্‌লিগর্ কিজিয়ে শব্দ, মস্কলা দেই।
মন্‌কা ময়িল্ ছোড়াইকে, চিৎদরপণ্ করিলেই।১৩

১৩। কবির বলিতেছেন শিক্‌লিগর্ কর অস্ত্র পরিষ্কারের নাম শিক্‌লিগর্। অস্ত্র পরিষ্কারের সময় যেমত এক প্রকার শব্দ হয় পরিষ্কার হইয়া গেলে অর্থাৎ ময়লা ছুটিলে আর শব্দ হয় না, তদ্রূপ মনের ময়লা পরিষ্কার করিয়া চিত্তকে দর্পণস্বরূপ কর।

দেওয়াই হইল কারণ আত্মা থাকিলেই সকল—আর আত্মা দিলেই কাজে কাজেই সকল দেওয়া হইল। আত্মা দেওয়া হইলে শরীরও দেওয়া হইল। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে (গুরুবক্ত্রগম্য) দেবার কি থাকিল? মন আর শরীর দেওয়া হইলে ধন দেওয়া হইল কারণ এই শরীর ও মন যদি না থাকিত তবে ধন বলে কে? যখন মন ও শরীর দেওয়া হইল তখন ধন আপনি আপনি না দিয়াও দেওয়া হইল। এইরূপ আত্মার দান। কবিরের আত্মা বলেন, দাস—যে সর্ব্বদা প্রভুকে ভক্তির সহিত সেবা করে তাঁহার সন্তোষের নিমিত্ত—আত্মার দান অর্থাৎ অত্মার নিকট সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক থাকে ও আত্মার আজ্ঞাকারী হইয়া আত্মার সেবা করে আত্মার সন্তোষের নিমিত্ত। ততক্ষণ আত্মা সন্তুষ্ট হন না যতক্ষণ আত্মাতে আত্মা না থাকেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা (গুরুবক্ত্রগম্য)।

১৩। আত্মাকে শিক্‌লিগর্ (অস্ত্র পরিষ্কারের নাম) করিয়া লও। অস্ত্রকে শিক্‌লিগর্ করিতে হইলে অস্ত্রের গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত একবার লইয়া যাওয়া ও পুনর্ব্বার গোড়ায় লইয়া আসা এক্ষণে আত্মা দ্বারা আত্মাকে শিক্‌লিগরূরূপ ক্রিয়া করিয়া পরিষ্কার করিয়া লও। শব্দস্বরূপ মস্কলা দ্বারা (মস্কলা—চূণ গুলিয়া ছাঁকিয়া লওয়ার পর যে অবশিষ্ট ছোট ছোট কাঁকর থাকে,) ঐ ছোট ছোট কাঁকরের দ্বারা অপরিষ্কার (মরিচা লাগা) অস্ত্র সাফ করিতে হইলে শব্দ হয়, তুমিও অপরিষ্কার, আত্মা দ্বারা মরিচা ধরা আত্মাকে পরিষ্কার করিলে শব্দ হইবে। এই শব্দ যখন আর হইবে না তখন আত্মার মরিচা কাটিবে। যেমন অস্ত্রের মরিচা কাটিয়া সরল হইলে আর শব্দ হয় না এই প্রকার মনের ময়লা ছাড়াইয়া লও (মনের ময়লা ইচ্ছা) তলোয়ার যেমন তেমনিই পড়িয়া রহিয়াছে, বলের দ্বারা আঘাত করিলেই কাটিয়া যায়, তদ্রূপ মন যেমন তেমনিই রহিয়াছে মনের দ্বারায় মনকে যে বস্তুতে লইয়া যাইবে তৎক্ষণাৎ তাহার ময়লা আসিয়া মনেতে লাগিয়া যায়। সেই মন কিঞ্চিৎ স্থির হইলে বিন্দু ব্রহ্ম, ঐ বিন্দু স্থির নহে, নড়িতেছে। এইরূপ দোলায়মান হওয়ায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। যেমন দর্পণ নড়াইলে তাহাতে মুখ দেখা যায় না, স্থির হইলেই যে কোন প্রতিবিম্ব তাহাতে

ওঁ

কবির গুরু ধোবি, শিখ্ কাপ্ড়া, সাবন সৃজ্নি হার।
সুরতী শিলাপর ধোইয়ে,নিক্‌লে জ্যোতি অপার।১৪
কবির ঘর বৈঠে গুরু পায়া, বড়ে হামারে ভাগ।
সোই কো তর্‌সৎ হতে, আব্ অমরৎ আঁচাওন্ লাগ।১৫

১৪। কবির বলিতেতেছেন গুরুই ধোপাস্বরূপ আর শিষ্যই কাপড়ের স্বরূপ, অর্থাৎ ধোপা যেমন কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে গুরু যিনি তিনিও কাপড়স্বরূপ শিষ্যের ময়লা পরিষ্কার করিয়া দেন আর সাবান তাহাতে দিয়া অর্থাৎ আত্মার ধ্যানস্বরূপ শিলাতে বারম্বার ধৌত করিলে অপার জ্যোতি নির্গত হয়।

১৫। কবির বলিতেছেন ঘরে বসে গুরু পাইলাম ইহাই আমার বড় ভাগ্য। এমন সময় গিয়াছে যাহা চেষ্টা করিয়াও অতি সামান্ত অকিঞ্চিৎকর পদার্থও পাই নাই কিন্তু এখন অমৃতকেও ছড়াইয়া দিতেছি।

পড়ুক না কেন তাহা দেখা যাইবে সেই প্রকার চিৎরূপ বিন্দুকে স্থির করিয়া দর্পণের ন্যায় সম্মুখে রাখিলেই সমস্ত জগৎ তাহার মধ্যে দেখিতে পাইবে।

১৪। কবির কায়ার মধ্যে যে আত্মা গুরু রহিয়াছেন তিনি একবার নীচে একবার উপরে এইরূপ ধোবার কৰ্ম্ম করিতেছেন। মন অন্য বিষয়েতে আসক্ত হইয়া মলিন হয় সেই ময়লা যিনি সাফ্ করেন তিনি গুরুরূপ ধোবি। আর ঐ মনই শিষ্যস্বরূপ কাপড়, ব্রহ্মস্বরূপ সৃজনকৰ্ত্তা সাবান তাহাতে দিয়া, ধ্যানস্বরূপ শিলাতে বারম্বার ধৌত করিলে এক অপার জ্যোতি নির্গত হয়। অপার জ্যোতির তাৎপর্য্য, যাহার অন্ত নাই—অর্থাৎ ব্রহ্ম।

১৫। কবির এই শরীরের মধ্যে আত্মাতেই গুরু পাওয়া গেল। বড় আমার ভাগ্য অর্থাৎ এক শ্রেষ্ঠ পদ হঠাৎ পাইলাম। পূর্ব্বে ফেলিয়া দিবার জিনিস যে মাড়্ (ফ্যান্) তাহাও পাই কিনা বলিয়া দুঃখ হইত যে একটু ফ্যান্ পাইলেও জীবন ধারণ করা যায়, এক্ষণে অমৃত কুল্লি করিতেছি কারণ পেট ভরিয়া গিয়াছে অর্থাৎ অমৃত খাইলে মৃত্যুর ভয় থাকে না, নিজে অমৃত খাইয়া অমর হইয়া কুলকুচা করিতেছি অর্থাৎ পাত্রাপাত্র ভেদ জ্ঞান না করিয়া জ্ঞানদান করিতেছি।

ওঁ

কবির গুরুকো-লাল গড়াবোঁ করে,মটিন্ পকড়ৈ হেত।
এক খোঁট লাগা রহে, যও লগি লহে না ভেদ।১৬
কবির গুরু কো লাল শিখ্‌কু,ভঁয়ি,গড়ি গড়ি কাড়ে খোট্।
অন্তর্ হতে সাহার দেই, বাহের বাহের চোট্।১৭
কবির জ্ঞান সমাগম্ প্রেমস্থখ্, দয়া ভক্তি বিশ্বাস্।
গুরু সেবাতে পাইয়ে, সৎগুরু শব্দ নেবাস্।১৮

১৬। কবির বলিতেছেন যদি মৃত্তিকা হেতু না হইত তাহা হইলে আত্মারাম গুরুকে লাল (মণিবিশেষ) গড়াইয়া ফেলিতাম। যতক্ষণ না ভেদ হইতেছে ততক্ষণ একটিতে লাগিয়া থাক।

১৭। কবির বলিতেছেন গুরু লালই আছেন, আর শিষ্য তিনি মন্দ হইতেছেন কারণ দণ্ডে দণ্ডে কূট তর্ক করিতেছেন অর্থাৎ মন্দ বিষয়েতে রত হইতেছেন। বাহিরে (চোট) আঘাত লাগিতেছে আর ভিতর হইতে সাড়া দিতেছে।

১৮। কবির বলিতেছেন দয়া, ভক্তি, বিশ্বাস থাকিলে জ্ঞান সমাগম হয় তাহা হইলেই (প্রেম-স্থখ) প্রেমানন্দ লাভ হয়। গুরুর সেবা করিলে শব্দের ঘর সদ্‌গুরু বলিয়া দেন।

১৬। কবিরের আত্মা বলিতেছেন মৃত্তিকা যদি হেতু না হইত, তবে গুরুকে লাল গড়াইয়া ফেলিতেন, (লাল মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ) অর্থাৎ আত্মা তিনি এই শরীরকে লাল অর্থাৎ ব্রহ্ম করিয়া ফেলিতেন। অর্থাৎ আত্মা ব্রহ্মে লীন হইতেছেন, কিন্তু এই শরীর মৃত্তিকার হওয়ায় শরীর যেমন তেমনই রহিয়াছে, এক্ষণে অর্থাৎ সশরীরে ব্রহ্ম হইতে পারিল না বলিয়া দুঃখ না করিয়া পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটিতে লাগিয়া রহ। যতক্ষণ ভেদ না হইতেছে ততক্ষণ লাগিয়া থাক অর্থাৎ যখন আত্মা একাগ্র হইয়া ব্রহ্মে লীন হইবে, তখন এই শরীর লাল না হইয়াও লাল, কারণ মনের সহিত শরীর অর্থাৎ মন না থাকিলে শরীর বলে কে, যখন মন লীন হইয়াছে, তখন শরীরও লীন হইতে বাকি নাই।

১৭। কবির আত্মা লালই আছেন, কিন্তু মন তিনি মন্দ হইয়াছেন। কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যেমন যেমন মন যাইতেছে, তেমনই তেমনই ইন্দ্রিয়তে চলিয়া আসিতেছে। যদিও মন মন্দ হইয়া চলিয়া আসিতেছে কিন্তু ভিতর ভিতর হাত বাড়াইয়াছে অর্থাৎ অল্প অল্প ব্রহ্ম স্পর্শ করিতেছে, তবু বাহিরে বাহিরে বড়ই চোট্ অর্থাৎ আঘাত লাগিতেছে। যখন মন ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বেতে আসিতেছে তখন বড়ই কষ্ট।

১৮। কবির আত্মজ্ঞান সমানরূপ স্থিতি যাহা প্রেমের স্থখ হইতেছে। এইরূপ

ওঁ

কবির গুরু মানুখ্ করি জান্তে,তে নর কহিয়ে অন্ধ্।
ইহঁ দুঃখী সংসার মে, আগে যমকো বান্দ্।১৯

কবির গুরু মানুখ্ করি জান্তে, চর্ণামৃত কো পান্।
তে নর নরক্ হি যাহেঙ্গে, জন্ম জন্ম হোয়ে শোয়ান্।২০

১৯। কবির বলিতেছেন গুরুকে যে মানুষ জ্ঞান করে সে মনুষ্যকে অন্ধ কহা যায়। এই সংসারেতে সেই দুঃখী আর পশ্চাতে যমের বন্ধনে পতিত হয়।

২০। কবির বলিতেছেন গুরুকে যে মনুষ্য জ্ঞান ক'রে চরণামৃত পান করে, সেই মনুষ্য নরকে যাবে, আর জন্ম জন্ম কুকুর যোনি প্রাপ্ত হবে।

নিজে সুখী হইয়া অন্যে যাহাতে সুখী হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়ার নাম দয়া; এইরূপ দয়া করিয়া দেখিতে পায় যে গুরু বাক্যের দ্বারা আমি সুখী হইয়াছি এবং সুখী হইতেছে ইহা দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপ ভক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় বিশ্বাস হয়। বিশ্বাস—ধ্রুব জ্ঞান না হইলে হয় না, অতএব ধ্রুব জ্ঞানই ব্রহ্ম। ইহা আত্মার অনুগামী হইলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ ব্যক্তির শব্দেতে স্থিতি অর্থাৎ তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তদ্রূপ শব্দেতে থাকিলে, জ্ঞান হয় (গুরু বক্তৃগম্য)।

১৯। কবির! উপরোক্ত সদ্গুরুকে যে মনুষ্য বলিয়া জানে সে অন্ধ। ইহ সংসারে সে দুঃখী। পরলোকে সে যমের বন্ধনে পতিত হইবে।

২০। কবির! যিনি গুরুকে আত্মজ্ঞান না করিয়া মানুষ জ্ঞান করতঃ চরণামৃত পান করেন তিনি নরকে গমন করেন ও কুকুরের মত চীৎকার করিয়া থাকেন। আত্মা গুরুকে যিনি মানুষ জ্ঞান না করিয়া চরণামৃত পান করেন (চরণ অর্থাৎ যাহা দ্বারা চলা যায় এই শরীর হইতে যিনি অন্য শরীরে গমন করেন, তিনি স্থির হইলেই অমৃত, এই স্থিতিপদ ভোগ করার নাম অমৃতপান) তিনি নরকে গমন ও জন্ম জন্ম কুকুর হইয়া চীৎকার করেন না।

ওঁ

কবির তে নর্ অধ হায়্, গুরু কোঁ কহতে আওর।
হরি রুঠে গুরু স্মরণ হায়্, গুরু রুঠে নাহি ঠওর। ২১
কবির গুরু মাথেতেঁ উৎরে, শব্দ বিহুনা হোয়্।
তাকো কাল ঘসেটি হৈ, রাখি শকে নাহি কোয়। ২২
কবির অহং অগ্নি হৃদয় দহে, গুরুতে চাহে মান্।
তিন্হকো যম নেওতা দিয়া, তোম্ হোহু মেরে মেজমান্।২৩

২১। কবির বলিতেছেন যে মনুষ্য গুরুকে গুরু না বলিয়া অন্য কিছু বলে সে অধম। যদি ভগবান হরি রুষ্ট হন তাহা হইলে গুরুর শরণাপন্ন হওয়া যাইতে পারে কিন্তু গুরু যদি রুষ্ট হন তাহা হইলে আর কোথাও নিস্তার নাই।

২২। কবির বলিতেছেন গুরু যখন মাথা হইতে নামিয়া পড়িল তখন শব্দবিহীন হইয়া গেল। তাহাকে কাল (যম) টানিয়া লইয়া যান, কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

২৩। কবির বলিতেছেন যাহার অহংরূপ অগ্নি হৃদয় দাহ করিতেছে, আর গুরুর নিকটে সম্মান চাহিতেছে। যম তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে এই বলিয়া যে তুমি আমার প্রিয় পাত্র।

২১। কবির! যাহারা আত্মাকেই পরমাত্মা বলিয়া না জানে, তাহাদের আত্মা অধোতেই রহিয়াছে। হরি যদি রুষ্ট হন তবে গুরুর শরণাপন্ন অর্থাৎ স্থিতি হয় (হরি যিনি হরণ করেন অর্থাৎ বিবেক, বিবেক যদি না থাকে তথাপি আত্মাকে স্মরণ করিতে করিতে স্থিতিপদ হয়।) কিন্তু আত্মার বিকার হইলে (অন্যদিকে মায়াতে মন দিলে) আর স্থিতির স্থান নাই।

২২। কবির আত্মারূপ গুরু, গুরু=ভার, তাহা যদি মস্তক হইতে নামিয়া পড়িল, তাহা হইলেই ভগবৎ নেশা ছুটিয়া গেল, সুতরাং শব্দবিহীন হইল। তাহার কাল নিকট হইল অর্থাৎ সময়েতে ঘেঁস্ড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাইবে তাহাকে আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

২৩। কবির অহংরূপ যে অগ্নি (কূটস্থ ব্রহ্মতে না থাকায়) হৃদয়কে পোড়াইয়া হায় হায় করিতেছে। তাহার আত্মা-স্বরূপ গুরুর নিকট মানের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। তাহাকে যম নিমন্ত্রণ দিয়াছে যে তুমি আমার নিমন্ত্রিত ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি অহং ইত্যাকার জ্ঞান রাখিবেন তাঁহাকে মরিতে হইবে।

ওঁ

কবির গুরু পারশ গুরু পারশ, হায়,গুরু চন্দন্ সুবাস্।
সৎগুরু পারশ জীউকে,যিন্‌হো দিন্‌হো মুক্তি নেওয়াস্।২৪
কবির গুরু পারশ মে ভেদ্ হায়,বড়ো অন্তরো জান্।
যোহুঁ লোহ কাঞ্চন করে,যেএ করিলেই আপু সমান্।২৫
কবির গুরুকো কিজিয়ে দণ্ডবৎ,কোটি কোটি পর্ণাম্।
জ্যা এসে ভৃঙ্গী কীট কো, কর্‌লে আপু সমান।২৬

২৪। কবির বলিতেছেন গুরু স্পর্শমণিবিশেষ, গুরুই স্পর্শমণি আর গুরুই সুবাসযুক্ত চন্দন, সদ্‌গুরুই জীবের স্পর্শমণি যেহেতু তিনিই মুক্তিনিবাস দেন।

২৫। কবির বলিতেছেন গুরুতে আর স্পর্শমণিতে ভেদ আছে, অনেক প্রভেদ আছে জানিবে। স্পর্শমণি লোহাকে কেবল কাঞ্চন করে কিন্তু সদ্‌গুরু যিনি তিনি শিষ্যকে আপনার সমান করিয়া লন।

২৬। কবির বলিতেছেন গুরুকে দণ্ডবৎ কোটি কোটি প্রণাম কর, ভৃঙ্গী যেমন কীটকে আপনার সমান করিয়া লয়। তদ্রূপ গুরু যিনি তিনিও শিষ্যকে অপনার মত করিয়া লন।

২৪। পারশ (যাহাকে স্পর্শমণি বলে)=যে মন্দকে ভাল করে তাহাকেও পারশ কহে। যাহার মনের সর্ব্বদাই মন্দ দিকে থাকিতে ইচ্ছা, সৎকর্ম্ম পাওয়াতে তাহা হইতে মুক্ত অর্থাৎ পারশ হইয়া গেলেন, পারশ হইলেই ব্রহ্ম হইলেন অর্থাৎ পরশ ব্রহ্ম যাহা ছিলেন তাহাই হইলেন। এরূপ হওয়াতে আত্মার চন্দন স্বরূপ প্রকৃতি সুবাস যুক্ত হইল এবং সকলেরই মধ্যে আদর পূর্ব্বক থাকিতে লাগিলেন। এই আত্মার পারশ সৎগুরু হইতেছেন যাহা দ্বারায় সকলের মুক্তি হইতেছে অর্থাৎ যিনি মুক্তির স্থান ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি করাইয়া দিলেন (গুরুবক্ত্রগম্য)।

২৫। আত্মা ও পারশেতে ভেদ আছে, অনেক ভেদ আছে। পারশ লোহাকে কাঞ্চন করে, গুরু ব্রহ্ম আত্মাকে আপনার মত করিয়া লন।

২৬। আত্মা গুরুকে ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারায় (গুরুবক্ত্রগম্য) কোটি কোটি বার প্রণাম করা চাই। প্রণাম অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে নত ক্রিয়া করিলেই হইবে, যেরূপ ভৃঙ্গী অর্থাৎ কাঁচপোকা যেমন অন্য পোকাকে আপন করিয়া ফেলে অর্থাৎ পোকাটাও কাঁচপোকা হইয়া যায় তদ্রূপ মনুষ্যরূপ কীট=আত্মা স্বরূপ গুরুতে থাকায় আত্মার রূপান্তর পরমাত্মাতে

ওঁ

কবির গুরুকো তন্ মন্ দিজিযে,মুক্তি পদারথ জানি।
গুরু কি সেবা মুক্তি ফল, এহ গিরিহী সহি দানী।২৭
কবির গুরুসোঁ ভেদ যো লিজিয়ে,শিষ দিজিয়ে দান্।
বহুতক্ অবধূ বহি গ্যায়ে,রাখে জীউ অভিমান্।২৮
কবির গুরুকো সর্ব্বস্য দিজিয়ে,আওর পুছিয়ে অরথাএ।
কহে কবির পদ্ পর্ সোই,সো হংসা ঘরে যাএ।২৯

২৭। কবির বলিতেছেন গুরুকে শরীর ও মন অর্পণ কর ইহাতেই মুক্তি পদার্থ জানিবে। গুরুর সেবাই মুক্তিফল। গৃহীই হউক আর দানীই হউক গুরুসেবাই সব।

২৮। কবির বলিতেছেন গুরুর নিকট হইতে ভেদ অর্থাৎ গূঢ় তত্ত্ব যিনি লইয়াছেন তিনি আগে মস্তক দান করিয়াছেন। এই সংসার-সমুদ্রেতে অনেক অবধূত সন্ন্যাসী ভাসিয়া গিয়াছে যাহারা আত্মাভিমান রাখিয়াছিলেন।

২৯। কবির বলিতেছেন গুরুকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া পরমার্থ বিষয় জান। কবির বলিতেছেন তিনি পরম পদ স্পর্শ করিয়া হংস ঘরে যান।

স্থিতি থাকায় সমানরূপ হইয়া যায়।

২৭। কবির গুরুকে শরীর এবং মন অর্পণ কর, তাহা হইলেই মুক্ত জানিও, ক্রিয়া করিলেই মুক্তিফল এই ঠিক।

২৮। কবির আত্মারাম গুরু ব্রহ্মেতে ভেদ করিয়া এক হইয়া (ভেদ=এক বস্তুর মধ্যে আর এক বস্তু প্রবেশ করে) অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মস্তক দান কর=সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে থাক, অনেক অবধূত সংসার সমুদ্রেতে বহিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা আত্মা স্বরূপ জীবে অভিমান রাখিয়াছেন।

২৯। কবির আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বত্রেতে যখন হইল তখন সমস্তই দেওয়া হইল। আর ব্রহ্মের অণুস্বরূপে থাকিয়া অনুভব পদ সমস্ত জ্ঞাত হয় সেই ব্রহ্ম পদে আত্মারাম স্পর্শ করিয়াছেন যিনি,তিনি হংসের ঘরে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে গিয়াছেন।

ওঁ

কবির গুরুগম্য বতাওয়ে নেহি,শিখ্ গহে নেহিঁ খূট।
লোক ভেদ্ ভাখে নেহিঁ,সো গুরু কায়ের্ ঠুঁট্।৩০
কবির গুরু বতায়েঁ সাধুকো,সাধু কহে গুরু বুঝ্।
আরশ্ পরশ্ কে মধিমে,ভই আগম কি সুঝ্।৩১
কবির গুরু সমান দাতা নাহিঁ, যাচক্ শিখ্ সমান।
তিন লোক্কি সম্প্রদা,সো গুরু দিন্হো দান।৩২

৩০। কবির বলিতেছেন যিনি শিষ্যকে সৎপথ বলিয়া দিতে না পারেন আর শিষ্য যে খোঁটা ধরিয়া স্থির হইবে তাহার ভেদ প্রকাশ করিতে না পারেন এমত গুরু ঠুঁটোর মত নিষ্কর্ম্মা।

৩১। কবির বলিতেছেন গুরু সাধুকে বলিতেছেন দর্শন স্পর্শন মিলিয়া আগম বুঝা গেল।

৩২। কবির বলিতেছেন গুরুর সমান দাতা নাই শিষ্যের মত যাচক নাই। তিন লোকের সম্প্রদা হইতে সেই গুরুই সমস্ত দান করেন।

৩০। কবির আত্মারাম গুরু যেখানে যাইয়া স্থির হইবেন ইহা যে বলিতে না পাবে, আর শিষ্যকে কোন্ খোঁটা স্থির হইয়া ধরিয়া থাকিবার স্থান যিনি বলিতে না পারেন, আর সকল লোকের প্রকাশ হইবার উপায় যিনি বলিতে না পারেন এমত গুরু নিষ্কর্ম্মা ঐরূপ গুরুর দ্বারায় কোন কর্ম্ম হইতে পারেন না, যেমন হস্ত বিহীন ব্যক্তি।

৩১। কবির আত্মা গুরু সাধুকে বলিতেছেন অদ্য দুই শতবার ক্রিয়া করায় যে ফল হইল সেই টুকু লক্ষ্য কর। সাধু গুরুকে বুঝিতে কহেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা জানিবাব জন্য। পরমাত্মায় আত্মা মিলিয়া অগম্য স্থানের দৃষ্টি হইল অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান সমস্তই দেখিতে লাগিল।

৩২। কবির! আত্মা গুরুর সমান দাতা নাই। কারণ সকলেই কোন না কোন বিষয় চাহে। কিন্তু গুরু যিনি তিনি সমস্ত বস্তুই দিলেন অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়ায় বস্ত্বন্তর থাকিল না। চঞ্চলমনা শিষ্য অপেক্ষা আর ভিখারী নাই, কারণ সে কিছুতেই তৃপ্ত নহে। তিন লোকের দলের যে ক্রিয়া তাহা গুরু দিয়াছেন অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই তিন লোকে যে ক্রিয়া করিতেছে তাহাও গুরু দিয়াছেন। পাতাল—নাভি হইতে পা পর্য্যন্ত—এই পা এত শীঘ্র চলে যে বোধ হয় পা মাটিতে ঠেকিতেছে না। নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত মর্ত্তলোক, হৃদয়ে স্থির থাকে, এবং মস্তকে অনির্ব্বচনীয় কাণ্ড সকল দেখে।

ওঁ

কবির পহিলে দাতা শিখ্ ভয়ে,তন্ মন অর্পো শিষ্।
পাছে দাতা গুরু ভয়ে, নাম দিয়া বখ্শিশ্।৩৩

৩৩। কবির বলিতেছেন শিষ্যই প্রথমে দাতা হইলেন, কারণ শরীর মন সকলই গুরুকে অর্পণ করিলেন আর পশ্চাৎ গুরু দাতা হইলেন কারণ তিনি শিষ্যকে নাম দান করিলেন।

৩৩। কবির আত্মারাম গুরুকে যখন মনস্বরূপ শিষ্য দিলেন অর্থাৎ মনেতে মন রাখিয়া এই শরীরে ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। মন দেওয়া হইলে শরীরও দেওয়া হইল। মন ত পূর্ব্বেই দিয়া ক্রিয়া করিতেছে। শরীর ও মন অর্পণেতে মস্তকও ব্রহ্মেতেঅর্পণ করা হইয়াছে। মস্তকেতে ব্রহ্ম থাকায়, পশ্চাৎ গুরু যিনি আত্মারাম তিনি দাতা হইলেন অর্থাৎ আত্মাই স্বয়ং পরমাত্মাকে দেখাইয়া দিলেন। নাম অর্থাৎ যাহা দ্বারা জানা যায় উপঢৌকন স্বরূপ তাহা দিলেন—উপ=অন্য অর্থাৎ অলৌকিক। মস্তকে ভার বোধ ও ঐ ভার ঢাকা দেওয়ার মত বোধ হওয়ার নাম এখানে উপঢৌকন।

ওঁ

লিখতে গুরু পারখ্ কো অঙ্গ্।

গুরু পরীক্ষার বিষয়।

—:*:—

কবির গুরু লোভী শিখ্ লাল্চী, দোনো খেলে দাঁও।
দোনো বুড়ে বাপুরে, চড়ি পাত্থল্ কি নাওঁ।১

১। কবির বলিতেছেন লোভী গুরু এবং লালসাযুক্ত শিষ্য দুই জনেই দাঁও মারিবার চেষ্টায় আছেন এরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়েই পাথরের নৌকায় চড়িয়া ডুবিয়া মরে।

১। কবির আত্মারাম গুরু তিনি কেবল আশ্চর্য্য দেখিবেন শুনিবেন এবং সমুদয় ইচ্ছার উপর ভরসা করিয়া থাকিবেন অর্থাৎ নানাপ্রকার লোভ ইত্যাদি। আর শিষ্য লাল্চী অর্থাৎ মন যাহা দেখেন তাহাই চাহেন। মনের আর সন্তোষ কোন বিষয়ে নাই। দুইই দাঁও মারিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু দুই বাপুই জলে ডুবিয়া যাইলেন পাথরের নৌকায় চড়িয়া অর্থাৎ পাথর ভরা আত্মাতে ও মনে নানাপ্রকার ইচ্ছা একত্র হইয়া ক্রমে ভার হওয়াতে মস্তক হইতে অধঃদেশে তলাইয়া যাইয়া অধঃদেশে যত নরকের কার্য্য সকল করিতে লাগিলেন।

ওঁ

কবির যাকো গুরু হায় আঁধরা, চেলা খড়া নিরন্ধ্।
অন্ধে অন্ধে ঠেলিয়া, দুনো কূঁয়া পবন্ত্ ।২
কবির জ্ঞানা নেহি বুঝা নেহি, পুছ্না কিয়া গওন্।
অন্ধেকে অন্ধা মিলা, পথ বতাওয়ে কোন্ ।৩
কবির ম্যায় মূঢ়ো, উস্ গুরুকি যতেঁ ভরম্ না যায়।
আপনে বুড়া ধার্মে, চেলা দিয়া বাহায় ।৪

২। কবির বলিতেছেন যাহার গুরু অন্ধ এবং শিষ্যও অন্ধ হইয়া খাড়া আছে। এই উভয় অন্ধে ঠেলাঠেলি করিয়া কূয়ায় পড়িয়া গেলেন।

৩। কবির বলিতেছেন, জানাও নাই, বুঝাও নাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করাও নাই। অন্ধ ব্যক্তি পথপ্রদর্শক এক অন্ধকে পাইল। সুতরাং কে কাহাকে পথ দেখায়।

৪। কবির বলিতেছেন আমি ত মূঢ়, আর যে গুরু পাইয়াছি তাঁহারও ভ্রম যায় নাই। তিনি নিজে স্রোতে ডুবিয়াছেন এবং শিষ্যকেও ভাসাইলেন।

২। কবির যাহার আত্মা স্বরূপ গুরু অন্ধ আর মন স্বরূপ শিষ্যও কাজে কাজেই নিরন্ধ এইরূপ উভয়ে ঠেলাঠেলি করিয়া অধঃতে=কূয়ায় পড়ে অর্থাৎ যে আত্মা আত্মাতে থাকে ও যাহাতে জীব উন্নতি লাভ করে তাহার চেষ্টা পায় ও জীবের দুঃখ দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করে ও দৃশ্যমান পদার্থ সকল কিছু নয় বলে, তাহার একটু স্বপ্রকাশ হয় আর যে মনেতে থাকে অর্থাৎ সর্ব্বদা বিষয়ে থাকে ও পরের দুঃখে দুঃখিত না হইয়া মদ্যাদি পান ও আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকে সে নিঃশেষ প্রকারে অন্ধ,—অন্ধ আত্মা অন্ধ মনকে ঠেলা দিয়া কুকর্ম্মে যাইতেছে ও করিতেছে, এই কর্ম্মের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত কূয়া রূপঅধঃতে পতিত হইতেছে।

৩। কবির আত্মারাম গুরু তিনি আপনাকে আপনি জানিলেন না অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকিয়া, ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা বুঝিলেন না আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন না যে কোন রাস্তা দিয়া যাইতে হইবে অন্ধ আত্মা অন্ধ মনকে পাইয়া পরস্পর কেহ কাহাকে পথ বলিয়া দিতে পারে না।

৪। কবির আত্মারাম গুরু, যাহার মন আত্মা ছাড়া অন্যদিকে আছে এবং যাহার দ্বারায় ঐ মায়ারূপ ভ্রম না যাইতেছে তিনি মায়াধার স্রোতে ডুবিলেন এবং শিষ্য অর্থাৎ মনকেও ভাসাইলেন—আত্মাত গেলেনই মনও এক স্থান হইতে আর একস্থানে যাইলেন।

ও

কবির গুরুনহু ভেদ হায়, গুরুনহু মে ভাও।
সো গুরু নিশু দিন বদিয়ে, যো শব্দ বতাওয়ে দাও।৫
কবির পূরে গুরু বিনা, পূরা শিখ্ না হোয়ে।
গুরু লোভী শিখ্ লাল চী, তাতে ঝাঝনি দুনি শোয়ে।৬

৫। কবির বলিতেছেন গুরুতেও ভেদ আছে আর গুরুতেও ভাব আছে। এমত গুরুকে সর্ব্বদা বল যিনি প্রাণায়ামাদির দ্বারায় ওঁকার ধ্বনি ইত্যাদি বলিয়া দিতে পারেন।

৬। কবির বলিতেছেন বিনা গুরুর সাহায্যে শিষ্য পূর্ণ জ্ঞানবান হয় না, আর গুরু যদি লোভী হন, আর শিষ্যও যদি লালসাযুক্ত হয় তাহা হইলে দুজনেই দ্বিগুণ মাত্রায় নিদ্রিতাবস্থায় শুইয়া থাকেন।

৫। কবির, আত্মারাম গুরু সকলের মধ্যে ভেদ আছে ও সকল গুরুতেও ভাব আছে অর্থাৎ কেহ আটকাইয়া থাকে কেহ ওঁকার ধ্বনি শ্রবণ করে, কেহ চক্ষের দ্বারায় জ্যোতি ইত্যাদি দর্শন করে ইহা প্রাণায়ামের দ্বারা জানা যায়। এমত গুরুকে দিবা রাত্র বল অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়া কর, যিনি শব্দকে বলিয়া দেন, দাঁও—খেলিবার সময় যখন দাম মারা যায় অর্থাৎ যে রকম ফেলিলে দানটা পড়ে যে উপায়ে চঞ্চলকে স্থির করা যাইতে পারে।

৬। কবির, আত্মা পরমাত্মাতে যাইয়া না মিলিলে পূর্ণরূপে মন স্থির হয় না কারণ আত্মা অন্যদিকে মন দিতেছেন, মন আপনার স্বধর্ম্ম যে চঞ্চলত্ব তাহাতে থাকায়, অন্যদিকে যাইতেছে, তাহাতে আত্মারাম ও মনের দুয়ের সংযোগে বিষয়াসক্ত হইয়া নিদ্রিত আছেন অর্থাৎ সংসারে মত্ত হইয়াছেন।

ওঁ

কবির পূরা সহজে গুণ্ করে,গুণে নওয়ায়ে ছেহ ।
সায়ের পোখে সর্ভরে, দান ন মাগে মেহ ।৭
কবির পূরা সত্ গুরু না মিলা, রাহা অধুরা শিখ ।
স্বা গজ্ তীকা পরহীকৈ,ঘর্ ঘর্ মাঙ্গে ভিখ্ ।৮

৭। কবির বলিতেছেন সহজ ক্রিয়ার গুণ করিয়া, গুণের দ্বারা নোওয়াইলেন। আর যাহাকে সর্ব্বদা লালন পালন করিতেছেন তাহাকে ঐ গুণের দ্বারা উপরে লাগাইয়া দিলেন তখন দান আর প্রার্থনা কে করে। যেমন সমুদ্রে নদী সকল আপনাআপনি আসিয়া পড়ে এবং মেঘ জল দিতেছে কিন্তু কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করে না।

৮। কবির বলিতেছেন সৎ গুরুত মিলিল না সুতরাং শিষ্যেরও চঞ্চলত্ব গেল না মন ও হাতির ন্যায় বাঁকা হইয়া থাকায়, আসক্তি পূর্ব্বক ঘর ঘর ভিক্ষা মাগিতে লাগিলেন।

৭। কবির আত্মারাম গুরু তিনি সহজ ক্রিয়া দ্বারা গুণ করেন (গুরুবক্ত্রগম্য) অর্থাৎ ওঁকার স্বরূপ যে শরীর তাহার নিম্নে লাগিয়াছিল, ক্রিয়া করিয়া ঐ গুণ উপরে লাগাইয়া দিলেন, আর ঐ ধনুকের ছিলায় বাঁটুল রাখিবার স্থান নাই অর্থাৎ সবল মন স্বরূপ মৃগকে সর্ব্বদা লালন পালন করিতে লাগিলেন ও শব্দকে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন অর্থাৎ ক্রিয়া দ্বারায় সুষুম্নায় প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। মেঘ কিছু দান চাহে না, আপনিই জল দান করেন সূর্য্য জল আকর্ষণ করিয়া উপরে উঠাইতেছেন, আর চন্দ্র শীতল গুণের দ্বারায় ঐ জল গাঢ় করিয়া সময়েতে বৃষ্টি দ্বারায় পৃথিবীকে শীতল করেন, সেই প্রকার নাভিতে সূর্য্য ও তালুতে চন্দ্র রহিয়াছেন, চন্দ্র সূর্য্যের মিলনে বৃষ্টিরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে স্থিতি পদ পাইয়া মন ব্রহ্মে লয় হওয়ায় স্নিগ্ধ হন (গুরুবক্ত্রগম্য)।

৮। কবির আত্মারাম গুরু পূর্ণ শরীরে আত্মায় না থাকিয়া, পরব্রহ্ম যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাতেও থাকা হইল না অর্থাৎ প্রাপ্তি না হইলে পর মন উৎকণ্ঠিত থাকিল অর্থাৎ সন্দেহ ঘুচিল না আপনার মনঃ স্বরূপ হাতী বাঁকা হইয়া থাকায়—ডাইনে বামে যাতায়াতে ভাল মন্দেতে থাকায় প্রতি ঘরে ভিক্ষা করিতে লাগিল অন্যান্য মন সকল বস্তু লইতে ইচ্ছা করিল, ইচ্ছা যাহাতে আসক্তি পূর্ব্বক মন যায় ও তাহা আপন অধিকারে আনার নাম ইচ্ছা।

ওঁ

কবির পূরা সৎ গুরু না মিলা, রাহা অধুরা শিখ্
নিক্সাথা হরিভজন কো,বঝি গ্যায়ে মায়া বিক্।৯
কবির গুরু কি বাহার দেহকা, সৎগুরু চিন্হা নাহি।
ভৌ সাগর কো জাল্মে, ফিরি ফিরি গোতা খাই।১০
কবির যোহি গুরুতে ভয় না মেটে,ভ্রান্তি মন্ কি না যায়।
গুরুতো য়্যয়সা চাহিয়ে, যো দেই ব্রহ্ম দর্শায়।১১

৯। কবির বলিতেছেন সৎ গুরু ত মিলিল না আর শিষ্যেরও চঞ্চলত্ব গেল না। হরি-ভজনের জন্য বাহির হইয়াছিল কিন্তু পুনরায় মায়াতে বদ্ধ হইল।

১০। কবির বলিতেছেন গুরু ত দেহকেই জ্ঞান করিয়াছি, কিন্তু সৎ গুরু ত চিনি না, একারণ ভব-সাগরের জালেতে বদ্ধ হইয়া ধাক্কা খাইতেছে।

১১। কবির বলিতেছেন যে গুরুতে ভয় না যায় ও মনের ভ্রান্তি ও সংশয় না যায়, সে গুরু চাহি না। এমত গুরু চাই, যিনি ব্রহ্মদর্শন করাইয়া দিতে পারেন।

৯। কবির আত্মারাম গুরু ওঁকার স্বরূপ গুরু পাইল না, তাহাতে মন সন্দেহযুক্ত থাকিল। হরি ভজনের নিমিত্ত বাহির হইয়াছিল—হরি (যিনি ত্রিতাপকে হরণ করেন) অাত্মাস্থ ক্রিয়ারূপ সহজ পথ না পাইয়া—সহজ জন্মের সহিতযে পথ পাওয়া গিয়াছে তাহাকে সহজ পথ কহে, তাহা না পাইয়া বাঁকা পথে—বিষয়ের পথে যাইয়া আবদ্ধ হইয়া গেলেন।

১০। কবির আত্মারাম গুরুকে না জানিয়া, দেহস্বরূপ গুরুকে যে জানে সে ব্যক্তি, আত্মাস্বরূপ গুরুকে চিনিতে না পারিয়া বারম্বার ভবসাগরে মগ্ন হইতেছে।

১১। কবির যে আত্মারাম গুরুর দ্বারায় অভয় পদে স্থিতি না হইল,আত্মাস্থ ক্রিয়া-দ্বারায় স্থিতি পদ না হইয়া,মনের ভ্রান্তি ও মন কুপথে যাইতে লাগিল,এমত গুরু গুরু নহেন। এমত গুরু চাহি যিনি ব্রহ্ম অাত্মাস্থ কুটস্থকে দর্শন করাইয়া দেন।

কবির কাণ ফুকা গুরু হদ্দকা, বেহদ্দকা গুরু আওর।
বেহদ্দকা গুরু যব্ মিলে, তও লহে ঠিকানা ঠাওর ।১২
কবির জানে গুরুকোঁ বুঝিয়া, প্যায়্ড়া দিয়া বতায়।
চলতা চলতা তাঁহা গিয়া, যাঁহা নিরঞ্জন রায় ।১৩
কবির বন্ধে কো বন্ধা মিলা, ছুটে কোনি উপায়
করু সেওয়া নিরবন্ধকি, পল্‌মে লেই ছোড়ায় ।১৪

১২। কবির বলিতেছেন, কাণফুঁকা গুরুর হদ্দ আছে অর্থাৎ যাঁহারা কাণে মন্ত্র দিয়াই ক্ষান্ত হন। আর বেহদ্দ গুরু অন্য প্রকার অর্থাৎ যখন বেহদ্দ গুরু পাওয়া যাইবে (অসীমশক্তিসম্পন্ন গুরু তাঁহাকে বেহদ্দ গুরু কহে) এমত গুরু পাইলে, তখন ব্রহ্মের ঠিকানা পাওয়াও যাইবে।

১৩। কবির বলিতেছেন, গুরুত বুঝিয়াই রাস্তা বলিয়া দিয়াছেন। এখন চলিতে চলিতে সেই খানে যাইলাম যেখানে নিরঞ্জন রায় (ভগবান) আছেন।

১৪। কবির বলিতেছেন, আবদ্ধ ব্যক্তি পুনরায় বন্ধনযুক্ত হইল, পলায়ন করিবার কোন উপায় নাই। যিনি নির্ব্বন্ধ তাঁহার সেবা কর, তাহা হইলে তিনি এক পলের মধ্যে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিবেন।

১২। কবির বলিতেছেন কাণে মন্ত্র দেওয়া গুরুর হদ্দ আছে অর্থাৎ বীজ, দেবতা ও পূজা বলিয়া দিলেন্ আর বেহদ্দ গুরু অন্য প্রকার হইতেছেন্ বেহদ্দর গুরু যখন পাওয়া যায় তখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি তাহা প্রাপ্ত হয় ও তাহাতে থাকে, থাকার জন্য তাহাই হইয়া যায়।

১৩। কবির আত্মারাম গুরুকে জানিয়া চলিতে চলিতে যিনি রাস্তা দেখাইয়া দিলেন্ সেই স্থানে গমন করিলাম যেখানে নিরঞ্জন রায় অর্থাৎ কূটস্থ।

১৪। কবির, আত্মারাম, ভাল মন্দ দুই দিকে, যিনি পড়িয়া রহিয়াছেন এইরূপ গুরু

ওঁ

কবির যাকা গুরু হায় গৃহী, চেলা গৃহী হোয়।
কিচ্ কিচ্ কে ধোঁয়ে, দাগ্ না ছুটে কোয়।১৫

কবির গুরু নাম হায় গম্যকা, শিখ্ শিখিলে সোয়।
বিনু সংঘৎ মর্য্যাদ্ বিনু, গুরু শিখ্ না হোয়।১৬

১৫। কবির বলিতেছেন, যাহার গুরু গৃহী অর্থাৎ যিনি আসক্তির সহিত সংসারাশ্রমে ভ্রমণ করেন তিনিই গৃহী, তাঁহার শিষ্যও গৃহী হয়। কেবল জলে ধুইলে দাগ যায় না।

১৬। কবির বলিতেছেন, যিনি গম্যস্থান না জানেন তিনি, নামে মাত্র গুরু। বিনা সঙ্গেতে না শিখিলে ও বিনা মর্য্যাদাতে না থাকিলে গুরুর ন্যায় শিষ্য হয় না।

পাইলেন, এক্ষণে কোন্ উপায়ে বন্ধন হইতে মুক্ত হই। অর্থাৎ যিনি নির্ব্বন্ধ অর্থাৎ সুষুম্না যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহারই সেবা কর। সেবা করিতে করিতে এক পলের মধ্যে ক্রিয়ার পর অবস্থা বিনারোধে অন্যান্য বন্ধনে—নিঃশেষরূপে বন্ধন মুক্ত করিয়া দেন অন্যান্য একশত বৎসরের নিমিত্ত এই শরীরে আবার জন্ম আর নিঃশেষরূপে বন্ধনে অর্থাৎ যে বন্ধনের শেষ নাই ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই বন্ধন হইতে মুক্তি।

১৫। আত্মারাম গুরু যিনি ঘরে থাকিলেন অর্থাৎ আত্মাতে থাকিলেন না আর শিষ্য তিনি ও ঐরূপ অন্যদিকে মন দ্বারা মনকে ধোয়াতে একটি দাগও ছোটে না।

১৬। কবির, আত্মারাম গুরু যদ্যপি কোন স্থানে যাইয়া স্থির না হইলেন এমত আত্মা গুরু নহেন। চঞ্চল মনস্বরূপ শিষ্য যাহাতে স্থির হয়, তাহা শিখিয়া লও। আত্মারামের সঙ্গ না করিলে ও ভক্তিপূর্ব্বক ক্রিয়া না করিলে, শিষ্যস্বরূপ চঞ্চল মন, গুরুস্বরূপ স্থির মন হন না অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা।

ওঁ

কবির গুরু আতো সস্তে ভয়ে, কৌড়িকে, রপচাশ্।
আপনে তন্‌কি শুধ্ নাহি, শিখ্ করন কি আশ্।১৭
কবির যো নিহং অস্ছর পাইয়া, তাকা মেটিকা দোয়।
সো গুরু পূরা কহিয়ে, কদিহি গৃহী না হোয়।১৮
কবির ঝুঁটে গুরু কি পাচ্ছুকোঁ, ত্যজৎ ন কিজে বার।
দওয়ার না পাওয়ে শব্দকা, ভরমে ভও জলধার।১৯

১৭। কবির বলিতেছেন যে গুরু এতই সস্তা হইয়াছেন যে এক কড়াতে পঞ্চাশ জনকে পাওয়া যায়। আপনার শরীরের শুদ্ধি হয় নাই অথচ শিষ্য করিবার বাসনা।

১৮। কবির বলিতেছেন, এমন এক অহঙ্কার শূন্য অক্ষর পাইলেন তাহাতেই তাঁহার দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেল অর্থাৎ দুই আর থাকিল না। এইরূপ গুরুকে পূর্ণ বলা যায়। ইনি গৃহী হইলেও কদাচ গৃহী নন।

১৯। কবির বলিতেছেন মিথ্যা গুরুর পক্ষ ত্যাগ করিতে বিলম্ব করিও না। তাহা না করিলে, ওঁকার ধ্বনির দরজা পাইবে না, আর ভ্রম জালে পড়িয়া ভব সমুদ্রে পড়িয়া থাকিবে।

১৭। কবির! অন্যদিকে যাহাদিগের মন, এমন যে ভ্রমাত্মক গুরু এমত অর্থে এক কড়া কড়িতে পঞ্চাশ জনকে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগকেরূ আপনাদের আত্মাতে থাকা একবারও স্মরণ হয় না। কি আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহারাও শিষ্য করিবার আশা করেন।

১৮। কবির আত্মারাম গুরুর ক্রিয়ার দ্বারা যখন কূটস্থ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপকত্ব প্রাপ্তি হইল তখন দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেল। তিনি পূর্ণব্রহ্ম আত্মা স্বরূপ হইলেন অর্থাৎ সর্ব্বত্রেতেই ব্রহ্ম ও সর্ব্বত্রে আত্মা—তিনি জীবনমুক্ত হইলেন। তিনি গৃহে থাকিয়াও গৃহী নহেন কারণ "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ"।

১৯। কবির আত্মারাম গুরু অন্যদিকে মন যাওয়াতে সে গুরু মিথ্যা। তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিতে বিলম্ব করিও না। ঐ গুরু ত্যাগ না করিলে, শব্দের দ্বার পাইবে না আর মায়াজাল ভ্রমে ভবসমুদ্রেতে থাকিবে।

লিখ্‌তে সৎ গুরুকা অংশ।

সৎগুরুর অংশ বর্ণন।

—:*:—

কবির সৎগুরু সম্‌ কৈ সঙ্গ্‌ নেহি, সাধু সম্‌ নাহি জাতি।
হরি সমানে নাহি হিত কৈ, হরি জন সম্‌ নাহি পাঁতি।১

কবির সদ্‌ গুরুকি মহিমা অনন্ত্‌ হায়, অনন্ত্‌ কিয়া উপকার্‌।
লোচন অনন্ত, উধারিয়া দেখব নেহার।২

১। কবির বলিতেছেন সৎগুরুর সঙ্গের ন্যায় আর সঙ্গ নাই, আর সাধুর সমান জাতি ও নাই, আর হরির ন্যায় হিতকারী আর নাই। আর যাঁহারা হরিতে সর্ব্বদা থাকেন তাঁহাদের মত আর কোন সমাজ নাই।

২। কবির বলিতেছেন সৎগুরুর অপার মহিমা, সে মহিমা বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার দ্বারায় জীব অনন্ত উপকার পাইয়া থাকে। চক্ষু ও অনন্ত এবং ঐ অলৌকিক চক্ষের দ্বারায় উদ্ধার করাইয়া দেন অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন করাইয়া দেন।

১। কবির আত্মারাম গুরুর সমান কোন সঙ্গ নাই। ঐ আত্মার ক্রিয়া যিনি করেন; তাঁহার সমান জাতি নাই। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে সকলকে হরণ করিয়া লইয়াছেন যে হরি তিনি সকল পদার্থকে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক করিয়া দেওয়ায় তাঁহার তুল্য হিতকারী আর কেহই নাই। এমত ব্যক্তি সকলের যে শ্রেণী তাহাদের মত আর কোন শ্রেণী নাই।

২। কবির, আত্মারাম গুরুর সর্ব্বব্যাপকত্ব হেতু তাঁহার অনন্ত মহিমা। অনন্ত রকমের উপকার অর্থাৎ অলৌকিক কর্ম্ম হইতেছে; অনন্ত রকম দৃষ্টি অলৌকিক যাহা পুর্ব্বে ছিল না তাহা সব ভালরূপে হইতেছে। এক পলকেতেই সকল বিষয়েরই অনন্ত দেখিতেছে।

ওঁ

কবির সব্ জগ্ ভর্মৎ ইয়োঁ ফিরে, যয়োঁ জঙ্গল্কা রোঝা।
সদ্গুরু সে শোধি ভেই, পায়া হরিকা খোঁজ ।৩
কবির আতি পাই থির্ ভয়ো, সদ্গুরু দিন্হা ধীর।
মাণিক হীরা বণিজিয়া, মান সরোবর্ তীর্ ।৪

৩। কবির বলিতেছেন সমস্ত জগৎ ভ্রমে পড়িয়া এমত ভাবে ফিরিতেছে· যেমত জঙ্গলের রোঝা অর্থাৎ ঔষধাদি চিনে না, অথচ জঙ্গলে ঔষধের জন্য ঘুরিতেছে; যখন সৎগুরু দ্বারায় শোধিত হইবে অর্থাৎ জানিবে তখন হরির খোঁজ পাইবে।

৪। কবির বলিতেছেন স্থিরের জায়গা পাইয়া স্থির হইলাম যাহা সৎগুরু দেওয়াইয়াছেন আর মাণিক ও হীরার ব্যাপারী হইয়া মানস সরোবরের কিনারা পাইয়াছি।

৩। কবির আত্মারাম গুরু সমস্ত চলায়মান বস্তুতে ভ্রম বিশিষ্ট হইয়া ফিরিতেছিলেন। যেমত জঙ্গলের মধ্যে যে ঔষধি চেনে না, সে যেমন সমস্ত গাছেই হাত দিতেছে ও সমস্ত গাছের রস দিয়া আন্দাজি ঔষধ প্রস্তুত করিতেছে, সেইরূপ ভ্রমবিশিষ্ট হইয়া জগতের সকলেই ফিরিতেছে। ওঁকার স্বরূপ শরীর কূটস্থ ব্রহ্ম যাঁহার মধ্যে আছেন, তিনি সত্য, তদ্ব্যতীত সমুদয় মিথ্যা। তিনিই এক গুরু। তাঁহার দ্বারায় সমুদয় বস্তু শোধন হইল, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক হইয়া যাওয়াতে ভিন্ন বস্তু আর থাকিল না সুতরাং শুদ্ধ ও অত্যন্ত নির্ম্মল হওয়াতে সমুদয় বস্তুর প্রাপ্তি হইল, যাহার দ্বারায় সমুদয় এক হইল অর্থাৎ সেই আত্মারাম হরির স্বরূপ গুরু, তাঁহারই ঠিকানা অর্থাৎ স্থিতি পাওয়া গেল।

৪। কবির, আত্মারাম গুরু এইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থা পাইয়া স্থির হইলেন অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মেতে থাকায় ক্রিয়ার দ্বারা পরাবুদ্ধিতে স্থির থাকিতে লাগিলেন। জ্যোতি স্বরূপ মাণিক কূটস্থই হইতেছেন। আর কৃষ্ণচন্দ্র তিনি হীরা হইতেছেন। এইরূপ ক্রিয়া দান করিয়া ক্রমশঃ আপন জ্ঞান বৃদ্ধি কর। ব্যাপার—মনের সরোবরে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সর্ব্বদা থাকিলে, মন সর্ব্বদা তৃপ্ত থাকে, এই সরোবরের নিকট থাকিয়া এবং ক্রিয়া দিয়া, নিজেও তৃপ্ত ও স্থির হয় এবং এইরূপ ব্যাপারে সর্ব্বদা মগ্ন রহিয়াছে।

ওঁ

কবির থিত পাঁই মন থির ভয়া, সদ্ গুরু কার সহায়।
অনন্ত কথা জীও উচরৈ, হিদয়া রমিতা রায়।৫
কবির চেতন্ চৌউকী বইঠী কৈ, সৎ গুরু দিনহু ধীর।
নির্ভয় হোয়ে নিঃশঙ্ক ভজো, কেবল কহে কবির।৬
কবির বহে বাহানে যাৎথে, লোক বেদ কি সাথ্।
বীচ্‌হি সৎগুরু মিলি গ্যায়ে, দীপক্ দিন্‌হো হাথ্।৭

৫। কবির বলিতেছেন চঞ্চল মন স্থিরকে পাইয়া স্থির হইলেন্ কিন্তু উহা সৎগুরুর সাহায্যেই হইল আর এই জীব এখন অনন্ত কথা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন কারণ যিনি হৃদয়ে রমণ করেন তাঁহাকে পাইয়াছেন।

৬। কবির বলিতেছেন চৈতন্যরূপ চৌকীতে বসিয়া যাহা ধীর সৎগুরু দিয়াছেন তাহা নির্ভয়ে শঙ্কা রহিত হইয়া ভজন কর—কেবল কুম্ভকের কথা কবির কহিতেছেন।

৭। কবির বলিতেছেন, লোকাচার এবং বেদপুরাণাদির সহিত স্রোতে বহিয়া যাইতেই ছিলেন্। এই সময়ের মধ্যেই সৎগুরু পাওয়া গেল তাহাতেই তিনিই প্রদীপ হাতে দিলেন অর্থাৎ প্রদীপের আলো পাইয়া সকল চিনিয়া লইলেন।

৫। কবির আত্মারাম স্থিরত্ব পাইয়া মনের চঞ্চলত্ব স্থির হইল। আত্মাস্বরূপ সদ্ গুরুকে সহায় করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বদা আত্মার সঙ্গে থাকায় এই জীব শিব স্বরূপ হইয়া অনন্ত কথা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনুভব পদের দ্বারায় যিনি হৃদয়েতে রাজত্ব করতঃ সকলেতেই ব্রহ্ম স্বরূপে রমণ করিতেছেন।

৬। কবির আত্মারাম গুরু কুটস্থতে থাকিয়া, মস্তকে যে চৌকী আছে তাহাতে স্থির হইয়া বসিয়া, ক্রিয়া দ্বারায় যাহা পাওয়া গিয়াছে সেইখানে আপনা আপনি শঙ্কা রহিত হইয়া, দুই থাকিলেই শঙ্কা এক হইয়া গিয়াছে, তখন আর শঙ্কা নাই, এক হওয়াতে কোন বিষয়ের ভয় নাই। এইরূপ নিরাপদে সদা ভজন কর, কেবল কুম্ভকের সহিত আত্মারামে, ইহা কবির কহেন।

৭। কবির আত্মারাম গুরু মায়া স্বরূপ অন্য দিকে মন থাকায় স্রোতে বহিয়া যাইতে

ওঁ

কবির দীপক্ দিন্‌হা লভবি, বাতী দই অঘট্।
পূরা কিআওয়ে সাহ না, বহুরিনা চেরি অহট্। ৮
কবির সদ্‌গুরু নিধি মিলাইয়া, সদ্‌গুরু সাহু সুধীর।
নিপ্ যেমে সাঝি ঘনে, বাঁটন্ হার কবির।৯
কবির সৎ হাঁম্ সো রিঝিকেই, এক কহা পর্‌সঙ্গ্।
বাদর্ বরিষা প্রেম্‌কা, ভিজি গেয়া সব্ অঙ্গ্।১০

৮। কবির বলিতেছেন প্রদীপ ত দিলেন কিন্তু সলিতা ঘটে না থাকায় সফল হইল না স্বামী আসিয়া যখন পূর্ণরূপ করিয়া দিলেন, তখন খুব জ্যোতিই দেখিলেন কিন্তু তাহার পর আর দেখিতে পাইলেন না ফের তাহার চেষ্টা করিলেন কিছুই হইল না।

৯। কবির বলিতেছেন সৎগুরু যিনি তিনি নিধি স্বরূপ রত্ন মিলাইয়া দিলেন। সৎ-গুরুই মহাজন ও সুবুদ্ধিশালী, যে সকল অংশীদার ছিল তাহাদিগকে কবির উক্ত নিধি বণ্টন করিয়া দিতেছেন।

১০। কবির বলিতেছেন সৎ যিনি তিনি ত আমার সন্তুষ্ট করিলেন, আর এক সঙ্গের কথাও কহিলেন তাহাতে এমত প্রেম জন্মাইল যে সেই প্রেমরূপ বৃষ্টির জলে আমার সমস্ত অঙ্গ ভিজিয়া গেল।

ছিলেন এবং সেই স্রোতের ঢেউতে বহিয়া যাইতেছিলেন লোকাচার স্রোতে অ বেদ্ স্বরূপ ঢেউতে যাইতে যাইতে সৎগুরু স্বরূপ সুষুম্না মধ্যেতে পাওয়া গেল সেই দীপক্ স্বরূপ হাতে পাইলাম অর্থাৎ তখন দীপক্ পাইয়া অদৃশ্য বস্তু সমস্ত দৃশ্য গোচর হইতে লাগিল।

৮। কবির আত্মারাম গুরু প্রকাশ স্বরূপ জ্যোতি প্রদীপ্ত করিয়া দিলেন। সেই প্রদীপের পলিতা ঘটেতে নাই অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক সুষুম্না যখন পূর্ণরূপ হইল তখন কেবল জ্যোতিই জ্যোতি। সেইরূপ জ্যোতি আর কখনও দেখিতে পাইলাম না ও তাহার অনুসন্ধানও পাইলাম না।

৯। কবির সদগুরু স্বরূপ আত্মা পরমাত্মা কূটস্থ স্বরূপ নিধি মিলন করাইয়া দিয়াছেন। সেই আত্মাই কূটস্থ স্বরূপ মহাজন ও যাঁহার, সুন্দর স্থির রূপ যাঁহাকে পাইতে অনেকেরই ইচ্ছা, আত্মারাম গুরু কবির সেই নিধি (কূটস্থ) বণ্টন করিতেছেন।

১০। কবির, আত্মারাম গুরুর সহিত যেমত আমি আসক্তি করিলাম, তেমন তিনিও

ওঁ

কবির চৌপর্ মাড়ি চৌহটে,সারি কিয়া শরীর্।
সদ্ গুরু দাঁও বাতাইয়ে, খেলে দাস কবির্।১১
কবির সদ্ গুরুকে সদ্ কে কিয়া,দিল্ আপ্‌নেকা সাচ্।
কল্‌যুগ হাঁম্‌সে লড়ি পড়া,মোহকম্ মেরা বাচ্।১২
কবির সদ্‌গুরু সাচা সূরীয়া, শব্দ যো বাহা এক্।
লাগাৎ হি ভয়ি মেটি গেয়ি, পরা কলেজে ছেক।১৩

১১। কবির বলিতেছেন শরীরের চারিদিকে বল চালাইয়া পাশা চালাইতে লাগিলেন্। সৎগুরু যিনি তিনি দান বলিয়া দিতেছেন, কবির খেলিতেছেন।

১২। কবির বলিতেছেন সৎগুরু যিনি তিনি ভাল করেন যদি মন প্রাণ তাঁহাকে অপনা আপনি অর্পণ করা যায়। কিন্তু কিরূপে তাহা হইবে, কলিযুগ আমার সঙ্গে লড়াই করিতেছে, এটা আমার, ও জায়গা আমার, এ আমার হুকুম, এ আমার কথা শুনিতেই হইবে—ইহাতেই হয় না।

১৩। কবির বলিতেছেন সৎগুরু যথার্থ সুর, তাহাতে এক ওঁকার ধ্বনি হইতেছে, তাহাতেই সব ভয় মিটিয়া গেল আর প্রাণ ও তখন স্থির হইল।

আমার সহিত আসক্তি করিলেন। পরে তিনিও আমার সহিত আসক্তি করিলেন। পরে এক হইয়া "সোঽহংব্রহ্ম" হইয়া গেলেন। এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রেম স্বরূপ মেঘের বারি বর্ষণ হওয়াতে সকল অঙ্গেতেই ব্রহ্ম থাকিয়া, তৃপ্তি লাভ করিলেন অর্থাৎ সমস্তই এক ব্রহ্ম হইয়া গেল।

১১। কবির আত্মারাম গুরু ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারায় চারিদিকে বায়ু লইয়া যাইয়া সব শরীরেই আত্মারামকে চালাইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় পাশার স্বরূপ দান বলিয়া দিলেন। আত্মারাম কবির তখন খেলিতে লাগিলেন।

১২। কবির, আত্মারাম গুরু আপনাকে আপনি পরমাত্মাতে বলিদান দিলেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় হৃদয়ে সতাই স্থির হইলেন এমত অনুভব হইতে লাগিল। কিন্তু কলি-যুগ আমার সঙ্গে লড়াই করিতে আরম্ভ করিল। কলি অর্থাৎ পাপ—যাহা অন্য দিকে মন যাইলে হয়। যুগ (দুই=রজ ও তমগুণ—ইড়া ও পিঙ্গলা)। তখন বলিতে লাগিল যে আমার সীমায় যে গাছ হইয়াছে, ইহার স্বত্বাধিকারী আমি আর এ গাছের ফল আমার।

১৩। কবির, আত্মারাম গুরুর এক প্রত্যক্ষ সুর (অনাহত শব্দ ওঁকার ধ্বনি)। ঐ

ওঁ

কবির সদ্‌গুরু শব্‌দ কমান্‌ লেয়ি,বাঁহন লাগে তীর।
এক যো বাহা প্রীতি করি, বেধা সকল্‌শরীর।১৪
কবির সদ্‌গুরু মারা বাণ্‌ ভরি, ধরি কৈ সুধী মুঠি।
অঙ্গ উঘারে লাগিয়া, গয়া দুভাষা ফুটি।১৫
কবির হংসে ন বোলে উন্মনী, চ চঁল মৈলা মারী।
কহে কবির অন্তর বেধা, সদ্‌গুরুকা হাতিয়ারি।১৬

১৪। কবির বলিতেছেন সৎগুরু শব্দেরধনুক লইয়া বাণ চালাইতে লাগিলেন অর্থাৎ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। একবার যখন ভক্তি পূর্ব্বক বাণ ছাড়িলেন তখনই সকল শরীর বিদ্ধ হইল।

১৫। কবির বলিতেছেন, সৎগুরু বাণ ভরিয়া মারিলেন; বেশ মনোযোগ পূর্ব্বক মুঠি ধরিয়া তাহা খালি গায়ে লাগিয়া দ্বৈতভাব কাটিয়া গেল।

১৬। কবির বলিতেছেন হংস উন্মনী প্রাপ্ত হইলে আর কথা কহিতে ইচ্ছা করেন না। তখন চলায়মান বস্তু সকল রহিত হইয়া যায়, কারণ সৎগুরুর অস্ত্রের দ্বারায় সব ভেদ করিয়া এক করিল, ইহাই কবির কহেন।

শব্দ যখন অনবরত হইতে লাগিল তখনই মৃত্যুর ভয় মিটিয়া গেল। কারণ যে পর্য্যন্ত ওঁকার ধ্বনি থাকে, সে পর্য্যন্ত বায়ু স্থির থাকে। ইহা অপনাআপনি অনুভব হয়। বায়ু স্থির থাকিলে মরে কে? বায়ু নির্গত হইলেই না মৃত্যু, তখন হৃদয়ের ধক্‌ধকানি মিটিয়া গেল অর্থাৎ স্থির হইল। (গুরুবক্ত্‌গম্য)।

১৪। কবির, আত্মারাম গুরু শব্দ স্বরূপ ধনুক লইয়া তীর চালাইতে লাগিলেন অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। একবার যখন প্রীতি পূর্ব্বক তীর ছাড়িলেন, তখন সকল শরীর ভেদ করিল অর্থাৎ বায়ু সকল শরীরে প্রবেশ করিল। তখন শরীরের যেখানে ইচ্ছা স্থির বায়ুকে লইয়া যাইতে পারে।

১৫। কবির আত্মারাম গুরু সুষুম্নার ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। সুধু মুটি ধরিয়া অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলাবর্জ্জিত তখন অঙ্গ উঠিতে লাগিল, গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ উঠিতে লাগিল ও দুরকমের কথা ভাঙ্গিয়া গেল অর্থাৎ হাঁ ও নার পর পরাবুদ্ধিতে স্থির থাকিল।

১৬। কবির, আত্মারাম গুরু আর উন্মনীর ধ্যান অর্থাৎ কুটস্থে থাকিতে আর বলেন

ওঁ

কবির গুঙা হুয়া বাউরা, বহিরা হুয়া কাণ্।
পাওঁসেতে পঙ্গুলা হুয়া, সৎগুরু মারা বাণ্।১৭
কবির গুরু মেরা শূরুয়াঁ, বেধা সকল্ শরীর।
বাণ্ দুভাষা ছুটি গেয়া, কেঁও জীয়ে দাস্ কবির।১৮

১৭। কবির বলিতেছেন সৎগুরু এমন বাণ মারিয়াছেন যে কথা কহিবার ইচ্ছা নাই যেন পাগল, শুনিবার শক্তি আছে অথচ কিছুই শুনিতে পাইতেছি না, পা আছে অথচ পঙ্গুর ন্যায় চলিতে ইচ্ছা করে না।

১৮। কবির বলিতেছেন আমার গুরু যিনি তিনি শূর, বাণেতে সকল শরীর বিদ্ধ করিয়াছেন তাহাতেই দ্বৈত ভাব ছুটিয়া গিয়াছে, এখন কেমন করিয়া কবির দাস আর বাঁচেন।

না। কারণ কূটস্থেতে থাকার তাৎপর্য্য অন্যদিকে মন না যায়। অন্যদিকে মন যাওয়ার স্বরূপ ময়লা যখন আপনাআপনি রহিত হইল, তখন সকলের মধ্যে সেই স্থিরত্ব ব্রহ্মজ্ঞান প্রবেশ করিয়াছে, যাহা আত্মারাম গুরুর অস্ত্রের দ্বারায় সকলকে কাটিয়া ফেলিল ও আপনাকে ও কাটিয়া এক করিল।

১৭। কবির ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মস্বরূপ। সৎগুরু এমনই ক্রিয়া স্বরূপ বাণ মারিলেন যে ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় কথাই বলিতে ইচ্ছা করে না, আর পাগলেদের যেরূপ চোকটেনে তাকানি, সেইরূপ কোন বস্তুতে তাকাইতেও ইচ্ছা করে না। পাগলের মত করিয়া ফেলিয়াছে। সকল শব্দ শুনিতে পাইতেছে অথচ কালার মত কিছুই শুনিতে পাইতেছে না। পা থাকিতেও পঙ্গুর মত পা উঠাইতে ইচ্ছা করে না।

১৮। আত্মারাম গুরু শূরের ন্যায় বাণ মারিয়াছেন। সকল শরীর বিদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ শূর সকলেরা একবাণে দুই চার শত মারিয়া ফেলিতে পারেন। মরিয়া গেলেই স্থির হয়। সেইপ্রকার ক্রিয়ার দ্বারায় আমার শরীরের সমস্ত শিরায় স্থির বায়ু প্রবেশ হওয়ায় সমস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে। স্থির হইয়া যাওয়াতে দুই দিকের চলাচল অর্থাৎ পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ ইত্যাদি ছাড়িয়া গিয়াছে। এখন আত্মারাম কবির বাঁচেন কিসে?

কবির সৎগুরু সাঁচা শূরিয়াঁ, নখ্ শিখ্ মারা পূর।
বাহার্ ধাওয়ান্ দিশই, ভিতর চাকুনা চূর্ ।১৯

কবির সৎগুরু মারা বাণ ভরি, টুটিগেয়ি সব জেব্।
কহি আশা কহি আপদা, কহি তস্ বি কহি কিতেব্।২০

১৯। কবির বলিতেছেন সৎগুরুই যথার্থ শূর তিনি আপাদ মস্তক পুরিয়া মারিলেন, তাহাতে বাহিরে চলিতেছে দেখিতেছে কিন্তু ভিতরে সব চূর্ণ হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ স্থির হইয়া গিয়াছে।

২০। কবির বলিতেছেন সৎগুরু বাণ মারিয়াছেন, তাহাতেই সব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কখন আশা করিত কখন বা কোন কার্য্য করিয়া বিপদগ্রস্থ হইত কখন বা মালা জপ করিত কখন বা পুস্তকাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রকৃত অর্থ অবগত না হইয়া সংশয় জন্মাইত।

১৯। কবির, আত্মারাম গুরু স্বরূপ সত্যই শূর হইতেছেন। নামে শূর নহে—কাজেতে। আপাদমস্তক পর্য্যন্ত পূর্ণরূপে বাণ মারিয়াছেন অর্থাৎ সমস্তই স্থির হইয়াছে (সুষুম্নাতে)। বাহিরে গমন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ বাহিরে চলিতেছে, কিন্তু ভিতরে স্থির। ভিতরেতে কিছুই তাহার ক্ষমতা নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মের অণুতে মিশাইয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

২০। কবির, আত্মারাম গুরু ক্রিয়ার দ্বারায় সকল স্থান হইতে মন চল্যায়মান রহিত করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে কোন জায়গা হইতে কিছু আশা করিত কিম্বা কোন বস্তুতে মন অত্যন্ত দিয়া বিপদগ্রস্থ হইত। কখন মালাজপ করিত। কখন কোন কোন কেতাব দেখিয়া আনন্দিত হইয়া সন্দেহ হইত। মালাজপ্ করিয়া ভগবৎ চরণে লীন হইব এই মনে করিতাম, আর পুস্তকাদি পাঠে সংশয় সকল ছেদ হইবে ইহাও মনে করিতাম কিন্তু ইহা করিয়া দুইয়ের কিছুই সমাধা হইল না। এখন ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম।

ওঁ

কবির সৎগুরু মারা জ্ঞান করি, শব্দ সুরঙ্গে বাণ্।
মেরা মায়া ফিরি জীউয়ে, তো হাথ্ ন গহি কামান্।২১
কবির সৎগুরু মারা বাণ, নিরখি নিরখি নিজ্ ঠাওর্।
রাম অখিল্‌মে রমি রাহা, চেৎ নহি আওয়ে আওর্।২২
কবির সৎগুরু ওয়াহি প্রীতি করি, রহি কাটারি টুটি।
য্যায়্‌সি অনি নসালই, ত্যায়্‌সি ছালই মুটি।২৩

২১। কবির বলিতেছেন সৎগুরু ওঁকার ধ্বনির শব্দ যেখান হইতে আসিতেছে সেই স্থান নিশ্চয় করিয়া বাঁণ মারিলেন, তাহাতে আমাকে মারিলেন অর্থাৎ অহং ইত্যাকার জ্ঞান নষ্ট করিলেন, কিন্তু আবার যদি বাঁচে তাহা হইলে আর ধনুক ধারণ করিব না।

২২। কবির বলিতেছেন সৎগুরু আপনাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বাণ ভরিয়া মারিতেছেন, আর যখন দেখিতেছেন আত্মারাম সর্ব্বত্রে রমণ করিতেছেন তখন আর চিত্তেতে কিছুই আসিতেছে না।

২৩। কবির বলিতেছেন সৎগুরু যাহাতে প্রীতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাতে মিশিবার অস্ত্র কাটারি তাহা ভাঙ্গিয়া রহিয়া গেল। যেমন অংশেতে তাহাতে স্থির থাকিল তেমনি ভাবেই মুষ্টিধারণ হইল।

২১। কবির আত্মারাম গুরুকে নিশ্চয় জানিয়া ক্রিয়া করিতে লাগিলাম। ভিতরে শব্দ করিয়া আমি যাহাকে বাণ মারিব, সে যদিস্যাৎ বাঁচিয়া থাকে, অর্থাৎ অমর পদ না পায়, তবে শরীররূপ ধনুক আর ধারণ করিব না।

২২। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থায় সুষুম্নাতে স্থির বায়ুতে বাণ ভরিয়া ভরিয়া ব্রহ্ম নিরীক্ষণ করিয়া মারিতেছে, তখন সকল ব্রহ্মময় হইয়া গেল, অন্য বস্তু চিত্তেতে দেখিল না।

২৩। কবির আত্মারাম গুরু সেই ব্রহ্মেতে লীন হইয়া ও ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই না দেখিয়া শ্বাস প্রশ্বাস স্বরূপ যে স্থিরত্ব ছেদন করিবার অস্ত্র ভাঙ্গিয়া রহিয়া গেল। যেরূপ অংশেতে প্রবেশ করিয়া স্থির থাকিল সেইরূপই মুষ্টিধারণস্বরূপ স্থিতি হইল।

ওঁ

কবির মান্ বড়াই উরুমে, এই জগ্ কো ব্যাবহার্।
দাস গরিবি বন্দ্ গি, সৎগুরু কো উপকার্ ।২৪
কবির দিল্ হি মাহো দীদার হায়, বাদ বকে সংসার।
সৎগুরু শব্দ কাম সকলা, যিসে ওয়ার হি পার্ ।২৫
কবির যো দিশে সোই বিনুশে, নাম ধরা সো যায়।
কহে কবির সোই তত্ত্ব গহো, যো সদ্ গুরু দেই বতায়।২৬

২৪। কবির বলিতেছেন মান সম্ভ্রম আত্ম-শ্লাঘা এই প্রায় জগতের রীর্তি। আর নম্রতা, শীলতা ও যাহাতে সকলের ভাল হয় অর্থাৎ যাহাতে সকলে নিজের ধর্ম্ম অবলম্বন করে তাহার চেষ্টা, ইহাই সৎগুরুর উপকার।

২৫। কবির বলিতেছেন মনের মধ্যেই সব রহিয়াছে কিন্তু সাংসারী লোকে বৃথা বকিয়া মরিতেছে। যখন সৎগুরু দ্বারায় ওঁকার ধ্বনি শুনিতে লাগিল তখন এ পার ও পার সব দেখিল।

২৬। কবির বলিতেছেন যাহা কিছু দৃশ্যমান পদার্থ দেখিতেছ তাহা সকলিই বিনাশমান। যাহার নাম ধরিবে সেই যাইবে অর্থাৎ যাহা ব্যক্ত করা যায় তাহার নাশ আছে কবির বলিতেছেন সেই তত্ত্ব গ্রহণ কর, যাহা সৎগুরু বলিয়া দিয়াছেন।

২৪। কবির জগতের এইরূপ ব্যবহার যে যাহাতে লোকে মান্য করে এইরূপ কর্ম্ম করা আর হৃদয়েতে আমি বড় বলিয়া মানিয়া লইয়া লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া থাকে কিন্তু সকলের দাস হইয়া অর্থাৎ সকলের নিকট ছোট হইয়া সকলকে মান্যপূর্ব্বক অভিবাদন করাতে সৎ যে কূটস্থ তাঁহাকে অনুমান করিয়া সকল কর্ম্ম কাজ করা উচিত অর্থাৎ সকল লোকে যাহাতে ক্রিয়া পায় তাহার চেষ্টা করা উচিত।

২৫। কবির আত্মারাম গুরুর পর কূটস্থ চক্ষুস্বরূপ মনের মধ্যে রহিয়াছেন কিন্তু লোকে কেবল ঝগড়া করিয়া মরিতেছে। ক্রিয়া শব্দ দ্বারা করিতে করিতে, ব্রহ্মেতে থাকায় এ পার ও পার দেখিতে লাগিল অর্থাৎ নিবারণ হইয়া গেল।

২৬। কবির, যত দৃশ্যমান বস্তু দেখিতেছ সকলই বিনাশমান। যাহার নাম করিতে পারিলে সে যাইবে; আত্মারাম গুরু বলিতেছেন সেই তত্ত্ব গ্রহণ কর অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম যাহা সৎগুরু বলিয়াদিয়াছেন।

ও

কবির কুদরৎ পায়ি খবর্ সোঁ, সদ্‌গুরু দয়ি বতায়্
ভৌর বিলমবা কৌল্‌মে, অব্‌ক্যায়্‌সেঁ উড়ি যায়্।২৭
কবির রাম নাম ছাড়োঁ নহি, সদ্‌গুরু শিখ্ দেয়ি।
অবিনাশী সো পরশ্ করি, আত্মা অমর্ ভেয়ি।২৮

২৭। কবির বলিতেছেন, এমত এক শক্তির খবর পাইলেন যাহা সদ্‌গুরু বলিয়া দিতেছেন তাহাতে যেমন ভ্রমর পদ্মের মধুপান করিতে গিয়া পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করে ও মধুপানে উন্মত্ত হইয়া যায়, এ দিকে দিনমণি অস্ত গেলেন, পদ্মের মুখও বন্ধ হইয়া গেল সুতরাং ভ্রমরের ও উড়িয়া যাইবার রাস্তা বন্ধ হইয়া গেল, তদ্রূপ মন শক্তির খবর পাইয়া তাহাতেই আট্‌কাইয়া রহিল, আর কিরূপে উড়িয়া যাইবে।

২৮। কবির বলিতেছেন, রামনাম কখন ছাড়িও না যে রামনাম সৎগুরু শিখাইয়া দিয়াছেন। অবিনাশীকে স্পর্শ করিলেই আত্মা অমর হইয়া যাইবে।

২৭। কবির; আত্মারাম গুরু অনুভব পদের শক্তি দৃষ্টি করিয়া যাহা সদ্‌গুরু বলিয়া দিতেছেন, যাহা দ্বারা মন স্বরূপ ভ্রমর কুলকুণ্ডলিনীতে আট্‌কাইয়া গেলেন এক্ষণে আর কি প্রকারে উড়িয়া যাইবেন।

২৮। কবির আত্মারাম গুরু যিনি সকলেতে রমণ করিতেছেন লৌকিক এবং অলৌকিকেতে। লৌকিকের রাম কেবল নাম মাত্র, সাব অলৌকিকের রাম—যে রাম অলৌকিক কথা সকল বলেন তন্নিমিত্ত—সেই রাম নামই নাম এ রাম নামে, কোন কিছুই বলেন না। অতএব অলৌকিক রাম নাম অর্থাৎ ক্রিয়া যাহা দ্বারায় সমুদয় জানিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কখন ছাড়িব না অর্থাৎ সর্ব্বদাই ক্রিয়া করিব যাহা যাহা সদ্‌গুরু শিখাইয়া দিয়াছেন। ঐ ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় অক্রিয়, অবিনাশী অর্থাৎ স্থিতিতে চলায়মান মন স্পর্শ করিয়া নাই, ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। সেই চলায়মান আত্মা পরমাত্মা ব্রহ্মেতে লীন হইয়া অমর হইলেন।

ওঁ

কবির চৌষটি দীপ্না যো এ করি, চৌদহ চন্দাঁ মাহি।
তেহি ঘর্ ক্যায়্সা চন্দাঁ, যোহি ঘর্ সদ্গুরু নাহি।২৯
কবির কোটি এক্ চন্দাঁ উগহিঁ, সূরয্ কোটি হাজার্।
কহে কবির সদ্গুরু বিনা, দিশৈ ঘোর আন্ধার্।৩০
কবির সদ্গুরু মোহি নেওয়া জীয়া, দিন্হু সু অমর বোল্।
শীতল ছায়া সঘন্ ফল্, হংসা কর্হি কলোল্।৩১

২৯। কবির বলিতেছেন, চৌষট্টি দীপ জোগাড় করিলাম আর চতুর্দ্দশ চন্দ্রও মধ্যে থাকিল কিন্তু এত আলো সত্বেও যে ঘরে সৎগুরু নাই সে ঘর কিরূপে আলোকিত করিবে।

৩০। কবির বলিতেছেন, কোটি চন্দ্র উদয় হইয়াছে ও হাজার কোটি সূর্য্য উদয় হইয়াছে। কবির বলিতেছেন, সৎগুরু বিনা এত আলো সত্বেও দশদিক অন্ধকার।

৩১। কবির বলিতেছেন, সৎগুরু আমাকে সুন্দর অমর বাক্য দিয়া রক্ষা করিলেন এবং তাহাতে শীতল ছায়ারূপ পরিপক্ক ফল লাভ হইল; হংস যিনি তিনি কল্লোল করিতে লাগিলেন।

২৯। কবির আত্মারাম গুরু বলিতেছেন, চৌষট্টি নাড়ী অষ্টদিকে ধাবমান হইয়া যে জ্যোতির অনুভব হইতেছে, তাহা এই শরীরের মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবনেতে চন্দ্র স্বরূপ তালুমূলে রহিয়াছেন। সেই জ্যোৎস্নার প্রকাশ কি প্রকার অর্থাৎ সে থাকিয়াও প্রকাশ নাই। কেবল লৌকিক যে ঘরেতে অর্থাৎ শরীরে ব্রহ্মস্বরূপ আত্মারাম না হইলেন (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ) না হইলে সকল বস্তুর অনুভব পদ হয় না অর্থাৎ উপযুক্ত জ্যোতি থাকিয়াও অন্ধকার।

৩০। কবির, আত্মারাম গুরু, কূটস্থেতে যোনিমুদ্রায় যেখানে কোটি কোটি সূর্য্যের উদয় এবং কোটি কোটি চন্দ্রের উদয় হয় তাহা সদ্গুরুকৃপা ব্যতিরেকে কিছুই দেখিতে পায় না, কেবল ঘোর অন্ধকার দেখে।

৩১। কবির, আত্মারাম গুরু আমাকে রক্ষা করিলেন এবং সু অমর শব্দ দিলেন, যেখানে ছায়া অতি সুশীতল মেঘের ন্যায় এবং অনুভব স্বরূপ ফল সকল পাওয়া গেল, আর হংস অর্থাৎ আত্মারাম তিনি কল্লোল করিয়া আনন্দেতে রহিয়াছেন। (গুরুবক্ত্রগম্য)

ওঁ

কবির সৎগুরু সৎ কবির হায়, সংকট পরেঁ হুজুর।
চুকা সেওবা বন্দেগি, কিয়া চাক্‌রী দূর।৩২
কবির চিৎ চোক্কে মন্ উজ্‌লে, দয়াবন্ত গম্ভীর।
সেই ধোকে বিচলে নাহি, যোঁহি সৎগুরু মিলেঁ কবির।৩৩
কবির জ্ঞান সমাগম্ প্রেম সুখ্, দয়া ভক্তি বিশ্বাস্।
সৎগুরু মিলি এক্ ভয়া, রহি ন দুজি আশ্।৩৪

৩২। কবির বলিতেছেন, সৎ গুরুই কবির হইতেছেন, কারণ সকল বিপদ নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন, আর যদি সেবা না কর অর্থাৎ সাধন না কর, তাহা হইলে চাকরী হইতে দূর করিয়া দিবেন।

৩৩। কবির বলিতেছেন, মন নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হইলে দয়াবান ও গম্ভীর হয় তখন কিছুতেই বিচলিত হয় না, যিনি সৎগুরু কবিরকে পাইয়াছেন।

৩৪। কবির বলিতেছেন জ্ঞান সমাগম হইলে প্রেমানন্দ হয়, দয়া, ভক্তি, বিশ্বাস হয়, তখন সৎ গুরুর সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাওয়ায় আর কোন আশাই রহিল না।

৩২। কবির, আত্মারাম গুরু কবিরই সত্য হইতেছেন, কারণ ক্রিয়ার দ্বারা সকল আপদ হইতে নিবৃত্তি করিয়া রাখিয়াছেন। যদ্যপি ক্রিয়া না করে তবে ক্রিয়ারূপ চাকরী দ্বারা যে আনন্দ, তাহা হইতে দূর করিয়া দেন।

৩৩। কবির আত্মারাম গুরুর মন অতি নির্ম্মল ও উজ্জ্বল। দয়াবান, গম্ভীর অর্থাৎ সূক্ষ্ম স্বপ্রকাশ স্বরূপ, সকলের হিত করিতে অর্থাৎ ক্রিয়াদিতে উদ্যত। সূক্ষ্ম ব্রহ্মে প্রবেশ করিলে হাজার প্রলোভনেও বিচলিত নহে। নিশ্চয় ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ায় যিনি সৎগুরু কবিরকে পাইয়াছেন।

৩৪। কবির, আত্মারাম গুরুর যখন ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইল, তদ্রূপ হইয়া আনন্দ স্বরূপ হইয়া তদ্রূপ সকলেই আনন্দ স্বরূপ হয়। ইহার নিমিত্ত চেষ্টা এবং ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। আমার সকল যাউক; যেন এই ব্রহ্ম না যায়, কারণ অনুভব পদের দ্বারায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে ও আত্মারাম গুরু ব্রহ্মেতে যাইয়া এক হইয়া গিয়াছে, ইহাও অনুভব

ওঁ

কবির সৎগুরু পারশ কো শিলা,দেখ তত্ত্ব বিচারি।
আহি পরোশিনি লে চলি, দিয়া দিয়া সো বারি।৩৫
কবির সংগুরু গমি যো কহি দিয়া, ভেদ দিয়া অ্যর থায়।
সুরতি কওয়ল কে অন্তরিচ, নিরাধর পদ পায়।৩৬
কবির জীব অক্ষম বহু কুটীল হায়,কোই নহি গতি আইয়ে।
তাকো অয়গুণ মেটী কায়, সৎগুরু হংস বনায়ে।৩৭

৩৫। কবির বলিতেছেন, সৎগুরুই পরশ পাথর, ইহা তত্ত্ব বিচার করিয়া দেখ। এই রূপ স্পর্শ দ্বারায় লইয়া চলেন যেমন একটা দীপ অন্য দীপ জ্বালিয়া লয়।

৩৬। কবির বলিতেছেন, সৎগুরু যাহা জানিয়া কহিয়াছেন অর্থের সহিত ভেদ ও কহিয়াছেন। পূর্ণ কমলের মধ্যে অর্থাৎ সহস্রারের মধ্যে নিরাবলম্বন পদ পায়।

৩৭। কবির বলিতেছেন, জীব অক্ষম ও বড় বক্র বুদ্ধি কিছুই তাহার খবরে আসে না, এমত লোকের সমস্ত দোষ সংশোধন করিয়া সৎ গুরু হংস বানাইয়া দেন।

হইতেছে কিন্তু যখন আমি নাই, তখনই সব ব্রহ্ম হইয়াছে। যখন সব ব্রহ্ম হইল তখন কিসের আশা, আর কেই বা করে।

৩৫। কবির আত্মারাম গুরু, সৎগুরু স্বরূপ ব্রহ্ম পরশ পাথর যাহার কোন রং নাই কিন্তু ব্রহ্মেতে আমার স্পর্শ হওয়াতে উজ্জ্বল স্বর্ণবৎ হইল অর্থাৎ পাঁচতত্ত্বের প্রকাশ ব্রহ্মের দ্বারায় প্রকাশিত হইল। অন্যান্য প্রতিবাসী যাঁহারা উপদেশ লইলেন, তাঁহারাও প্রকাশমান হইলেন। যেমত একটি দীপ হইতে অন্য প্রদীপ জ্বালিয়া লইল।

৩৬। কবির, আত্মারাম গুরু দ্বারায় যে ব্রহ্ম পদ পাওয়া যায়, তাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং কিরূপে ব্রহ্মের অণুর মধ্যে ভেদ করিতে হইবেক তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। যোনিমুদ্রাতে কূটস্থের ভিতর দৃষ্টিস্বরূপ পরব্যোম নিরালম্বপদ পাইলাম।

৩৭। কবির, মনুষ্যের কায়ার মধ্যে যে জীব তিনি নিজে অক্ষম এবং কেবল কুদিকেই পাঁচ বুদ্ধি এবং কাহাকেও বিশ্বাস করে না। এমন যে জীব তাহার অন্যদিকে মন যাইতে না দিয়া আপনাতে আপনি থাকায় সৎসঙ্গ হওয়াতে হংস বানাইয়া দিয়াছেন।

ওঁ

কবির সৎগুরু বড়ে সরাক্ হায়, পরখে খরাও খোট্।
ভও সাগরুতে কাড়িকে, রাখে আপ্‌নে ওট্।৩৮
কবির সৎগুরু শব্দ জাহাজ্ হায়, কৈ কৈ পাওয়ে ভেদ্।
সমুদ্র বুন্দ্ একৈ ভয়া, কাকো করো নিখেদ্।৩৯
কবির সদ্‌গুরু মহল্ বনাইয়া, জ্ঞান্ গিলাওয়া দিন্‌হ।
দূরী দেখন্ কে কারণে, শব্দ্ ঝরোকা কিন্‌হ।৪০

৩৮। কবির বলিতেছেন, সৎগুরু বড় পরীক্ষক, দোষ গুন বিচার করিয়া ভব-সাগর হইতে কাড়িয়া আপনার আশ্রমে রাখেন।

৩৯। কবির বলিতেছেন, সৎ গুরু যিনি তিনি ওঁকার ধ্বনির জাহাজ বিশেষ; কেহ কেহ তাহার ভেদ পায়। সমুদ্র আর বিন্দু যখন একই হইয়া গেল তখন কে কাহাকে নিবারণ করে।

৪০। কবির বলিতেছেন, সৎ গুরু যিনি তিনি একটি মহল তৈয়ারী করাইয়া জ্ঞান গিলাইয়া দিতেছেন, আর দূরের বস্তু দেখিবার জন্য ওঁকার ধ্বনি শুনিবার একটি জানালা কিনিয়াছেন।

৩৮। কবির আত্মারাম গুরু তিনি বড় পরীক্ষক হইতেছেন, ভাল আর মন্দ পরীক্ষা করিয়া লয়েন, যে ব্যক্তি সরল অন্তঃকরণের সহিত ভজন ও সাধন করে, তাহাকে ভবসাগর হইতে (ভব=যাহা হইতেছে), যে হওয়ার অন্ত নাই =(ইচ্ছা) তাহা হইতে বাহির করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনার দিকে অর্থাৎ সুষম্নাতে রাখিয়া দিলেন।

৩৯। কবির আত্মারাম গুরুর ক্রিয়ার যে শব্দস্বরূপ জাহাজ তাহাতে চড়িবার কেহ কেহ অনুসন্ধান পায় অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া যে নিঃশব্দের শব্দ তাঁহাতে চড়িয়া সমুদয় সংসার সমুদ্রস্বরূপ এক বিন্দু ব্রহ্মের অণু স্বরূপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক হইয়া যায়। এক হইলে কে কাহাকে নিবারণ করে।

৪০। কবির আত্মারাম গুরু জ্ঞানাবৃত এক মহল প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই মহল মস্তক। তাহাতে আরোহণ করিয়া দূর বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় এবং শব্দস্বরূপ ঝরকা প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহা দ্বারা অশ্রুতশব্দ শুনা যাইতে পারে।

ঔঁ

কবির সৎগুরু বচন্ মানে নাহি, আপ্নি সম্ঝে নাহি।
কহে কবির ক্যা কিজিয়ে, কিয়ো বিথা জীও নাহি ।৪১

কবির সদ্গুরু বাপুরা ক্যা করে,যো শিখ্হি মোহায় চুক্।
কোটি যতন্ প্রমোধিয়ে, বাঁশ্ বাজাওয়ে ফুক্ ।৪২

কবির সৎগুরু মিলা তো ক্যা ভয়া,যো মন্ পরিয়া ভোল্।
পাশ্ বীণা ঢাঁকা পরা, ক্যা করে বাপুরা চোল্ ।৪৩

৪১। কবির বলিতেছেন সৎ গুরুর বাক্য মানে না আপনি বুঝে না, এমত লোককে কবির বলিতেছেন, বৃথা মনুষ্য জীবন ধারণ করিয়া কি করিতেছে।

৪২। কবির বলিতেছেন সৎগুরু বেচারী আর কি করিবেন, যদি শিষ্যর মধ্যে ভুল থাকে কোটি যতন করিয়া বুঝাইলেও বুঝিবে না, খালি বাঁশেই ফুঁ দিয়া বাজাইবে।

৪৩। কবির বলিতেছেন যাহার ভোলা মন তাহার সৎগুরু মিলিলেই বা কি হবে, বীণা-যন্ত্র পাশেই ঢাকা রহিয়াছে সে ঢাকা বেচারীর বা কি দোষ ?

৪১। কবির আত্মারাম গুরু যিনি ব্রহ্মেতে গিয়াছেন তাঁহার কথা মানে না, আর আপনাআপনি বুদ্ধি না থাকায় বুঝিতেও পারে না। এমন লোককে ভগবান কি প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার জীবন অন্যান্য জীবের ন্যায় বৃথা।

৪২। কবির, ব্রহ্মজ্ঞ আত্মারাম গুরু কি করিবেন যদ্যপি শিষ্যের মধ্যেতে অপারগতা স্বরূপ দোষ হয়। কোটি যত্নপূর্ব্বক বুঝাও, তথাপি বাঁশ যে, সে বাঁশিই বাজাইবে, অন্য প্রকার সদ্গন্ধ বাহির হইবে না অর্থাৎ জীব যে, সে কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহির করিতেছে, কিন্তু অন্য প্রকারে সদ্গন্ধ কিছুই বাহির হয় না।

৪৩। কবির ক্রিয়ান্বিত গুরু প্রাপ্ত হইলেই বা কি হইল, যদ্যপি মন ভুলিয়া থাকিল, আপনার নিকটে বীণাযন্ত্র ঢাকা রহিয়াছে, না বাজাইলে ঘটাটোপের কি দোষ ?

ওঁ

কবির সৎগুরু কো সারা নহি, শব্দ ন বেধা অঙ্গ।
কোরা রহি গেয়া সিধরা, শাদা তেল্‌কে সঙ্গ।৪৪

৪৪। কবির বলিতেছেন, সৎগুরু যাহা বলিয়াছেন তাহা সার করে নাই, কাজেই ওঁকার ধ্বনি ও শরীরে প্রবেশ করে নাই, যেমন তেমনেই রহিয়া গেল, তেলের সঙ্গে থাকিয়াও শাদা রহিল, রং ধরিল না।

৪৪। কবির ক্রিয়াবান ব্যক্তি যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা করিলে না। যেরূপ শব্দ করিতে বলেন তাহাও তোমার অঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিল না, তুমি কোরা ও সোজা রহিয়া গেলে, তেলের সঙ্গে থাকিয়াও যে শাদা সেই শাদা অর্থাৎ পাক ধরিল না।

লিখ্তে সুমিরণ্ কা অঙ্গ্ ।

স্মরণ করিবার অঙ্গ ।

—:*:—

কবির দণ্ডবৎ গোবিন্দ্ গুরু, অবজন্ বন্দো সোঁয়ে ।
পহিলে ভয়ে পর্ণাম্ তেহি, ম্মোজো আগে হোয়ে ।১
কবির জ্ঞান কথে বকি বকি মরে, কাহে করে উপাধি ।
সৎগুরু হাম্‌সে এঁও কহা, সুমিরণ্ কর সমাধি ।২
কবির নিজ সুখ্ রাম হায়, দুজা দুঃখ অপার্ ।
মনসা বাচা কর্ম্মণা, কবির সুমিরণ্ সার্ ।৩

১। কবির বলিতেছেন, গোবিন্দ গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও বন্দনা আর করেন না, প্রথমেই তাঁকে প্রণাম করিতেন কিন্তু এখন আপনাপনি কোন কার্য্য দ্বারায় প্রণাম করিয়া "ম্মোজা" (এক অবস্থা বিশেষ গুরু উপদেশ গম্য) হইয়া রহিয়াছেন ।

২। কবির বলিতেছেন, জ্ঞানের কথা লইয়া বকিয়া মরিতেছে, কেবল মান আর উপাধির জন্য কিন্তু সৎগুরু আমাকে ইহা কহিয়াছেন স্মরণ রূপ সমাধি কর (স্মরণ—গুরু উপদেশগম্য) সাধারণে যেরূপে স্মরণ করে তাহা নয়, সাধন সাপেক্ষ ।

৩। কবির বলিতেছেন, নিজের সুখ রাম হইতেছেন, আর দুই যে ভাবে তাহার অপার দুঃখ, মানসিক বাচনিক ও কর্ম্মের দ্বারায় যাহা করা যায়, কবির বলিতেছেন ইহার সারই স্মরণ ।

১। "কবির আত্মারাম গুরু, গোবিন্দস্বরূপ গুরুকে আর প্রণাম করেন না, কারণ আপনাআপনি ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা প্রণাম করিয়া সর্ব্বদা আনন্দে রহিয়াছেন ।

২। কবির লোকে জ্ঞানের কথা বকিয়া বকিয়া মরিতেছে, কেন—আপনার মান বাড়াই বার নিমিত্ত একটা উপাধি ধারণ করিয়াছে, সদ্‌গুরু আমাকে এমনি বলিয়াছেন যে সর্ব্বদা আত্মাতে স্মরণ কর, আপনাআপনি সমাধি হইবে ।

৩। কবির,আত্মারাম গুরু বলিতেছেন, নিজের যে সুখ তিনিই রাম হইতেছেন অর্থাৎ

ঙ

কবির সুমিরণ্ সার্ হায়, আওর্ সকল জঞ্জাল্।
আদি অন্ত সভ্ সোধিয়া, দুজা দেখা কাল্।৪
কবির সুমিরণ্ কিয়া তব্ জানিয়ে, তন্ মন্ রহা সমায়।
আদি অন্ত মধ্য এক্ রস্, ভুলা কবিহি না যায়।৫
কবির আদি অন্ত মধ্য ভুলিয়া, পছ্তাওয়া মন্ মাহি।
কহেঁ কবির হরি সুমিরণ্, ওহোতো কিয়া নাহি।৬

৪। কবির বলিতেছেন স্মরণই সার হইতেছে, আর সব জঞ্জাল। আদি অন্ত সমস্তর মধ্যে দ্বিতীয় কাল দেখিল।

৫। কবির বলিতেছেন স্মরণ করিলে তখন জানিবে যে শরীর ও মন ছিল কিন্তু এক জায়গায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে আদি অন্ত মধ্য কিছুরি ঠিক করিতে পারা গেল না, এক রস অর্থাৎ এক ভাব সে ভাব আর কখন ভোলা যায় না, যে একবার পাইয়াছে।

৬। কবির বলিতেছেন আদি অন্ত মধ্য ভুলিয়া মনের মধ্যে; অনুতাপ হইতেছে--কবির কহেন—যে হরির স্মরণ উহা ত করি নাই।

ক্রিয়ার অবস্থায় অর্থাৎ সমাধি অবস্থাতে কেবল আত্মার সুখ, অন্য অবস্থাতে অপার দুঃখ। মনের দ্বারা ক্রিয়া করা আর ক্রিয়ারই কথোপকথন আর যত কিছু কর্ম্ম কাজ সকলই আত্মারামের নিমিত্ত। সর্ব্বদা আত্মাতে থাকার নাম স্মরণ। এই স্মরণই জগতের মধ্যে একমাত্র সার বস্তু।

৪। কবির আত্মারাম বলিতেছেন ক্রিয়ার পর অবস্থা সার বস্তু, আর সব অসার, যে স্মরণ দ্বারায় আদি অন্ত সমস্ত শুদ্ধ হইয়াছে, আরও ক্রিয়ার পর অবস্থা যে কাল তাহা দেখা গেল।

৫। কবির আত্মারাম গুরু যখন আত্মাতে সর্ব্বদা থাকিতে লাগিলেন, পরে ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা হইল, তখন জানিতে পারিলেন যে বড় আনন্দে ছিলাম এবং যেখানে শরীর ও মন প্রবেশ করিয়াছিল, যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় ছিলাম, তাহাতে প্রবেশ সময় ও মধ্য এবং অন্ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, এক আনন্দ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত হইয়াছিল, ইহা অনুভব হইতেছে, যে আনন্দ কখনই ভুলিতে পারা যায় না।

৬। কবির সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় আদি অন্ত মধ্য সকলই ভুলিয়া ছিলাম, মনে মনে অনুতাপ করিতে ছিলাম যে আত্মারাম গুরু স্মরণ করিতেছিলাম না।

ওঁ

কবির সুমিরণ্ থোর্ হি ভালা, যো করি জানে কোয়।
সূৎ ন লাগি বন্ওয়ানি, সহজে সভ্ সুখ্ হোয়।৭
কবির জীওবন্ তো থোর্ হি ভালা, হরিকা সুমিরণ্ হোয়।
লাক্ বরিস্ কি জীউনা, লেখা ধরে না কোয়।৮
কবির দুখ্মে সুমিরণ্ সভ্ করে, সুখ্মে করে না কোয়।
যো সুখ্মে সুমিরণ্ করে, তো কাহেকোঁ দুখ্ হোয়।৯

৭। কবির বলিতেছেন যে কোরে জানিয়াছে, তাহার পক্ষে স্মরণ কমও ভাল, সূতা প্রস্তুত করিতে যে সকল জিনিস লাগে ও যত কষ্ট হয়, সহজরূপ সূতা পাকাইতে হইলে কোন জিনিসের আবশ্যক ও হয় না কোন কষ্ট ও হয় না সমস্ত সুখই হইয়া থাকে।

৮। কবির বলিতেছেন হরিকে স্মরণ করিয়া অল্পদিন বাঁচাও ভাল, তাহা না করিয়া লক্ষ বৎসর বাঁচিয়া থাকাও কেহ গণ্য করে না।

৯। কবির বলিতেছেন দুঃখেতে সকলেই স্মরণ করে, সুখেতে কেহই স্মরণ করে না, যে সুখেতে স্মরণ করে তাহার দুঃখ আর কেন হইবে।

৭। কবির, অল্পক্ষণও আত্মা স্মরণ করা ভাল, যদ্যাপি স্মরণ করিতে জানে ও পারে। সেই স্মরণ করাতে অন্য বিষয়ের চিন্তাতে যেরূপ সূতার স্বরূপ মন বন্ধন থাকে, সেইরূপ সূতার আবশ্যক নাই। সূতা প্রস্তুত করিতে হইলে, তুলা, টাকুয়া ও যে সূতা পাকাইবে, তাহার মজুরির আবশ্যক—কিন্তু এ সূতার ঐ সকলের কিছুই আবশ্যক নাই। ঐ তুলার সূতার কাপড়, কাপড় পরিলেই সুখ, কিন্তু এ সূতা তোমার সঙ্গে জন্মিয়াছে যে তাহার দ্বারা পাকাও তাহা হইলে সমস্ত সুখ হইবে।

৮। কবির অল্প দিন বাঁচিয়া থাকাও ভাল, যদ্যপি হরি (যিনি সকলকে হরণ করেন) তাঁহার স্মরণেতে থাকে, লক্ষ বৎসর বাঁচিয়া থাকা তাহা কেহই গ্রাহ্য করে না।

৯। কবির আত্মারাম গুরু অন্যদিকে মন দিয়া আত্মার অপ্রাপ্তিতে হায় হায় করিয়া দুঃখেতে থাকিয়া কিম্বা পূর্ব্ব-জন্মে আশায় বদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিয়া এ জন্মে রোগগ্রস্থ হইয়া দুঃখাবস্থায় কায়মনোবাক্যের দ্বারায় ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু স্বচ্ছন্দাবস্থায় আলস্য বশতঃ

ও

কবির্ সুখ্‌মে সুমিরণ্ না কিয়া, দুঃখ্‌মে কিয়া যো ইয়াদ্।
কহে কবির্ তা দাস্ কি, কেঁও লাগে ফিরিয়াদ্।১০

কবির সুমিরণ্ কি সুধি এয়োঁ করো, য্যায়সে কামী কাম্।
কহে কবির ফূকারি ক্যায়, খুসী হোহিঁ তব্ রাম্।১১

১০। কবির বলিতেছেন সুখের সময় স্মরণ করে নাই। দুঃখে পড়িয়া যে মনে রাখিয়াছে কবির দাস তাহাকে কহেন কেমনে তার নালিশ শুনিবেক।

১১। কবির বলিতেছেন স্মরণ এমত ভাবে কর যেমত কামীব্যক্তির কাম্য বস্তুর ভাব, কবির উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন যে তাহা হইলেই রাম খুসী হইবেন।

স্মরণ করে না। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সুন্দররূপ ব্রহ্মেতে থাকিয়া, আত্মা ও ব্রহ্ম স্মরণ করে এবং স্মরণ করিতে করিতে ব্রহ্ম হইয়া যায়, যখন সকলই ব্রহ্ম হইল, তখন ব্রহ্ম হইতে দূরে অর্থাৎ দুঃখে কি প্রকারে সম্ভবে?

১০। কবির, আত্মারাম গুরু যখন সুখাবস্থায় অর্থাৎ ব্রহ্মেতে যখন থাকেন, তখন যদি আত্মাকে স্মরণ না করেন আর যখন মন অন্যদিকে গিয়াছে তখন দুঃখাবস্থায় পতিত হইয়া সুখাবস্থা স্মরণ করেন, আত্মারাম তখন দুঃখের দাস হইয়া পড়িয়াছেন এবং যেমত অন্যদিকে মন দেওয়াতে দুঃখ ভোগ করাইতেছেন; তদ্রূপ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। সেই ভোগাবস্থায় হায় হায় করিলে কি প্রকারে সে হায় হায় শুনা যায়। যখন যিনি কর্ত্তা হইয়া তাহা শুনিলেন, তখনই অন্যদিকে অর্থাৎ দুঃখেতে পতিত হইলেন। অতএব যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। সে ফলভোগ না করিলে নালিশ বিফল।

১১। কবির আত্মারাম গুরু স্মরণ তদ্রূপ ঠিক কর যেরূপ কামীব্যক্তি কামেতে আসক্ত হইয়া মৈথুন করিয়া স্থির থাকে অর্থাৎ ক্রিয়া। কবির উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন রমণ করিতেছেন যে রাম তিনি ক্রিয়ার পর সন্তুষ্ট হইবেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় শান্তিপদ পাইবেন।

ওঁ

কবির সুমিরণ কি সুধি এয়োঁ করো, যোঁও গাগরি পাণিহারী।
বোলে ডোলে সুর্ত্তিমে, কহহিঁ কবির বিচারি।১২

কবির সুমিরণ কি সুধি এয়োঁ করো, যোঁও সুরভী সূত্ চাহি।
কহহিঁ কবির চারাচরি, সুরভী বাচ্ছুকে পাহি।১৩

কবির সুমিরণ কি সুধি এয়োঁ করো, যাযুসে দান কাঙ্গাল্।
কহহিঁ কবির বিসরই নহি, পল্ পল্ লেই সভল্।১৪

১২। কবির বলিতেছেন যেমত স্ত্রীলোকেরা জলের কলসী মস্তকে লইয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে, কথাও বলিতেছে অথচ মস্তকের কলসী যেমন তেমনই আছে, পড়িতেছে না, কিন্তু তাহার মন কলসীতেই আছে, স্মরণও এইরূপ ভাবে করা চাই। ইহাই কবির বিচার করিয়া কহিতেছেন।

১৩। কবির বলিতেছেন স্মরণ এমন ভাবে কর যেমন গাভী বৎসের দিকে সর্ব্বদাই চাহিয়াই আছে অথচ ঘাসও খাইতেছে চরিয়াও বেড়াইতেছে, কিন্তু তাহার মন বৎসের নিকটেই রহিয়াছে। এইরূপ ভাবে মনকে রাখিতে কবির কহেন।

১৪। কবির বলিতেছেন এরূপ ভাবে স্মরণ কর যেমন দাতা ও কাঙ্গাল, কবির কহেন কাঙ্গাল ব্যক্তি মুহুর্মুহু দান পাইবার জন্য স্মরণ করে কিছুতেই ভুলে না, স্মরণও তদ্রূপ ভাবে করা চাই।

১২। কবির আত্মারাম গুরুকে স্মরণ সেইরূপে ঠিক কর, যেরূপে জলভরণী মাথার উপর কলসী রাখিয়া সমুদায় কথা বলে, হেলে দুলে চলে, কিন্তু মন মাথার কলসীতে, এইরূপ কবির সাহেব বিচার করিয়া কহিলেন।

১৩। কবির আত্মারাম গুরুকে এ প্রকারে স্মরণ করিবে, যেমত গাভীর ধ্যান বৎসের প্রতি। কবির সাহেব কহিতেছেন লোকে দেখিতেছে যে গাভীটী ঘাসই খাইতেছে, কিন্তু তাহার মন বাছুরের নিকট রহিয়াছে। তেমনই আত্মাতে থাকিয়া সমস্ত কর্ম্ম করিবে।

১৪। কবির আত্মারাম গুরুকে স্মরণ সেইরূপ কর, যেমত দান বিহীন কাঙ্গাল, অর্থাৎ যেমন কাঙ্গাল ব্যক্তির হাতে পয়সা নাই অথচ ভাল জিনিস খাইবার ইচ্ছা, আর ঐ ইচ্ছা এত

ওঁ

কবির সুমিরণ্ মন্ লাগৈ নাহি,জগ্‌সেঁ। সমিটা যায়।
কহহিঁ কবির শুন সাধুয়া, তাকা কাঁহা উপায় ।১৫
কবির সুমিরণ্‌সেঁ মন্‌যব্ লাগৈ,জগ্‌সেঁ। হোয়ে নিরাশ্।
কায়াকো সুখ্ ছোড়ি কেয়্, জগ্‌সেঁ। হোয়ে উদাস্ ।১৬
কবির সুমিরণ্ মন্ লাগে নাহি, বিখে হলাহল্ খায়।
কবির হাট্ কাপা রহে, করি করি থকে উপায় ।১৭

১৫। কবির বলিতেছেন স্মরণ করিতে মন লাগেই না, জগতের দৃশ্যমান পদার্থতে মন লাগিয়া থাকে, কবির কহেন হে সাধু! তাহার উপায় কি ?

১৬। কবির বলিতেছেন স্মরণ করিতে মন যখন লাগে, তখম জগৎ হইতে মন নিরাশ হয়। শরীরের সুখ ছাড়িয়া দিয়া জগৎ হইতে উদাস হয়।

১৭। কবির বলিতেছেন স্মরণ করিতে ও মন লাগে না, সুখ হইবে বিবেচনা করিয়া বিষয় রূপ বিষ পান করে। কবির কহেন, উক্ত বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিয়া আবার কর্‌ব কর্‌ব মনে করে, কিন্তু করেও না অথচ কোন উপায়ও দেখিতে পায় না।

অধিক যে সে সমস্ত কার্য্য করিতেছে কিন্তু তাহার মনে সেই ভাল জিনিস খাইবার ইচ্ছা সর্ব্বদা রহিয়াছে।

১৫। কবির আত্মাতে স্মরণ করিতে মন লাগে না অথচ জগতের চলায়মান বস্তুতে মন লাগিয়া যায়। যিনি সাধন করিতেছেন, তাঁহাকে কবির সাহেব বলিতেছেন, শুন সাধু! তাহার কোথাও উপায় নাই।

১৬। কবির আত্মারাম গুরু তখনই স্মরণ করিতে থাকেন, যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় আট্‌কাইয়া থাকেন, তখন চলায়মান বস্তুতে ইচ্ছারহিত হইয়া থাকেন, তখন শরীরের সুখ ছাড়িয়া যায়। চলায়মান বস্তুতে ইচ্ছারহিত হইয়া মস্তকের উপর উঠিয়া বসিয়া থাকেন, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

১৭। কবির, আত্মাতে আত্মা রাখা আর হয় না, কারণ আশারূপ বিষেতে মন তৃপ্ত হইয়াছে। যদি আশারূপ বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, তথাপি ঐ জ্বালাকে সুখ জ্ঞান করিতেছে। মনে মনে কখনও বিরক্ত হইয়া জেদ্ করিয়া ক্রিয়া করিতে বলে, কিন্তু তাহাও

ওঁ

কবির সুমিরণ্ সো মন্ যব্ লাগে, জ্ঞান অঙ্কুশ দে শিষ্।
কহেঁহি কবির ডোলে নেহিঁ, নিশ্চয় বিশ্বাস্।১৮
কবির সুমিরণ্ সোঁ তি সব্ ভালা, ঘর্ বন্ সবহিঁ ঠাঁও।
কহেঁ কবিব সুমিরণ্ বিনা, নেহ ভল্ বন্ নহিঁ গাঁও।১৯
কবির সুমিরণ্ সোঁ সিদ্ধি হোৎহায়, সুমিরণ সোঁ রিদ্ধি হোয়।
সুমিরণ্ সাঁই মিলে, করি দেখ সভ্ কোয়্।২০

১৮। কবির বলিতেছেন, যখন স্মরণেতে মন লাগে, তখন জ্ঞানরূপ অঙ্কুশ মস্তকে দৃঢ়-রূপে বিদ্ধ হয়, ইহাই কবির কহেন।

১৯। কবির বলিতেছেন, স্মরণেতে ক'রে সকলই ভাল, ঘরে বনে সর্ব্বত্রেতেই সমান, কবির কহেন বিনা স্মরণেতে বন এবং গ্রাম কিছুই ভাল নহে।

২০। কবির বলিতেছেন, স্মরণেতে ক'রে সিদ্ধি হয়, রিদ্ধিও হয়, রিদ্ধি—অষ্ট সিদ্ধি লাভ হয়, স্মরণেতে ক'রে যিনি কর্ত্তা তাঁহাকেও পাওয়া যায়, ইহা সকলে করিয়া দেখুন।

থাকে না, ফস্‌কাইয়া যায়। এইরূপ বলপূর্ব্বক বারম্বার করিয়া শ্রান্ত হইয়া ক্রিয়াই করে না। ক্রিয়া ছাড়িয়া দিয়া কোন উপায়ও দেখিতে পায় না।

১৮। কবির আত্মারাম গুরু স্মরণেতে মন তখনি লাগিবে, যখন জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা স্বরূপ অঙ্কুশ মস্তকে থাকিবে। কবির সাহেব বলিতেছেন তখন আর মন চলায়-মান হইবে না অর্থাৎ স্থির থাকিবে, তাহা হইলে নিশ্চয় বিশ্বাস হইবে।

১৯। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে সকলি ভাল, ঘরে, বনে এবং সর্ব্বত্রে কবিব সাহেব বলিতেছেন, বিনা ক্রিয়ার পর অবস্থায় বনে এবং গ্রামে দুইয়েতেই ভাল নয়॥

২০। কবির আত্মাতে সর্ব্বদা থাকিতে থাকিতে আত্মা পরমাত্মাতে মিলিয়া সমস্ত বস্তু এক হইলেই সিদ্ধি হইল। যখন সমস্তই এক হইল তখন সমস্ত ধন তোমার প্রাপ্তি হইল। যখন সমস্ত বস্তুই প্রাপ্তি হইল, সকলেতেই তুমি আর তোমাতে সকলি, তখন তুমি কর্ত্তা অর্থাৎ তখন ব্রহ্মই কর্ত্তা। যাহা করিতেছ তাহা ব্রহ্ম, তুমি কিছুই করিতেছ না। ইহা স্পষ্টরূপে ক্রিয়া করিয়া চক্ষে দেখিয়া লও।

ওঁ

কবির সুমিরণ সোঁ সুখ হোংহায়, সুমিরণ সোঁ দুখ যায়।
কহে কবির সুমিরণ কিয়ে, সাঁই মাহ সমায়। ২১
কবির সুমিরণ সোঁ সংশয় মেটে, সুমিরণ সোঁ মেটে শোগ।
কহে কবির সুমিরণ কিয়ে, রহে না একো রোগ। ২২
কবির সুমিরণ মাহি রামকে, ঢিল না কিজিয়ে মন।
কহে কবির ছন এক মো, বিনশী যায়েগা তন। ২৩
কবির সুমিরণ করে সো শান্ত জন, অহির্নিশি অপনে জাগি।
কহে কবির সুমিরণ ত্যজে, তাকো বড় অভাগি ২৪

২১। কবির বলিতেছেন স্মরণেতে ক'রে সুখ হয় ও দুঃখ যায়, কবির কহেন স্মরণ করিলে কর্ত্তার মধ্যেও প্রবেশ করা যায়।

২২। কবির বলিতেছেন স্মরণেতে ক'রে সংশয় দূর হয়, স্মরণেতে ক'রে শোক দূর হয়, কবির কহেন স্মরণ করিলে কোন রোগও থাকে না।

২৩। কবির বলিতেছেন রামের স্মরণ করিতে আলস্য করিও না, কারণ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এই শরীর নষ্ট হইতে পারে, ইহা কবির কহেন।

২৪। কবির বলিতেছেন শান্ত ব্যক্তিরাই অহর্নিশি জাগিয়া স্মরণ করিতেছেন, কবির কহেন সেই ব্যক্তিই বড় অভাগা যে স্মরণ ত্যাগ করে।

২১। কবির, ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়। সেই আনন্দ ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় বোধ হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে অন্যদিকে মন না যাওয়ায় দুঃখ থাকে না। কবির সাহেব বলিতেছেন, সর্ব্বদা ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মের অণুর মধ্যে আত্মা প্রবেশ করেন।

২২। কবির, ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হওয়াতে সংশয় থাকে না। আর শোকও থাকে না আর কোন রোগও থাকে না।

২৩। কবির ক্রিয়া করিতে আলস্য করিও না, কারণ এক ক্ষণকালের মধ্যে এই শরীর নষ্ট হইবে।

২৪। কবির শান্ত ব্যক্তিরা অহর্নিশি জাগিয়া ক্রিয়া করিতেছেন, তাহা যিনি না করি-লেন তিনি বড় অভাগা।

ওঁ

কবির সুমিরণ্ সম কুছ্ হায় নেহি, যোগ্ যজ্ঞ ব্রৎ দান।
সুমিরণ্ সম্ তীরথ্ নেহি, সুমিরণ্ সম নাহি জ্ঞান।২৫
কবির জপ্ তপ্ সঞ্জম্ সাধন, সব্ সুমিরণ্ কো মাহি।
কহে কবির বিচারি কৈ সুমিরণ্ সম্ কুছ্ নাহি।২৬
কবির সহকামী সুমিরণ্ কা করেই, পাওয়ে উচা ধাম্।
নিহ কামী সুমিরণ্ করে, পাওয়ে অবিচল্ রাম্।২৭
কবির সহকামী সুমিরণ্ করে, ফিরি আওয়ে ফিরি যায়।
নিহ কামী সুমিরণ্ করে আওয়া গমন্ নশায়।২৮

২৫। কবির বলিতেছেন, যোগ বল, যজ্ঞ বল, দান বল, ব্রত বল, স্মরণের তুল্য আর কিছুই নাই, আর স্মরণের তুল্য তীর্থও নাই; জ্ঞানও স্মরণের তুল্য নাই।

২৬। কবির বলিতেছেন জপ, তপ, সংযম সাধন, এ সমস্তই স্মরণের মধ্যেই আছে, কবির বিচার করিয়া কহিতেছেন স্মরণের তুল্য আর কিছুই নাই।

২৭। কবির বলিতেছেন কামনার সহিত যে ব্যক্তি স্মরণ করে, সে স্বর্গ পায়; নিষ্কাম হইয়া স্মরণ করিলে অবিচল রাম অর্থাৎ স্থিরত্ব পদ লাভ করে।

২৮। কবির বলিতেছেন কামনার সহিত যে স্মরণ করে, সে ফিরে আসে আর যায়, নিষ্কাম ভাবে স্মরণ করিলে আশা যাওয়া রহিত হয়।

২৫। কবির ক্রিয়ার তুল্য কোন পদার্থই এই পৃথিবীতে নাই, যোগ, যজ্ঞ, ব্রত, দান প্রভৃতি যত কিছু আছে সকল অপেক্ষা ক্রিয়া শ্রেষ্ঠ, তীর্থাদি ও জ্ঞান অপেক্ষাও ক্রিয়া বড়।

২৬। কবির, জপ, তপ, সংযম, সাধন, সমুদয় ক্রিয়ার মধ্যে, কবির বিচার করিয়া বলিতেছেন যে আত্মচিন্তন অপেক্ষা আর কিছুই নাই।

২৭। কবির আত্মারাম গুরুকে কামের সহিত স্মরণ করিলে উচ্চ ধাম পায়, আর নিষ্কাম ভাবে স্মরণ করিলে স্থিরত্ব পদ রামকে পায়।

২৮। কবির কামনার সহিত ক্রিয়া করিলে পুনর্জন্ম হয়, আর নিষ্কাম-ভাবে ক্রিয়া করিলে মোক্ষ হয়।

কবির রাজা রাণা ন বড়া, বড়া যে সুমিরে রাম।
তাহি মো সো জন বড়া, যো সুমিরে নিহকাম।২৯
কবির সাহেব কা সুমিরণ্ করেই,তাকো বন্দো দেও।
পহিলে আয়ে ডিগাবই, পাছে লাগে সেও।৩০
কবির সুমিরণ্ সুরতি লাগাইকে;মুখ সো কছুও ন বোল্।
বাহের কে পট্ দেই কেই, অন্দর কো পট্ খোল্।৩১

২৯। কবির বলিতেছেন রাজা ও বড় নহে, রাণাও বড় নহে, যে রামকে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তিই বড়, এবং তাঁহাদের মধ্যে সেই জনই শ্রেষ্ঠ যে নিষ্কাম ভাবে স্মরণ করে।

৩০। কবির যিনি রামকে স্মরণ করেন তাঁহাকে দেবতারাও বন্দনা করেন, প্রথমে আসিয়া ঠকাইবার চেষ্টা করেন, পশ্চাৎ সেবা করেন।

৩১। কবির বলিতেছেন যখন স্মরণ লাগিয়াছে তখন আর কথা কহিবার ইচ্ছা নাই, মুখের দ্বারা কোন কিছু বলিও না, বাহিরের পর্দা ফেলিয়া দিয়া অন্দরের পর্দা খুলিয়া দেও।

২৯। কবির রাজা রাণা বড় নহে,বড়—যে আত্মারামকে ভজন করে এবং তাহাদের মধ্যে সেই বড় যে নিষ্কাম হইয়া ক্রিয়া করে।

৩০। কবির, যে আত্মারাম গুরুকে স্মরণ করে তাহাকে দেবতারা বন্দনা করেন অর্থাৎ সকলেই সম্মুখে আইসেন। প্রথমে ঠকাইবার চেষ্টা করেন, অর্থাৎ লোভ, ভয় ইত্যাদি প্রদর্শন করেন তাহাতে ক্রিয়া হইতে মন উচাটন করে। পশ্চাৎ সেবা করেন অর্থাৎ আজ্ঞাবহ হন।

৩১। কবির ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া কোন কথাও বলিও না বাহ্য দৃষ্টি ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া পর্দা দিয়া, ভিতরে যে পর্দা রহিয়াছে তাহা খোল অর্থাৎ ঘরেতে বসিয়া বাহিরের দ্রব্য সকল দেখিতেছ, কিন্তু কপাট বন্ধ করিয়া দিলেই অন্ধকার হইল। এক্ষণে সূর্যারশ্মি যে প্রকার ব্রহ্মের অণু দ্বারায় শূন্য দিয়া আসিতেছে, সেই প্রকার ব্রহ্মের অণুদ্বারায় শূন্যেতে আলোও অন্ধকার দুই আসিতেছে, সেই ব্রহ্মের অণুর পর্দা যখন খুলিয়া গেল তখন আলো ও অন্ধকার দুই নাই সব এক হইল। তখন বাহির, ভিতর সব সমান।

ঔঁ

কবির যো বোলে তো রাম কহি, আওরেহি রাম কাহাওয়ে।
যা মুখ্ রাম না নিক্‌লেই, তা মুখ ফেরি কাহায়ে।৩২
কবির মুখ্ তো সোই ভলা, যা মুখ্ নিক্‌লেই রাম।
যা মুখ্ রাম না নিকলেই, সো মুখ কোনে কাম।৩৩
কবির হরি কা নাম্ মে, স্মুর্‌তি রহে এক তার্।
তা মুখ্‌তে মতি ঝরে, হীরা অনন্ত অপার।৩৪

৩২। কবির বলিতেছেন যে যাহা কিছু বলিতেছ তাহা ত রামই কহিতেছেন আর রামই বলাইতেছেন, আর যাহার মুখ হইতে রাম না বাহির হইল সে মুখ, মুখই নয়।

৩৩। কবির বলিতেছেন ঐ মুখই ভাল যে মুখ হইতে রাম নাম উচ্চারণ হইতেছে, আর যে মুখে রাম নাম উচ্চারণ হয় না সে মুখের দরকার কি?

৩৪। কবির বলিতেছেন, হরির নামেতে করে এক হইয়া রহেন, সেই মুখ হইতে মতি নির্গত হয়, আর হীরকাদি মণি অনন্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

৩২। কবির, যাহা কিছু সেই আত্মারাম গুরু বলিতেছেন, যিনি রমণ করিতেছেন তিনিই বলিতেছেন এবং বলাইতেছেন, আর যাহার মুখ হইতে রাম নাম না বাহির হইল, অর্থাৎ যাহার মধ্যে উত্তম পুরুষ নাই, কারণ তিনিই সমস্তই করাইতেছেন, সে মুখকে কি মুখ বলা যায়, কারণ সে মুখ মুখই নহে।

৩৩। কবির সেই মুখই ভাল যাহা হইতে রাম নাম নির্গত হয়েন অর্থাৎ আত্মারাম। যে মুখ হইতে রাম নাম না বাহির হন সে মুখ কোন কর্ম্মের নহে, তাহা পাথরের মুখের মত।

৩৪। কবির আত্মারাম গুরু ক্রিয়া করিয়া সকলকে হরণ করিয়া লয়েন পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া আত্মা পরমাত্মাতে মিলিয়া এক হইয়া যান, তখন যে সকল বাক্য সে মুক্তার ন্যায় শীতল ও অমূল্য। তখন ব্রহ্ম অনন্ত বোধ হয়, যাহার পার যাইবার ক্ষমতা থাকে না।

ওঁ

কবির হরি কে নাম্ মে, বাৎ চালাওয়ে আওর্ ।
তিন্ অপরাধী জীউকো, তিনি লোক্ নেহি ঠাওর্ ।৩৫
কবির রত্তন্ সুমিরণী রাম্ কি, পোয়ে মন মস্তল্ ।
ছবি লাগি নিরখৎ রহে, মিট্ গেয়া সংশয় শূল্ ।৩৬

৩৫। কবির বলিতেছেন, যে ব্যক্তি হরির নামেতে অন্য কথা বলে অর্থাৎ মন্দ কথা বলে, সেইরূপ অপরাধী ব্যক্তির তিন লোকেতেও নিস্তার নাই।

৩৬। কবির বলিতেছেন, রাম চন্দ্রের রত্নস্বরূপ মালা মন গাথিতেছেন, এরূপ অবস্থায় একটী ছবি দেখিয়া তাঁহা দেখিতে লাগিলেন, তাহাতেই সংশয়রূপ শূল মিটিয়া গেল।

৩৫। কবির যে ব্যক্তি ক্রিয়া করিলে কি হইবে বলে অর্থাৎ আপনি ক্রিয়া না করিয়া নরকে পড়িবে ও অন্যকে সৎপথে যাইতে নিষেধ করায় সে আরও অপরাধী হইল; সেই অপরাধী জীবের তিন লোকে অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালে স্থান নাই। পাতাল অর্থাৎ মূলাধারে স্থিতিলাভ করিতে না পারায় সর্ব্বদা অন্যমনস্ক ও কুব্যবহার করিতে ইচ্ছা হওয়ায়, অধম গতির চক্রে ক্রমশঃ পতিত হইতে থাকে। মর্ত্তলোক অর্থাৎ হৃদয়েতে আমি এবং আমার বলিয়া মোহিত হইয়া কর্ম্ম অবিধি পূর্ব্বক করাতে, জন্ম মৃত্যু ভোগ করতঃ আপনাকে মোহরূপ চক্রে জন্মজন্মান্তর রাখে। স্বর্গ অর্থাৎ মস্তক, সেই মস্তকেতে নানাবিধ কদাচারের খেয়াল করিয়া পরমভাব জানিতে না পারিয়া, কাম, ক্রোধও লোভের বশীভূত হইয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ অধম গতির চক্রেতে পতিত হয় অর্থাৎ এই শরীরের তিন স্থানের এক স্থানে ও স্থিতি পদ লাভ হয় না।

৩৬। কবির আত্মারাম গুরু চিন্তাস্বরূপ মালার সুমেরু (কূটস্থ) আত্মা (মন) তিনি বারম্বার কূটস্থে গাঁথিতেছেন, অর্থাৎ ক্রিয়া করিতেছেন। সেই আত্মা কূটস্থস্বরূপ পরমাত্মাতে লাগিয়া যাইয়া তাহাই দেখিতেছেন, তখন সংশয়রূপ শূল মিটিয়া গেল; সংশয় অর্থাৎ দূরের কিম্বা অন্ধকারের মধ্যে কোন বস্তু অল্প অল্প অস্পষ্ট দেখায়, তাহা বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিতে না পারার নাম। (শূল=শূলরোগ), যাহা সর্ব্বদা পেটের ভিতর কুল কুল করিতেছে, ঐ বেদনা বৃদ্ধি হইয়া হৃদয়ে উঠিলে মৃত্যু হয়। ঐ সংশয়রূপ শূলে, জীব সকলকে পুনঃ পুনঃ নরকে পতিত করিতেছে। যখন আত্মা পরমাত্মাতে লাগিয়া তাহাই দেখিতেছেন, তখন সংশয়রূপ শূল মিটিয়া গেল।

ওঁ

কবির মেরি সুমিরণী রামকি, রসনা উপর রাম।
আদি যুগাধি ভক্তি জে, সব্ কো নিজ্ বিশ্রাম।৩৭
কবির রাম নাম্ সুমিরণ করে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্।
কহেহিঁ কবির সুমির্ণ করে, নারদ্ শুকদেব্ শেষ্।৩৮
কবির সনকাদি সুমির্ণ করে, নাম ধ্রুব প্রহ্লাদ।
জন্ কবির সুমিরণ্ করে, ছোড়ি সকল্ বক্বয়াৎ।৩৯

৩৭। কবির বলিতেছেন আমার রাম নামের মালার যে সুমেরু তাহা রসনার উপরে আছেন, তিনিই আদি এবং যুগাধি এবং তাঁহাতেই থাকিলে ভক্তি জন্মায় সকলের বিশ্রাম স্থান ও সেই খানে।

৩৮। কবির বলিতেছেন রাম নামের স্মরণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ইঁহারাও করিতেছেন। কবির ও স্মরণ করিতেছেন এবং নারদাদি ঋষিরাও স্মরণ করিতেছেন।

৩৯। কবির বলিতেছেন সনকাদি ঋষিরাও স্মরণ করিতেছেন, ধ্রুব প্রহ্লাদ ও স্মরণ করিতেছেন সমস্ত বকা বকি ছাড়িয়া ভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিরা ভগবানের নাম করেন।

৩৭। কবির কূটস্থ যাহা রসনার উপর আছে, যিনি আদি এবং যুগাধি অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলার আদি, আর ভক্তি অর্থাৎ যে স্থানে যাইলে বিশ্বাস হয়, আর যাহা সকলেরই নিজ বিশ্রামের স্থান অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম।

৩৮। কবির সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা যে আত্মা তিনি আপনাকে আপনি কবিরস্বরূপ হইয়া স্মরণ করিতেছেন, ওঁকার ধ্বনি শুনিতেছেন, "সর্ব্বংব্রহ্মময়ংজগৎ" হইতেছেন। আত্মাস্বরূপ সর্ব্বত্রেতে আছেন।

৩৯। কবির চারি বেদস্বরূপ চারিদিকে স্মরণ করিতেছেন। নিশ্চয়রূপে সন্তোষেতে অন্যান্য গল্পগাছা ছাড়িয়া কবির সাহেব স্মরণ করিতেছেন।

কবির রাম্ নাম্‌কে সুমির্‌তে, উদ্ধরে পতিৎ অনেক্।
কহে কবির নেহি ছোড়িয়ে, রাম্ নামকি টেক।৪০

কবির রাম নামকে সুমির্‌তে, অধম্ তরে সংসার্।
অজামিল্ গণিকা সুপচ্, সেওরি সদন চণ্ডার্।৪১

কবির রাম নাম্ মন্ লাইলে, য্যায়েসে পাণি মীন।
প্রাণ্ ত্যজে পল্ বিছুরে, দাস্ কবির কহি দীন।৪২

৪০। কবির বলিতেছেন রাম নামের স্মরণ করিলে যাহারা পতিত নীচ প্রকৃতির লোক তাহারা জলিয়া মরে ও নানা কথা বলে তাহাদের কথায় রাম নাম কখনই ছাড়িও না।

৪১। কবির বলিতেছেন রাম নামের স্মরণ করিলে অধম ব্যক্তিও সংসার সমুদ্র হইতে তরিয়া যান অজামিল প্রভৃতি অনেক নীচ প্রকৃতির লোক তরিয়া গিয়াছেন।

৪২। কবির বলিতেছেন রাম নামেতে এরূপ মন রাখ যেমন জলের মৎস্য, মৎস্য যেমন এক পল জল ছাড়া হইলে প্রাণত্যাগ করে তদ্রূপ মন লাগাতে কবিরদাস বিনয় করিয়া কহিতেছেন।

৪০। কবির ক্রিয়া করাতে যাহারা মণিবন্ধের নীচে আছে, তাহারা জলিয়া মরে। কবির সাহেব বলিতেছেন যে রাম নামের টেক্ কখনই ছাড়িও না, ভণ্ডেরা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুক।

৪১। কবির ক্রিয়া দ্বারা অধম সংসার হইতে তরিয়া যায়। ক্রিয়া করিয়া, অজামিল, গণিকা সুপচ, সেওরি, সদন, চণ্ডার প্রভৃতি অনেকে সংসার হইতে তরিয়া গিয়াছে।

৪২। কবির ব্রহ্মেতে সেই প্রকার লীন থাক, যেমত জলে মৎস্য থাকে। এক পলের নিমিত্ত মৎস্য জল ছাড়া থাকিলে মরিয়া যায় অর্থাৎ ব্রহ্মেতে লীন থাকিয়া ব্রহ্ম হইয়া যাহা কিছু দেখিতেছ, করিতেছ সমস্তই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম ছাড়িয়া সেই ব্যক্তির মন পল মাত্র অন্যদিকে যাইবামাত্রই তাহার মৃত্যু হয় অর্থাৎ আট্‌কাইয়া থাকায় যে নেশা হয়, তাহা ছাড়িয়া গেলে সেই প্রকার নেশার আনন্দ না থাকায়, মদ গাঁজা ইত্যাদি পান করিয়া সে প্রকার আনন্দ না পাইয়া তাহার বিপরীত—অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু হয়।

৫
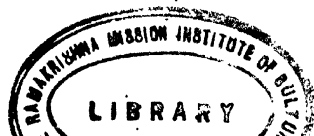
কবির রাম্ নাম্ মন লাইলে, য্যায়সে নাদ্ কুরঙ্গ্।
কহে কবির টরে নেহি, প্রাণ্ ত্যজে তেহি সঙ্গ্।৪৩
কবির রাম নাম মন লাইলে, য্যায়সে কীট্ ভৃঙ্গ্।
কবির বিনরাওয়ে আব্কো, হোয়ে যায় তেহি রঙ্গ্।৪৪
কবির রাম নাম্ মন্ লাইলে, য্যায়সে দীপ্ পতঙ্গ্।
প্রাণত্যজে ছুন এক্মো, জ্বরত না মোড়ে অঙ্গ্।৪৫

৪৩। কবির বলিতেছেন রাম নামেতে এরূপ মন লাগাও যেমন নাদ ও মৃগ, অর্থাৎ ব্যাধেরা যখন হরিণ শিকার করিতে অরণ্যে যায়, তাহারা আগে অরণ্যে যাইয়া বাঁশী বাজাইতে থাকে, হরিণ বংশী ধ্বনি শুনিতে বড় ভাল বাসে, বংশী ধ্বনি শুনিয়া ক্রমশঃ ব্যাধের নিকটস্থ হয়, তখন ব্যাধেরা জাল দ্বারায় বদ্ধ করে। কবির বলিতেছেন হরিণ প্রাণত্যাগ করে তত্রাচ নড়ে না, বংশী ধ্বনির সঙ্গেই প্রাণ ত্যাগ করে।

৪৪। কবির বলিতেছেন রাম নামেতে মন এরূপ লাগাও যেমন কাঁচপোকা ও কীট কবির বলিতেছেন কীট আপনাকে ভুলিয়া ভৃঙ্গেরি রং হইয়া যায়, অর্থাৎ কীট কাঁচপোকার রং দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আপনাকে ভুলিয়া যায়, রাম নামেতে কীটের ন্যায় মন লাগাইলে জীবও শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।

৪৫। কবির বলিতেছেন রাম নামেতে মন এরূপ লাগাইয়া রাখ যেমন দীপ আর পতঙ্গ অনন্ত প্রদীপে পড়িয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে কিন্তু একবারও ছট্ফট্ করে না।

৪৩। কবির এ প্রকার ক্রিয়া করিবে, যেমন নাদ ও কুরঙ্গ, কুরঙ্গ যেমন নাদ শুনিয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তত্রাচ নাদ শুনা ত্যাগ করে না তদ্রূপ কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও ক্রিয়া ত্যাগ করিও না।

৪৪। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থায় এ প্রকার থাকিবে যে প্রকার কীট ভৃঙ্গ সে যেমন আপনাকে ভুলিয়া যাইয়া ভৃঙ্গ হইয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সর্ব্বদা বিদেহ হইয়া থাকিবে।

৪৫। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ক্রিয়া করিয়া এক ক্ষণকালের মধ্যে ব্রহ্মেতে লীন হয়, তেমনি যেমত এক ক্ষণকালের মধ্যে পতঙ্গ দীপের জ্যোতিতে প্রবেশ করিয়া যে আত্মা তাহাকেও ত্যাগ করে কিন্তু শরীর পুড়িবার সময় একবারও মোড়ে না অর্থাৎ ছট্ফট্ করে না।

৬

কবির রাম কহে সভ রহিৎ হায়, তন্ মন্ ধন্ সংসার।
রাম কহে বিন্ যাঃ হায়,লাক্ চৌরাশী ধার ।৪৬
কবির রাম নাম রুচি উপ্জে,জৌউ কি জ্বলনি বুঝায়ে।
কহে কবির এক রাম নাম বিনু,জীউকে দাহ না যায়ে ।৪৭

৪৬। কবির বলিতেছেন রাম নাম কহিলে, শরীর মন ধন, সংসার এ সমস্তই রহিত হইয়া যায়। রাম নাম না কহিলে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়।

৪৭। কবির বলিতেছেন রাম নামের রুচি হইলে জীবের সকল জ্বালা শীতল হয় কবির কহিতেছেন এক রাম নাম বিনা জীবের কোন জ্বালা যায় না অর্থাৎ রাম নাম না করিলে সকল জ্বালাই থাকে।

৪৬। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থায় সব রহিত হইয়া যায় কারণ এক হইলে আর ভিন্ন কিছুই থাকিল না, কাজে কাজেই সব রহিত হইল,শরীর গেল ত মন গেল,মন গেল ত ধন গেল,কারণ মন না থাকিলে ধন বলে কে? শরীর স্থির হইলেই মন স্থির হইল। মন স্থির হইলেই,ধনের আকাঙ্ক্ষা কে করে? যখন চলায়মান সমস্ত স্থির হইল তখন সংসার স্থির হইল, (চলায়মান বস্তুর নাম সংসার) অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিরত্ব পদ যে ব্রহ্ম তাহা পাইলেন, যিনি স্থিতি পদ না পাইলেন, তিনি চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

৪৭। কবির ক্রিয়া না করিলে, ক্রিয়া করিতে রুচি হয় না, ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাইয়া সংসারের জ্বালা নির্ব্বাণ করে। কবির সাহেব কহিতেছেন, যে ক্রিয়া বিনা জীবের দাহ যাইবার আর কোন উপায় নাই। জীব সংসারের আশারূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া অঙ্গার হইয়া যাওয়া ও অঙ্গারের অগ্নি নির্ব্বাণ হইলেও দাহ অর্থাৎ উত্তাপ যায় না। যতই জল দেও ততই গরম ভাব উঠে। সেই প্রকার লোকের পুত্র মরিলে শোকে শরীর জ্বলিয়া অঙ্গারবৎ হইয়া গেল বটে, কিন্তু ঐ পুত্রের বিষয় যখন মনে হয়, তখনি ভাব উঠিতে থাকে অর্থাৎ শরীর গরম হইয়া উঠে। যেমন জ্বর রোগে শরীর জ্বালাইয়া পোড়াইয়া জ্বর ত্যাগ হইল বটে, কিন্তু তাহার দাহ গেল না। এই প্রকার বৈষয়িক আনন্দেরও এই দাহ যাইবার একমাত্র উপায় ক্রিয়ার পর অবস্থা।

ও

কবির রাম রিঝাঁইলে, জিহ্বাসো কৰু মৎ।
হরি সাগর নহি বিসরেই, নর দেখি অনন্ত ॥৪৮

কবির রাম রিঝাঁইলে, বিখ অমৃৎ বিল্ গায়।
ফুটা নগ্ যো জোড়িয়ে, সয়িছি সন্ধ মিলায় ॥৪৯

৪৮। কবির বলিতেছেন রামকে খালি জিহ্বা দ্বারায় সন্তুষ্ট করিও না অর্থাৎ খালি কথায় করিও না, হরিরূপ সমুদ্র সর্ব্বদা মনে রাখিবে কখন ভুলিও না যখন এরূপ হইবে তখন নর অনন্ত দেখিবে।

৪৯। কবির বলিতেছেন রামকে সন্তুষ্ট করিলে বিষ অমৃতের গুণে এক হইয়া যায় অর্থাৎ অমৃত হইয়া যায় যেমন কোন একটা জিনিস ভাঙ্গিয়া দুই টুক্‌রা হইলে তাহাকে আবার জুড়িতে হইলে উভয়ের সন্ধিতে সন্ধিতে মিলাইলে এক হয় তদ্রূপ।

৪৮। কবির আত্মারামকে ব্রহ্মেতে রিঝাঁইয়া লও, রিঝাঁও অর্থাৎ পুরুষ যেমন স্ত্রীকে বারম্বার আলিঙ্গন ইত্যাদির দ্বারায় আপনার মত কামী করাইয়া উভয়ে একভাব প্রাপ্ত হইয়া কামোন্মত্ত হইয়া অন্য দৃষ্টি ও জ্ঞান শূন্য হয়। সেই প্রকার ক্রিয়া করিয়া আত্মা বারম্বার ব্রহ্মেতে যাইয়া যাইয়া ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া অন্য দৃষ্টি ও জ্ঞান হারাইয়া ব্রহ্মবৎ হন। এই প্রকার করিয়া আত্মারামকে রিঝাঁও, জিহ্বা দ্বারা বলিও না। ঐরূপে আত্মাকে রিঝাঁইলে তিন প্রকারের শোক তাপ হরণ করেন যে হরিরূপ সমুদ্র তাহার তরঙ্গ সকল দেখিতে লাগিল, যাহা কখন বিস্মরণ হয় না তখন নর তিনি অনন্ত দেখেন অর্থাৎ "সর্ব্বংব্রহ্মময়ংজগৎ" হয়।

৪৯। কবির আত্মারামকে পরমাত্মাতে এক করিয়া লও, বিষ ও অমৃতকে পৃথক করিয়া; বিষ ও অমৃত পৃথক্ পৃথক্ আছে বলিয়া দুই, যদি বিষ অমৃততে মিশিয়া গেল, তবে অমৃতের গুণে বিষ অমৃত হইয়া গেল। সেই প্রকার মনে বিষবৎ চঞ্চলত্ব আর অমৃতবৎ স্থিরত্ব। এই বিষবৎ চঞ্চলত্ব যদি অমৃতবৎ স্থিরত্বে মিলিল, তখন চঞ্চলত্ব আর থাকিল না। যেমন একখানি ভাঙ্গা হীরা রহিয়াছে, ঐ হীরা খানি সন্ধিতে সন্ধিতে মিলাইতে অর্থাৎ যে সকল পরমাণুর বিচ্ছেদে হীরা পৃথক হইয়াছে, সে সকল পরমাণুর যোগ হইলেই এক হইয়া গেল। সেই প্রকার চঞ্চল মন স্থিতি পদের অণুতে মিশাইয়া যাইলে এক হইয়া গেল।

ওঁ

কবির রাম জপৎ কুষ্টা ভালা, চুঁই চুঁই পর্‌তা চাম।
কাঞ্চন্ দেহ্ কেহি কাম্ কি, যা মুখ্ নাহি রাম।৫০

কবির রাম জপৎ দালিদ্রি ভালা, টুটি ঘর্ কি ছান্।
কাঞ্চন্ মন্দিল্ যান্ দে, যাঁহা ভক্তি নহি জ্ঞান্।৫১

কবির টাট্ ওড়িকে হরি ভজে, তাকা নাম্ সপুৎ।
মায়া এয়ারি মথারা, কেতে গেয়ে কপুৎ।৫২

৫০। কবির বলিতেছেন গলিত কুষ্ঠগ্রস্থ ও ভাল, যদি রাম নাম জপ ক'রে আর যে মুখে রাম নাম বাহির না হয় সে সবল কান্তি বিশিষ্ট হইলেও কোন কাজের নহে।

৫১। কবির বলিতেছেন, দরিদ্রও ভাল যদি রাম নাম জপ করে, রাম নাম জপ ক'রে ভাঙ্গা ঘর ভাল, কিন্তু যেখানে ভক্তি ও জ্ঞান নাই সে স্থান স্বর্ণ মন্দির হইলেও কিছু নয়।

৫২। কবির বলিতেছেন যদি চট্ গায়ে দিয়াও যদি হরির ভজন করে সেই সুপুত্র, আর মায়াতে আবদ্ধ হইয়া ঠাট্টা তামাসা করিয়া অনেক কুপুত্র গত হইয়াছে।

৫০। কবির গলিত কুষ্ঠগ্রস্থ ক্রিয়াবান ভাল, অক্রিয়াবান অত্যন্ত সুন্দরদেহবিশিষ্ট কোন কর্ম্মের নহে।

৫১। কবির দরিদ্র ক্রিয়াবানও ভাল, যাহার ঘরের ছাপ্পর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, সোণার বাড়ী ছাড়িয়া দেও যে স্থানে ক্রিয়া ও কূটস্থ নাই।

৫২। কবির, টাট্ গায়ে দিয়াও যে ক্রিয়া করে সেই সুপুত্র, আর যিনি মায়াতে আবদ্ধ অর্থাৎ আমার আমার করেন, ইহাঁরা মিছামিছি জানান যে আমি তোমার বন্ধু, খাইবার ও লইবার অভিপ্রায়ে কথাবার্ত্তা ৫টা মিছামিছি বলিয়া কেবল সময় কাটান। মথারা অর্থাৎ ঠাট্টা তামাসা দ্বারা অন্যকে সন্তুষ্ট করিয়া প্রীতি ভাজন হইয়া উপকৃত হইবার চেষ্টা করেন এমত কুপুত্র কত শত শত এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন।

কবির সব্ জগ্ নির্ধনা, ধনবন্ত্ নেহি কোয়ে।
ধনবন্তা সোই জানিয়া, যাকে রাম নাম ধন্ হোয়ে।৫৩
কবির যাকি গাঁঠি রাম হায়, তাকো হায় সবসিদ্ধ্।
কর্‌যোড়ে ঠাড়ি পরেই, আট্ সিদ্ধ্ নও নিধ্।৫৪
কবির পরগট্ রাম কহু, ছানে রাম ন গায়ে।
ফুস্‌কে ডোরা দূরি করু, যো বহুরি ন লাগায়ে গায়ে।৫৫

৫৩। কবির বলিতেছেন সমস্ত জগতই নির্দ্ধন, কেহই ধনবন্ত নাই, ধনবন্ত তাহাকেই জানিবে যাহার নিকট রাম নাম আছে।

৫৪। কবির বলিতেছেন যাঁহার সহিত রাম নাম আছে তাঁহার সব সিদ্ধিও আছে, আর অষ্ট সিদ্ধিও নব নিধি যোড় হস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকে।

৫৫। কবির বলিতেছেন রাম নাম প্রকাশ করিয়া কহ তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু ভিতরের রামের বাধা না জন্মায়, ফুসের দড়ি দূর কর কারণ তাহা আর ফিরিয়া লাগে না অর্থাৎ মুখের রাম নাম কোন কাজের নয়।

৫৩। কবির জগৎ চলায়মান হওয়াতে সকলেই নির্ধনী অর্থাৎ স্থিরত্ব পদ কিছুতেই নাই; স্থিরত্ব পদই ধন, যাঁহার হইয়াছে তিনিই ধনবন্ত।

৫৪। কবির যে সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে লীন আছে তাহার সকলি সিদ্ধি, কারণ সে ব্রহ্মময়জগৎ দেখিতেছে, অষ্ট সিদ্ধি ও নবনিধি হাতযোড় করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

অষ্টসিদ্ধি=অণিমা, লঘিমা, গরিমা, বরিমা, প্রাতিকাম্য, প্রতিষ্ঠা, ঈশিত্ব ও বশিত্ব।
নবরত্ন=সোণা, রূপা, হীরা মতি, পান্না, প্রবাল, চুনি, নীলম, পারশ। করযোড় করিয়া এই অষ্ট সিদ্ধি ও নবনিধি রহিয়াছে অর্থাৎ দুইখানি হাত একত্র করার নাম করযোড়। যখন যোগী ব্রহ্ম হইয়া রহিয়াছেন। সেই অবস্থাতে অনিচ্ছার ইচ্ছায় ব্রহ্মের যে ইচ্ছাতে বিশ্বের উৎপত্তি সেই অলৌকিক ইচ্ছা সূক্ষ্ম ভাবে হইবামাত্রই অণুর অণুস্বরূপ গতি দ্বারায় সেই কার্য্য হইয়া থাকে এই প্রকারে করযোড় আর এই প্রকারে অষ্ট সিদ্ধি সর্ব্বদাই উপস্থিত রহিয়াছেন।

৫৫। কবির মুখে রামনাম বল, কিন্তু সেই রামনাম অন্তরাত্মার ক্রিয়ার বাধা না জন্মায়, মিথ্যা রামনামস্বরূপ ফুসের দড়ি দূর কর, কারণ সে দড়ি ফিরিয়া লাগিবে না। অর্থাৎ মুখে

ওঁ

কবির বাহার কাঁহা দেখ্ লাইয়ে, অন্তর্ কহিয়ে রাম।
কঁহো মহউলা খলক্ সো, পরা ধনীসে কাম।৫৬
কবির নাম বিসারো দেহকো, জীও দশা সব্ যায়ে।
যব্ হিঁ ছোড়ে নাম্ কো, তব্ হি লাগে ধায়ে।৫৭
কবির রাম নাম নহি ছোড়িয়ে, এহ পরতীত দিড়্ বাঁধি।
কাল্ কল্প ব্যাপে নহি, ডোরি নাম্ কি সাধি।৫৮

৫৬। কবির বলিতেছেন অন্তরে রাম বল, বাহিরে কেন সম্ভ্রম দেখাইতেছ, এখানকার ঘড়তে কি দরকার যাঁহারি অপেক্ষা আর ধনী নাই তাঁহাকেই দরকার।

৫৭। কবির বলিতেছেন দেহের নাম ভুলিলেই জীবের সব দশা যায়। আবার যখন রাম নাম ভুলিয়া যায় তখন আবার সব দশা আসিয়া লাগিয়া যায়।

৫৮। কবির বলিতেছেন রাম নাম কখন ছাড়িও না বেশ দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখ, কারণ কালের হাত এড়াইতে পারিবে না, দড়িরূপী নামের সাধন কর তাহা হইলে পার হইবে।

ফুস্ ফুস্ করিয়া রাম রাম বলিতে বলিতে আর এক ব্যক্তির সহিত কথা কহিতে কহিতে যাইয়া ফুস্ ফুস্ করিয়া বলার ছেদ হইল, সে আর জোড়া লাগে না, কিন্তু অন্তরাত্মার যে আট্‌কান তাহা আর ছেদ হয় না। এই নিমিত্ত মুখের রামনাম ছাড়িয়া দেও।

৫৬। কবির বাহিরে রামনাম করিয়া কাহাকে দেখাইতেছ, ভিতরে অন্তরাত্মা দ্বারায় রাম বল পৃথিবীর লোককে পরীক্ষা দিবার কি আবশ্যক অর্থাৎ পৃথিবীর লোক ভাল বলুক, কারণ এখানে ধনবান হওয়ার কর্ম্ম পড়িয়াছে। ধনবান=ধন যে রাখে, রাখিবার আবশ্যক আত্মার তৃপ্তির নিমিত্ত,মনে তুষ্টি ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যতীত আর কিছুতেই হইবার উপায় নাই, যেমন টাকা কড়ি থাকিলেই বাহিরের ধনী, তেমনি ক্রিয়ার অবস্থায় থাকিলে ভিতরের ধনী। এখানে ধনভোগ করিবার কর্ম্ম পড়িয়াছে, লোকে ভাল বলুক বলিবার কর্ম্ম পড়ে নাই।

৫৭। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থায় শরীর ও ভুলিয়া যায়, আর চঞ্চল মনের সমস্ত অবস্থা চলিয়া যায়, আর যখন ঐ অবস্থা ছাড়িয়া যায়, তখন ঐ অবস্থা যাহাতে হয় তদ্বিষয়ের যত্ন কর।

৫৮। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থা কখনই ছাড়িও না, আর এইটি বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিয়া বান্ধিয়া রাখিও। কাল যাহা চলিয়া যায় আর কালের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চলিয়া যায়।

কবির রাম হমারে মাত হায়, রাম হমারে তাত্।
রাম হমারে মিত্র হায়, রাম হমারে ভ্রাত্।৫৯

কবির রাম হমারে আশ্রম, রাম হমারে বরণ্।
রাম হমারে জাতি হায়, রহিহি রামকে শরণ্।৬০

কবির রাম হমারে মোহনী, রাম হমারে শিখ্।
রাম হমারে ইষ্ট্ হায়, রাম হমারে রিখ্।৬১

৫৯। কবির বলিতেছেন রামই আমার মাতা, রামই আমার পিতা, রামই আমার বন্ধু, রামই আমার ভাই।

৬০। কবির বলিতেছেন রামই আমার আশ্রম, রামই আমার বর্ণ, রাম আমার জাতি, আর রামেরই শরণাপন্ন হইয়া আছি।

৬১। 'কবির বলিতেছেন রামই আমার মোহিনী স্বরূপ, আর রামই আমার শিষ্য, রামই আমার ইষ্টদেবতা, রামই আমার ঋষি।

যেমন সূর্য্য উদয় হইল সেই অবস্থায় থাকিলে আর এক প্রহর, দুই প্রহর ইত্যাদি কাল হইত না, কিন্তু সূর্য্য চলায় ঐ সকল কাল হইতেছে অর্থাৎ মরিব বলিয়া যে একটী কল্পনা এই দুইটি শরীরে ব্যাপিয়া নাই, কারণ স্থির হইয়া কালের হাত, মরার হাত এড়াইলে তাহার অনুভব হয়, কারণ যে মরিবে সেই স্থির হইয়া রহিয়াছে, আর ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ দড়ি তাহা মূলাধার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ঠিক আছে কি না তাহাই দেখে।

৫৯। কবির প্রকৃতি ও পুরুষ আত্মারাম হইতে হইয়াছেন। আত্মারাম মিত্র এবং ভাই কারণ ইহার তুল্য বন্ধু ও সাহায্যকারী আর নাই।

৬০। কবির আত্মারামই ঘর তিনি অবর্ণের বর্ণ, তিনি এক হওয়াতে জাতি তন্নিমিত্ত আত্মারামের স্মরণেতে সর্ব্বদা থাক অর্থাৎ ক্রিয়া কর।

৬১। কবির আত্মারাম গুরু তিনি মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, আত্মারামই শিষ্য হইতেছেন, তিনি ইষ্ট অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আছেন, তিনি ঋষি অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ।

ওঁ

কবির রাম হমারে মন্ত্র হায়, রাম হমারে তন্ত্র।
রাম হমারে ঔষধি; রাম হমারে যন্ত্র ।৬২
কবির রাম হমারে ভূমীয়াঁ, রাম হমারে দেও।
রাম হমারে সাধ হায়, কর্‌হি তিন্‌হি কি সেও ।৬৩
কবির তীরথ হমারে রাম হায়, বরত হমারে রাম।
দান হমারে রাম হায়, নেহি আওর সো কাম ।৬৪
কবির মোতি চুনি রাম হায়, হরি হীরা ও লাল।
রূপা সোণা রাম হায়, ভোজন সাজন মাল ।৬৫

৬২। কবির বলিতেছেন রাম আমার মন্ত্র স্বরূপ, রাম আমার তন্ত্র-স্বরূপ, রাম আমার ঔষধিস্বরূপ, রাম আমার যন্ত্র-স্বরূপ।

৬৩। কবির বলিতেছেন রাম আমার আধার-স্বরূপ, রামই আমার দেবতা, সাধন ও আমার রাম, তাঁরিই সেবা করি।

৬৪। কবির বলিতেছেন রাম আমার তীর্থ, রাম আমার ব্রত, রাম আমার দান, রাম ছাড়া কোন কাজ করি না।

৬৫। কবির বলিতেছেন মতি ও চুণি আমার রাম, হরি তিনি হীরা ও লাল (লাল—মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ), রূপা, সোণা এও আমার রাম; ভোজন, সাজন, আনন্দ, সবই আমার রাম।

৬২। কবির আত্মারাম গুরুই ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাইয়া মনকে ত্রাণ করিলেন। আপনার তন্ত্রের দ্বারায় অর্থাৎ জীব। তিনি ঔষধি অর্থাৎ তাঁহাতে থাকিলে কোন রোগ হয় না, তিনিই যন্ত্র অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকিয়া সকল বস্তুর অনুভব ও আনন্দ হয়।

৬৩। কবির আত্মারামই মূলাধার হইতেছেন, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সাধন করিতেছেন, তাঁহারই সেবা কর অর্থাৎ ক্রিয়া কর।

৬৪। কবির আত্মারামই সকল তীর্থের মূলাধার, ব্রত অর্থাৎ ক্রিয়াদি আত্মারাম হইতেছেন, দান অর্থাৎ ক্রিয়া দান করেন যিনি তিনিও রাম, যখন সকলি রাম হইলেন, তখন রাম ব্যতীত আর কোন কর্ম্মই নাই অর্থাৎ "সর্ব্বংব্রহ্মময়ংজগৎ"।

৬৫। কবির আত্মারামই স্থির হইয়া কূটস্থ হয়েন, যিনি অমূল্য ধন, যাঁহাকে পাইয়া পরম তৃপ্ত হওয়া যায়, যাঁহাতে থাকিয়া পরমানন্দ লাভ করেন এবং যিনি সব হইতেছেন।

ওঁ

কবির সোণা রূপা কাল্ হায়, কঙ্কর্ পাথর হীর্।
এক্ নাম মুক্তা মণি, তাকো জপহি কবির।৬৬
কবির যব্ হি রাম হৃদয় আন্ধার্, ভয়ে পাপ্ কো নাশ্।
মানুখ্ চিনিগি আগ্ কো, পড়ি পুরাণে ঘাস্।৬৭
কবির রাম যো রতি এক্ হায়, পাপ্ যো রতি হাজার্।
অরয রাই ঘট্ সঞ্চরে, জ্বারি করে সব্ ছার্।৬৮
কবির পহিলে বুরা কমাইকে, বান্ধে বিক্কি পট্।
কোটি করম্ কাটে পলক্ মে, যব্ আওয়ে হরি ওট্।৬৯

৬৬। কবির বলিতেছেন সোণা রূপাই কাল; হীরা, কাঁকর, পাথর, আর এক নামই আমার মুক্তা মণি কবির তাঁহাকেই জপ করেন।

৬৭। কবির বলিতেছেন যখন হৃদয়েতে রাম উদয় হন তখন সমস্ত ভয় ও পাপ নাশ হইয়া যায়, যেমন পুরাণ ঘাসের উপর একটু অগ্নি পড়িলে জ্বলিয়া উঠে তদ্রূপ।

৬৮। কবির বলিতেছেন রামের ইচ্ছা এক, আর পাপের ইচ্ছা হাজার, যখন রাম ঘটেতে সঞ্চার হইবে তখন সব ইচ্ছাকে পোড়াইয়া দূর করিয়া দেন।

৬৯। কবির বলিতেছেন পূর্ব্বে অনেক কুকর্ম্ম করিয়া বিষের পুঁটলি বাঁধিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু যখন হরি আসিয়া আপনার আড়ালে রাখিবেন তখন কোটি কর্ম্ম ও এক পলের মধ্যে কাটিয়া যাইবে।

৬৬। কবির লোভই দুঃখের কারণ। হীরা ত মাটি, ব্রহ্মস্বরূপ মণি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, তাহাই আত্মারামগুরু সর্ব্বদা করিতেছেন।

৬৭। কবির হৃদয়েতে যখন আত্মারাম গুরু প্রকাশ হইলেন, তখন আর অন্যদিকে মন যায় না যেমৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পুরাতন ঘাসে পড়িয়া দীপ্তিকে প্রাপ্ত হয়।

৬৮। কবির আত্মারাম গুরু এক রতি প্রমাণ অর্থাৎ অণুর নিয়ম সূক্ষ্মাতীসূক্ষ্ম, ক্রিয়ার পর অবস্থা (ব্রহ্ম)। পাপ অর্থাৎ অন্যদিকে মন দেওয়া তাহা হাজার অর্থাৎ সর্ব্বদাই মন চলায়মান, সেই ব্রহ্মজ্ঞান ঘটেতে সঞ্চার হইয়া সকলকে পোড়াইয়া ছাই করিয়া দেয় অর্থাৎ সমস্ত এক ব্রহ্ম করিয়া দিল।

৬৯। কবির পূর্ব্বে সকল কুকর্ম্ম করিয়া বিষের পুঁটুলি বান্ধিয়া রাখিয়াছে, কোটি বিষের

কবির কোটি কর্ম্ম কাটে পলক্ মে,যঁও রঞ্চক্ আওয়েনাম্।
অনেক্ জন্ম যও পুণি করে, নেহি নাম্ বিন্ ঠাঁও।৭০
কবির যিন্২ য্যায়সা হরি জানিয়া,তিন্কো ত্যায়সা লাভ্।
যোসে বাসন্ ভাজই, যও লাগি ধসে ন য়াও।৭১
কবির হরিকো সুমিরি লে, প্রাণ যায়ে গা ছুটি।
ঘর্কে পচারে আদ্মী, চলৎ লেহি গে লুটি।৭২

৭০। কবির বলিতেছেন কোটি কর্ম্মও কাটিয়া যাইবে, যখন অচল অবস্থা নাম আসিবে অনেক জন্মও যদি পুণ্য কর তাহাতেও কিছু হইবে না, নাম ব্যতীত গতি নাই।

৭১। কবির বলিতেছেন যিনি যেরূপ হরিকে জানেন তাহার সেইরূপই লাভ, যেমন বাসনে জোরে ঘা দিলে ভাঙ্গিয়া যায় তদ্রূপ হরিকে জোরে ভক্তির সহিত ভজন করিলে হরি শরীরে মধ্যে প্রবেশ করিয়া শরীর ভাঙ্গিয়া দিয়া বিদেহ মুক্তি দেন।

৭২। কবির বলিতেছেন সর্ব্বদা হরিকে স্মরণ কর, ইহা না করিলে প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে, ঘরের পাশেই লোক রহিয়াছে চলিতে গেলেই লুটিয়া লইবে।

পুঁটুলি এক পলকে কাটিয়া যায় অর্থাৎ যখন স্থির হইয়া গেল, (ব্রহ্মেতে থাকিয়া) যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া সকল বস্তু হরণ হইয়া গেল অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মময় হইল; তখন হরি সকলকে হরণ করিয়া ওষ্ঠেতে আসিলেন অর্থাৎ কথা কহিতে ইচ্ছা করে না আপনা-আপনি মৌন হইয়া যায়।

৭০। কবির এক পলকে স্থির হওয়াতে সমুদয় কর্ম্মফল কাটিয়া যায়। যদ্যপি একটুকু অচল অবস্থায় থাকে আর অনেক জন্ম যদ্যপি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করে, তাহা হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থা ভিন্ন অন্য কোন স্থান নাই যেথানে পরিত্রাণ পাইবে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

৭১। কবির যিনি যেমন হরিকে জানিলেন অর্থাৎ ক্রিয়া করিলেন,তাঁহার তেমনি লাভ। যেমন বাসন ভাঙ্গে যে পর্য্যন্ত ধসিয়া না যায় অর্থাৎ বাসনকে জোরে ছেদ করিলে বাসন ভাঙ্গিয়া গেল, সেই প্রকার হরিকে অধিক ভজন করিলে হরি শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শরীর ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন অর্থাৎ বিদেহ হইলেন।

৭২। কবির যিনি সকলকে হরণ করেন তাঁহাকে সর্ব্বদা ডাক অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়ার

কবির লুট্ শকে তো লুট্লে, রাম নাম হ্যায় লুটি।
ফেরি পাছে পছ্তাওগে, প্রাণ্ যাহিগে ছুটি।৭৩
কবির লুটিশকে তো লুট্লে, রাম নাম হ্যায় লুটি।
নাম নগ্ নিকে গহো, নাতো যায়েগাছুটি।৭৪
কবির লুটি শকে তো লুটিলে, রামনাম্ ভণ্ডার্।
কাল্ কণ্ঠ্ তব্ গহহিগে, রোকেঁ দশো দুয়ার।৭৫

৭৩। কবির বলিতেছেন রাম নাম পড়িয়া রহিয়াছে যত লুটিতে পার লুটিয়া লও, কারণ প্রাণ্ বাহির হইয়া গেলে শেষে আপ্শোষ করিতে হইবে।

৭৪। কবির বলিতেছেন রাম নামের লুট পড়িয়া রহিয়াছে, যত লুটে নিতে পার নাও, অমূল্যরত্ন যত্ন করিয়া ধরিয়া রাখ কি জানি যদি ছুটিয়া যায়।

৭৫। কবির বলিতেছেন রাম নামের ভাণ্ডার রহিয়াছে যত লুটে নিতে পার, লুটে নাও। আর দশ দ্বার বন্ধ করিয়া কালকে কণ্ঠে স্থির করিয়া রাখ।

পর অবস্থায় থাক, ইহা না করিলে প্রাণ ছেড়ে যাইবে, মনুষ্য সকলকে ধরিয়া আছ্ড়াইয়া ফেলিবে, চলিবার সময় যাহা কিছু নিকটে থাকিবে তাহা লুটিয়া লইবে।

৭৩। কবির যত লুটিতে পার লুটিয়া লও। লোটা অর্থাৎ হাত দিয়া দূরের দ্রব্য লইয়া আপন অধীনে রাখা অর্থাৎ যে কয় দিবস বাঁচিয়া আছ, যত পার ক্রিয়া করিয়া লও। রামের নাম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, তাহাই লুট হইয়াছে। সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিলে প্রাণ যখন ছাড়িয়া যাইবে তখন পছ্তাইবে।

৭৪। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থায় পার তো সর্ব্বদা থাক, আর ঐ অমূল্যধন ভালরূপে ধরিয়া রাখ। যদি ধরিয়া না রাখ তবে ছুটে যাইবে।

৭৫। কবির যে ক্রিয়া করিবে সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় তৃপ্ত হইবে, এই লুট পড়িয়া রহিয়াছে, যিনি পারেন ক্রিয়া করিয়া লুটিয়া লউন। কাল যে চলিয়া যায় এই কালকে কণ্ঠেতে স্থির করিয়া রাখ, দশ দুয়ার বন্ধ করিয়া অর্থাৎ যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির হইল তখন দশ দুয়ার খোলা থাকিয়াও নাই কারণ যে দশ দুয়ার দিয়া বাহির হইবে সেই স্থির হইয়া রহিয়াছে, তখন বাহির হইবে কে? এই নিমিত্ত দশ দুয়ার খোলা থাকা না থাকা দুই সমান।

কবির রাম নাম্ জপি লিযিয়ে, ছোড়ি জীউ কি বাণি।
পরিশ্‌মে বিতি গেই, সোই, আপু পর্ জানি।৭৬
কবির রাম নাম্ নিধি লিযিয়ে, ত্যজি মায়া বিখ্ বোজ্।
বার্ বার্ নেহি পাইয়ে, মানুখ্ জনম্ কি মোজ্।৭৭
কবির রাম নাম্ জপি লিযিয়ে, যব্ লগি দিয়া বাতি।
তেল্ ঘাটে বাতি বুঝেই, তব্ শোঞা দিন্‌রাতি।৭৮

৭৬। কবির বলিতেছেন সাধারণ জীবের কথা ত্যাগ করিয়া, রাম নাম জপ করিয়া লও বৃথা সময় নষ্ট হইয়া গেল, এখন আপনার ও পরবুদ্ধি জানিয়া রহিয়াছি।

৭৭। কবির বলিতেছেন মায়ার-স্বরূপ বিষের বোঝা ত্যাগ করিয়া, নিধিস্বরূপ রাম নাম গ্রহণ কর, কারণ এমন মনুষ্য জন্মের মজা বার বার আর পাইবে না।

৭৮। কবির বলিতেছেন রাম নাম জপ করিয়া লও কারণ প্রদীপের সলিতা শুকাইয়া আসিতেছে তৈল ফুরাইলেই বাতি নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে তখন সকল দিনই রাত্রির ন্যায় হইবে।

৭৬। কবির ক্রিয়া করিয়া লও এবং ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া যে কথা জীবমাত্রেই কহিয়া থাকে তাহা ছাড়িয়া দেও, কারণ সময় যে সে পড়িয়া রহিয়াছে, তুমি অনায়াসেই ক্রিয়া করিতে পার, কেবল কথা কহিয়া সেই সময় বৃথা নষ্ট করিতেছ, সেই কথা কহিবার কারণ যে আপন ও পর বুদ্ধি রহিয়াছে।

৭৭। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাক, মায়া-স্বরূপ বিষের বোঝা যাহা অন্যদিকে মন দেওয়ায় হইয়াছে তাহা আপনা আপনি যাইবে, কারণ বার বার এই মনুষ্য জন্ম পাইবে না আর মনুষ্য জন্মেতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি তাহাও আর পাইবে না।

৭৮। কবির ক্রিয়া করিয়া লও যতক্ষণ আত্মা ঘটেতে আছে এই আত্মার ক্রিয়া তৈলের স্বরূপ, ছাড়া হইলে আত্মা নিবিয়া যাইবেন আর থাকিবেন না তখন দিনরাত্রি শুইয়া থাকিবে।

ওঁ

কবির শুতা কেয়া করে, জাগি না জপেই মুরারী।
এক্ দিন্ ভি ছোড়্ না, লম্বে পাও পসারি।৭৯
কবির শুতা কেয়া করে, উঠি কেঁও না রোয়ে দুখ্।
যাকা বাসা গোর্ মে, সো কেঁও শোয়ে সুখ্।৮০
কবির শুতা কেঁয়া করে, গুণ্ গোবিন্দ্ কা গাও।
তেরে শির্ পর্ যম্ খাড়া, খরচ্ দেই কেয়া খাও।৮১

৭৯। কবির বলিতেছেন শুয়ে কি কর, একদিন ত পা লম্বা করিয়া শুইতেই হইবে অত-এব জাগিয়া জপ কর হরি-নাম কর।

৮০। কবির বলিতেছেন শুইয়া কি করিতেছ, যার বাসা গোরের মধ্যে সে শুইয়া কি সুখে আছে? কেন না উঠিয়া কাঁদে ও দুঃখ করে।

৮১। কবির বলিতেছেন যার মাথার উপর যম দাঁড়াইয়া আছে, সে কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া আছে, সে গোবিন্দর গুণ গান করুক। যা খরচ পাইয়াছিলে তাহা কি খাইলে?

৭৯। কবির শয়ন করিয়া কি করিতেছ, জাগিয়া ক্রিয়া কর, একদিন ত লম্বা পা ছড়াইয়া শয়ন করা আছেই।

৮০। কবির শুইয়া কি করিতেছে। আপনার দুঃখ মনে করিয়া একটু কাঁদ না। যাহার বাসা গোরের মধ্যে সে কেমন করিয়া সুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছে; অর্থাৎ মৃত্যুর ভয় সত্ত্বেও কেমন করিয়া সুখে নিদ্রা হয়।

৮১। কবির শয়ন করিয়া কি করিতেছ। কূটস্থে তাকাইয়া ক্রিয়া কর। তোমার মাথার উপর যম দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেখান হইতে যে ক্রিয়া ও গোবিন্দগুণ গাওয়া স্বরূপ খরচ পাইয়াছিলে তাহার কি খাইলে অর্থাৎ কি করিলে?

ওঁ

কবির শুতা কেঁয়া করে, শুতে হোয় অকাজ্।
ব্রহ্মকো আসন্ তিগা,শোয়ৎ কাল্ কি লাজ্।৮২
কবির শুতা কেয়া করে, কাহে না দেখহই জাগি।
যাকে সঙ্গ্ সো বিছুরা, তাহিকে সঙ্গ্ লাগি।৮৩
কবির নিদ্ নিশানি নীচ্ কি, উঠ কবিরা জাগি।
আওর্ রসায়ন্ ছোড়্কে,তোম্ রাম রসায়ন্ লাগি।৮৪

৮২। কবির বলিতেছেন শুইয়া কি করিতেছ, জাগ্রত হইয়া দেখ যাহার সঙ্গে ছিলে তাহাকে ছড়িয়া দিলে আবার তাহারি সঙ্গে লাগিয়া থাক।

৮৩। কবির বলিতেছেন শুইয়া কি করিতেছ, শুইলে কোন কর্ম্ম হয় না, ব্রহ্মার ও আসন টলিয়া যায় শুইলেই কাল আসিয়া গ্রাস করে।

৮৪। কবির বলিতেছেন নিদ্রা নীচ লোকেরই চিহ্ন, কবির জাগিয়া উঠ এবং সামান্য ধাতুর রসায়ন ছাড়িয়া আত্মারামের রসায়ন কর।

৮২। কবির শয়ন করিয়া কি করিতেছ। শয়ন করিলে তো কোন কর্ম্ম হয় না। ব্রহ্মার আসন টলিয়া গল। যখন তিনিও নিদ্রিত হইয়া শয়ন করিলেন তখন কাল আসিয়া গ্রাস করিল।

৮৩। কবির শয়ন করিয়া কি করিতেছে। আত্মারাম গুরুকে কেন জাগ্রত হইয়া দেখ না। যাহার সঙ্গ তাহাকে ছাড়িয়া দিলে। শয়ন করিয়া তাহারই সঙ্গে লাগিয়া থাকা উচিত।

৮৪। কবির নিদ্রা নীচের চিহ্ন হইতেছে, কারণ উপরে উঠিয়া থাকিলে নিদ্রা হয় না। জাগ্রত অবস্থায় উপরেতে উঠ, রসায়ন অর্থাৎ অন্য রসের দ্বারায় পূর্ব্বাবস্থা প্রগট করার নাম রসায়ন। সংসারে ইচ্ছামত অবস্থা সমুদয় চেষ্টা দ্বারায় করা ছাড়িয়া দিয়া, তুমি ব্রহ্ম তাহা ক্রিয়া দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া রসায়নস্বরূপ তাহাতে লাগিয়া থাক।

ওঁ

কবির আপ্‌নে পাহরে জাগিয়ে, রহিয়ে নেহি শোয়ে।
না জানো ছিন্‌ এক মো, কেস্‌কা পাহারা হোওয়ে ।৮৫
কবির শোয়া সো নিফল্‌ গেয়া, জাগে সো ফল্‌ লেই।
সাহেব হক্‌ না রাখেই, যব মাঙ্গে তব্‌ দেই ।৮৬
কবির কেসো কহি কহি কুহু কিয়ে, শোইয়েনা পাও পসারি।
রাতি দিও সফা কুহু কনা, কবুহু কে লাগে গোহারি ।৮৭

৮৫। কবির বলিতেছেন আপনার পাহারায় জাগিয়া থাক, ঘুমাইয়া থাকিও না, কি জানি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার কার পাহারা হইবে!

৮৬। কবির বলিতেছেন শুইলেই বিফলে যায়, আর জাগ্রত থাকিলেই ফল লাভ হয়, যিনি মালিক তিনি হক্‌ পাওনা রাখেন্‌ না, চাহিলেই দেন।

৮৭। কবির বলিতেছেন কাকেই বা বারে বারে বলি, কি করিতেছ পা ছড়াইয়া শুইও না, দিবা-রাত্র কর্ম্ম কর, কখন কে ডাকিবে তাহার ঠিক নাই।

৮৫। কবির আপন পাহারায় জাগিয়া থাক অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তুমি পাহারা দেওয়ার ভার পাইয়াছ, এক্ষণে আপন সীমানায় ভাল করিয়া পাহারা দিয়া বেড়াও অর্থাৎ আত্মচৈতন্যতে থাকিয়া ক্রিয়া কর। আপন পাহারাতে শুইয়া থাক। একক্ষণ কালের মধ্যে কাহার যে পাহারা হইবে তাহা তুমি জান না।

৮৬। কবির শুইলে কোন ফল নাই, কারণ তখন অচৈতন্য জাগ্রত অর্থাৎ চৈতন্য থাকিলেই ফল লাভ, আত্মারাম গুরু কাহারো হক্‌ রাখেন না যখন ক্রিয়া করে তখনি দেন।

৮৭। কবির কাহাকে বলি যে সর্ব্বদা কুহু কুহু অর্থাৎ ক্রিয়া কর ও পা ছড়াইয়া শুইও না। রাত্রি দিন ক্রিয়া না করিলে তো কখন ডাক্‌ শুনিবে?

ওঁ

কবির য্যায়সে মন মায়া রমে, ত্যাসে রাম রমায়ে।
তারা মণ্ডল ছোড়িকে, যাঁহা কে সো তাঁহা যায়ে।৮৮
কবির জাগৎ শোয়ৎ রাম কহু, পরে উতানে রাম।
উঠৎ বৈঠৎ রাম কহু, পাওৎ অঁচোয়ৎ রাম।৮৯

৮৮। কবির বলিতেছেন মন যেমন মায়াতে রমণ করে, তদ্রূপ যদি আত্মারামেতে রমণ করে ও তারামণ্ডল সকল ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে যেখান হইতে আসিয়াছিল সেই খানেই যাইবে। (তারামণ্ডল উপাধি ভূষণ ইত্যাদি জীবের মিথ্যা অভিমান ইহা ছাড়িয়া দেও)।

৮৯। কবির বলিতেছেন জাগ্রত অবস্থায় নিদ্রা অবস্থায় উঠা বসার সময় ভোজনে আঁচাইবার সময় সর্ব্বদাই রাম রাম বল।

৮৮। কবির যেমন মন মায়াতে রমণ করে, (মায়া=আমি ও আমার অথচ মিথ্যা। সত্য=আমি কিছু নহি আমার কিছু নহে) সেই প্রকার যিনি ভিতরে রমণ করিতেছেন অর্থাৎ আত্মারাম তাহাতে রমণ কর। মায়াতে রমণ করায় যেমন মায়িক কাণ্ড সমস্ত দেখা যাইতেছে, আত্মাতে রমণ করিলে ব্রহ্মার অদ্ভুত কাণ্ড সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এই তারা মণ্ডল ছাড়িয়া দেও অর্থাৎ তাজমহল, জুম্মামসজিদ, বিদ্যাসাগর, ন্যায়-পঞ্চানন ইত্যাদি নানারকমের তারাসকল ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেও, কারণ ইহারা যেখান হইতে আসিয়াছিল সেই খানেই যাইবে অর্থাৎ তত্ত্বে। আর এই তত্ত্বে যে ব্রহ্ম রহিয়াছে সেই ব্রহ্মে থাকিতে পারিলে সত্য ও মায়া দুইই জানিতে পারিবে।

৮৯। কবির এই কার্যটী করিতেই হইবে, নিশ্চয়রূপে এই প্রকার যদি মনে একবার দাগিয়া লওয়ার পর মন যতই কেন ব্যস্ত থাকুক না, তাহার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া ঐ কাজটী মনে পড়িতেছে, কারণ মন অন্যান্য কার্য্য করিতে করিতে অন্য মনস্ক হইলেও যখন অমনো-যোগের সহিত ঐ কার্য্যের দাগে মন পড়িল অমনি ঐ কাজটী মনে উদয় হইল। যেমন মায়িক কার্য্যে মন একবার দাগিয়া লইলে সে যেমন আপনা আপনি মনে উদয় হয় তেমনি রাম নাম মনে দাগিয়া লইলে বিনা ইচ্ছাতে আপনাপনি মন তাহাতে থাকিবে। আর এই প্রকার থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মের অণুতে প্রবেশ করায়, জাগ্রতাবস্থায় জাগ্রত হইয়া ও জাগ্রত নহে কারণ জাগ্রতাবস্থা ও ব্রহ্মের অণুতে থাকায় জাগ্রত—হইয়াও জাগ্রত নহে। এই প্রকার শয়ন করিয়া, উবুড়, চিত, উঠিতে, বসিতে, সর্ব্বদাই ব্রহ্মের অণুতে এবং আহার করিতে—

কবির ক্ষুধা কালি কুকুরী, করে ভজন্ মে ভঙ্গ।
ওয়াকো টুকুরা ডারিকে, সুমিরণ্ করো নিঃশঙ্ক।৯০
কবির গৃহীকা টুক্‌রা অপচ্ হায়, তাকে লম্বে দাঁৎ।
ভজন্ করে তো উবরে, নহি তো ফারে আঁৎ।৯১
কবির গিরিহী কেরি মধুকরী, খাই রহে যো সোই।
কহেঁ কবির সুমিরণ্ বিনা, অন্ত্ ছুহেলি হোই।৯২

৯০। কবির বলিতেছেন জীবের ক্ষুধারূপী কাল কুকুরী অর্থাৎ ইচ্ছা সে সাধনের সময় বিঘ্ন করে বাধা দেয় একারণ তাহাকে কিছু খাইতে দিয়া নির্ভয়ে স্মরণ কর।

৯১। কবির বলিতেছেন গৃহস্থের অন্ন অপাক হয় পরিপাক হয় না, কারণ তাহার লম্বা দাঁত আছে অর্থাৎ গৃহস্থব্যক্তি নানা পাপ কর্ম্মের দ্বারায় অর্থ উপায় করে, সেই অর্থের দ্বারায় অন্নাদি ক্রয় করে একারণ তাহা হজম হয় না, যদি সাধন করে তাহা হইলে উঠিয়া যায় নচেৎ নাড়ী কাটিয়া দেয়।

৯২। কবির বলিতেছেন মধুকরীর ন্যায় গৃহস্থের বাটি হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া খাইয়া বেড়ায়; সে যদি স্মরণ আত্মমনন না করে তাহা হইলে অন্ন দাতা ও গৃহীতার অন্ত ছুহিয়া লয় অর্থাৎ সঞ্চিত পুণ্য বল পূর্ব্বক ছুহিয়া লয়।

কারণ আহারীয় দ্রব্যেতে ব্রহ্মের অণু সেই অণুতে প্রবেশ করায় আহার করিয়াও করে না এই প্রকার আঁচানতেও।

৯০। কবির ক্ষুধারস্বরূপী কাল কুত্তী, কাল = অন্ধকার অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বারম্বার খাইতে ইচ্ছা হয়, প্রকৃতিতে থাকায় সেই ইচ্ছা হয়। এই ক্ষুধাই ক্রিয়া করিতে ভাঙ্‌চি দেয়, উহাকে একটুক্‌রা (রুটি) খাদ্য দ্রব্য দিয়া, নির্ভয় হইয়া ক্রিয়া কর।

৯১। কবির গৃহস্থের অন্ন পরিপাক হয় না, কারণ তাহার লম্বা দাঁত আছে অর্থাৎ গৃহস্থ পাপ কর্ম্মের দ্বারায় ধন উপার্জ্জন করিয়া সেই ধনের দ্বারায় অন্ন ক্রয় করায় অন্নে পাপ আশ্রয় করে। ঐ পাপ অন্ন ভোজনে পাপ আশ্রয় করে। ঐ অন্নেতে পাপরূপ লম্বা লম্বা দাঁত যাহা আহার করিলে নানাপ্রকার পাপমতি হয়। ঐ অন্নের পাপরূপ দাঁত সকল উঠিয়া যায়। যদি ক্রিয়া করে নতুবা যে ভোজন করে তাহার পেটের নাড়ীভুঁড়ী চিরিয়া বাহির করে অর্থাৎ ঐ পাপ অন্ন ভোজনে পাপের বিষে সর্ব্বাঙ্গ ও পেটের নাড়ী পর্য্যন্ত পাপে দগ্ধ করে।

৯২। কবির গৃহস্থের মধুকরী (অর্থাৎ গৃহস্থের বাটী হইতে—যে অন্ন ভিক্ষা করিয়া

ওঁ

কবির গোবিন্দকে গুণ গাওতে, কভু না কিযিয়ে লাজ্‌।
আব্‌ পদবী আগে মুক্তি, এক্‌ পন্থ দুই কাজ্‌।৯৩
কবির গুণ্‌ গায়ে গুণ্‌ হা কাটে, রটে রাম বিয়োগ।
অহ্নিশি হরি ধ্যাওয়ে নহি, মিলে না দুর্লভ যোগ।৯৪
কবির কঠিনাই খরি, যো সুমরেই হরি নাম্‌।
শূলি উপর খেলনা, গিরেই তো নাহি ঠাম্‌।৯৫

৯৩। কবির বলিতেছেন গোবিন্দের গুণ গান করিতে কখন লজ্জা করিও না, প্রথমে ত ভালই হইবে, আর মুক্তিও হইবে, এক বিষয়ে দুই কাজ লাভ হইবে।

৯৪। কবির বলিতেছেন হরিগুণ গান করিলে অগুণ কাটিয়া যায়, আর রাম বিয়োগ প্রকাশ হয় না কিন্তু অহর্নিশি হরি ধ্যান না করিলে দুর্লভ যে যোগ তাহা কোথা হইতে পাইবে?

৯৫। কবির বলিতেছেন যিনি হরিনাম স্মরণ করেন তাঁহার পক্ষে কিছু কঠিন সত্য, কারণ শূলের উপর খেলা করিতে হইলে সতর্কতা আবশ্যক নচেৎ পড়িলেই নিস্তার নাই।

আনে) সেই অন্ন যে খাইয়া থাকে সে যদি স্মরণ বিনা থাকে অর্থাৎ আত্ম মনন না করে, সেই গৃহী অন্নদাতা অন্নগৃহীতার অস্ত দুহিয়া লয় অর্থাৎ তাহার সঞ্চিত পুণ্য দুহিয়া লয় অর্থাৎ বলপূর্ব্বক লয়।

৯৩। কবির জিহ্বা উঠাইয়া বিন্দু দর্শনেতে কখন লজ্জা করিও না। প্রথমেতে স্থির থাকিয় আনন্দ লাভ করত সকলেই ভাল বলিবে, পরে এইরূপ করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মেতে লীন হইবে। ক্রিয়া করিলে ব্রহ্মেতে লয় হয়, আর সকলে ভাল বলে।

৯৪। কবির ক্রিয়া করিলেই সমস্ত অপরাধ যায়, কিন্তু আত্মারামের সহিত বিশেষরূপে যোগ করিয়া দিবারাত্রি ক্রিয়া করে না। তন্নিমিত্ত ক্রিয়ার পর অবস্থা যে দুর্লভ যোগ তাহা পায় না।

৯৫। কবির সত্য ক্রিয়া করা কঠিন, যেমত শূলের উপর খেলা করা, যদি পড়িয়া যায় তবে আর স্থান নাই।

ওঁ

কবির লম্বা মারগ্ দূরি ঘর, বিকট পন্থ বহু ভার।
কহে কবির কেঁও পাইয়ে, দুর্লভ হরি দিদার।৯৬
কবির হরিকে মিলন কি, বাৎ শুনি হাম দোয়ে।
কি কছু হরিকা নাম্‌লে, কি কর উঁচা হোয়ে।৯৭
কবির আঁখিড়িয়াঁ ঝাঁইপড়ি, পন্থ নিহারি নিহারি।
জিভড়ি আঁছোলা পড়ে, রাম পুকারি পুকারি।৯৮

৯৬। কবির বলিতেছেন একেত রাস্তা লম্বা, তাহাতে আবার ঘরও অনেক দূরে আছে, রাস্তায় অনেক ভয়ও আছে আর ভারী বোঝাও আছে, কবির কহিতেছেন এমন অবস্থায় দয়াময় দুর্লভ হরিকে কেমনে পাইবে!

৯৭। কবির বলিতেছেন আমি হরি মিলনের দুটি কথা শুনিয়াছি তাহার মধ্যে একটি হরিনাম করিলে পাওয়া যায়, অপরটি উপরে থাকিলে হয়।

৯৮। কবির বলিতেছেন রাস্তা দেখিতে দেখিতে চক্ষেতে দিশে লাগিয়া গিয়াছে অর্থাৎ কিছুই ভাল দেখিতে পাইতেছি না আর রাম রাম বলে উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতে করিতে জিহ্বাতে ফেণা পড়িল।

৯৬। কবির রাস্তা তো লম্বা এবং ঘর অনেক দূরে আছে অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থা, রাস্তায় যাইতে অনেক ভয় আছে এবং বোঝাও আছে অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে অত্যন্ত বাধা ও ভয় আছে অর্থাৎ ভয়ানক মূর্ত্তি সকল দেখিতে পায় ও মাথায় ভার বোধ হয়। আত্মারাম গুরু বলিতেছেন যে কি প্রকারে দুঃখেতে লভ্য হরি অর্থাৎ চক্ষুস্বরূপ কূটস্থ পাইবে।

৯৭। কবির মিলনের দুই কথা শুনি—এক ক্রিয়া দ্বারা হরিকে পাওয়া যায়—আর এক ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাতে তাঁহাকে পাওয়া যায়।

৯৮। কবির চক্ষে আর দেখিতে পাইতেছি না, রাস্তা দেখিতে দেখিতে, আর রাম রাম বলিয়া জিহ্বায় ফোস্কা পড়িল।

ওঁ

কবির নয়নহুনে ঝরি লইয়া, রংহট্ বহে নিশি যাম।
পপিহা যেঁও পিয়া পিয়া করে,কব্ রে মিলেঙ্গে রাম।৯৯

কবির চিন্ত চিন্‌গি উড়িয়া,চহুদিশ্ লাগি লাইয়ে।
হরি সুমিরণ্ হাথে ঘড়া,বেগ্‌হি লহু বুঝায়ে।১০০

কবির চিন্তা তো হরি নাম কি,অওর ন চিংওয়ে দাস।
যো কিছু চিংওয়ে নাম বিনু, সোই কাল্ কি ফাঁস।১০১

৯৯। কবির বলিতেছেন পাপিয়া (পক্ষীবিশেষ) পাপিয়ারা যেমন দিবারাত্র পিয়া! পিয়া! করিয়া অর্থাৎ হে স্বামি! তোমায় কবে পাইব! এইরূপ দিবারাত্র চীৎকার করিতে করিতে চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে তদ্রূপ ডাক্ ডাক।

১০০। কবির বলিতেছেন চিন্তাস্বরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারিদিকে লাগিয়া উড়িতেছে হরিস্মরণরূপ জলপূর্ণ ঘড়া হাতে করিয়া চিন্তা স্বরূপ অগ্নি নিবাইয়া ফেল।

১০১। কবির বলিতেছেন হরি নামের চিন্তাই চিন্তা, অপর চিন্তা কোন কাজের নহে, যাহা কিছু নাম বিনা চিন্তা করিবে তাহাই কালের ফাঁসী।

৯৯। কবির রাত্রি দিবা চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে, পাপিয়ার মত হে পিয়া! হে পিয়া! অর্থাৎ হে রামরূপ স্বামি! তোমাকে কবে পাইব!

১০০। কবির চিন্তাস্বরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারিদিকে লাগিয়া উড়িতেছে। হরিস্মরণরূপ অর্থাৎ ক্রিয়া রূপ জল পূর্ণ ঘড়া হাতে রহিয়াছে; তাহা দ্বারায় চিন্তারূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নিবাইয়া ফেল অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে কোন চিন্তা থাকে না।

১০১। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাই, কেবল একমাত্র আসল চিন্তা, অন্য চিন্তা—চিন্তা নহে, ক্রিয়ার পর অবস্থা ভিন্ন আর যত চিন্তা সমস্তই কালের ফাঁসী অর্থাৎ মরিবার কারণ—গলায় দড়ি।

ওঁ

কবির স্বপ্ নেমে বর্ বরাইকে, জোরে কহেগা রাম।
ওয়াকে পগ্ কি পৈতরি, মেরে তন্ কো চাম।১০২
কবির নিমিখি নিমিরাপু কিযিয়ে, উর্ অন্তর্ সো রাম।
কহহি কবিরা রাম কহু, সকল্ সঁওয়ারে কাম।১০৩
কবির ভজন্ করেত ভজে সভে, গুণ্ ইন্দ্রি চিৎ চোর।
সর্ পন্থ চন্দন্ পরিহরি, যব্ চড়ি বোলে মোর।১০৪

১০২। কবির বলিতেছেন যিনি স্বপনেতে ও জোরে রামরাম কহিয়া উঠেন তাঁহার পায়ের তলা আমার গায়ের চামড়া জানিবে।

১০৩। কবির বলিতেছেন নিমিষ বর্জ্জিত করিয়া, ভিতরে বাহিরে রাম দেখ! কবির কহিতেছেন এইরূপ করিলে তোমার সকল কামনা পূর্ণ করিয়া দিবেন।

১০৪। কবির বলিতেছেন সকলেই ভজন করে ও ভজে ও সকলে, কিন্তু গুণ ও ইন্দ্রিয় চিত্তকে চুরি করিয়া রাখিয়াছে একারণ চিত্তরূপী ভগবানকে দেখা যাইতেছেনা; কার্য্যের দ্বারায় দেখা যায় যেমন সর্প চন্দনবৃক্ষ আশ্রয় করিলে শীঘ্র পরিত্যাগ করেনা কিন্তু যখন ময়ূর আসিয়া ডাকিতে থাকে তখন চন্দনবৃক্ষ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায় তদ্রূপ ময়ূর রূপী ভগবান উপস্থিত হইলে গুণ ও ইন্দ্রিয় সকল পলাইয়া যায়।

১০২। কবির যিনি স্বপ্নেতে বর্ বর্ করিয়া অর্থাৎ অস্পষ্টরূপে জোরে জোরে ক্রিয়া করেন, তাঁহার পায়ের জুতা আমার পায়ের চামড়া হইতেছে অর্থাৎ, আমি তাঁহার দাসানুদাস।

১০৩। কবির নিমিষ বর্জ্জিত হইয়া ভিতর বাহিরে রাম দেখ—মন এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে যাইলেই পলক পড়ে, যখন সকল স্থানেই এক দেখিলে তখন মন অন্য বস্তুতে না যাওয়ায়—পলক পড়িল না, কবির বলিতেছেন যে ক্রিয়া অন্যকে বলিয়া দেও তোমার সকল কর্ম্মই আত্মারাম পূর্ণ করিবেন।

১০৪। কবির ভজন অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে সকলেই পলায় অর্থাৎ সকলে বশীভূত হয়। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান গুণ, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত কূটস্থকে চুরি করিয়া রাখিয়াছে অর্থাৎ শরীরের মধ্যেই কূটস্থ রহিয়াছেন বলিয়া দেখা যাইতেছে না। কেবল ইন্দ্রিয় ও গুণ সকল কর্ত্তৃক ঢাকা রহিয়াছেন বলিয়া, দেখা যাইতেছে না। সর্প চন্দনের গন্ধ পাইয়া চন্দনের উপর

ওঁ

কবির শ্বাস সুফল্ সোই জানিয়ে,হরিকা সুমিরণ্ লারে।
আওর শ্বাস এহুঁ গয়া,করি করি বহুৎ উপয়ে।১০৫
কবির যাকি পুঁজি শ্বাস হায়, ছিন্ আওয়ে ছিন্ যায়ে।
তাকো য়্যাসা চাহিয়ে, রহে রাম লোলায়ে।১০৬
কবির কাঁহা ভরোসা দেহকো,বিনশী যায়ে সিন্ মাহিঁ।
শ্বাস শ্বাস সুমিরণ্ করে, আওর্ উপায় কছু নাহি।১০৭

১০৫। কবির বলিতেছেন সেই শ্বাসই সুফল জানিবে, যে শ্বাস হরি স্মরণেতে লাগিয়া যায়, আর অনেক উপায় করিয়াও অপর শ্বাস সকল বৃথা গেল।

১০৬। কবির বলিতেছেন যাহাদের সম্বলই শ্বাস আর কিছুই পুঁজি নাই একমাত্র শ্বাস ভরসাস্থল সেত আবার এক ক্ষণ কালের জন্য স্থির নাই, একবার যাইতেছে ও আসিতেছে এমন অবস্থার লোকের উচিৎ সর্ব্বদা আত্মারামকে লইয়া মজিয়া থাকা।

১০৭। কবির বলিতেছেন দেহের আবার ভরসা কোথায়! এক ক্ষণকালের মধ্যে যে নাশ হইয়া যায়, আর কিছুই উপায় দেখিতেছিনা, ইহা রক্ষা করিবার কেবলমাত্র এক উপায় প্রত্যেক শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ করা।

রহিয়াছে; যখন ময়ুর পেকম ধরিয়া ডাকিল, তখনি সর্প চন্দন ত্যাগ করিয়া পলাইল অর্থাৎ যোনিমুদ্রায় ময়ুরের পেকম সদৃশ কূটস্থ দেখা দিলেন তখন গুণ ও ইন্দ্রিয় সকল থাকিল না।

১০৫। কবির ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে শ্বাস ব্রহ্মেতে মিলিয়াছে, সেই শ্বাস সুফল জানিও, অন্য শ্বাস সকল বৃথা গেল নানাপ্রকার উপায় করিয়া অর্থাৎ অন্যদিকে মন দেওয়ায়।

১০৬। কবির পৃথিবীতে কিছুই পুঁজি নাই, কারণ কিছুই থাকে না, যাহা কিছু সকলি দশদিনের নিমিত্ত, কেবল শ্বাসই পুঁজি দেখা যাইতেছে, কিন্তু ঐ শ্বাস একক্ষণ কালের নিমিত্ত স্থির নাই, একবার আসিতেছে একবার যাইতেছে। যাহাদিগের এই শ্বাসমাত্র পুঁজি, তাহাদিগের আত্মারামকে লইয়া সর্ব্বদা মজিয়া থাকা চাহি, এ প্রকার থাকিলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় মহানন্দ পাইবে।

১০৭। কবির দেহের ভরসা কিছুই নাই, এক ক্ষণকালের মধ্যে নাশ হইয়া যায়। এই দেহ রক্ষা করিবার উপায়—কেবল প্রত্যেক শ্বাসেই স্মরণ করা ভিন্ন আর কিছুই নাই।

ওঁ

কবির অজপা সুমিরণ্ ঘট্ বীচে, দিন্ হো শিরিশিরি জনিহার।
তাহি সো মন্ লাইলে, কহহিঁ কবির বিচার।১০৮
কবির অজপা সুমিরণ্ হোৎহায়, কহো শাস্ত্ কোহি ঠৌর।
কর্ জিহ্বা সুমিরণ্ করে, এহ সভ্ মন্ কি দৌড়।১০৯
কবির অজপা সুমিরণ্ হোৎহায়, শূন্য মণ্ডল্ অস্থান।
কর্ জিহ্বা তাঁহা না চলে, মন্ পঙ্গুল তাঁহা যান।১১০

১০৮। কবির বলিতেছেন অজপা (জীব সর্ব্বদা এই মন্ত্র জপ করিতেছে) ইহার স্মরণে মন লাগাইয়া রাখ, তাহাতে এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা হইবে, তাহাই ব্রহ্ম; ইহা কবির সাহেব বিচার করিয়া কহিতেছেন।

১০৯। কবির বলিতেছেন অজপা স্মরণই হইতেছে সাধু দিগের একমাত্র স্থান, আর করে মালা জপা ও জিহ্বা দ্বারায় নাম করা, ইহা মনের দৌড় মাত্র কাজে কিছুই হয় না।

১১০। কবির বলিতেছেন অজপা স্মরণে শূন্যমণ্ডলে স্থিতি হয়, কর ও জিহ্বা সেখানে যাইতে পারে না, মন ও পঙ্গুর ন্যায় সেখানে যাইতে পারেনা।

১০৮। কবির ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাই ব্রহ্ম, তাহাতেই মন লাগাইয়া থাক, ইহা কবির সাহেব বিচার করিয়া বলিলেন।

১০৯। কবির ক্রিয়াই শাস্তদিগের একমাত্র স্থান, করে মালা জপা, ও মুখে রাম রাম করা এ কেবল মনের দৌড় অর্থাৎ মন যেমন মেঠাইতে দৌড়াইল, সেই প্রকার মালা জপায় ও রামরাম নাম বলায় দৌড়াইল। হাতে পয়সা নাই অথচ মন মেঠাই খাইতে যাইয়া না পাইয়া যেমন কষ্ট পায়, সেই প্রকার রাম নাম মুখে ও হাতে জপিয়া কিছু লাভ না হওয়ায় মনের কষ্ট।

১১০। কবির অজপাজপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় হয়। কর, জিহ্বাও মন সেখানে যায় না।

ওঁ

কবির মালা কাট্‌কি, বহুৎ জন্ করি ফের্।
মালা ফের শ্বাস কি, যামে গাঁঠি নাহি সুমের্। ১১১
কবির মন্ মালা সৎগুরু দেই,পওন্ সুর্‌তিতে পোয়ে।
বিনু হাতে নিশিদিন্ ফিরে,ব্রহ্ম জপ্ তাঁহা হোয়ে।১১২
কবির মালা জপ্ না কর জপ্, মুখ্‌তে কহ না রাম।
মন্ মেরা সুমিরণ্ করে, মায় পায়ে বিশ্রাম।১১৩
কবির মালাতো করমে ফিরে,জিহ্বা ফিরে মুখ্ মাহি।
মনুয়া তো চৌদিশ্ ফিরে, ইয়েতো সুমিরণ্ নাহি।১১৪

১১১। কবির বলিতেছেন কাটের মালা ফিরাইও না শ্বাসের মালা ফিরাও, যাহাতে সুমেরুর গাঁট নাই।

১১২। কবির বলিতেছেন সৎগুরু মনরূপ মালা বলিয়া দিয়াছেন, পবনেতে মালা গাঁথিয়া রাখ, বিনা হাতে দিবারাত্র ফিরিবে, তাহার পর ব্রহ্ম জপ হইবে।

১১৩। কবির বলিতেছেন মালাও জপ করিওনা, করও জপ করিওনা, মুখেও রাম বলিওনা, আমার মন আপনি স্মরণ করিতেছে, আমি বিশ্রাম পাইয়াছি।

১১৪। কবির বলিতেছেন মালা করের দ্বারায় ফিরিতেছে, জিহ্বাও মুখের মধ্যে ফিরিতেছে, মনও চতুর্দ্দিকে দিকে ফিরিতেছে, ইহাদের দ্বারায় স্মরণ হয় না।

১১১। কবির কাঠের মালা অনেক ফিরাইও না, শ্বাসের মালা ফিরাও যাহাতে সুমেরুর গাঁইট নাই।

১১২। কবির সৎগুরু বলিয়া দিলেন, যেমন মালা পবনেতে গাঁথিয়া রাখ, বিনা হাতেতে দিবারাত্রি ফিরিবে। তাহার পর ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্ম জপ।

১১৩। কবির মালা ও কর জপিও না, আর মুখেতে রামও বলিও না, মন আমার স্মরণ করিতেছে, তখন আমি বিশ্রাম পাইলাম অর্থাৎ মন না থাকিলে পৃথক আমি আর থাকিলাম না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

১১৪। কবির তুমি যাহাকে কর দিয়া স্মরণ করিতেছ, মালা দ্বারায় সে মালাত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যে জিহ্বা দ্বারায় রাম নাম করিতেছ সে জিহ্বাও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যে মনের দ্বারায় তুমি এই দুই কর্ম্ম করিতেছ, সে মন চতুর্দ্দিকে

ওঁ

কবির রাম নামকা সুমিরণ, হাঁসি করে ভৌ খিঝ।
উল্টা সুল্টা নিপ্‌জে, য্যাসে ক্ষেৎ কা বীজ।১১৫

কবির সুমিরণ মাহ লাগই দে, সুরতি আপ্‌নি শোয়ে।
কহহি কবির সংসার গুণ, তুঝে, না ব্যাপে কেরে।১১৬

১১৫। কবির বলিতেছেন যিনি রাম নামের স্মরণেতে সর্ব্বদা আছেন তাঁহার উপরে জগতের লোকে বিরক্ত, হাসি, তামাসা করে কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় না, তবে তাহাতে একটু হেলিয়া যায় মাত্র, তাহাতে ক্ষতি কি যেমন ক্ষেত্রের বীজ উল্টো করেই ছড়াক আর সোজা করিয়াই ছড়াক কিন্তু অঙ্কুর উপরে উঠিবে, ও শিকড় মাটির নীচেই যাইবে; অর্থাৎ যেমন তেমনিই থাকিবে।

১১৬। কবির বলিতেছেন স্মরণেতে মন লাগাইয়া দাও, তাহা হইলে মন আর অন্য দিকে না যাইয়া, সে আপনি শুইয়া থাকিবে অর্থাৎ স্থির থাকিবে, কবির কহিতেছেন তাহা হইলে সংসারের গুণ আর তোমায় ব্যাপিতে পারিবেনা।

দৌড়াইতেছে, একি প্রকারে স্মরণ হইতেছে। কারণ স্মরণ অর্থাৎ পূর্ব্বেকার কোন বস্তু মন দিয়া চিন্তা করার—নাম স্মরণ। পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্ম ঐ অবস্থা বিনা মন স্থির হয় না। যখন মন দৌড়াইতেছে তখন হাজার মালা জপ কর মন স্থির না হইলে কিছুই হইবে না।

১১৫। কবির রাম নামের সুমিরণ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি সর্ব্বদা আছেন, লোকে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া হাঁসিয়া থাকে কারণ সকলে লোকের সহিত আলাপ করে আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি আছেন তাঁহার কথা কহিতেই ইচ্ছা করে না, লোকে কাজে কাজেই বিরক্ত হইয়া হাঁসে ও ঠাট্টা করে, যে এই একজন যোগী ইত্যাদি। এই সকল কথা শুনিয়া যদি ও তাঁহার ঐ অবস্থা একটু হেলিয়া যায় কিন্তু সে অবস্থা যায় না। যেমন ক্ষেতেতে বীজ ফেলিবার সময় সকল বীজের মুখ মাটির দিকে থাকে না। কিন্তু যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, আঙ্কুর উপরে, শিকড় মাটির দিকে যাইবেই যাইবে। সেই প্রকার যতই হেলিয়া যাউক না কেন আবার তখনি যেমন তেমনি।

১১৬। কবির যে যাহা বলুক ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন লাগিয়া দেও, মন লাগাইয়া দিলে অন্যদিকে যেমন যায়, সে শুইয়া থাকিবে অর্থাৎ আমিত্ব। কবির সাহেব বলিতেছেন

ওঁ

কবির সুমিরণ্ সুরতি সো, হোৎ রহৎ হায় মোর।
অহুট্ মুখ্ সুমিরণ্ করে,অহিনিশি কই করোর।১১৭
কবির রগ্ রগ্ বোলে রামজী, রোম্ রোম্ র রঙ্কার।
সহজেই ধুনি লাগি রহে, কহঁহি কবির বিচার।১১৮
কবির সহজ্ হি ধুনি লাগিরহে, সেতো এহ ঘট্ মাহিঁ।
হিরদে হরি হরি হোৎ হায়, মুখ্কি হাজ্তি নাহি।১১৯

১১৭। কবির বলিতেছেন ভালরূপ স্মরণ আমার সর্ব্বদাই হইতেছে অর্থাৎ মন সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে, আর মুখে চীৎকার করিয়া দিবারাত্র কত কোটি স্মরণ করিতেছে।

১১৮। কবির বলিতেছেন প্রত্যেক নাড়ীতে নাড়ীতে রাম বলিতেছে, আর প্রত্যেক লোমকূপেও রাম ওঁ ওঁ করিয়া বলিতেছেন, আপনাআপনিই ঐ ধ্বনি লাগিয়া রহিয়াছে, ইহা কবির সাহেব বিচার করিয়া কহিতেছেন।

১১৯। কবির বলিতেছেন সহজ রূপ ধ্বনি এই শরীরের মধ্যে লাগিয়াই রহিয়াছে হৃদয়ে হরি, হরি সর্ব্বদাই হয়, মুখে আবশ্যক কি?

সংসার যাহা চলিয়া যাইতেছে ও তাহার গুণ যাহা চলিয়া যাইতেছে, এ দুই তোমাকে ব্যাপিতে পারিবে না অর্থাৎ তোমাতে লাগিতে পারিবে না।

১১৭। কবির আত্মারাম গুরু তিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন লাগাইয়া রহিয়াছেন, যেমন ময়ূর পেকম ধরিয়া তাহাতে মন লাগাইয়া থাকে তখন ওষ্ঠ ও মুখ দিন রাত্রি কোটি কোটিবার স্মরণ করে অর্থাৎ মুখে উচ্চারণ করিতে সময় লাগে আর মন লাগিয়া থাকিলে তাহার আর সময়ের আবশ্যক নাই। সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিয়াছে, ইহা হইলেই অজপা জপ হইল, কারণ যাহা সময়ের অধীন তাহার সংখ্যা আছে, আর যাহা সময়ের অধীন নহে, তাহার জপ করিবার উপায় নাই, আপনা আপনি সর্ব্বদাই হইতেছে।

১১৮। কবির সকল রগের মধ্যে সেই আত্মারাম বলিতেছেন ও প্রতি লোমকূপে বলিতেছেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুভব মস্তকে হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত প্রত্যেক রগের ও লোম কূপের আত্মারামের কথা ওঁ ওঁ ওঁ সর্ব্বদা কালে হইয়া থাকে। আপনাআপনি ঐ শব্দ হইয়া থাকে—ইহা কবির বিচার করিয়া বলিতেছেন।

১১৯। কবির ঐ ওঁকার ধ্বনি এই শরীরেই লাগিয়া রহিয়াছে অর্থাৎ শরীরে হইতেছে

ওঁ

কবির পাঁচ্ সখি পিউ পিউ করে, ছটা সুমির্ মন্।
আই সুর্তি কবির কি, পায়া রাম রতন্।১২০
কবির মেরা মন্ সুমিরে রাম কো, মেরা মন্ রামহি আহি
আপ্নে রামহি হোয়, শিষ্ নোয়ায়োঁ কাহি।১২১

১২০। কবির বলিতেছেন পঞ্চ ইন্দ্রিয় পিউ! পিউ! করিতেছে পিউ অর্থাৎ স্বামি = পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ সখি অর্থাৎ প্রকৃতি, মন যিনি তিনি স্মরণ করিতেছেন, এইরূপ অবস্থায় কবির অমূল্য রত্ন স্বরূপ রামকে পাইয়াছেন।

১২১। কবির বলিতেছেন আমার মন রামকে স্মরণ করিতেছে, আমার মনও রাম আপনিও রাম হইয়া গেল, এখন মাথা নোয়াবে কাকে?

আর তখন হৃদয়ে (ক্রিয়ার পর অবস্থা সকলদিক হইতে মনকে হরণ করিয়া আনিয়াছে।) যখন এই অবস্থা তখন আর মুখে হরি হরি করিবার আবশ্যক কি?

১২০। কবির সখি অর্থাৎ প্রকৃতি এই শরীরে পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহারা পিউ! পিউ! করিতেছেন অর্থাৎ আত্মা আত্মা করিতেছেন যে আত্মা যাহা করাইতেছেন তাহাই করিতেছি, আর ষষ্ঠ যে আত্মা তিনি মনকে আর্থাৎ ব্রহ্মকে স্মরণ করিতে হইলে আগে মনে ঠিক্ করিয়া তবে করে, কবিরের আত্মা ব্রহ্ম স্মরণ করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় রাম রত্ন পাইলেন। রাম = (র = শব্দে বহ্নিবীজ কূটস্থ, আ = শব্দে অনেকক্ষণ, ম = শব্দে মণিবন্ধ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত স্থির থাকা)—এই অবস্থা রত্ন অর্থাৎ অমূল্য, যাহার সদৃশ আছে সে অমূল্য নহে, কারণ তাহার বিনিময়ের দ্রব্য আছে, আর যাহার সদৃশ নাই সে কাজে কাজেই অমূল্য এই রামরত্ন কবির পাইলেন।

১২১। কবির আমার মন সে রামকে স্মরণ করিতেছে, এক্ষণে মন ব্রহ্মকে স্মরণ করিতেছে; যতক্ষণ স্মরণ করিতেছে, ততক্ষণ মন এই ব্রহ্ম স্মরণ করত ব্রহ্মে লীন হইয় মন ও রাম হইয়া গিয়াছে। যখন আমি রাম হইয়া গেলাম তখন কাহাকে প্রণাম করিব?

ও

কবির তু তু করতে তু ভয়া, মুঝ্ মে রহি নহু।
ওয়ারোঁ তেরে নাম্ পর্, জিৎ দেখ্তি ত তুঁ।১২২
কবির তু তুঁ করতে তু ভয়া, তুঝ্ মে রহে সমায়।
তোম্হিঁ মাহি মিল রহা, আব মন অনৎ ন যায়।১২৩
কবির সুমিরণ্ ছোড়িকে, পল্ যো বাহর্ যায়ে।
কহেঁ কবির সুমিরণ্ বিনা, কহো কাঁহাঁ ঠাহরায়ে।১২৪

১২২। কবির বলিতেছেন তুমি তুমি করিতে তুমিই হইয়া গেলে তখন আর আমি রহিল না, বলিহারি তাঁর নামের উপর, যে দিকে দেখ সেই দিকেই তুমি অর্থাৎ দুই নাই সব এক হইয়া গিয়াছে এক বলিবারও লোক নাই।

১২৩। কবির বলিতেছেন যখন তুমি তুমি করাতে তুমিই হইয়াছি ও তোমাতেই রহিলাম, আর তোমার মধ্যে মিলিয়া রহিলাম, তখন আর মন অন্যত্রে যায় না।

১২৪। কবির বলিতেছেন স্মরণ ছাড়িয়া, এক পলমাত্র যদি মন অন্য দিকে যায়, কবির কহিতেছেন বিনা স্মরণেতে কোথায় স্থির হইবার জায়গা নাই, কোথায় দাঁড়াইবে, স্মরণ ব্যতীত সবই চলায়মান।

১২২। কবির আত্মা, ঈশ্বরকে তুমি মালিক, তুমি রক্ষা কর্ত্তা, তুমি আমাকে সুখে রাখ ইত্যাদি বলিতে বলিতে অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় তুমি হইয়া গেল, আর আমাতে আমিত্ব আর থাকিল না, ক্রিয়ার পর অবস্থা যে তোমার নাম তাঁহাকে ধন্যবাদ করি, যেখানে দেখি সেই খানেই তুমি অর্থাৎ সব ব্রহ্মময় হইয়া গিয়াছে!

১২৩। কবির ঈশ্বরকে তুমি তুমি করিতে করিতে তুমি হইয়া গেলাম। যখন তুমি হইলাম তখন তোমাতে প্রবেশ করিয়া রহিলাম। এক্ষণে যেমন কাঁটা পায়ে ফুটিল, পায়ে কাঁটা প্রবেশ করিল কিন্তু কাঁটা আবার বাহির হইল। আবার কাঁটা যেমন থাকিতে থাকিতে মাংস হইয়া যায় সেই প্রকার তোমাতে মিলিয়া গেলাম, তখন আর মন অন্যত্রে যায় না অর্থাৎ মন পৃথক নাই তো যাইবে কে?

১২৪। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থা ছাড়িয়া যদি এক পলমাত্র অন্যদিকে মন করে, কবির সাহেব বলিতেছেন, যে ক্রিয়ার পর অবস্থা বিনা বল কোথায় দাঁড়াইবে? কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থা ভিন্ন সকলই চলায়মান।

ওঁ

কবির কহেতা যাৎ হোঁ, শুন্‌তা হ্যায় সব কোয়ে।
রাম কহে কল্‌ হোয়েগা, নেহি তো ভালা না হোয়ে।১২৫
কবির ভালি ভৈঁয়ি হরি বিছ্‌রেয়ে, শির্‌কি গেয়ি বালাই।
হাম্‌ য্যায়সে ত্যায়সে রহে, আব্‌ কুছ্‌ কাহি না যায়ে।১২৬
কবির জন্‌ কবির বন্দন্‌ করে, কিস্‌ বিধি কিযিয়ে সেও।
ওয়ার্‌ পার্‌ কি গমি নেহি, তু মন্‌ মন্‌ যমিজ্‌ দেও।১২৭

১২৫। কবির বলিতেছেন সকলইত বলিয়াছেন, আর সকলেইত শুনিতেছেন, যে রামনাম করিলে ভাল হইবে, না করিলে অনিষ্ট হইবে—ভাল হইবেনা।

১২৬। কবির বলিতেছেন ভাল হইয়াছে এখন হরি বলা ভুলিয়া গিয়াছি, মাথার বালাই ভার নামিয়া গিয়াছে, এখন আমি যাহা ছিলাম তাহাই হইয়াছি, এ অবস্থা যে কি তাহা আর বলিবার যো নাই।

১২৭। *কবির বলিতেছেন ভক্তেরা বন্দনা করিতেছে ও কহিতেছে যে কি বিধির দ্বারায় সেবা করিব, যে বস্তুর সীমা নাই তাহার পারের ঠিকানা নাই অতএব তুমি মন স্বরূপ মনের দ্বারায় মনকে অর্পণ কর! ইহাই সেবা, নচেৎ সেবা কাহাকে কে করিবে!

১২৫। কবির আত্মারাম গুরু তিনি সকলকেই বলিতেছেন ও সকলেই শুনিতেছেন, যে ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির হইবে, ইহা না করিলে ভাল হইবে না।

১২৬। কবির এখন তো ক্রিয়া করাটা ভুলিয়া গিয়াছি আর মাথার যে আপদ স্বরূপ ভার ছিল তাহা আর নাই, আমি যেমন তেমনই রহিয়াছি, এখন যে কি, তাহা আর বলিতে পারি না!

১২৭। কবির, কবিরের শিষ্যেরা কবির সাহেবের বন্দনা করিতেছেন তাহা দেখিয়া কবির সাহেব বলিতেছেন, যে সকলে আমাকে বন্দনা করিতেছে কিন্তু কি প্রকারে সেব করিতে হয় তাহা কেহই জানে না, এই ভব সমুদ্র পারের ঠিকানা নাই অর্থাৎ যে সংসার পারে যাইয়াছে সে আর বন্দনা বা সেবা করে না, কারণ কবির সাহেব আপনাকে আপনি বলিতেছেন যে তুমি মনের মন—তাহার মন অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন তুমি নিজে দেবতা হইবে তখন আর সেবা কাহাকে করিবে!

লিখ্তে আকিল্কো অঙ্গ্।

বুদ্ধির বিষয় বর্ণন।

—:-(:*:)-:—

কবির আকিল্ অরশ্তেঁ উতরি, বিধিনা দিন্হো বাঁটি।
এক্ অভাগা রহি গয়া, একন্হ লিয়া সুঘাটি ॥১

১। কবির বলিতেছেন পরব্রহ্ম হইতে যে বুদ্ধি নামিয়া আসিয়াছে ভগবান তাহা সকলকে সমান ভাবে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন, এক সুন্দর ঘাট লইয়া আমিই অভাগ্য হইয়া রহিয়া গিয়াছি; অভাগ্য অর্থাৎ যাঁহার ভাগ্য নাই (ন+ভাগ্য=অভাগা) অর্থাৎ ভাগ্যাতীত হইয়া রহিয়া গিয়াছেন।

১। কবির আত্মারাম গুরু বলিতেছেন, যে বুদ্ধি পরব্রহ্ম হইতে নামিয়া আসিয়াছে অর্থাৎ বুদ্ধি স্থির আত্মার কর্ম্ম, আমার এটা কর্ত্তব্য, এটা অকর্ত্তব্য ইত্যাদি। আর এই বুদ্ধি কূটস্থ ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে অর্থাৎ আত্মা সম্পূর্ণরূপে স্থির হইলে, কূটস্থ আর অল্প স্থির বুদ্ধি এই ভাল মন্দ বুদ্ধি। বিধি তিনি সকলের মস্তকে সমানরূপে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। বিধি=(বি=বিশেষ, ধি=বুদ্ধি অর্থাৎ যে বুদ্ধির শেষ নাই অর্থাৎ ব্রহ্ম।) কেবল কবির সাহেব এক অভাগা রহিয়া গিয়াছেন। ভাগ্য=পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করা, তাহা যাঁহার নাই তিনি অভাগা, কিন্তু আমি অভাগা হইয়া দেখিতেছি যে একটী ব্যক্তিও সুন্দররূপ ঘাটে নাই। সুঘাট অর্থাৎ সুন্দর ঘাট, সুন্দর যাহা মনকে হরণ করে, এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুতেই হরণ করে না। ঘাট=যাহাতে নামিয়া ভালরূপে স্নান করা যায় অর্থাৎ যে ঘাটে কেহ কিছু না বলে, চুই থাকিলেই—বলা, কহা। যখন "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হইল, তখন সুন্দর ঘাট—নতুবা হইবার উপায় নাই।

ও

কবির যস্ পন্‌ছী বন্ধন্ পরা, সুয়া কে বুদ্ধি নাহিঁ।
আকিল্ বিহুনা মানোয়া, এও বন্ধা জগ মাহিঁ।২
কবির বিনা ওসিল্ চাকরি, বিনা আকিল্ কি দেঁহ।
বিনা জ্ঞান্ কা যোগিয়া, ফির্ লাগায়ে খেহ।৩

২। কবির বলিতেছেন যে পক্ষী বন্ধনে পড়িয়াছে, তাহার বুদ্ধি নাই, মনুষ্যও বুদ্ধি বিহনে এই জগতে জন্ম মৃতুরূপ বন্ধনে পড়িয়া রহিয়াছে।

৩। কবির বলিতেছেন বিনা আদায়ের চাকরী অর্থাৎ বেতন পান্‌না অথচ চাকরী করেন, আর বিনা বুদ্ধির দেহ অর্থাৎ কোন বিষয়েরই স্থির বুদ্ধি নাই, হিতাহিত জ্ঞান নাই, অথচ দেহ ধারণ করিয়াছে—আর বিনা জ্ঞানের যোগী অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করেন নাই অথচ যোগী উপাধি ধারণ করিয়াছেন, এমত ব্যক্তিরাই খেয়া অর্থাৎ যাতায়াত রূপ খেয়া দিতেছে।

২। কবির যে মনের বুদ্ধি নাই যে মন বন্ধনে পড়িয়া আছে আকিল অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা বিনা মানুষ, ও বুদ্ধি বিনা পাখী, দুইই জগতের আসা যাওয়া রূপ বন্ধন—জন্ম মৃত্যুর বন্ধনে পড়িয়া রহিয়াছে।

৩। কবির বিনা ওছিলার চাক্‌রী অর্থাৎ কোন লাভ নাই অথচ প্রত্যহ দরবারে যাইতেছেন। আর বিনাক্রিয়ার পর অবস্থার দেহ অর্থাৎ অনন্ত সুখ। সমাধি যাহার নাই তাহার বৃথা জীবন, আর বিনা জ্ঞানের যোগী অর্থাৎ ব্রহ্ম কি তাহা জানে না অথচ জটা ছাই মাথিয়া যোগী হইয়া রহিয়াছেন। ইহারা কেবল খেয়া দিতেছে অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুরূপ খেয়া দিতেছে।

ওঁ

কবির জল পর ওয়াণে মছরি, ঘট পরওয়াণে বুদ্ধি।
যাকো য্যায়সা গুরু মিলা, তাকো ত্যায়সা শুদ্ধি ।৪

৪। কবির বলিতেছেন যিনি যেমন গুরু পাইয়াছেন তাঁহার সেইরূপ শুদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহার তদ্রূপ জ্ঞান হইয়াছে ; যেমন জল প্রমাণ মৎস্য, অগাধ জলে বড় মৎস্য থাকিবারই সম্ভাবনা, আর অল্প জলে ছোট ছোট মৎস্য থাকিবারই সম্ভাবনা, আর যিনি যেমন ঘট পাইয়াছেন তাঁহার বুদ্ধিও তদ্রূপ, ঘট=শরীর অর্থাৎ নানা জাতীয় শরীর আছে যেমন গবাদি জীবেরও শরীর আছে, যাহার যেমন আধার তাহার তদ্রূপ বুদ্ধি।

৪। কবির জল প্রমাণে মৎস্য অর্থাৎ যে যেমন ক্রিয়া করিবে তাহার মৎস্যের ন্যায় চঞ্চল মন সেইরূপ স্থির হয়, আর যে যেমন ক্রিয়া করিয়া দৃঢ়াসন করিবে, তাহার বুদ্ধি অর্থাৎ স্থিতিপদ সেইরূপ হইবে, যে যে প্রকার আত্মারাম গুরুকে পাইয়াছে, সে সেই প্রকার শুদ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মল হইবে! শুদ্ধি আর কিছুই নাই কেবল ব্রহ্ম।

শিখ্‌তে উপদেশ্‌কো অঙ্গ।

উপদেশের অঙ্গ বর্ণনা।

—(-:-•-:-)—

কবির হরিজী এহি বিচারিয়া, সাখি কঁহে কবির।
ভও সাগর্‌মে জীব্‌ হায়্‌, শুনী কৈ লাগে তীর।১

১। কবির ভগবান হরির বিচার করিয়া কবির সাহেব সাক্ষি কহিতেছেন, সাক্ষি = স + অক্ষি = (স = সহিত + অক্ষি = চক্ষু) = চক্ষুস্বরূপ, যে চক্ষু সৎগুরু দেখাইয়া দেন তিনিই এক নিত্য সাক্ষি স্বরূপ, তাঁহার বিষয় কবির সাহেব বলিতেছেন। কারণ ভবসাগরের মধ্যে জীবকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, তাঁহার শরীরে যেন তীরের মত লাগিতেছে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সাক্ষি কহিতেছেন।

১। কবির হরি = যিনি তিন প্রকার তাপ হরণ করেন অর্থাৎ ব্রহ্ম। বিচার = (বি = বিগত, চার = চরণ করা) অর্থাৎ যখন সমস্ত বস্তুতে চরণ করিতে পারিল তখন বিচার হইল অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইল।

সাক্ষি = (স = সহিত, + অক্ষি = চক্ষু।)
কবির = কায়া, কবির অর্থাৎ শরীর॥
ভওসাগর = জন্ম, মৃত্যু।

ব্রহ্ম সমস্ত বস্তুতে প্রবেশ করিয়া এই বিচার করিলেন—যে দেহের মধ্যে যে অক্ষিস্বরূপ কূটস্থ ব্রহ্ম আছেন তিনিই সত্য। কবির সাহেব বলিতেছেন যে ভবসাগরের মধ্যে জীব পড়িয়া আছে দেখিয়া আমার শরীরে তীরের মত লাগিতেছে। কারণ জীবমাত্রেই শিব, আর জীবমাত্রেই ইচ্ছা রহিত হইয়া, জন্ম, মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে—ইচ্ছা রহিত না হওয়ায় জন্ম মৃত্যুর বন্ধনে পড়িয়া আছে।

ওঁ

কবির কাল্ কাল্ তৎকাল্ হায়,বুরা না কহিয়ে কোয়ে।
অন্ বোওয়ে সো দাহিণো,বোওয়ে সো লুন্তা হোয়ে।২
কবির যো তোকো কাঁটা বোয়ে,তাকো বোয়ো তুঁ ফুল্।
তোকো ফুল্ কা ফুল্ হায়,ওয়াকো হায় ত্রিশূল্।৩

২। কবির বলিতেছেন কালই সেই ব্রহ্ম হইতেছেন, কেহই তাঁহাকে মন্দ বলে না; বীজ বপন করিলেই ফলভোগ করে অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর হাতে পড়িয়া রহিল, আর যে রোপণ না করিল অর্থাৎ যে ভাল মন্দ না বলিল—সেই মুক্ত হইয়া গেল।

৩। কবির বলিতেছেন যে তোমাকে সৎকর্ম্ম করিতে কণ্টকরূপ বাধা দেয় তুমি তাহাকে ফুলরূপ মিষ্ট বাক্যদ্বারায় তাহাকে সন্তোষ করিয়া সৎকর্ম্মে আন, তোমার ফুলরূপ কথাই কাজের কথা, আর উহার কথা ত্রিশূলের ন্যায়, নিজের কথার দোষে নিজেই মরিবে অর্থাৎ সৎকর্ম্মে যে বাধা দেয় সে নিজেই মরে।

২। কবির কাল—যাহা চলিয়া যায়; তবেই কিছু, আর স্থিরেরই গতি, কারণ যাহা চলিতেছে তাহার স্বভাবই চলা, আর যাহা স্থির তাহা চলিলেই জানা যায় যে ঐ চলিল, তবে স্থিরের গতি, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই স্থিতি নাই, তবেই চল ও অচল দুই ব্রহ্ম, এইকালের কাল তৎকাল হইতেছে অর্থাৎ যখন চল অচল দুইই ব্রহ্ম হইল, তখন মন্দ কাহাকেও বলিতে পায় না। যে বপন করে না তাহার দক্ষিণ দিক অর্থাৎ বিবেচনা করিল এইটি ভাল, এইটি মন্দ। বিবেচনা করার নাম বোনা। যে এই বিবেচনা রূপ বপন না করিল, অর্থাৎ ভাল মন্দ না মানিল, সকলই ব্রহ্ম জ্ঞান করিল,সে পাপ পুণ্য দুইই ছেদন করিল, আর যে বপন করিল সে ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত জন্ম, মৃত্যুর হাতে পড়িয়া থাকিল এই ন্যূনতা।

৩। কবির আত্মারাম স্মরণ করাতে যে কাঁটা বপন করে অর্থাৎ বাধা দেয়, যাহা ক্রিয়াবানের কাঁটাস্বরূপ কষ্টদায়ক বোধ হয়। ক্রিয়াবান তাহাকে ফুল দিবে অর্থাৎ অতি মিষ্টস্বরে বলিবে, যে একবার ক্রিয়া করিয়া দেখুন যে ইহাতে কত সুখ ও কত আনন্দ, ইহাতে ক্রিয়াবানের ফুলে ফুল হয় অর্থাৎ ফুলের যেমন মন আনন্দিত হয়, সেই প্রকার ক্রিয়া করিয়া নিজে ত আনন্দ ভোগ করিতেছে, আর মিষ্ট কথায় ঐ ব্যক্তি ক্রিয়া লইয়া আনন্দ ভোগ করিতেছে, তাহা দেখিয়া তাহার মনে আরও আনন্দ উপস্থিত হয় আর যে ক্রিয়াবানের কথা না শুনে তাহার ত্রিশূল অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন শ্বাস তাহাকে মারিয়া ফেলে।

৩

কবির কহেতে কো কহি যান দে, উন্‌হুকি বুদ্ধ মৎই লেহু।
শাকট আও পুনি শোয়ন কো, ফেরি জবাব মৎই দেহু ।৪
কবির হস্তী চড়ায়ে জ্ঞানকে, সহজ দোলেচা ডারি।
শোয়নরূপ সংসার হায়, ভুকন দে ঝক্‌মারী ।৫

৪। কবির বলিতেছেন যাহারা কেবল কথাই বলিয়া থাকে, তাহাদের বুদ্ধি লইও না; তাহারা যাহা বলিতেছে বলিয়া যাক্, শুনিবার দরকার নাই, যেমন কুকুরের স্বভাব ভেউ ভেউ করা, সে ঘেউ ঘেউ করুক্, তাহাকে আর জবাব দিও না।

৫। কবির বলিতেছেন, হস্তীর উপর সহজরূপ ছুলিচা পাতিয়া জ্ঞানকে তাহার উপর বসাও, কিন্তু এ সংসার প্রায়ই কুকুররূপী তাহারা অনর্থক ঘেউ ঘেউ করিবে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই তাহাদিগকে ডাকিতে দাও।

৪। কবির যাহাদিগের কেবল কথা কহাই অভ্যাস অর্থাৎ দেখিতেছে যে তৈল মাখিয়া স্নান করিতে যাইতেছে তথাপি অভ্যাস বশতঃ বলিয়া থাকেন "কি মহাশয়! স্নানে যাইতেছেন"। এই প্রকার লোকদের বকিতে দেও, উহার বুদ্ধি লইও না, কারণ বক্তারা স্থির করিয়াছে যে নিশ্চয় মরিতে হইবেক, যে কয়দিন বাঁচি—নাচিয়া গাইয়া আমোদ করিয়া লই। শাক্ত মদ খাইয়া পুনঃপুনঃ বকিতেছে, আর কুকুর একটা ছায়া নড়িতে দেখিয়া ভেউ ভেউ করিতেছে; ইহাদিগকে জবাব দিও না, কারণ মাতালকে জবাব দিলে সে হাজার কথা বলিবে, আর ছায়া অধিক নড়িলে কুকুর আরও ভেউ ভেউ করিবে। মাতাল অর্থাৎ বিষয় মদে মত্ত ব্যক্তি, যদি কাহাকেও সৎকর্ম্ম করিতে দেখিল অমনি বকিতে আরম্ভ করিল। কুকুরের ন্যায় যেই ক্রিয়া করিতে দেখিল অমনি ভেউ ভেউ করিতে আরম্ভ করিল যে যোগ করিয়া শেষে রোগ উৎপত্তি হইবে, আর যাহাও বা দশ দিন বাঁচিত তাহাও বাঁচিল না। ইহাদিকে কোন জবাব দিও না।

৫। কবির জ্ঞান হস্তীতে চড়িয়া তাহাতে সহজ ছুলিচা দেও, কুকুররূপ সংসার হইতেছে, তাহাদিগকে ডাকিতে দেও। হস্তী যেমন পরিষ্কার হইয়া জল হইতে উঠিয়া আবার ধূলা গায়ে দেয়, সেই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া মধ্যে একবার অমনি ধূলাস্বরূপ পৃথিবীতে মজা লুটিয়া লয়, আর ঐ অবস্থায় থাকিয়া "সহজ ছুলিচা" অর্থাৎ পাঁচ রঙ্গের কাপড় অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তত্ত্বে তত্ত্বে চলে, ঐ অবস্থায় আপনা আপনি চলিতে থাকে, সংসার=যাহা চলিয়া যায়। এই সংসাররূপ কুকুর স্থিরকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল, তাহাদিগকে ডাকিতে দেও।

ওঁ

কবির গারিতে সভ্ উপ্‌জে, কাল্ কষ্ট আরু মিচ্
হার চলে সো সাধু হায়, লাগি মরে সো নীচ্ ।৬
কবির কহে ম্যায় ক্যা কহোঁ, থাকে ব্রহ্মা মহেশ।
রাম নাম্‌ত তু সার হায়, সভ কাহু উপদেশ ।৭

৬। কবির বলিতেছেন গালাগালিতে সবই উৎপন্ন হইতে পারে, ক্রমশঃ কাটাকাটিও হইতে পারে, যদি কিছু না হয় মনের কষ্টও হইতে পারে, এ কারণ তাহা করা চাই না, সাধু যাঁহারা তাঁহাদের কেহ কিছু গালাগালি দিলে, হার মানিয়া চলিয়া যান, আর নীচ যাহারা তাহারা ঝগড়া করিয়া মরে।

৭। কবির বলিতেছেন আমি আর কি বলিব যে অবস্থার কথা ব্রহ্মা মহেশ ও থেকে গেছেন অর্থাৎ বলিতে পারেন নাই, রামনামই সার হইতেছে জানিবে, আর উপায় নাই, আত্মারাম ব্যতীত গতি নাই, ইহাই সকলকার উপদেশ হইতেছে।

৬। কবির গালাগালি দিলেই সকলি উৎপন্ন হইল অর্থাৎ একটি গালি দেওয়াতে সে হাজার গালাগালি দিল, আর উহাতে সময় নষ্ট হইল, ক্রিয়া হইল না। আর হয় তো বিবাদ করিতে করিতে কাটাকাটি হইয়া গেল, তাহা না হয় তো মনের অতিশয় কষ্ট, আর মিছা-মিছি একটা কথা কহিয়া এত কাণ্ড মনে হওয়ায় মনে আপনাকে আপনি ঘৃণা করে, যিনি সাধু তিনি কেহ গালি দিলে হারি মানিয়া চলিয়া যায়; আর যে নীচ সে বিবাদ করে।

৭। **কবির** আত্মারাম গুরু বলিতেছেন যে আমি কি বলিব, কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন ব্রহ্মেতে লীন হওয়ায় ইচ্ছাই থাকে না। যখন মন ও ইচ্ছা দুই নাই, তখন কথা কহে কে, আর যে অবস্থা বলিতে ব্রহ্মাও মহেশ্বর থেকে গিয়াছেন অর্থাৎ শ্রান্ত হইয়াছেন অর্থাৎ আর বলিতে পারিতেছেন না। ব্রহ্মা = ইচ্ছা মূলাধারে, মহেশ = নাভিতে রুদ্ররূপে, হৃদয়ে = ঈশ্বররূপে, কণ্ঠে = সদাশিবরূপে রহিয়াছেন, ইঁহারা সকলেই এক আত্মা স্থির হওয়াতে, স্থির হইলেন যখন স্থির হইলেন, তখন কাজে কাজেই থাকিয়া গেলেন। তবে এক রামনাম যে ক্রিয়ার পর অবস্থা; যাহা হইতে সমস্ত তত্ত্ব হইয়াছে, সেই অবস্থা সমস্ত তত্ত্বের সার এবং সকলেরই উপদেশ হইতেছে অর্থাৎ ঐ অবস্থায় সকলকেই থাকা কর্ত্তব্য।

ওঁ

কবির যিন্‌হ য্যাসা হরি জানিয়া, তিন্‌হকোঁ ত্যাসা লাভ
য্যায়সে পিয়াস্ ন ভজাই, যব্ লাগি ধসে ন্ আর ।৮
কবির রামনাম কি লুট্ হায়, লুটি শকে সো লুট্।
ফেরি পাছে পছ্‌তাহুগে, যব্ তন্ যাঁইহে ছুট্ ।৯
কবির ইস্ দুনিয়ামে আইক্যেয়, ছোরি দেওতোম্ আঁয়েট্।
লেনা হোয় সো লেইলে, উঠি যাতু হায় পায়েট্।১০

৮। কবির বলিতেছেন যিনি যেমন হরিকে জানিয়াছেন তাঁহার সেইরূপ লাভ, যেমন যতটুকু জল পান করিবে, ততটুকু পিপাসা নিবারণ হইবে, যখন একেবারে বেশী পরিমাণে জল খাইবে তখন পিপাসা লাগিবে না।

৯।. কবির বলিতেছেন রামনামের লুট হইতেছে, যদি লুটিবার ইচ্ছা হয় তবে লুটিয়া লও, নচেৎ দেহত্যাগের সময় বড় অনুতাপ হইবে।

১০। কবির বলিতেছেন এই জগতে একমুহূর্ত্তের জন্য আসিয়াছ, অহঙ্কার করিও না। আর যদি নিতে হয় তবে এইবেলা লও, কারণ দিন দিন তোমার প্রাণ উঠিয়া যাইতেছে।

৮। কবির যে যে প্রকার হরিকে জানে, হরি=(যিনি হরণ করেন) অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যে যেমন জানে, তাহার তেমনি লাভ হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার অবস্থায় যে যত থাকিবে তাহার তত—তিন প্রকারের দুঃখ হরণ হয়। পিপাসা ততক্ষণ নিবারণ হয় না যতক্ষণ শরীরের মধ্যে জল প্রবেশ না হয় অর্থাৎ যে অল্পক্ষণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে, তাহার দুঃখ-রূপ পিপাসা নিবারণ হয় না আর যাহার মন ক্রিয়ার পর অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছে তাহার পিপাসা থাকে না।

৯। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থা লুট পড়িয়া রহিয়াছে, লুটিবার বস্তু, ধন কারণ ধন পাই-লেই তৃপ্তি, ক্রিয়ার পর অবস্থা পড়িয়া রহিয়াছে, যাহার ইচ্ছা, ক্রিয়া করিয়া লুটিয়া লও, পিছে পুনঃপুনঃ পছ্‌তাইবে। যখন এই তনু ত্যাগ করিবে, তখন হায় হায় করিব যে যদি আমি সর্ব্বদা ক্রিয়া করিতাম তবে আর আমাকে মরিতে হইত না।

১০। কবির এই পৃথিবীতে আসিয়া তুমি অহঙ্কার করিও না, আর যদি লইতে হয় তবে এই বেলা লও, কারণ শ্বাস দিন উঠিয়া যাইতেছে।

ওঁ

কবির কুরু বন্দে তু বন্দেগি, যো পাওয়ে পাক্ দিদার।
আঁওসর মানুখ্ জন্ম কা, হোয় না বারম্বার।১১
কবির যোহি মারগ্ সাঁই মিলে,তাঁহি চলো করি হোস্।
ফেরি পাছে পছ্তাওগে,কহে না মানসী রোষ।১২
কবির বার বার তো সোঁ কহুঁ, শুন্‌রে মনুয়া নীচ।
বণিজারাকে বয়েল্ যেঁও, প্যায়রে মাহি মিচ।১৩

১১। কবির বলিতেছেন যদি তুমি ভগবান কূটস্থব্রহ্মকে পাইয়া থাক, তাহা হইলে বন্দনা করিয়া লও কারণ এরূপ মনুষ্য জন্ম বারম্বার আর হইবে না।

১২। কবির বলিতেছেন যে রাস্তায় ব্রহ্মকে পাওয়া যায় তাহাতে খুব সাবধান হইয়া চলিবে, কারণ তাহা না করিলে পশ্চাতে অনুতাপ হইবে, আর যদি আমার কথা না শুন, তাহা হইলে মনেতে রাগ হইবে।

১৩। কবির বলিতেছেন রে নীচ মন! তোমায় বার বার বলিতেছি! তুমি শুনিতেছ না! তুমি বোল্‌দের বলদের ন্যায় (বল্‌দে=যাহারা বলদের পৃষ্ঠে মাল বোঝাই করিয়া হাটে বা বাজারে বিক্রয় করে, তাহাদিগকে বোল্‌দে কহে) মাটি ভাঙ্গিয়া হাটে বাজারে মিথ্যা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

১১। কবির আত্মারাম গুরু বলিতেছেন হে বন্দে! তুমি বন্দেগি কর, বন্দে অহং—কারণ বন্দা হইতে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আত্মা হইয়াছেন। আত্মা তুমি আপনাকে আপনি কর অর্থাৎ ক্রিয়া কর। যদি পবিত্র চক্ষু অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মকে পাইয়া থাক, এই একটুমাত্র অবসর পাইয়াছ কারণ ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্য জন্ম পাইয়াছ। আর মৃত্যুর পরই যে আবার মানুষ হইবে তাহাও নহে, কারণ মনুষ্য দেহ বারম্বার পাওয়া যায় না অর্থাৎ যে যেমন যেমন পাপ করিবে সে তেমনি তেমনি জন্ম পাইয়া আবার মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিবে।

১২। কবির যে রাস্তায় ব্রহ্ম পাওয়া যায়, সে রাস্তায় হুঁসিয়ার হইয়া চল, নতুবা পশ্চাতে পছ্তাইবে। আমার কথা যদি না শুন, তবে মনে মনে রাগ করিবে—কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় নেশায় অচৈতন্য হইলেই পড়িয়া যাইয়া মাথা ফাটিয়া গেলে মনে হয়, যে ভাল ক্রিয়া পাইয়াছি, মাথাটা ভাঙ্গিয়া গেল।

১৩। কবির আত্মারাম গুরু বলিতেছেন যে, রে নীচ! তোকে বারম্বার কহিতেছি তথাপি

ও

বণিজারে কে বয়েল্ যেঁও, টাণ্ডা উৎরা আয়।
এক নহকে ছুনা ভায়ি, এক্ চলে মূল্ গোঁয়ায়।১৪
কবির বণিজারেকে বয়েল্ যেঁও, ভরমৎ ফিরে চৌহুঁ দেশ।
খাঁড় লহে ভূষ্ খাত্তু হায়, বিন্ সৎগুরু উপদেশ।১৫

১৪। কবির বলিতেছেন, বোল্‌দের গরুর পিটের যে বোঝা তাহা দুইদিকের বোঝা নামাইলে খালাস পায়, খালাসই লাভ, এক মূলে ছুনা ব্যাপার হইল, কেহ বা এক মূল্য লইয়া চিরকাল কাটাইল! কেহ বা মূল ও খোয়াইল।

১৫। কবির বলিতেছেন বোল্‌দের বলদ যেমন খাঁড় গুড় বোঝাই করিয়া, চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু সৎগুরুর উপদেশ অভাবে গুড় বোঝাই থাকাতেও ভুষী খাইতেছে।

তুই শুনিতেছিস্ না! যে মন না কহিতে করে, সে উত্তম, যে বলিলে করে সে মধ্যম, আর যে বলিলেও করে না, সে নীচ। তুই বল্‌দেদের গরুর ন্যায় মিথ্যা মাটি ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া চলিতেছিস্, (বলদে = যাহারা গরুর উপর বোঝাই লইয়া ব্যবসা করে, এই সকল লোকের অল্প পুঁজি, অল্প লাভের নিমিত্ত অধিক দূর যায়।) সেই প্রকার রে নীচ! অল্প পুঁজির ব্যবসায়ীর বোঝাবহা মন! তুই মিথ্যা বেড়াইতেছিস্! সামান্য পুঁজির ব্যবসা—পুণ্য হবে, ইন্দ্রলোকে যাইব ইত্যাদি। এইরূপ বোঝা যে মন বহন করে সে নীচ।

১৪। কবির বল্‌দের গরুর যেমন দুইদিগের বোঝা নামাইলে খালাস পায়। আর কোন বলদের ছুনা লাভ হয়, আর কাহারও বা মূলধনের হানি হয়। বল্‌দে = কূটস্থ, বলদ আত্মা; আত্মার দুইদিকের বোঝা—ইড়া পিঙ্গলা যাইয়া যখন সুষুম্নায় চলিতে থাকে, তখন আত্মা খালাস হয়। আর কোন কূটস্থের ছুনা লাভ হয় অর্থাৎ কেবল বাহিরের ৩টী চলিতেছে; জিহ্বা উঠিলে ভিতর বাহির দুই। আর কোন কূটস্থ তত্ত্বের মজা উড়াইয়া শীঘ্রই দেহ ত্যাগ করে।

১৫। কবির বল্‌দের গরু চতুর্দ্দিকে বেড়াইতেছে আর খাঁড় বোঝাই লইতেছে, ভুষা খাইতেছে অর্থাৎ কূটস্থের অধীন যে মন তিনি চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন অথচ কূটস্থকে বহিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু সৎগুরুর উপদেশ না পাওয়ায় ভুষা খাইতেছেন।

ওঁ

কবির হরিকা নাম লে, ত্যজি মায়া বিখ্ বোজ্।
বার্ বার নাঁহি পাই হো, মানুখ্ জনম্ কি মোজ্।১৬
কবির জোরাআয়ে জোর কিয়া, পিয়াআপনা পহিচাঁন্।
লেনা হোই সো লেইলে, উঠৎ হায় খরিহান্।১৭
কবির যৌবন যাসি দেঁহ ত্যজি, চলে নিশান্ বজায়।
শির্ পর শ্বেত সরায়চা, দিয়া বুঢ়াপা আয়।১৮

১৬। কবির বলিতেছেন মায়ারূপ বিষ ত্যাগ করিয়া হরিনাম গ্রহণ কর, এমন মনুষ্য জন্মের মজা বারম্বার পাইবেনা।

১৭। কবির বলিতেছেন যখন শরীরে বল আসিল তখন বায়ু ও জোর করিল, তখন আপনাআপনি স্বামীকে চিনিতে পারিল, এখন যাহা তোমার পাইবার ইচ্ছা থাকে তাহা তাঁহার নিকট চাহিয়া লও; শস্য তুলিবার সময় উপস্থিত হইলেই খামারে (খামার=যেখানে শস্য রাখে।) উঠায়।

১৮। কবির বলিতেছেন যৌবন যখন দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন চিহ্ন স্বরূপ নিশান উড়াইয়া চলে অর্থাৎ মস্তকে পাকা চুল ও বৃদ্ধ অবস্থা আসিয়া দেখা দিল।

১৬। কবির আত্মারাম গুরু বলিতেছেন, যে ক্রিয়া করিয়া লও, আর বিষস্বরূপ মায়াত্যাগ কর, বিষ—বিষ খাইলে বড়ই গা জ্বলে, সেই প্রকার টাকা আর স্ত্রীর আশা মিটে না। আশা না মিটিলেই যন্ত্রণা হয়, আর মায়ার মজার স্রোতে একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই, এই নিমিত্ত মায়া ত্যাগ কর, কারণ বারম্বার মনুষ্য জন্ম ও তাহার মজা পাইবে না, মনুষ্য জন্মের মজা এক ক্রিয়ার পর অবস্থা।

১৭। কবির বলপূর্ব্বক ক্রিয়া করাতে সুষুম্নাতে পিচকারীর মত জোরে যাওয়ায়, বায়ু তখন জোর করিল, জোর হইলেই আপনার স্বামী পুরুষোত্তম তিনি উপস্থিত হইলেন, তুমি চিনিয়া লও, খামার উঠিবার সময় হইয়াছে, খামার যখন থাকে তখন সকলে ব্যস্ত হইয়া শস্য গোলায় উঠায়। গোলায় শস্যপূর্ণ হইলে, গৃহস্থ তৃপ্ত হয়, সেইপ্রকার উত্তম পুরুষ আসিয়া উপস্থিত যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লও, কারণ ঐ অবস্থার পর ইচ্ছা থাকে না গোলায় স্থান না থাকায়।

১৮। কবির মাথার উপর শ্বেত সরায়চা স্বরূপ নিশান উড়াইয়া দেহ ত্যাগ করিয়া যৌবন চলিলেন, তখন বৃদ্ধাবস্থা আসিল এই নিমিত্ত যাহা পার—যৌবনেতে করিয়া লও।

ও

কবির জোরা আয়ে জোর কিয়া, যোয়ানী দিনহ পিট।
আঁখন্ উপর কে চুলি, বিখ্ ভর খায়ে মীঠ্।১৯
কবির কাণনহ লাগি বোল্ কহে, মন নেহি মানে হারি।
রাজ বেরাজি হোত্ হায়, শাকে তো রাম সম্ভারি।২০
কবির উচাঁ দিশেই ধৌ রহরা, মটি চিতাওয়ে শোল।
এক্ হরিকে নাম বিনু, যম্ পারেগা রোল।২১

১৯। কবির বলিতেছেন যৌবন গত হইয়া বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত, এখন বলের দ্বারায় সাধনে অক্ষম, শরীর শীথিল হইয়া গিয়াছে, চক্ষে ছানি পড়িয়াছে, পূর্ব্বে যে সকল জিনিস মিষ্ট ভাবিয়া বিষ ভক্ষণ করিয়াছে, এক্ষণে তাহার জ্বালায় অস্থির হইতেছে, আবার কালও নিকট।

২০। কবির বলিতেছেন কাণের কাছে কথা কহিতে হইতেছে, কারণ কাণে শুনিতে পায় না, মনও মানেনা, সকল বিষয়েই খিট্‌খিটে হইয়াছে, কোনটাতে বা রাজি হইতেছে কোনটাতে বা অরাজি হইল, তৃপ্তি কিছুতেই নাই এ অবস্থায় পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় আত্মারাম, রামচন্দ্র সম্বল হইলে, আর কষ্ট হয় না।

২১। কবির বলিতেছেন বৃদ্ধাবস্থায় সাধন ভজন বড় কষ্ট, উচ্চ ও দূর বোধ হয়, তাহার উপর আবার মায়া চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে এমন অবস্থায় হরিনাম বিনা নিস্তার নাই নচেৎ একদিবস যম কান্না কাটি লাগাইয়া দিবেন।

১৯। কবির কাল আসিয়া জোর করিতেছে, অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় শরীর শীথিল হইয়া গিয়াছে, যৌবন চলিয়া গিয়াছে, চক্ষে ছানি পড়িয়াছে, যে সকল বিষ ভরা দ্রব্যসকল মিষ্ট বলিয়া খাইয়াছে, এক্ষণে তাহার জ্বালায় অস্থির অর্থাৎ মৃত্যু উপস্থিত।

২০। কবির বৃদ্ধাবস্থায় কাণে কম শুনিতে পাওয়ায়, মুখের কাছে কাণ লইয়া শুনে এবং শুনিতে না পাওয়ায়, বারম্বার জিজ্ঞাসা করে, কারণ কাণে শুনিতে পাইতেছে না বলিলা কি হয়, মন যে মানে না, যদি অভিপ্রেত বিষয় পাইল তবেই রাজি—নতুবা বেরাজি হইল, এই বৃদ্ধাবস্থার যন্ত্রণা হইতে কেবল এক রামই রক্ষা করিতে পারেন অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে ঐ কষ্ট হয় না।

২১। কবির বৃদ্ধাবস্থায় ভজন করা বড়ই উচ্চ ও দূর বোধ হওয়ায়, ভজন বড়ই কঠিন

কবির ত্যজি ছুটা সহরমে, কসবে পরি পুকার।
দরওয়াজা দিয়া রহ, নিকলি গেয়া অসোয়ার।২২

২২। কবির বলিতেছেন-মনস্বরূপ আত্মা সহায় ছাড়িয়া যাওয়াতে পাড়ার লোকেরা চীৎকার করিতেছে, দরওয়াজা সব বন্ধ রহিয়াছে, অথচ যিনি ছিলেন তিনি নাই।

বোধ হয়, আর তখন যে ঘরে আছেন তাহারই উপর মায়া বাড়াইতেছেন ও নাতি পুতিকে প্রেম করিয়া ডাকিতেছেন। এক হরির নাম (ক্রিয়া) বিনা যম এক দিবস কান্নাকাটি পাড়িবে!

২২। কবির শরীররূপ সহরে মনরূপ ঘোঁড়া ছুটিয়াছে, আর শরীরের ছোট ছোট পাড়া সকল চীৎকার করিতেছে, যে চক্ষে ছানি পড়িল ইত্যাদি। দরওয়াজা সকল দেওয়া রহিয়াছে অর্থাৎ চক্ষু, কাণ, হাত, পা, যেমন তেমনই রহিয়াছে, মনঘোড়ার সোয়ার যে কূটস্থ ব্রহ্ম তিনি চলিয়া গেলেন।

লিখ্তে ভক্তি কি অঙ্গ্।

ভক্তির বিষয় বর্ণনা

—:-(:*:)-:—

ভক্তি দিলাওল্ উপজি, ল্যায়ে রাঁমানন্দ্।
পরগট্ কিয়া কবিরজী, সাত দ্বীপ্ নও খণ্ড্।১
কবির ভক্তি নিশেনী মুক্তি কি, চড়ে সন্ত্ সভ ধায়ে।
যিন্হ প্রাণী আলস্ কিয়া, জন্ম গয়ে জহড়ায়ে।২

১। রামানন্দ ভক্তি স্বরূপ বীজ আনিয়া দিলেন, আর কবিরজী সপ্তদ্বীপ ও নবদ্বার প্রকাশ করিলেন।

২। কবির বলিতেছেন ভক্তিই মুক্তির চিহ্ন স্বরূপ, সাধু=সন্তরা তাহাতে চড়িয়া চলিয়াছেন, যে প্রাণী তাহাতে আলস্য করে, তাহার জন্ম বিফলে গেল।

১। ভক্তি=গুরু বাক্যে বিশ্বাস। গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিয়া করিতে করিতে মনেতে উৎপত্তি হইল, যেমন বীজ ও তাহার ভিতর অঙ্কুর রহিয়াছে। ক্ষেত্রাভাবে অঙ্কুরিত হইতেছে না, উপযুক্ত মৃত্তিকা পাইলেই অঙ্কুরিত হয়, তেমনি ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের অলৌকিক ক্ষমতা সর্ব্বত্রে, কবির সাহেব ভক্তিরূপ মৃত্তিকাতে ব্রহ্মবীজ রোপণ করাতে হৃদয়ে অলৌকিক ক্ষমতা সকল জন্মাইল, এই বীজ রামানন্দ আনিলেন, আর কবিরজী প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ কবির সাহেব সপ্তদ্বীপা অর্থাৎ সপ্ত নাড়ী ও নবদ্বার যুক্ত শরীরে প্রকাশ হইলেন।

২। গুরুবাক্যে বিশ্বাসই একমাত্র মুক্তির চিহ্ন, যে বিশ্বাসের উপর সন্ত সকল চড়িয়া চলিতেছেন। সন্ত=যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা আছেন, যে সন্ত ঐ অবস্থায় থাকিতে আলস্য করেন, তাঁহার জন্মই ফাঁকে পড়িল অর্থাৎ যাহা হওয়া আবশ্যক তাহা হইল না।

ওঁ

কবির কাজ্ ছরে নহিঁ ভক্তিবিন্,লাক্ কথরে যও কয়ে।
শব্দ সনেহি হোয় রহে,ঘর্কো পঁহুচেয় শোয়ে।৩
কবির ক্ষেৎ বিগারে খড়্খুয়া, সভা বিগারে কুর্।
ভক্তি বিগারে লালুচী, যেঁও কেশরীমে ধূর্ ।৪

৩। কবির বলিতেছেন বিনা ভক্তি বিশ্বাসে কাজ হয়না, লক্ষ লক্ষ কথায় কিছু হইবেনা। যাঁহার ওঁকার ধ্বনিতে স্নেহ জন্মিয়াছে, আর যিনি ঐ ওঁকার ধ্বনির ঘরে পৌছিয়াছেন, তাঁহারি হইতে পারে।

৪। কবির বলিতেছেন ক্ষেত্র যেমন আগাছায় নষ্ট করে, আর সভা যেমন কুষ্ঠ রোগীতে নষ্ট করে অর্থাৎ সভার মধ্যে যদি একটি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি থাকে তাহাকে দেখিযা যেমন সকলের মনে ঘৃণা হয় ও সেই সভায় কেহ না বসিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেয়, লোভও তদ্রূপ ভক্তিকে নষ্ট করে—যেমন জাফ্রানে ধূলা লাগিলে হয়।

৩। কবির, বিশ্বাস বিনা কোন কাজের উন্নতি হয় না। লক্ষ কথা বকিয়া খুন হয়, শাস্ত্রের বচন খুব বলে, কিন্তু বিশ্বাস নাই বলিয়া কাজ করে না। শব্দেতে যাহার স্নেহ হয় অর্থাৎ ওঁকার ধ্বনিতে যাহার স্নেহ হয়, সে ঘরে পঁহুছায় অর্থাৎ যতক্ষণ ওঁকার ধ্বনি শুনে ততক্ষণ বায়ু স্থির থাকে, বায়ু স্থির থাকিতে থাকিতে, ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৪। ক্ষেত্র যেমন কুশা ও খড়ে নষ্ট করে অর্থাৎ ধানের জমিতে উলুখড় হইলে তাহাতে ধান হয় না। কুষ্ঠরোগীতে সভা নষ্ট করে। সভার মধ্যে কুষ্ঠরোগী থাকিলে দেখিতেও বিশ্রী হয় ও যাহারা সভায় থাকে তাহাদের মনেও ঘৃণা হয়। ভক্তি লোভেতে নষ্ট করে অর্থাৎ আমার ইচ্ছা আছে যে আমি ওঁকার ধ্বনি শুনিব। যতক্ষণ ওঁকার ধ্বনি না শুনিতেছি ততক্ষণ গুরুবাক্যে বিশ্বাস হইল না। বিশ্বাস না হইলে ভক্তি হইল না, ভক্তি না হইলে কার্য্য হইল না। কেশরে যেমন ধূলা অর্থাৎ জাফ্রান্ খাইলে সৎগন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে ধূলা থাকিলে, দাঁতে কচ্ কচ্ করিয়া লাগায় অসুখ হওয়ায়, মন দাঁতেরদিকে থাকায় গন্ধ পাইল না, সেই প্রকার ওঁকার ধ্বনিরদিকে মন না থাকায়, হায়! ওঁকার ধ্বনি ইহাতে শুনিতে পাই কি না—এই প্রকার মনে হওয়ায় ক্রিয়ায় ভক্তি হইল না। ভক্তি না হওয়ায় ক্রিয়ার কোন ফল হইল না। এইজন্য ইচ্ছা রহিত হইয়া গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ক্রিয়া করিলেই ফল হয়।

ওঁ

কবির তিমিরি গই রবি দেখ্‌তে, কুম্‌তি গই গুরুজ্ঞান।
সত্য গই এক্‌ লোভ্‌তে, ভক্তি গই অভিমান।৫
কবির ভক্তি ভাও ভাদো নদী, সভে চলে যহরায়ে।
সলিতা সোই সরাহিয়ে, যো জেঠ্‌ মাস ঠহরায়ে।৬

৫। কবির বলিতেছেন (রবি) সূর্য্য দেখাতে (তিমির) অন্ধকার নষ্ট হইয়াছে, সৎগুরুর জ্ঞানেতে কুমতি নষ্ট হইয়াছে, সত্য যিনি তিনি এক লোভেতেই নষ্ট হইয়া থাকেন, ভক্তিও অভিমানেতে নষ্ট হইয়া যায়।

৬। কবির বলিতেছেন ভক্তির ভাব ভাদ্র মাসের নদীর ন্যায়, সে টানেতে যে পড়ে সেই চলিয়া যায়, যিনি জ্যৈষ্ঠ মাসের ন্যায় শুক্‌না অবস্থা জানিয়াও যাইতে পারেন, তিনিই উত্তম।

৫। কবির সূর্য্যস্বরূপ কূটস্থ দেখাতে অন্ধকার দূর হইল, আত্মারাম গুরুকে জানাতে কুমতি দূর হইল অর্থাৎ সর্ব্বদা আত্মায় মন রাখিলে আর কুমতি থাকে না। সত্য এক লোভেতেই যাইলেন। সত্য = ব্রহ্ম, লোভ বশতঃ অন্যদিকে মন যাওয়ায়, মন ব্রহ্ম ছাড়া হইল, অভিমান হেতু ভক্তি যাইল, অর্থাৎ আমি জানি না বলিয়া গুরুর নিকট যাইলাম, আমার উচিৎ গুরু যাহা বলেন তাহাই শুনা, কারণ যাহা জানি না তদ্বিষয়ে কথা কহা উচিত নহে। তাহা না করিয়া অলৌকিক বিষয়ে তর্ক করিতে আরম্ভ করিলাম, আমি বুঝিতে না পারায় গুরুবাক্যে বিশ্বাস হইল না। আমার আত্মায় থাকা উচিত, কারণ আত্মার অতিরিক্ত আমার জানিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু অভিমান হেতু আত্মার অতিরিক্ত ব্রহ্ম কেন এই সৃষ্টি করিলেন।

৬। কবির গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা—যাহা ভাদ্রমাসের নদীর ন্যায় অর্থাৎ ভাদ্র মাসের নদী যেমন মহা বেগবতী হয়, সেইপ্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় নেশা হয়, আর ভাদ্র মাসের নদী যেমন সমস্ত বস্তু টানিয়া লইয়া যায়, সেইপ্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় ইচ্ছা চলিয়া যায়। সকল নদীই ভাদ্র মাসে প্রবল কিন্তু সেই নদীই উত্তম যে জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রবল থাকে। সেই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় সকলেরই নেশা হয় কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের ন্যায় উৎকট দুঃখেতে যাহার ঐ অবস্থা না যায় সেই উত্তম।

ওঁ

কবির কহেঁ পুকরি কৈ, ক্যা পণ্ডিৎ ক্যা শেখ্।
ভক্তি হেতু শব্দে গহে, বহুরি না কাছে ভেখ্।৭
কবির কামী ক্রোধী লাল্‌চী, ইন্‌হতে ভক্তি না হোয়ে।
ভক্তি করে কৈ শূরীয়াঁ, তন্ মন্ লজ্জা খোয়ে।৮
কবির ভক্তি দোয়ার হায় সাঁকরা, রহি দশয়ে ভায়।
মন ঐরাওৎ হোয়ে রহা, কিস্ বিধি পয়টা যায়।৯

৭। কবির উচ্চৈস্বরে পণ্ডিত ও শেখ্‌কে কহিতেছেন ভক্তির জন্য ওঁকার ধ্বনিতে রত হও, তাহা হইলে আর মিথ্যা ফোঁটা কৌপীন লইয়া ভেক করিতে হইবে না।

৮। কবির বলিতেছেন কামী ও ক্রোধী ও লোভী ইহাদের ভক্তি হয় না। শরীর, মন, লজ্জা ইহা নষ্ট করিয়া কোন কোন শূর ভক্তি করিয়া থাকেন।

৯। কবির বলিতেছেন ভক্তির দ্বার অতি সূক্ষ্ম। যাহা দশদ্বার দিয়া সূক্ষ্মরূপে জানা যাইতেছে; মন যিনি তিনি ত (ঐরাবত) হস্তীর ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন, কি উপায়ে তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবে?

৭। কবির সাহেব উচ্চৈঃস্বরে পণ্ডিত ও শেখ্‌কে কহিতেছেন বিশ্বাসের নিমিত্ত ওঁকার ধ্বনিতে মগ্ন হও, তবেই বুঝিতে পারিবে ও বিশ্বাস হইবে। এইটি আমাতেই ছিল অথচ জানিতাম না, বিশ্বাস হইলেই আর তীলক ফোটা কৌপীন লইয়া ভেক করিতে হইবে না।

৮। কবির, কামী = যাহাঁর ইচ্ছা আছে শরীরের। ক্রোধ = রাগ মনের। লাল্‌চী = লোভী, এই তিন প্রকার ব্যক্তির ভক্তি হয় না, কারণ মন ত ফলের দিকে থাকে। আর যে ব্যক্তি শূর তাহারই ভক্তি, কারণ সে শরীরের অর্থাৎ যোগাসনে থাকায় কেহ ঠাট্টা করায় গ্রাহ্য করে না, কাহারও মনস্তুষ্টি নিমিত্ত আত্মা ছাড়া হয় না, কেহ বিদ্রূপ করিলে লজ্জা করে না ও সকলের কথা তুচ্ছ করিয়া ক্রিয়া করে।

৯। কবির বিশ্বাসের দরজা অতি সূক্ষ্ম, যাহা দশদ্বার দ্বারা সূক্ষ্মরূপে অনুভব হইতেছে। ব্রহ্মের অণুর ন্যায় অর্থাৎ কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্র, কাণে ওঁকার ধ্বনি, নাকে দূর ঘ্রাণ, জিহ্বায় অমৃত, ত্বচার স্পর্শ। এই প্রকার দুই নাক, দুই চক্ষু, এক মুখ, এক লিঙ্গ, এক গুহ্য, এক লোমকূপ, ব্রহ্মের অণু দ্বারায় সূক্ষ্মরূপে অনুভব হইয়া থাকে। ঐ সূক্ষ্ম ব্রহ্মে (ঐরাবত) হাতীর মত মন কি উপায়ে ব্রহ্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিবে।

ও

কবির জ্ঞান ন বেধিয়া, হীদ য়া নহিঁ জুড়ায়ে।
দেখা দেখি ভক্তি করে, রঙ্গ নঁহি ঠাহরায়ে।১০
কবির ছেমা ক্ষেৎ ভল জোতিয়ে, সুমিরণ বীর্জ জমায়ে।
খণ্ড ব্রহ্মাণ্ড শুখা পরৈ, ভক্তি বীজ নহি যায়ে।১১
যেঁও জল প্যারো মছরি, লোভী প্যারো দাম্।
মাত্ হি প্যারো বালকা, ভক্তি পিয়ার রাম।১২

১০। কবির বলিতেছেন জ্ঞানকে ভেদ করিতে না পারিলে হৃদয় শীতল হয় না। আর যাঁহারা দেখাদেখি ভক্তি করেন তাঁহারা প্রকৃত শান্তি পান না।

১১। কবির বলিতেছেন ক্ষমারূপ ক্ষেত্রে ভালরূপ লাঙ্গল দাও, তাহাতে স্মরণরূপ বীজ রোপণ কর, খণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড শুকাইতে পারে, কিন্তু ভক্তিরূপ বীজ বিফল হয় না।

১২। বলিতেছেন মৎস্য যেরূপ জলে থাকিতে ভালবাসে এবং জলরহিত হইলে প্রাণত্যাগ করে, লোভী ব্যক্তিও তদ্রূপ পয়সা ব্যতীত কিছুই চাহে না। যেমন বালক মা ছাড়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ ভক্তিও রাম ছাড়া থাকে না।

১০। কবির জ্ঞানকে ভেদ করিতে না পারিলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় প্রবেশ করিয়া না থাকিলে, হৃদয় জুড়ায় না, দেখা দেখি যে ভক্তি করে অর্থাৎ অন্যের ভাল হইয়াছে দেখিয়া যে ভক্তি করে তাহার রঙ্গ থাকে না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

১১। কবির ক্ষমারূপ ক্ষেত্রকে ভালরূপে লাঙ্গল দিয়া চাষ দেও, আর স্মরণরূপ বীজ তাহাতে জমাও অর্থাৎ পুঁতিয়া দেও, খণ্ড ব্রহ্মাণ্ড শুকাইয়া যায় কিন্তু ভক্তি বীজ যায় না।

ক্ষেত্র=যাহাতে ফসল হয়, ক্ষেমারূপ ক্ষেত্রের ফসল যে বলে তাহার হয় অর্থাৎ যোগীকে যে কটু কহে, যোগী ঐ কটু বাক্যকে ক্ষমা ক্ষেত্রে বপন করেন, এবং তাহার ফল যে কর্কশ বলে তাহার হয়। ক্ষমা ক্ষেত্রেতে ভালরূপে চাষ দেও, চাষের দুই বলদ, ইড়া পিঙ্গলা, আর ফাল সুষুম্না অর্থাৎ সুষুম্নাতে সর্ব্বদা ভালরূপে থাক। সুমিরণ্ (ক্রিয়ার পর অবস্থা) বীজ জমাও অর্থাৎ সমাধিতে সর্ব্বদা থাক, খণ্ড=টুকরা অর্থাৎ একবার কূটস্থের অণুতে থাকিলে আবার এদিকে আসিলে এ প্রকারে শুকাইয়া যায়। আর অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বদা কূটস্থের অণুতে থাকিলে, জমে যায়। ভক্তি বীজ যায় না অর্থাৎ সিদ্ধ না হইলেও পর জন্মে তাহার বিশ্বাস থাকে।

১২। যেমন মৎস্য জল ভাল বাসে, সর্ব্বদাই মৎস্য জলে থাকে, যদি মুহূর্ত্তকাল জল

ওঁ

কবির ভক্তি ভেখ্ বড় অন্তরা, যৈছেঁ ধরণী অকাশ্ ।
ভক্ত যো সুমিরৈ রাম কো, ভেখ্ জগৎ কি আশ্ ।১৩
কবির পর্ ন্যা তাতে হোৎ হৈ, মন্‌তে কিযে ভাও ।
পরমারথ্ পরতীৎ মে, এহ তন্ রহে কি যাও ।১৪

১৩। কবির বলিতেছেন ভক্তি ও ভেক বড় অন্তর—যেমন আকাশ ও পৃথিবী। ভক্তই রামকে স্মরণ করেন, আর ভেকধারী, জগতেরই আশা করিয়া থাকেন।

১৪। কবির বলিতেছেন তোমার পরেতে (ইন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট শরীরেতে) আত্মবোধ হইতেছে এবং মনেতে যে ভাব হইতেছে তাহাই করিতেছে, যখন তোমার পরমার্থ প্রতীতি হইবে, তখন আর এই শরীর যাউক বা থাকুক তাহাতে ক্ষতি হইবে না।

ছাড়া হয় তবে ছট্‌ফট্ করে। লোভী ব্যক্তি পয়সা ছাড়া কিছুই চাহে না, বালক মাকে ছাড়া কিছুই ভাল বাসে না, সেই প্রকার ভক্ত আত্মারাম ছাড়া কিছুই চাহে না। আত্মা-ছাড়া অন্যত্রে মন যাইলেই, ভক্তের মৎস্যের মত ছট্‌ফটানি লাগে।

১৩। কবির ভক্তি = গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি, ভেখ্ = ভক্তির নকল।

ভক্তি আর ভেখেতে বিস্তর তফাৎ; যেমন পৃথিবী ও আকাশ। পৃথিবীর উপর দিয়া যেমন সকলে যাইতেছে ও নানাপ্রকার কর্ম্ম করিতেছে, সেই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে, কেহ যদি গালি কিম্বা অনিষ্টজনক কার্য্য করে, যোগা তাহাতে কিছু না বলিয়া পৃথিবীর ন্যায় স্থির থাকেন, আর আকাশ কিছুই নহে কেবল চলিতেছে। যে ভক্ত সে আত্ম-ক্রিয়া করিয়া সমাধি অবস্থায় আত্মারামে থাকেন, আর যে নকল সে আকাশের ন্যায় চলায়-মান জগতের আশা করিয়া থাকে অর্থাৎ স্থিতিপদ পায় না।

১৪। কবির তুমি কে? ব্রহ্ম, কেবল পর যে শরীর তাহার সহিত সম্বদ্ধ করিয়া, তুমি হইয়া সমস্ত কার্য্য করিতেছ যে মনের দ্বারায় সমস্ত কার্য্য তুমি করিতেছ, সে মনেতে প্রেম কর। প্রেম করিলেই এক হইয়া তিন গুণের পর থাকিবে। পরে শ্রেষ্ঠঅর্থ অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা মূল্যবান ধন আর নাই সেই ধনে বিশ্বাস হইবে অর্থাৎ তুমি তাহাই হইয়া যাইবে এ শরীর থাকুক বা যাউক।

ওঁ

কবির যব্ তব্ ভক্তি সকামতা, তব্ তক্ নিহফল্ সেও।
কহে কবির ওহোঁ কোঁও মিলে, নিহংকামী নিজ দেও।১৫

১৫। কবির বলিতেছেন যতক্ষণ সকাম ভক্তি থাকিবে ততক্ষণ তোমার নিস্ফল হইবে। কবির কহিতেছেন নিষ্কামভাবে ভক্তি করিলে নিজদেবতাকে পাওয়া যায় অর্থাৎ যতক্ষণ কামনা থাকিবে ততক্ষণ তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না।

১৫। কবির যে পর্য্যন্ত ভক্তিপূর্ব্বক সকাম হইয়া ক্রিয়া করিবে, ততক্ষণ সে ক্রিয়া তোমার নিস্ফল, কবির সাহেব বলিতেছেন—তুমি কেমন করিয়া পাইবে! কারণ তোমার যে দেবতা কূটস্থ ব্রহ্ম তিনি নিষ্কামী যখন তুমি তাহাই হইবে, তখন তোমার কামনা থাকিবে না, কারণ যতক্ষণ কামনা আছে ততক্ষণ ব্রহ্ম হইতে পারিলে না।

লিখ্‌তে প্রেম্‌ কো অঙ্গ্‌।

প্রেম বিষয়ক বর্ণনা।

——:-(-:-*-:-)-:——

এহ তো ঘর্‌ হৈ প্রেম্‌কা, খালা কা ঘর্‌ নাহিঁ।
শিষ্‌ উতারে ভূঁই ধরে, সো পইটে ঘর্‌ মাহি।১
কবির শিষ্‌ উতারে ভূঁই ধরে, উপর্‌ রাখে পাঁও।
দাস কবিরা এয়োঁ কহে, য়্যায়সা হোয়েতো আও।২

১। কবির বলিতেছেন ইহাই ত প্রেমের ঘর, ইহা ত আর অন্যের ঘর নহে, যিনি মস্তক নামাইয়া ভূমিতে ধরেন, তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবেন।

২। কবির বলিতেছেন মাথা ভূমির দিকে ও পা উপর দিকে রাখিয়া কবির দাস কহিতেছেন,এমনতর পার ত আসিও।

১। ইহাতে প্রেমের ঘর, মাসীর ঘর নহে, মস্তক কাটিয়া মাটিতে ধরিবে সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবে। প্রেম = যে বস্তু হইতে অন্যত্রে মন না যায়। মাসী = মনের মা পরা প্রকৃতি, মাসী এই শরীর, মাসীর বাটীতে দশ দিবস আমোদ প্রমোদ করিয়া ফের বাটীতে ফিরিয়া আইসে। এই শরীরে ইন্দ্রিয়ের সহিত থাকিয়া যে প্রেমের ঘরে যাইবে অর্থাৎ ব্রহ্মে, তাহা হইতে পারে না। শীর্ষ নামাইয়া পৃথিবীতে ধরিবে অর্থাৎ পৃথিবীরূপ ধড় হইতে যখন মস্তকে থাকিবে, তাহার পর যখন মুলাধারে থাকিবে তখন ঘরে অর্থাৎ ব্রহ্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিবে।

২। কবির বায়ু মস্তকে স্থির হইলে, কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হওয়ায় মুলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত সমান হওয়ায় মস্তক হইতে ভূমিতে অর্থাৎ মুলাধারে ধরে আর পা উপরে রাখে (এই দুইটী ক্রিয়া) কবির দাস বলিতেছেন, (যখন এইরূপ ক্রিয়াবান হইবে তখন ঘরে আসিও) এইরূপ হইতে পার ত ঘরে আইস ?

ওঁ

কবির এহ তো ঘর্ হায় প্রেম্‌কা, মারগ্ অগম অগাধ্।
শিষ্ কাট্ পালরা ধরে, লাগে প্রেম্ সমাধ্॥৩
কবির প্রেম্ ভক্‌তিকা ঘড়া, উচা বহুতক্ মাথ্।
শিষ্ কাট্ পগুতর্ ধরে, তব্ পঁহুছেগা হাৎ॥৪

৩। কবির কহিতেছেন ইহা ত প্রেমেরই ঘর, আর আর অগম্যপথে যাইবার ইঁহাই পথ, যদি মস্তক কাটিয়া পাল্লা ঠিক করে অর্থাৎ দুই দিকের পাল্লা সমান করে তাহা হইলেই প্রেমের সমাধি লাগিল।

৪। কবির বলিতেছেন প্রেমরূপ ভক্তির ঘড়া মস্তক ছাড়াও অনেক উচ্চ—হাত দিয়া ছোঁয়া যায় না মাথা কাটিয়া পায়ের নীচে ধরিলে তখন হাতে পাওয়া যায়।

৩। কবির এই ত প্রেমের ঘর হইতেছে। প্রেমের ঘরে যাইবার পথ অগম্য (অর্থাৎ যাহা চলায়মান তাহাই গমনশীল, আর যাহা স্থির তাহাতে যাওয়া আসা নাই, কাজে কাজেই অগম্য) ও অগাধ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যতই থাক না কেন তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। মস্তক কাটিয়া পাল্লায় ধরিলে তখন সমাধির প্রেম লাগিল। মস্তক— সুষুম্না, পাল্লা ইড়া ও পিঙ্গলা। ডাঁড়ীর উপরকার ধরিবার স্থান কাটিয়া ফেলিলেই, দুই খানি পাল্লা পড়িয়া থাকিল, তাহার উপর ডাঁড়ী রহিল, সেই ইড়া পিঙ্গলা স্থির হইয়া সুষুম্না চলিল তখন পাল্লা থাকিল না। তখন ঐ দুই গুণ স্থির হইয়া এক হইল আর উপরে সুষুম্না তত্ত্বে চলিল।

৪। কবির প্রেম, যে না থাকিলে প্রাণ দিতে কষ্ট হয় না, ভক্তি ও প্রেমের ঘড়ার মাথা বড় উঁচু, হাতে পাওয়া যায় না। মাথা কাটিয়া পায়ের তলায় ধরিলে তখন হাতে পাওয়া গেল অর্থাৎ প্রেম ও ভক্তির সহিত ক্রিয়া কর। কিন্তু যতই ক্রিয়া কর না কেন, মস্তকে যাওয়া বড় কঠিন। যখন স্থিরত্ব পদ পাইয়া মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত জোর পড়ে অর্থাৎ বায়ুর শক্তি দ্বারায় এই শূন্যেতে উঠিতে পারে তখন হাতে পাওয়া যায় অর্থাৎ স্থির হইলেই ধরা যায়।

ওঁ

কবির প্রেম ন বাঁরি উপজে, প্রেম ন হাট্ বিকায়।
বিনা প্রেমকা মানোয়া, বান্ধা যমপুর্ যায়।৫
কবির শীষ্ উতারণ ন কাহা, দিন্হো ভাও বতায়ে।
তিনো লোক কা শীষ্ হায়, জোরে উতারা যায়ে।৬
কবির প্রেম পিয়ালা সো পিয়ে, যো শীষ্ দচ্ছিণা দেয়।
লোভী শীষ্ না দে শকে, নাম প্রেমকা লেয়।৭

৫। কবির বলিতেছেন প্রেম জল হইতে উৎপন্ন হয় না, প্রেম হাটেও বিক্রয় হয় না। প্রেমরহিত যে মনুষ্য তিনি, বন্ধন অবস্থায় যমপুরে যান।

৬। কবির বলিতেছেন মাথা কাটিবার কথা যে বলিয়াছি তাহা নহে, উহা এক ভাবের অবস্থার বিষয় বলিয়াছি। তিন লোকেরই মস্তক আছে জোর করিয়া নামালেই যায়।

৭। কবির বলিতেছেন প্রেমামৃত বাটী ভরিয়া তিনিই পান করেন, যিনি নিজ মস্তক গুরুকে দক্ষিণাস্বরূপ দেন। আর লোভীব্যক্তি দিতে পারেন না, খালি নামেতেই প্রেম লইয়াছেন, কাজের প্রেম পান নাই।

৫। কবির প্রেম অর্থাৎ সমস্ত প্রকারে এক হইয়া যাওয়া, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মেতে লীন হওয়া অর্থাৎ "সর্ব্বং ব্রহ্মং জগৎ"। এই প্রেম—জল হইতে উৎপন্ন হয় না এবং মাটি হইতে উৎপন্ন হয় না, অর্থাৎ শরীর নষ্ট ও রক্ত শোষণ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত করিলে প্রেম হয় না। আর স্ত্রী ও মদেও প্রেম হয় না, কারণ উভয়েরই আপন আপন সুখেচ্ছা রহিয়াছে। স্ত্রীর পেট ভরিলে যদি পুরুষের আর খাইতে না হইত, তবে প্রেম হইয়াছে বলিতে পারা যাইত। আর মদে যদি না খাইত—আর অষ্টপ্রহর সর্ব্বতোভাবে এক প্রকারেই নেশা থাকিত, তবে প্রেম বলা যাইতে পারিত। আর হাটেও বিক্রয় হয় না, কারণ কেনা বেচা ব্যবসা লাভের নিমিত্ত যতক্ষণ ইচ্ছা আছে, ততক্ষণ প্রেম হয় না, এমন প্রেম যে মনুষ্যের নাই তাহাকে যম পুরীতে বান্ধিয়া লইয়া যায় অর্থাৎ পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিবার জন্য মৃত্যু হয়।

৬। কবির আগে মস্তক কাটিবার কথা বলিয়াছি, তাহা নহে। ভাব অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থার কথা বলিয়াছি, এই শীষ তিন লোকেরই আছে অর্থাৎ মস্তক (স্বর্গ), হৃদয় (মর্ত্ত্য), পা (পাতাল)। জোরে ক্রিয়ার দ্বারায় নামাইতে পারা যায়।

৭। কবির সেই প্রেমের পিয়ালা পান করিতে পারে, যে আপন মস্তক দক্ষিণা দেয়।

ওঁ

কবির শীষ্ কাট্ পষঙ্গা কিয়া,জীউ সুরাহী ভরিলীন্।
যেহি ভাবে সো আইলে, প্রেম আমি কহি দীন্।৮
কবির প্রেম পিয়ালা ভরি পিয়া, রাচি রহা গুরুজ্ঞান।
দিয়া নাগরা শব্দ কা, লাল্ খাড়ে ময়দান।৯

৮। কবির বলিতেছেন মস্তক কাটিয়া, পাষাণ ভাঙ্গিয়া, জীব কুঁজারূপ শরীরে প্রেম ভরিয়া লইলেন। যে ব্যক্তি ভরিয়া লইতে ইচ্ছা কর আসিয়া—ভরিয়া লও, ইহাই অগম্য প্রেম, দীন কবির ইহা কহিয়া দিয়াছেন।

৯। কবির বলিতেছেন প্রেমামৃত বাটী ভরিয়া পান কর, তাহা হইলেই গুরুর রচনা সকল জানিতে পারিবে। নাগরার স্বরূপ ওঁকার ধ্বনির শব্দ শুনিতে পাইবে। যখন লাল (অমূল্য মণি বিশেষ) স্বরূপ ব্রহ্ম ময়দানে খাড়া হইবে।

লোভী যে সে মস্তক দিতে পারে না, কেবল প্রেমের নাম করিয়া থাকে। যখন আমি নাই তখন মাথা নাই অর্থাৎ সমাধি অবস্থাতে আমি নাই। মস্তকে বুদ্ধির স্থান এই নিমিত্ত মস্তককে প্রধান বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। লোভী=যাহারা সর্ব্বদা লাভের চেষ্টা করে, তাহারা ক্রিয়া করিতে চাহে না, কারণ ও করিলে কিছু হইবে কি না, লোভীরা আগে ফল চাহে, কেবল তাহারা মুখে বলে। মুক্তি হইলে নিস্তার নতুবা পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম ভোগ।

৮। কবির মস্তক কাটিয়া পাষাণ ভাঙ্গ। পাষাণ পাল্লার একদিক ভারি ও একদিক হাল্কা, এই দুই পাল্লার একটী রজঃগুণ তমঃগুণ, আর একটী সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণ—পূজা পাঠ ইত্যাদি। রজোগুণে তমোগুণে বিষয় ও স্ত্রী। সত্বগুণ মস্তকে, মস্তক ভারি, আর যত কিছু সকলই মস্তক হইতে হয়, মস্তক না থাকিলে শরীর নাই। এই নিমিত্ত মস্তক ভারি, ক্রিয়া করিতে করিতে মস্তকে স্থির হওয়াতে যত কিছু দুষ্টুমি সকলি থাকিল না, এই স্থিরকে মূলাধারে লইয়া আসায়, তিন গুণই সমান হইয়া গেল, আর সুরাইয়ের মাথা নাই, অর্থাৎ গলা হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত বরাবর সমান টান থাকিল। যে ব্যক্তি এই সুরাই ভরিতে ইচ্ছা কর, আসিয়া ভরিয়া লও, প্রেম যে সে অগম্য। কবির সাহেব বলিয়া দিলেন অর্থাৎ চলায়মান যেখান সেখানে গমনাগমন—আর যেখানে স্থির সেখানে গতি নাই।

৯। কবির, প্রেম=এক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রেমের বাটি ভরিয়া পান কর। প্রেমের বাটী=মস্তক। শরীররূপ কূপ হইতে প্রেমের বাটী ভরিয়া লও, অর্থাৎ ক্রিয়ার কর, তখন আত্মারাম গুরুর বচন সকল জানিতে পরিবে অর্থাৎ অপূর্ব্ব, সুন্দর, অদ্ভুত কাণ্ড সকল

৪

কবির ছিন্ পড়ে ছিন্ উতরে, সোতো প্রেম ন হোয়।
আট্ পহর লাগা রহে, প্রেম কহাওয়ে সোয়।১০
কবির আয়া প্রেম্ কাঁহা গেয়া, দেখায়া সব্ কোয়।
পল্ রোয়ে পল্ মো হাঁসে,সোতো প্রেম্ না হোয়।১১
প্রেম্ প্রেম্ সব্হিঁ কহে, প্রেম্ না চিন্হে কোয়।
যোঁহি ঘট্ প্রেম্ পিঞ্জর বসে, প্রেম্ কহাওয়ে সোয়।১২

১০। কবির বলিতেছেন একবার উঠিতেছে একবার পড়িতেছে, সেও ত প্রেম হই-তেছে না; অষ্টপ্রহরই যিনি লাগিয়া রহিয়াছেন তাঁহার প্রেমই প্রেম।

১১। কবির বলিতেছেন প্রেমত আসিয়াছিল আবার কোথায় গেল; সকলেই কিন্তু দেখিয়াছিলেন এক মুহূর্ত্তে হাঁসিতেছে, একমুহূর্ত্তে কাঁদিতেছে সেও ত প্রেম হইলনা।

১২। কবির বলিতেছেন প্রেম প্রেম ত সকলেই বলিতেছেন কিন্তু প্রেমকে কেহই চিনেন না, যাঁহার দেহরূপ পিঞ্জরে প্রেম বসিয়াছে তাঁহার প্রেমই শোভা পায়।

দেখিবে—আর তখন নাগরার শব্দের মত ওঁকার ধ্বনি শুনিতে পাইবে এবং লাল স্বরূপ অমূল্য কূটস্থ ব্রহ্ম তিনি ময়দানে (অর্থাৎ যেখানে কেহই নাই) দেখা দিলেন।

১০। কবির ক্ষণেক নেশা আছে, ক্ষণেক নাই এপ্রকার হইলে তাহাকে প্রেম কহে না। অষ্ট প্রহর এক ভাবে যাহার নেশা থাকে, তাহারই প্রেম হইয়াছে বলা যায়।

১১। কবির প্রেম আসিয়াছিল আবার কোথায় গেল, সকলেই দেখিয়াছে, এক পলের মধ্যে কাঁদে ও পল মধ্যে হাঁসে সে ত প্রেম নহে অর্থাৎ ক্রিয়াবান মাত্রেই কিছুক্ষণ নেশা হইল, পরে কোথায় গেল! যখন নেশা ছিল তখন আনন্দ, আর যখন নাই তখন নিরানন্দ এ প্রকার নেশাকে প্রেম বলে না। অষ্টপ্রহর যাহার নেশা থাকে তাহারই প্রেম।

১২। প্রেম প্রেম সকলেই বলে কিন্তু কেহই প্রেম যে কি তাহা চিনে না। যে ঘটে প্রেম পিঞ্জর বসে তাহাকেই প্রেম কহে অর্থাৎ সকলেই বলিয়া থাকে যে ঈশ্বরে প্রেম না হইলে সকলই বৃথা কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থা যে কি তাহা চিনে না। যে মস্তকে প্রেমের খাঁচা

ওঁ

কবির প্রেম্ ন চিন্‌হিয়া, চাখি ন কিন্‌হো সোয়াদেয়।
শুনে ঘর্‌কা পাহুনা, যেঁও আওয়ে তেঁও যায়।১৩
কবির প্রেম্ পিয়ারে লাল্ সো, মন্ মো কিন্‌হো ভাও।
সৎগুরুকে প্রতাপ্‌তে, ভালা বনা হায় দাঁও।১৪

১৩। কবির বলিতেছেন প্রেম ত চিনিলাম না আর প্রেমের আস্বাদন ও পাইলাম না, যেমন শূন্য ঘরের অতিথি অর্থাৎ যেমন আসিল তেমনই গেল, কিছুই জানিতে পারিলাম না।

১৪। কবির বলিতেছেন প্রেমামৃত পান করিয়া লাল স্বরূপ (লাল=অমূল্য মণি বিশেষ) ব্রহ্মেতে মনজহুরী ভাব করিয়াছে অর্থাৎ সর্ব্বদা লাগিয়া রহিয়াছে, এরূপ দাঁও সৎগুরুর প্রতাপেই পাইয়াছি।

বসিয়াছে অর্থাৎ খাঁচার শলা, শিক সকল,আর ঐ খাঁচায় প্রাণপক্ষী রহিয়াছে, এই খাঁচার সহিত প্রাণ যাহার মস্তকে বসিল অর্থাৎ স্থির হইল তাহারই প্রেম হইল।

১৩। কবির প্রেম ত চিনিলাম না। যাহাকে দেখা যায় তাহাকে চিনা যায়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে নাই ত চিনে কে? আর প্রেম চাখিতে পাইলাম না এবং তাহার স্বাদও পাইলাম না। আমি শূন্য ঘরের অতিথি হইয়াছি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যেমন যাই-তেছি, তেমনি ফিরিয়া আসিয়াছি।

১৪। কবির পিয়ারে=যাহাকে সর্ব্বদা চাহে। লাল=অমূল্য,ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই অমূল্য ব্রহ্মে অষ্ট প্রহর রহিয়াছি, আর মনে ভাব করিয়াছি অর্থাৎ তিন গুণের অতীত হইয়া রহিয়াছি, আত্মারাম গুরুর প্রতাপে—এবারে ভাল দাঁও পাইয়াছি।

কবির এহ তন্ জ্বারোঁ মসি করোঁ, লিখো রাম কো নাম
লিখ্নী করো করক্ কি, লিখি লিখি পঠাও রাম।১৫

১৫। কবির বলিতেছেন এই শরীরকে জ্বালাইয়া কালী প্রস্তুত কর, সেই কালীতে রাম নাম লিখ—আর মনকে কষ্টের কলম করিয়া রামের নাম লিখয়া পাঠাও।

১৫। এই শরীর পোড়াইয়া কালী কর, আর ঐ কালী দিয়া রাম নাম লিখ, করক অর্থাৎ কষ্টের কলম করিয়া রামের নাম লিখিয়া লিখিয়া পাঠাও অর্থাৎ এই শরীর পোড়াইয়া কালী কর, পোড়াইলে ছাই ও বিবর্ণ হয়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন পর্য্যন্ত ছাই হইয়া যায় অর্থাৎ কিছুই থাকে না। কালী কালো ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই এক প্রকার কালো বলিলে হয়, রামের নাম লিখ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাক, ক্রিয়া করিতে যে একটু কষ্ট তাহাই কলম অর্থাৎ ক্রিয়া। ক্রিয়া করিতে করিতে আত্মাকে ক্রিয়াব পর অবস্থায় পাঠাইয়া দেও।

বিরহ কো অঙ্গ।

বিরহের বিষয়।

—:-(:*:-)-:—

কবির পীর পীরাণী বির্হ কি, আওর না কছু সো হায়ে।
য্যায়সি পীর হায় বির্হ কি, রহি কলেজে ছায়ে।১
কবির চোট্ সন্তাওয়ে বির্হ কি, সব্ তন্ ঝম্‌ঝরা হোয়ে।
মার নিহারা জান্‌ছি, কি যিস্ কা লাগি হোয়ে।২

১। কবির বলিতেছেন বিরহ যন্ত্রণায় আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না, এইরূপ বিরহ যন্ত্রণায় হৃদয়কে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

২। কবির বলিতেছেন বিরহ যন্ত্রণার চোট্ সহ্য করিতে করিতে সমস্ত শরীর ঝাঁঝরার মত হইয়া গিয়াছে। সেই বিরহের মার খাইয়া যে জানিয়াছে ও যাহার লাগিয়াছে সেই জানিয়াছে।

১। কবির বিরহের কেবল পীর ও পীরাণী, বিরহ যন্ত্রণায় আর কিছুই ভাল লাগে না। এই প্রকার বিরহের পীড়া হইতেছে, সেই পীড়া হৃদয়কে ছেয়ে ফেলিয়াছে। যাহাকে ভাল বাসাযায় তাহাকে না দেখার নাম বিরহ। ব্রহ্ম হইতে অন্যত্রে থাকায়, ব্রহ্মের বিরহ, সেই বিরহ যন্ত্রণায় আর কিছুই ভাল লাগে না (ব্রহ্ম ব্যতীত) এই প্রকার পীড়া হইতেছে, বিরহ হৃদয়কে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

২। কবির বিরহের চোট্ বিরহী সহ্য করিতেছে। আর তাহার শরীর ঝাঁঝরার ন্যায় হইয়া গিয়াছে—যেমন ঝাঁঝরা কলসীতে জল রাখিলে, যেমন সকল জল পড়িয়া যায়; সেই প্রকার যে সাধুর পুরুষোত্তম বিরহ হইয়াছে তাহার শরীরে কিছুই লাগে না অর্থাৎ যে কোন সুখ ও অসুখ কিছুই মনে লাগে না, আর এই ঝাঁঝরের ন্যায় শরীর বিরহের মার খাইয়া যে জানিয়াছে ও যাহার লাগিয়াছে সেই জানে।

ওঁ

কবির বিরহ ভুজঙ্গম্ তন্ ডছেও,মন্ত্র ন লাগে কোয়।
রাম বিয়োগী না জীয়ে, জীয়ে তো বায়ুর হোয়।৩
কবির বিরহ্ ভুজঙ্গম্ পৈঠিকে, কিয়া কলেজে ঘাও।
বির্হিনী অঙ্গ্ ন মোরই, যো ভাওয়ে তো খাও।৪
কবির রগ্ রগ্ বজে রবাব তন্, বিরহ সন্তায়ে নিৎ।
অওর্ ন কোই শুন্সি, সাঁই শুনে কি চিৎ।৫

৩। কবির বলিতেছেন বিরহ রূপ ভুজঙ্গ শরীর দংশন করিতেছে, সেই বিরহ রূপ ভুজঙ্গের বিষে কোন মন্ত্রও খাটেনা। রাম বিয়োগী ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতে পারেন্ না যদিই বাঁচেন তাহা হইলে পাগল হইয়া থাকেন।

৪। কবির বলিতেছেন বিরহরূপ ভুজঙ্গ হৃদয়ে বসিয়া, হৃদয়ে ঘা করিয়া দিয়াছে কিন্তু বিরহিনী যিনি, তিনি সহ্য করিয়া যাইতেছেন, একবার পাশও ফেরেন্না, অর্থাৎ যেমন তেমনিই থাকেন—এখন যাহা ভাল লাগে তাহা খাও।

৫। কবির বলিতেছেন প্রতি শিরাতে শিরাতে রবাব (ওঁকার ধ্বনি) বাজিতেছে কিন্তু বিরহ সর্ব্বদাই সন্তাপ দিতেছে বলিয়া উক্ত ওঁকার ধ্বনি শুনিতে দিতেছেনা কেবল ভগবান কূটস্থ ব্রহ্মই শুনিতেছেন।

৩। কবির বিরহরূপ ভুজঙ্গেতে শরীরকে দংশন করিতেছে অর্থাৎ বিষয়; কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিলেই মন বিষয়ে লিপ্ত হইল। আর বিষয় তৃষ্ণা নিবারণ না হওয়ায় মন সর্ব্বদা হায় হায় করিতেছে। মন্ত্ররূপ যে ক্রিয়া তাহা লক্ষ্য হয়, লাগে, অর্থাৎ তাহাতে মন লাগে না। রাম বিয়োগী অর্থাৎ যাহার আত্মা শরীর ত্যাগ করিয়াছে, সে কি প্রকারে বাঁচিবে, অপরার্থ যদি বাঁচে তবে বায়ুরা হইয়া যায় অর্থাৎ পাগলের মত একবার বিষয়ে, একবার ছেলেতে—পাগলের মত বেড়াইতেছে।

৪। কবির ঈশ্বর বিরহ অর্থাৎ তত্ত্বে মন স্বরূপ ভুজঙ্গ বসিয়া হৃদয়ে ঘা করিয়াছে অর্থাৎ হায়! হায়! করিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছে কিন্তু বিরহিনী অঙ্গ মুড়িতেছে না অর্থাৎ পাশ ফিরিতেছে না অর্থাৎ বিষয়ে মন দিতেছে না এক্ষণে উপরোক্ত দুইটার যেটী ইচ্ছা খাও।

৫। প্রত্যেক শিরাতে শিরাতে ওঁকার ধ্বনি হইতেছে, কিন্তু অন্যদিকে মনস্বরূপ বীরই নিত্যই সন্তাপ দিতেছে অর্থাৎ বিষয়ে মন টানিয়া আনায় ওঁকার ধ্বনি শুনিতে দিতেছে

ওঁ

কবির বিরহ যো আয়ও দরশ্ কো, কড়ুয়া লাগা কাম্।
কায়া লাগি কাল্ হোয়ে, মিঠা লাগা রাম্ ।৬
কবির ইহ তন্ কো দীয়লা করো, বাতি মেলো জীউ।
লোহু সিঁচো তেল করি, তব্ মুখ্ দেখ পিউ।৭
কবির বিরহ বিনা তন্ শূন্য হায়,বিরহ হায় সুলতান।
যা ঘট্ বিরহ ন সঞ্চারে, সো ঘট্ জানু মশান।৮

৬। কবির বলিতেছেন বিরহ যখন দেখিল যে আমার এই শরীরই কাল হইয়াছে, তখন কামনা সকল মন্দ বোধ হইতে লাগিল। কেবল এক রামনাম মিষ্ট লাগিতে লাগিল আর সকল মিথ্যা বলিয়া বোধ হইল।

৭। কবির বলিতেছেন এই শরীরকে প্রদীপ কর, আর জীবকে শলিতা কর, আর শরীরস্থ রক্তকে তৈল কর, তাহা হইলে স্বামীর মুখ দেখিতে পাইবে।

৮। কবির বলিতেছেন বিরহ বিনা শরীর শূন্য প্রায় হইয়াছে। আর সেই বিরহ সুলতানেরই হইতেছে (সুলতান=যিনি সমস্ত রাজার রাজা তাহাকেই সুলতান কহে) এখানে মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রাজা বিরহ মনেরই হইতেছে,আর সেই বিরহ যে ঘটে প্রবেশ না করে সেই ঘট মশান জানিও।

না। বিষয়ের বড়ই যন্ত্রণা কারণ আশা পূর্ণ হয় না। ওঁকার ধ্বনি আত্মা ও কূটস্থ ভিন্ন অন্য কেহই শুনিতে পায় না।

৬। নারায়ণ বিরহে বিরহিনীর যখন উত্তম পুরুষ দর্শন হইল, তখন তাঁহার ইচ্ছা তিক্ত লাগিতে লাগিল, আর তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে দেহই আমার কাল হইয়াছে। কারণ দেহ না থাকিলেই তদ্রূপ হইতে পারিতেন—আর একমাত্র আত্মাই মিষ্ট লাগিল,কারণ মিষ্টতে যে প্রকার তৃপ্ত হয় সেই প্রকার আত্মায় থাকিতে. মিষ্ট—আর কিছুই মিষ্ট লাগে না সমস্তই মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়।

৭। কবির এই শরীরকে প্রদীপ কর অর্থাৎ প্রদীপ যেমন জ্বলে, তেমনি এই শরীরে সর্ব্বদা জ্যোতি দেখ, জীবকে বাতি করিয়া রাখ,আর রক্তকে তৈল করিয়া সেঁচন কর অর্থাৎ বলের সহিত ক্রিয়া কর, তবে প্রিয় যে নারায়ণ তাঁহার মুখ দেখিতে পাইবে অর্থাৎ কূটস্থে উত্তম পুরুষের মুখ দেখিতে পাইবে।

৮। কবির বিরহ ব্যতীত শরীর শূন্য হইয়াছে অর্থাৎ প্রেম হইলে তবে বিরহ, যে শরীর

ও

কবির বিরহ রাম পাঠাইয়াঁ, সাধুন্‌কে পর্‌মোধ্‌।
যা ঘট্‌ তালা মেলি হায়, তাকো লয় করি সোধ্‌।৯
কবির আঁখ্‌ড়িয়াঁ প্রেম কি ছুইয়া, যিন্‌ জানে দুখ্‌ড়িয়াঁ।
রাম সনেহি কারণেঁ, রোয়ে রোয়ে রতড়িয়া।১০

৯। কবির বলিতেছেন উক্ত বিরহ আত্মারামই পাঠাইয়া দিয়াছেন সাধুদিগের আনন্দ হইবার জন্য, আর যে ঘটে অর্থাৎ যে দেহে কুলুপ খোলা আছে তাহারি সমাধি শুদ্ধ হইয়াছে।

১০। কবির বলিতেছেন প্রেমের জন্য সতৃষ্ণ নয়নে খাড়া হইয়া রহিয়াছে। যিনি বিরহ কষ্ট পাইয়াছেন সমস্ত রাত্রই কাঁদিয়া কাটাইতেছে রামের মিলনের জন্য।

ঈশ্বর প্রেমের বিরহ নাই, সে শরীর শূন্য, আর যে নারায়ণের নিমিত্ত বিরহ তিনি সুলতান অর্থাৎ সমস্ত রাজার রাজা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, এই মন যাঁহার আজ্ঞায় চলিতেছে, যাঁহার শরীরে বিরহ সম্যক প্রকারে চরণ না করিয়াছে অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমের বিরহে যে শরীর জ্বালাতন না হইয়াছে, সে শরীর মশান জানিও অর্থাৎ মৃতদেহ পূর্ণ, অর্থাৎ তাহার কিছু করিবার ক্ষমতা নাই।

৯। কবির আত্মারাম গুরু বিরহ পাঠাইয়া দিয়াছেন, সাধুদিগের সাধনের প্রকৃষ্টরূপে আনন্দ হইবার নিমিত্ত অর্থাৎ বিচ্ছেদ হইলেই প্রেম আরও বৃদ্ধি হয়, যে ঘটে তালা খোলা আছে অর্থাৎ মনে করিলেই সমাধি তাহারে শুদ্ধ বলিয়া জানিও অর্থাৎ ব্রহ্ম।

১০। কবির প্রেমের ছুঁই খাড়া হইয়া রহিয়াছে। বিরহের যে কষ্ট যে জানে সেই দেখিতেছে অর্থাৎ মেরুদণ্ডে স্থির হইয়া রহিয়াছে, অথচ ব্রহ্মে প্রবেশ হইতেছে না। এই প্রকার অবস্থা যাহার হইয়াছে সেই জানে প্রেমের ছুঁই ওপ্রকার খাড়া রহিযাছে। রাম প্রেমের স্নেহের কারণ ঐ অবস্থাপন্ন হইয়া সমস্ত রাত্রি কান্দিয়া কান্দিয়া কাটাইতেছে হায়! কখন ছুঁই ব্রহ্মে প্রবেশ করিবে।

ও

কবির সোই আহে সু স্বজনা,সোই আহে লোক্ড়িয়াঁ।
যো লোচন লোহু চূয়ে, তব্ হিঁ জানিহো তড়িয়া।১১
কবির হংস নাদরি করু, রোওনা সোঁ করু চিৎ।
বিন রোয়ে কো পাইয়া, প্রেম পিয়ারে মিৎ।১২
কবির সোতো দুঃখ ন বিসরে, রোওৎ বল্ ঘটি যায়ে।
মন হি মাহ বিস্মুর না, যোঁ কাঠ্ হিঁ ঘুণ্ খায়ে।১৩

১১। কবির বলিতেছেন সেই সুন্দর জানিবে যাহার লোচন হইতে জল পড়ে, আর যাহার চক্ষু হইতে রক্ত ফাটিয়া পড়ে অর্থাৎ চক্ষু সর্ব্বদা রক্ত বর্ণ থাকে, তখন জানিও যে তাহার সমাধি আগত প্রায়।

১২। কবির বলিতেছেন জীবকে নাদ স্বরূপ কর, এমত ভাবে কর যেমন ক্রন্দন-পরায়ণ লোকের চিত্ত,—বিনা ক্রন্দনে কে প্রিয় প্রেমিক—মিত্র কে পাইয়া থাকে ?

১৩। কবির বলিতেছেন তিনি দুঃখ বিস্মরণ করিতে পারেন না, আর কাঁদিতে কাঁদিতে শরীরের বল ও কমিয়া গিয়াছে, মনের মধ্যে যাহা কিছু ছিল সবই ভুলিয়া গিয়াছেন কেবল এক বস্তুর অভাবে,—যেমন কাঠে ঘুণ ধরে, ঘুণ ভিতরে ভিতরে সব খাইয়া ফোপরা করিয়া ফেলিয়াছে—বাহিরে কাটখানা বজায় আছে মাত্র।

১১। কবির সেই লোকই সুন্দরূপ সুজন ও সেই লোকই লোকের মধ্যে লোক, যাহার ঈশ্বর প্রেমের সূচ খাড়া হইয়াছে, যখন তাহার চক্ষু রক্তের মত লাল হইয়াছে, তখন নিশ্চয় জানিবে যে তাহারই সমাধি লাগিবে অর্থাৎ সমবুদ্ধি হইবে।

১২। কবির হংসরূপ জীবকে নাদ করিয়া কর,কারণ হংস জপ জীবের দিন রাত্রি হইতেছে, তাহাকে তুমি নাদ করিয়া কর অর্থাৎ ক্রিয়া ডাকিবার ক্রন্দন করিবার সময় চিত্তের যে প্রকার একাগ্রতা হয়, সেইরূপ চিত্তকর, বিনা ক্রন্দনে কে প্রেমপ্রিয় মিত্রকে পাইয়া থাকে ?

প্রেম—এক হওয়া। প্রিয়—যাহাকে না দেখিলে কান্না আসে।

মিত্র—যাহার সুখ দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ হয়।

১৩। কবির সেই উত্তম পুরুষকে না দেখায় দুঃখ ভুলিতে পারিতেছি না, কাঁদিবারও উপায় নাই, কারণ কান্দিতে শরীরের বল ঘটিয়া যায় কেবল একমাত্র উপায় মনে মনে ভুলিয়া যাওয়া, যেমন ঘুণে খাওয়া কাট অর্থাৎ কাট খানা দেখিতে বেশ কিন্তু তাহার ভিতর

কবির কঁীড়ে কাঁঠ যো খাইয়া, খয়া কিনহু ন দিঠ্।
সো তি উঘারি যো দেখিয়ে, ভিতর জামা চিঠ্।১৪
কবির চিঠ্ যো জামা চূণ্ কা, বিরহা বৌরা খয়।
বিসরি গয়া যো স্বজ্জনা, বেদন্ কাহু ন লয়।১৫
কবির হঁাসে পিয়া নহি পাইয়ে, যিন্হ পায়া তিন্হ রোয়
হঁাসি খেলযো পিয়া মিলে, তো কোন্ দোহাগিনী হোয়।১৬

১৪। কবির বলিতেছেন ঘুণ পোকা যখন কাট খায়, তখন কেহ দেখিতে পায় না কিন্তু যে ঐ কাটখানা উঠাইয়া দেখিবে সেই জানিতে পারিবে যে উহার ভিতরে কিছুই না কেবল গুঁড়া আছে মাত্র।

১৫। কবির বলিতেছেন দেহকে চূর্ণ করিয়া খাইয়া গুঁড়া করিয়াছে, যিনি বিরহেতে পাগল, তিনি ঐ গুঁড়া খান, আর স্বামী যে ছাড়িয়া গিয়াছেন তাহার কষ্ট কেহই ধরেন না।

১৬। কবির বলিতেছেন হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে পাইবে না, যিনিই, পাইয়াছেন তিনিই কাঁদিয়াছেন, হাসি মস্করাতে যদি স্বামীকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আর দোহাগিনী কে হইবে?

ভিতর ঘুণে ফাঁক করিয়া ফেলিয়াছে সেই প্রকার মন থাকিবে কিন্তু নারায়ণের অদর্শনে খোলা।

১৪। কবির যে কাট পোকায় খাইয়াছে, সেই পোকায় খাওয়ার সময় কেহ দেখিতে পাইল না, কিন্তু ঐ কাঠের ছাল উঠাইয়া যে দেখে সে ভিতরে চিটা অর্থাৎ গুঁড়া জমাট দেখিবে।

১৫। কবির, যেমন পোকায় কাটকে খাইয়া ময়দার মত চূর্ণ করিয়া সিটি জমা করে, সেই প্রকার নারায়ণের বিরহে শরীর খোলা হইয়া গুঁড়া জমা হইয়াছে, ঐ গুঁড়া বিরহেতে যে পাগল সেই খায়, স্বজন যে ছাড়িয়া গিয়াছে, ইহার বেদনা কেহই লয় না অর্থাৎ বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় মনে আর কিছু নাই।

১৬। কবির হাঁসি মুখ বন্ধ থাকিলে হাঁসি বাহির হয় না। হাঁসিবার সময় প্রথমে মন খুলে যায়, পরে ঠোঁট খুলে। মন যদি নারায়ণে বাঁধা থাকে তবে হাঁসি হয় না। হাঁসিয়া বেড়াইয়া পিয়া যে উত্তম পুরুষ তাহাকে পাইবে না, কারণ যে পাইয়াছে সে কান্দিয়া পাই-

৬

কবির হাঁসি খেলযো পিয়া মিলে, তোকোন্ সহে খুরসান
কাম ক্রোধ তৃষ্ণা ত্যজে, তাহি মিলে ভগ্ওয়ান।১৭
কবির হাউস্ করে হরি মিলন্ কি, আও সুখ্ চাহে অঙ্গ।
পীড় সহে বিনু পদ্মিণী, পুতন্ লেৎ উছঙ্গ্।১৮

১৭। কবির বলিতেছেন হাসি খেলায় যদি স্বামীকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আর ক্ষুরের ধারের মতন সাধন কে করিত, কাম ক্রোধ লোভ ত্যাগ করিলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়।

১৮। কবির বলিতেছেন ভগবান হরিকে পাইবার ইচ্ছা হইতেছে, অথচ শরীরেরও সুখ চাহিতেছে, যেমন স্ত্রীলোক প্রসব বেদনার কষ্ট সহ্য করিতে চাহেনা, অথচ সন্তান কোলে করিতে চাহে তদ্রূপ।

য়াছে অর্থাৎ যখন মন অন্যদিকে গিয়াছে তখনই নারায়ণ বিরহে কান্দিয়া ক্রিয়া করিতে করিতে পাইয়াছে।' হাঁসিয়া ও খেলিয়া যদি নারায়ণ পাওয়া যাইত তবে দোহাগিনী কে হইবে? সোহাগিনী যাহার কপালে সিন্দুর বিন্দু অর্থাৎ কূটস্থ তিনি সধবা, আর যাহার কপালে কূটস্থ নাই সে দোহাগিনী অর্থাৎ বিধবা।

১৭। খেল=বৃথা কর্ম্ম।
কাম=ইচ্ছা। ক্রোধ=রাগ, যাহাতে গরম হয়।
তৃষ্ণা=অধিক ইচ্ছা যাহাতে বিশেষ আগ্রহ।

হাঁসিয়া ও খেলা করিয়া যদি নারায়ণ পাওয়া যাইত, তবে ক্ষুরের ধার কেহই সহ্য করিত না। যোগীরা ক্ষুরের ধারের ন্যায় সূক্ষ্ম সুষুম্নাতে থাকেন, ক্ষুরের ধারে একটু অসাবধান হইলেই যেমন কাটিয়া যায়, সেই প্রকার যোগীরা একটু অন্যদিকে মন করিলেই নারায়ণ হইতে মন কাটিয়া যায়। কাম, ক্রোধ, তৃষ্ণা ত্যাগ করিলে ভগবানকে পাওয়া যায়, যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ আমি ত্যাগ করিলে উহারা ছাড়ে কৈ? যখন আমি নাই তখন কাম, ক্রোধ, তৃষ্ণা কাজে কাজেই নাই।

১৮। কবির হরি মিলনের ইচ্ছা হইতেছে অথচ শরীরের সুখ ইচ্ছা হইতেছে অর্থাৎ হরি ভজনায়, শরীর সমান ও স্থির করিয়া মন হরির চরণে রাখিতে রাখিতে হরিতে মিশিয়া যায়। এ কষ্ট লইতে ইচ্ছা নাই অথচ হরি মিলনের ইচ্ছা, যেমন পদ্মিনী অর্থাৎ আদুরে স্ত্রী

ও

কবির দেখৎ দেখৎ দিন গয়া, নিশভি দেখৎ যাহিঁ।
বিরহিনী পিয়া পাওয়া নহি, জীওয়ৎ রসে মন মাহি।১৯
কবির কি বিরহিনীকোঁ মীচদে, কি আপুহি দেখ্‌লায়ে।
আট প্রহর কা দাঝ না, মোঁতে সাহা ন যায়ে।২০
কবির বিরহিনী থী তো ক্যা ভয়া, জ্বরিন্‌ পিয়া কো লার।
রহুরে মুগুধ গহে লরি, বিরহা লাজো মার।২১

১৯। কবির বলিতেছেন দেখিতে দেখিতে দিনত গেল, রাত্রও ঐরূপ যাইবে, বিরহিনী স্বামীকে না পাওয়াতে মনের মধ্যে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

২০। কবির বলিতেছেন বিরহিনীকে বুঝাইয়া দাও, তাহা হইলে সে আপনিই দেখিতে পাইবে, বিরহ যন্ত্রণায় অষ্টপ্রহর কাঁদা আর সহ্য হয় না।

২১। কবির বলিতেছেন বিরহিনী ছিল তাহাতে কি হইল! স্বামীর সহিত এক হইয়া জ্বলিয়া মরিতে পারিল না ত বোকা বিরহিনি তুই মন্দরাস্তায় যাইতেছিস তোর লজ্জা নাই, তবে নির্লজ্জা হইয়া মর!

প্রসব বেদনা সহ্য করিতে চাহে না অথচ ছেলে কোলে করিতে চাহে, ইহা যেমন হইতে পারে না। সেই প্রকারে হরি ভজনের কষ্ট সহ্য না করিয়া হরিতে মিশিতে পারে না।

১৯। কবির দেখিতে দেখিতে দিন গেল, রাত্রিও দেখিতে দেখিতে গেল, বিরহিনী প্রিয়তমকে পাইলেন না। আত্মা নারায়ণের বিরহে সর্ব্বদা দুঃখিত। অর্থাৎ আলস্য হেতু ক্রিয়া না করিয়া দিন রাত্রি কাটাইতেছে, আর সেই উত্তম পুরুষকে দেখিতে না পাইয়া, আতুরে স্ত্রীর মত সর্ব্বদা খেদ করিতেছে।

২০। কবির বিরহিনী যাহার বিরহ হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মার। কবিরের বিরহিনী আত্মাকে ব্রহ্মেতে উগ্‌ড়াইয়া দেও, তখন আপনিই দেখিতে পাইবে। আট প্রহর বিরহের দাহন আর সহা যায় না।

২১। কবিরের আত্মা নারায়ণ বিরহে যে বিরহিনী ছিল, তাহাতে কবিরের কি হইল? যখন সেই প্রিয় পুরুষোত্তমের সহিত এক হইয়া জ্বলিয়া মরিতে পারিল না। রে মূর্খ বিরহিনী আত্মা! তুই মন্দ গলিতে যাইতেছিস্‌, আর বিরহে যখন মরিতে পারিলি না, তখন নির্লজ্জা হইয়া থাক্‌!

ওঁ

কবির হোও যো বিরহ কি লকড়ি, সমুঝি সমুঝি ঘুঘুয়ায়।
দুঃখ সো তবহিঁ বাঁচি হো, যব সকলো জ্বরি যায়।২২
কবির বিরহ অগিনি তন্ মো লাগি, গয়ে নয়ন্ জল্ শুখি
আব্ হুতে বুঝে নহি, দোয় হাত্ কর কুকি।২৩
কবির তন্ মন্ এ জ্বলা, বিরহ অগিনি শোগী।
মৃতক্ পীড়্ন জানই, জানে গিয়ো আগি।২৪

২২। কবির বলিতেছেন বিরহরূপ কাষ্ঠ থাকিয়া থাকিয়া জ্বলে, দুঃখ হইতে তখন বাঁচিবে, যখন জানিবে—সে সব জ্বলিয়া গিয়াছে।

২৩। কবির বলিতেছেন বিরহরূপ অগ্নি শরীরে লাগিয়া নয়নের জল শুকাইয়া গিয়াছে, ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য দুই হাতে জল ঢালিলেও নির্ব্বাণ হওয়া দূরে থাকুক্, ক্রমশঃ বৃদ্ধিকে পায়।

২৪। কবির বলিতেছেন বিরহ শোকী ব্যক্তির শরীর মন জ্বালাইয়া ফেলিল কিন্তু সে জানিতে পারিলনা, যেমন মৃত্যু হইলে আর কোন জ্বালা পীড়া থাকেনা।

২২। কবির নারায়ণে এক না হওয়া স্বরূপ যে বিরহের কাষ্ঠ, তাহা থাকিয়া থাকিয়া জ্বলে, যখন যখন বুঝিতে পারে অর্থাৎ যখন অন্যদিকে মন যায় এবং বুঝিতে পারে যে এতক্ষণ আমার মন অন্যদিকে ছিল, তখনি বিরহের কাষ্ঠ জ্বলিয়া উঠিল, এই দুঃখ হইতে তখন বাঁচিবে, যখন সমস্ত জ্বলিয়া যাইবে অর্থাৎ যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় তখন সমস্ত জ্বলিয়া যায় ও দুঃখ হয়।

২৩। কবির নারায়ণের বিরহরূপ অগ্নি শরীরে লাগায়, নয়নের জল শুকাইয়া গিয়াছে। ঠাণ্ডা হইবার নিমিত্ত ঐ অগ্নিতে দুই হাত দিয়া ঘড়া ধরিয়া জল ঢালিলে নিবিয়া যাওয়া দূরে থাকুক্ ক্রমে বৃদ্ধিকে পায়।

২৪। কবির নারায়ণ বিরহ শোকী ব্যক্তি মন দিয়া শরীরকে জ্বালাইয়া ফেলিল অর্থাৎ নারায়ণকে না দেখিয়া আহার, নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, হায়! হায়! করিতে করিতে শরীর জ্বালাইয়া ফেলিতেছে, কিন্তু সে জ্বলন জানিতে পারিতেছে। যখন যাহার মৃত্যু উপস্থিত আগুণে জ্বলা পীড়া জানে না, কিন্তু অগ্নি সে জানে।

কবির প্রেম বিনা ধীরয নহি, বিরহ বিনা বৈরাগ।
নাম বিনা যাওয়ে নহি, মন্ মন্ সাকো দাগ ।২৫
কবির বিরহ কয়োগুল ভরি লিয়া, বৈরাগী দোয়ে নয়ন্।
পায়া দরশ্ মধুকরী, ছকি রহে রসনা বয়ন্ ।২৬

২৫। কবির বলিতেছেন প্রেম বিনা ধৈর্য্য ধারণ হয়না, বিরহ বিনা বৈরাগ্য হয় না, নাম ব্যতীত মনের দাগ কিছুতেই যায় না।

২৬। কবির বলিতেছেন বিরহ রূপ কমণ্ডলু ভরিয়া লওয়ায় তখন দুই চক্ষে বৈরাগ্য উদয় হইয়া ইচ্ছা রহিত হইয়া গেল, এই অবস্থায় মধুকরীর দর্শন পাইয়া জিহ্বা মুখ আনন্দামৃতে ভরিয়া গেল।

২৫। কবির বিনা প্রেমে ধৈর্য্য হয় না। প্রেম=যাহা ভিন্ন থাকা যায় না, সর্ব্বস্ব যায় যাউক কিন্তু নারায়ণের প্রেম যেন যায় না। একদিকে মন থাকিলেই মন স্থির থাকে। বিরহ না হইলে বৈরাগী হয় না, কারণ যাহার বিরহ তাহাকে পাওয়ায় অন্য কিছুই ভাল লাগে না, সুতরাং ইচ্ছা রহিত।' এই ইচ্ছা ক্রিয়ার পর অবস্থা ভিন্ন আর কিছুতেই যায় না অর্থাৎ ঐ অবস্থা ভিন্ন দাগ মনে মনে থাকে অর্থাৎ বিনা চিন্তায় কোন কালে যাহা করা হইয়াছে, তাহা মনে হয়।

২৬। কবির বিরহ কমণ্ডলুস্বরূপ নয়নদ্বয় ভরিয়া লওয়ায়, ইচ্ছা রহিত হইয়া গেল নয়নস্বরূপ কমণ্ডলুতে নারায়ণরূপ জল না থাকায় কমণ্ডলুর জলের বিরহ হইয়াছিল। তাহার পর যখন যেখানে তাকায় সেখানেই ব্রহ্মের দর্শন করাতে ব্রহ্মের বিরহ থাকিল না ও ইচ্ছা রহিত হইয়া গেল। কারণ নূতন কোন বস্তু থাকিলে তো ইচ্ছা, যখন সর্ব্বত্রেই এক রহিয়াছে তখন কাজে কাজেই ইচ্ছা রহিত। নয়ন মধুকরী দর্শন করিলে অর্থাৎ মধু যে করে অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করিয়া ইচ্ছা রহিত হইয়া গেল, আর রসনাও বয়ান ভরিয়া অমৃত পান করিতে লাগিল অর্থাৎ সহস্রার বিগলিত সুধা জিহ্বাগ্রে আমার মুখ ভরিয়া গেল।

ও

কবির নয়ন্ হমারে বাওরে, ছিন্ ছিন্ লোটে তুঝ্।
না তু মিলে ন মৈ সুখী, য়্যাসে বেদন্ মুঝ্।২৭

কবির ফারি পটোরা ধ্বজা করেঁা, কাম্ লড়ি পহিরায়ে।
যোহিযোহি ভেক্ পিয়া মিলে,সোইসোইভেক্ বনায়ে।২৮

২৭। কবির বলিতেছেন আমার নয়ন পাগল ক্ষণে ক্ষণে এদিক ওদিক লুটিয়া বেড়াই-তেছে, কিছু না পাইলেও সুখী হয় না, অথচ ক্ষান্তও হয় না, কিছুতেই সুখী নহি, এমন বেদনা, অথচ ছাড়িতেও পারিতেছিনা।

২৮। কবির বলিতেছেন পট্টবস্ত্র ছিড়িয়া মস্তকে ধ্বজা কর আর কম্বল পরিধান কর, যে যে ভেকে স্বামীকে পাওয়া যাইবে তাহাও কর, অর্থাৎ অন্তরে সেই সেই ভেক কর।

২৭। কবির নয়ন আমার পাগল অর্থাৎ পাগল যেমন ভাল মন্দ বুঝে না অথচ করে সেই প্রকার পেট ভরা রহিয়াছে চক্ষু রসগোল্লায় গেলেন কারণ তখন খাইলে অসুখ হইবে, তাহা ভুলিয়া রসগোল্লা পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই প্রকার সর্ব্বত্রে, যদি ধরিয়া বাঁধিয়া কোন রূপে কূটস্থে লইয়া গেলাম, অমনি ক্ষণকালের মধ্যে আবার পাকা আমে; এই প্রকার ক্ষণে ক্ষণে তত্বে আসিতেছে। হে ভগবান! তোমাতে মিলিতে পারি-তেছি না (মিলন অর্থাৎ এক হইয়া যাওয়া) তন্নিমিত্ত সুখী নহে। এই প্রকার বেদনা আমার পাইতেছে অথচ ছাড়িতে পারিতেছি না।

২৮। কবির পট্টবস্ত্র ছিঁড়িয়া ধ্বজা কর অর্থাৎ এক থান চেলির কাপড় পরিয়া যাই-তেছে এমত সময় একজন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল দিব্য কাপড় খানি, এই শুনিয়া অমনি অহঙ্কারের সহিত কাপড়ের ব্যাখ্যা হইতে লাগিল (নারায়ণ না পাইয়া পশু হইয়া রহিয়াছে অথচ সামান্য কাপড়ের অহঙ্কার!) এই অহঙ্কার খণ্ড খণ্ড করিয়া মস্তকে ধ্বজা কর অর্থাৎ মস্তকে থাকিলে আর অহঙ্কার নাই, এমন বস্ত্ররূপ অহঙ্কার ধ্বজা করিয়া, উলঙ্গ হইয়া থাকিব? না, সামান্য যে ছোট লোকের পরিধেয় কম্বল তাহা পরিধান কর অর্থাৎ সকল অপেক্ষা আপনাকে আপনি ছোট বিবেচনা কর! অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া ছোট হইবার আবশ্যক কি? উত্তর—যে যে ভেখ্ করিলে ভগবানকে পাওয়া যায়, সেই সেই ভেখ্ কর বাহিরে নহে—ভিতরে।

ওঁ

কবির পরবৎ পরবৎ ম্যায় ফিরা, নয়ন গঁওয়ায়ে রোয়ে।
সো বুটী পাওয়ে নহিঁ, যাতে সর্ জীবন হোয়ে। ২৯
বিরহ তেজ্ তন্ মোর রহায়, অঙ্গ সভে অকুলায়।
ঘট্ শূনো জীউও পিউ ওমো, মউৎ ঢুঁরি ফির যায়। ৩০

২৯। কবির বলিতেছেন আমি পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষুও নষ্ট করিয়াছি, তত্রাচ মূল শিকড় পাইলাম না, যাহা দ্বারায় মৃত্যুকে জয় করা যায় তাহা পাইলাম না।

৩০। কবির বলিতেছেন আমার শরীরে বিরহতেজ যাহা তাহাই রহিয়াছে, আর অঙ্গ সকল যাহা আছে, তাহারাও কাতর হইয়া রহিয়াছে, শূন্য প্রায় ঘট পড়িয়া আছে, তাহাতে জীব আছেন কিন্তু জীব নিজ স্বামী নারায়ণেতে থাকায়, মৃত্যু শরীরে আসিয়া জীবকে খুজিয়া পাইল না।

২৯। কবির পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইলাম এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু নষ্ট করিলাম, কিন্তু সেই বুটী পাইলাম না। যাহাতে করিয়া মৃত্যুকে জয় করা যায় অর্থাৎ এ সাধু ও সাধু মনে করিয়া সকলের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইলাম, আর মৃত্যুভয়ে চক্ষের জলে কাণা হওয়ার মত হইলাম, কিন্তু মূল শিকড় কোনখানে পাইলাম না যাহাতে করিয়া মৃত্যুকে জয় করা যায়।

৩০। কবির নারায়ণ বিরহতেজ তাহাই আমার শরীর অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে দেখিয়া সেই আমি এ শরীর কিছুই নয়, তবে কি এ শরীর নাই? উত্তর—আছে; অঙ্গ সকল অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ অঙ্গ সকলে মন না থাকায় অপরিষ্কার হইয়া রহিয়াছে। এই ঘটস্বরূপ শরীর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, কারণ জীব তিনি প্রিয় যে নারায়ণ তাহাতেই রহিয়াছেন, আর মৃত্যু শরীরে আসিয়া জীবকে না পাইয়া ফিরিয়া যায়, কারণ এই শরীরের মধ্যে অথচ শরীর ছাড়া, সেই উত্তম পুরুষ তাহাতে জীব থাকায় এ শরীর থাকিল না, বিদেহের লক্ষণ।

ওঁ

কবির বেরা পায়া সরপ্ কা, ভওসাগর কে মাহি।
যও ছোড়ে তও বুড়ি মরো, গঁহো তো ডছে বাঁহি।৩১
কবির নয়ন্ হমারে বিছোহীয়া, রহোরে শঙ্খ মবুর।
দেওয়ল্ দেওয়ল্ মায় ফিরো, দেওছ্ উগা নহি সুর।৩২
কবির গলো তুম্হারে নাম পর, যোঁ আটে মে লোণ।
য়্যাছা বিরাহা মেলি হো, নিৎ দুঃখ্ পাওয়ে কোন।৩৩

৩১। কবির বলিতেছেন ভবসাগর মধ্যে এক সর্পের ভেলা পাইয়াছি, যদি ছাড়িয়া দিই তাহা হইলে ডুবিয়া মরি, যদি ধরি তহা হইলে হস্তে দংশন করে।

৩২। কবির বলিতেছেন আমার নয়ন বিরহেতেই আছে, একবার যাহা দেখিয়াছিল আর তাহা দেখিতে না পাইয়া এক্ষণে খালি পড়িয়া আছে, আর আমি অনেক দেবতা দেবতা করিয়া বেড়াইলাম, দেখিতে পাইলাম না অদৃষ্ট ক্রমে দিবসও হইলনা—সূর্য্যও প্রকাশ পাইলনা।

৩৩। কবির বলিতেছেন তোমার নামেতে মন গলিয়া যায় যেমত ময়দাতে লবণ মিলিয়া যায় এইরূপ বিরহের পর মিলিয়া গেলে আর নিত্য দুঃখ পাইবে কেন ?

৩১। কবির (ভবসমুদ্র=তাহা উৎপত্তি হইতেছে) অর্থাৎ এই বুদ্‌বুদাকার শরীর নাশ হইলে, আর একটু বুদ্‌বুদ্ এই প্রকার বারম্বার উৎপত্তি হইতেছে এই উৎপত্তি রূপ সমুদ্রের মধ্যে একটী সাপের শরীর পাইয়াছি অর্থাৎ এই শরীরের মধ্যে সাপ পাইয়াছি, যে সর্ব্বদাই গর্জ্জন করিতেছে, যদি এই সাপকে এই দেহরূপ গর্ত্তের মধ্য হইতে ছাড়িয়া দিই তবে ডুবিয়া যায় অর্থাৎ আবার জন্মগ্রহণ, আর যদি ধরি তবে বাহুকে দংশন করে অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া স্থির করিলে আমি আর থাকি না। জীবন মুক্তের লক্ষণ।

৩২। কবির নয়ন আমার বিরহে রহিয়াছে অর্থাৎ উত্তমপুরুষকে একবার নয়ন মেলিয়া দেখিতেছিল আর দেখিতে পাইতেছে না, এক্ষণে খালি পড়িয়া থাক—আর এ দেবতা ও দেবতা করিয়া বেড়াইলাম কিন্তু অদৃষ্ট ক্রমে দিবস হইল না, আর সূর্য্যও দেখিতে পাইলাম না অর্থাৎ সূর্য্যস্বরূপ কূটস্থের মধ্যে উত্তম পুরুষের একবার মাত্র দেখার পর, আর সে প্রকার জ্যোতির মধ্যে কূটস্থ ও তাহাতে উত্তম পুরুষকে না দেখিয়া কেবল অন্ধকার দেখিতেছি।

৩৩। কবির তোমার নামেতে মন গলিয়া যায়, নাম=ক্রিয়ার পর অবস্থা, ঐ অবস্থা

ও

কবির সুখীয়া সভ্ সংসার হায়,খাওয়ে শোওয়ে নিং।
দুঃখীয়া দাস কবির হায়, জাগে সুমিরে চিং।৩৪
কবির বিরহ জ্বালাই ম্যায় জ্বলোঁ,জ্বলতি জ্বলহর যায়ও।
মহি দেখং জ্বলহর জ্বরে, সোতো কাঁহাঁ বুঝায়ও।৩৫

৩৪। কবির বলিতেছেন এই সংসারে সকলেই প্রায় সুখী দেখিতেছি কারণ সকলেই নিত্য সুখে আহার করিতেছে, নিদ্রা যাইতেছে, এই সকল বিষয়ে সর্ব্বদা রত কিন্তু কবিরদাস কহিতেছেন যে কেবল একমাত্র আমিই দুঃখী কারণ সর্ব্বদাই জাগিয়া ভগবানকে স্মরণ করিতেছি—পাছে ভুলিয়া যাই।

৩৫। কবির বলিতেছেন বিরহ জ্বালাতে আমি জ্বলিয়া গিয়াছি, এখন আর আমাব আমি নাই, যিনি আমাকে জ্বালাইতেছিলেন তিনিও জ্বলিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ এক হইবা গিয়াছে, এখন জ্বালা ও কোথায় নিবিয়া গেছে, তাহার আর ঠিকানা নাই অর্থাৎ আছে কি নাই দেখিবার লোক নাই।

মন গলিয়া ব্রহ্মেতে মিলিয়া যায়। যেমন আটা ময়দাতে লবণ মিলিয়া যায়। এ প্রকার বিরহের পর একেবারে মিলিয়া যাইব। কারণ প্রত্যহ প্রত্যহ কে দুঃখ সহ্য করে?

৩৪। কবির সংসারের সকলেই সুখী, কেবল সুখে খাইব ও শয়ন করিব সর্ব্বদাই এ ইচ্ছা। কবিরদাস বলিতেছেন যে কেবল একমাত্র আমি দুঃখী কারণ সর্ব্বদাই জাগিয়া চিং স্বরূপ কূটস্থকে ধ্যান করিতেছি—পাছে ভুলিয়া যাই।

৩৫। কবির বিরহ অগ্নিতে আমাকে জ্বলানতে আমি জ্বলিয়া গিয়াছি। আমি জ্বলিয়া যাওয়াতে আমাকে যে জ্বালাইতেছিল অর্থাৎ কূটস্থ তিনিও আর নাই। আর আমাকে দেখিয়া কূটস্থও জ্বলিয়া গেলেন অর্থাৎ এক হইয়া গেল, আর বিরহজ্বালা কোথায় নিবিয়া গেল, তাহার কিছুই ঠিক নাই অর্থাৎ আমি নাই যখন—তখন জ্বালা নির্ব্বাণের স্থান দেখে কে?

ওঁ

কবির বিরহ জ্বালাই ম্যায় জ্বলোঁ,মুঝে বিরহ কা দুঃখ।
ছাহন বয়ঠং ডরপতি, মতি জ্বরি যাওয়ে রুখ।৩৬
কবির বিরহিনী জ্বল্‌তি দেখ্ কয়, সাইআয়ে ধায়।
প্রেম বুন্দ্‌তে সিচি কয়,তন্ মে লয়ি মিলায়।৩৭
কবির ম্যায় বিরহিনী কে পীড়্‌মে,দাগ্‌ন দিয়া যায়।
মাস্‌গলি গলি চুঁই পড়া,ম্যায় যো রহি গলে লায়।৩৮

৩৬। কবির বলিতেছেন বিরহ জ্বালায় আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছি, বিরহ দুঃখে আমাকে দুঃখিত করিতেছে, কোথাও সুখ পাইনা, ছায়াতে বসিতেও ভয় করে, পাছে আমার জন্য ছায়া পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যায়—বিরহ কারণ কিছুতেই সুখ নাই।

৩৭। কবির বলিতেছেন বিরহিনীকে জ্বলিতে দেখিয়া ভগবান দৌড়িয়া আসিলেন, কারণ বিরহিনী পাছে বিরহ জ্বালায় মারা যায়, তিনি আসিয়া প্রেমবিন্দু সিঞ্চন করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন, এবং নিজ শরীরে মিলাইয়া লইলেন সুতরাং বিরহিনীর শরীরে আর লক্ষ্য থাকিলনা।

৩৮। কবির বলিতেছেন, বিরহিনীর পীড়া দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, বিরহিনীর শরীরের মাংস গলিয়া খসিয়া পড়িতেছে এমন স্থান নাই যে কোন চিহ্ন দেন এ অবস্থায়—আর কি হইবে তাহার গলা জড়াইয়া থাকি।

৩৬। কবির বিরহ অগ্নিতে আমি পুড়িয়া মরিতেছি কারণ কূটস্থ সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছি না এই নিমিত্ত আমি বিরহেতে দুঃখী। যদি কোন গাছের ছায়াতে যাইয়া বসি তাহাতেও ভয়, যে পাছে বিরহ অগ্নিতে গাছ পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যায় অর্থাৎ ছায়াতে যাইয়াও সুখ নাই।

৩৭। কবির বিরহিনী কূটস্থ দেখিলেন, যে বিরহে মারা যায় তখন দৌড়াইয়া আসিলেন আর প্রেমরূপ কারণ আর কিছুতেই মন লাগে না, বিন্দুস্বরূপ কূটস্থ তিনি সিঞ্চন করিলেন অর্থাৎ দর্শন করিয়া মন ঠাণ্ডা হইয়া গেল, আর তাঁহাতেই শরীর মিলিয়া গেল অর্থাৎ মন তাহাতে মিশিয়া যাওয়ায় শরীরে কোন লক্ষ্য থাকিল না।

৩৮। কবির বিরহিনী শরীরের পীড়া দেখিয়া দুঃখিত হইলেন কিন্তু বিরহের যে কোন

ওঁ

কবির চারি পাওকে পলঙ্গ্ শো, চোলি লায়ো আগি।
যা কারণ এ তাত্তা কিয়া, সোই না গলে লাগি ।৩৯
কবির কোয়ে কর কটোরিয়া, মুঠি কর গহি হাড়্
বিচ্ পিঞ্জরে বিরহা বসৈ, মাস্থু কাঁহাঁরে ডাড়্ ।৪০

৩৯। কবির বলিতেছেন চার পায়ার পালঙ্গেতে শুইলাম, কিন্তু তখন আগুণ লাগিয়া গিয়াছে, যাহার জন্য এত কষ্ট করিলাম তাঁহার গলা জাড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না অর্থাৎ এক হইতে পারিলাম না।

৪০। কবির বলিতেছেন কূয়োকে বাটির মতন করিয়া হাতে রাখিলাম কারণ কূয়ো হইতে জল উঠান কষ্টকর, শরীর দুর্ব্বল, হাড় সার হইয়াছে, বাটি হইতে জলপান করা সহজ এমত অবস্থা হইবার কারণ, যে শরীরে বিরহ বাস করে তাহাতে হাড় ভিন্ন মাংস থাকে না।

চিহ্ন দিবেন, তাহার উপায় নাই, কারণ শরীরের মাংস সকল গলিয়া গলিয়া খসিয়া পড়িয়াছে, কূটস্থ বলিতেছেন যে আমি এখন গলা জড়াইয়া থাকি।

৩৯। কবির চারি পায়া পালঙ্গেতে শুইলাম তখন শরীরে আগুণ লাগিয়া গিয়াছে যাঁহার কারণে এত কষ্ট করিলাম তবু তিনি গলা জড়াইয়া থাকিলেন না অর্থাৎ চারি বেদ স্থির হইল, পশ্চাৎদিগের ঠাকুরের কাটাম বাহির হইল তাহার মধ্যে ঠাকুরও ঝাঁকি দর্শন দিতে লাগিলেন, যে নারায়ণের নিমিত্ত সমস্ত সুখ জলাঞ্জলি দিয়াছি তথাচ সেই নারায়ণে এক হইতে পারিলাম না।

৪০। কবির কূয়োকে কটরা করিয়া ফেলিয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে কূপ সে বাটী হইল অর্থাৎ হাতে হইল। কূপ হইতে জল উঠাইয়া পান করিতে বিলম্ব হয়, আর বাটীতে করিয়া জল পান করিতে বিলম্ব হয় না আর ক্রিয়া করিয়া শরীরের হাড় মাত্র সার হইয়াছে। হাত দিলে হাড় ভিন্ন মাংস পাওয়া যায় না, যে খাঁচায় বিরহ অর্থাৎ যাহার নিমিত্ত বিরহ অর্থাৎ কূটস্থ বাস করিতেছেন সেখানে হাড় মাংস কিছুই নাই যে বিবাদ করিব।

ওঁ

কবির রক্ত মাসু সভ ভছি গয়ে, নেকু ন কিন্ হো কাণ।
আর বিরহা কুকুর ভয়ে, লাগে হাড় চবান।৪১
কবির বিরহা ভয়া বিছাওনা, ওঢ়ণ্ বিপতি বিয়োগ।
দুঃখ শির হানে পাওঁতে, কোন বনা সংযোগ।৪২
কবির কোন জগাওয়ে ব্রহ্মকো, কোন জগাওয়ে জীউ।
কোন জাগাওয়ে সুরতি কো, কোন মিলাওয়ে পিউ।৪৩

৪১। কবির বলিতেছেন শরীরের রক্ত মাংস সব গিয়াছে, কাণও গিয়াছে, ডাক শুনিতে পাইতেছিনা, এখন বিরহ কুকুররূপ ধারণ করিয়া হাড় চিবাইয়া খাইতেছেন।

৪২। কবির বলিতেছেন বিরহই এখন বিছানা হইয়াছে আর স্বামী বিয়োগরূপ চাদর গায়ে ঢাকা দিয়া রহিয়াছি—মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত দুঃখ হানিতেছে, সমস্তই বিয়োগ দেখিতেছি—সংযোগ কোথায় ?

৪৩। কবির বলিতেছেন কে ব্রহ্মকে জাগাইবে ? কেইবা জীবের চৈতন্য করাইবে, কেইবা সুন্দর রতিকে জাগাইবে ? আর কেইবা স্বামীর মিলন করাইয়া দিবে ?

৪১। কবির নারায়ণের চিন্তা করিতে করিতে রক্ত মাংস কিছুই থাকিল না সব খাইয়া ফেলিলেন ; আর বিরহিনী যে এত ডাকিতেছে তাহাতে একটুও কাণ দিলেন না, এখন নারায়ণ কুকুর হইয়া হাড় চিবাইতে লাগিলেন অর্থাৎ হাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

৪২। কবির নারায়ণের বিরহ বিছানা হইয়াছে অর্থাৎ দিবা রাত্রি হায় নারায়ণ! হায় নারায়ণ!—করা রূপ বিছানা কারণ ঐ বিরহেতেই আমি আরাম করিতেছি। স্বামীর বিয়োগরূপ চাদর আমি গায়ে দিয়া রহিয়াছি, আর দুঃখেতে মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত কষ্ট দিতেছে। এতো সমস্তই বিয়োগ দেখিতেছি—সংযোগ কোথায় ?

৪৩। জাগা=অর্থাৎ কোন এক বিষয়ে মন লাগাইয়া থাকা, যখন কোন দিকে মন না থাকে তখন শোয়া, কারণ নিদ্রা আইসে।

ব্রহ্মকে কে জাগাইবে ? আত্মা। কে জীবকে জাগাইবে ? প্রকৃতি ; কারণ জীব শিব, প্রকৃতি না থাকিলে পুরুষ থাকে কোথায় ? কে সুরতকে জাগাইবে ? সুরতি=সুন্দর রতি

কবির বিরহ জাগাওয়ে ব্রহ্মকো, ব্রহ্ম জাগাওয়ে জীউ।
জীউ জাগাওয়ে সুরতি কো, সুরতি মিলাওয়ে পিউ ।৪৪
কবির ম্যায় তোম্‌কো ঢুঁড়তে ফিরোঁ, তোম্ কাহে না
মিলিয়া রাম।
হির্‌দয়া মাহি উঠি মিলো, এহ সকল তোমারো কাম ।৪৫

৪৪। কবির বলিতেছেন বিরহই ব্রহ্মকে জাগাইবে, ব্রহ্ম জীবকে জাগাইবেন, আর জীব সুন্দর ইচ্ছাকে জাগাইবেন, আর সুন্দর ইচ্ছাই স্বামীকে মিলাইয়া দিবে।

৪৫। কবির বলিতেছেন আমি তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি তুমি কেন আত্মা-রামেতে মিলিয়া না থাক? তুমি হৃদয়ের মধ্যে উঠিয়া মিলিয়া থাক? এ সকল তোমারি কার্য্য।

অর্থাৎ কূটস্থে মন রাখা ক্রিয়া। আর ক্রিয়ার পর অবস্থা যে ব্রহ্ম—তাঁহাতে কে মিলাইবে? ক্রিয়া।

৪৪। কবির বিরহ ব্রহ্মকে জাগাইতেছে। বিরহ কাহার? আত্মার; আত্মাই সর্ব্বদা ব্রহ্মাভাবে হায় হায় করিতেছে ও ব্রহ্মেতে লয় হইলেই সুখী। বারম্বার পাইতে পাইতে ব্রহ্মেতে যখন লাগিয়া থাকিলেন তখন ব্রহ্মকে জাগাইলেন অর্থাৎ তাঁহার ক্ষমতা আত্মাতে হইল। ব্রহ্ম জীবকে জাগাইতেছে কারণ মন ব্রহ্ম প্রকৃতিস্থ থাকিয়াও উত্তম পুরুষে যাও-যাতে শিব জাগ্রত হইতেছেন। প্রকৃতি না থাকিলে মন থাকেন কোথায়? এই নিমিত্ত প্রকৃতিই জাগাইতেছে। উত্তম পুরুষের ইচ্ছা না হইলে মনের কোনই ক্ষমতা নাই। আর ক্রিয়া ভিন্ন মনের কূটস্থ দর্শন হইবার কোন ক্ষমতা নাই। মন ক্রিয়ার পর অবস্থায় একটু একটু যাইতে যাইতে তবে ঐ অবস্থা পায়। ক্রিয়া না করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা পাইবার উপায় নাই।

৪৫। কবির আমি তোমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছি অর্থাৎ পুরুষোত্তম নারায়ণকে কি প্রকারে কখন কোথায় পাইব চিন্তা করিয়া ক্রিয়া করিতেছি, তুমি যে রমণকর্ত্তা রাম তুমি আমাতে মিলিয়া কেন রমণ করিতেছ না? হে নারায়ণ! তুমি আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া আমার সহিত এক হও, কারণ এ সকল তোমারই কার্য্য; স্ত্রী পুরুষে মিলনের সময় পুরুষের কর্ম্ম হৃদয়ে উঠা কারণ আমি ভক্তিমতী স্ত্রী তুমি স্বামী।

ওঁ

কবির বিরহ জ্বাগাইয়া, পরি ঢঢোঁরে ছার।
ম্যায় কোই কোয়ালা উব্‌রে, জ্বারো দুজি বার।৪৬
কবির তন্ মন্ যৌবন জ্বারিকে, ভসম্ যো করিয়া দেহ।
কহহিঁ কবির এহ বিরহিনী, উঠিকে টটো হায় থেহ।৪৭

৪৬। কবির বলিতেছেন বিরহ জাগাইয়া দোয়াতে বিরহের ঢাঁাড়া বাজিয়া উঠিল, তখন বিরহ অগ্নিতে সব ছাই হইয়া গেল, আমি স্বরূপ কয়লা থাকিয়া গেল, তাহাকে আবার জ্বালাইয়া ফেল।

৪৭। কবির বলিতেছেন, দেহ মন যৌবন জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছে, কবির কহিতেছেন, এই বিরহিনী উঠিয়া কহিতেছে এই অবস্থা যাহা দ্বারায় ঘটিয়াছে তাহার থেই কোথায় ?

৪৬। কবির বিরহেতে জাগাইয়া দিল অর্থাৎ উত্তমপুরুষ হঠাৎ দেখা দিয়া আবার লুকাইলেন। তখন বিরহের যে ঢাঁাড়া তাহা বাজিয়া বিরহ আগুণে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। ছাই হইয়া গেল বটে কিন্তু কয়লাস্বরূপ আমি বুদ্ধি তাহা বাঁচিয়া গেল, কারণ উত্তম পুরুষকে আমি দেখিলাম, তখন উত্তম পুরুষ ও আমি দুই রহিলাম, এক হয় নাই, কবির বলিতেছেন উহাকে আবার জ্বালাইয়া ফেল।

৪৭। কবির তন মন যৌবন ও দেহকে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছে, এমন যে বিরহিনী সে উঠিয়া টোয়াইতেছে যে এ দশা যেখান হইতে হইয়াছে, তাহার থেই কোথায় অর্থাৎ শরীরের প্রত্যেক শিরায় স্থির বায়ু প্রবেশ করায় শরীরের কোন স্থান কন্ কন্ ঝন্ ঝন্ করিতেছে। মন অন্যান্য দ্রব্যের আস্বাদন ইত্যাদি কিছুই করে না (ব্রহ্ম ছাড়িয়া) ও কোন দিকে যায় না। যৌবন=যৌবনে ইন্দ্রিয় সকল বেগবান হয় কিন্তু বিরহিনীর সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নিস্তেজ। এই সমস্ত থাকিয়া যখন তাহার কার্য্য নাই, তখন ভস্ম হওয়ার মধ্যে। ঐ সমস্ত যে পোড়াইয়াছে ও দেহকে যে ভস্ম করিয়াছে, এরূপ বিরহিনী তিনি উঠিয়া টোয়াইতেছেন যে এ দশা হইবার কারণ যে ব্রহ্ম তাঁহার থেই কোথায় কারণ ব্রহ্ম হইতে শূন্য, শূন্য হইতে বায়ু ইত্যাদি।

ওঁ

কবির বিরহা সোঁতো হুটি রহে, মনুয়া মেরা সুজান।
হাড় মাস্ নখ্ ক্ষাৎ হাঁয়,জীয়তে করে মশান ।৪৮
কবির সো দিন ক্যায়সা হোয়েগা,রাম গহহিগে বাঁহি।
আপনা করি বৈঠাওসি,চরণ কঁওল্ কি ছাহি ।৪৯

৪৮। কবির বলিতেছেন হাড় মাংস নখ এসব বিরহ খাইতেছে, সুবুদ্ধিমনকে ও জীবকে শ্মশানের ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে।

৪৯। কবির বলিতেছেন সে দিন আমার কবে হবে যে দিন রাম আমার হাত ধরিয়া আপনার করিয়া চরণকমলের ছায়াতে বসাইবেন।

৪৮। কবির বিরহ যন্ত্রণা সহ্য না হওয়াতে মনের খেদে এরূপ হইল, যে কালাচাঁদের মুখ আর দেখিব না, কিন্তু আমার সুজন মন সেই কৃষ্ণচন্দ্র ছাড়া আর অন্যদিকে যায় না ও হাড়, মাংস, নখ খাইয়া ফেলিল অর্থাৎ যে বায়ু হাড়ের মধ্যে যাইতেছিল, যে বায়ু মাংসের মধ্যে যাইতেছিল তাহা স্থির হইয়া গেল, আর নখও খাইয়া ফেলিল অর্থাৎ হাত নড়াইবার শক্তি নাই, মাংসে সাড় নাই, আর নখে জোর নাই এই সকল গিয়াছে। যদিও আমি বাঁচিয়া আছি কিন্তু মশানের ন্যায় হইয়া রহিয়াছি অর্থাৎ মশানে যেমন দেহ রহিয়াছে অথচ কোন ক্ষমতা নাই, সেই প্রকার সকলই রহিয়াছে কিন্তু কোন ক্ষমতা নাই। ইহারই নাম জীবন্মুক্ত।

৪৯। কবির সে দিন আমার কেমন করিয়া হইবে যে দিন রাম আমার বাহু ধরিয়া চরণকমল ছায়াতে আপন করিয়া বসাইবেন। রাম=আত্মা। বাহুদ্বয়—ইড়া, পিঙ্গলা স্থির হইলেই ধরা হইল। আপনা করি=এই শরীর মধ্যে উত্তমপুরুষ কে দেখিতে দেখিতে মনে হয় যে আমি ও উত্তমপুরুষ হইয়াছি। চরণ=যে এ দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে গমন করে। কমল=ছয় চক্রের পদ্ম। ছাহি=ছায়াতে, রৌদ্র হইতে ছায়াতে বসিলে যে প্রকার তৃপ্তি হয় সেই প্রকার হৃদয়ে আত্মা স্থির হইলে ঠাণ্ডা বোধ হয়।

ও

কবির অঙ্ক্ ভরি ভরি ভেটিয়া, মন নহি বাধে ধীর।
কহে কবির তে কো মিলে, যব্ লগি হোয়ে শরীর ।৫০
কবির জীউ বিলম্বা পিউছো, অলক্ষ্ লক্ষ নহি যায়।
গোবিন্দ মিলে ন ঝল বুঝে, রহে বুঝায় বুঝায় ।৫১
কবির লক্ড়ি জরি কোয়লা ভেয়ি, মো মন অজহু আগি।
বিরহ কি য়োদি লকড়ি জরৈ, স্থলাগি স্থলাগি ।৫২

৫০। কবির বলিতেছেন কোল ভরিয়া তাঁহাকে দর্শন করি কিন্তু মনত স্থির থাকে না। কবির কহেন যিনি শরীরের সহিত মনকে লাগাইয়া দিয়াছেন তিনিই পান।

৫১। কবির বলিতেছেন জীব ব্রহ্মে যাইয়া লয় হইলেন, তখন অলক্ষ্য হইয়া গেলেন। আর লক্ষ্য করা যায় না—নিজেই নাই লক্ষ্য কে করিবে, সুতরাং অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করা যায় না। গোবিন্দকে পাইলেই অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ জ্বালা নিবারণ হয় না —মনকে বুঝাইয়া রাখিতে হয়।

৫২। কবির বলিতেছেন কাষ্ঠ স্বরূপ মন জ্বলিয়া কয়লা হইয়াছেন। কিন্তু আমার মনে বিরহ অগ্নি লাগিয়া রহিয়াছে, বিরহরূপ কাষ্ঠগুলি ভিজে হওয়ায় ধীরে ধীরে জ্বলিতেছে।

৫০। কবির ঐ প্রকার তৃপ্তিতে সুখ হইল না। নারায়ণকে কোল ভরিয়া দর্শন করি কিন্তু মন সে স্থিরত্ব পদে থাকিল না অর্থাৎ স্নান আহার ইত্যাদিতে মন চলিল। কবির সাহেব বলিতেছেন যে নারায়ণ সেই পায়, যে শরীর সহিত তাহাতে লয় করিয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

৫১। কবির প্রিয় ব্রহ্মেতে জীব যাইয়া লয় হইলেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। অলক্ষ্যকে কেহই লক্ষ্য করিতে পারে না, কারণ তখন নিজে নাই। মন গোবিন্দকে পাইতে চায়, কিন্তু না পাওয়ারূপ যে অগ্নির শিখা, গোবিন্দ না পাওয়ায় নিবারণ হইতেছে না, তখন মনকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া রাখি অর্থাৎ আবার ক্রিয়া করি যদি ঐ অবস্থা পাই।

৫২। কবির কাষ্ঠ স্বরূপ মন তিনি বিরহে পুড়িয়া কয়লা হইয়াছেন, কিন্তু আমার সেই পোড়া মনে নারায়ণ বিরহের অগ্নি লাগিয়াই রহিয়াছে, দুঃখের বিষয় যে আমার মনরূপ বিরহ কাষ্ঠ ভিজা অর্থাৎ নির্ম্মলরূপ শুষ্ক নহে (মায়াতে করিয়া) এই নিমিত্ত থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিতেছে অর্থাৎ মায়াতে থাকিতে থাকিতে হঠাৎ মনে পড়িল।

ওঁ

কবির নিশু দিন দাঝে বিরহিনী, অন্তর্ গত কি লায়ে।
দাস কবিরা কো বুঝে, সৎগুরু গয়ে লাগায়ে ।৫৩

কবির শুষ্কং বড় রুখড়া, ম্যায় জন লতড়িয়া।
তেরে নাম বিলামিয়া, যেঁ্যা জল মছড়িয়া ।৫৪

কবির যো জন্ বিরহী নাম্‌কে, ঝিনে পজর্ তাস্থু।
নয়ন ন আওয়ে নিদরি, অঙ্গ্ন জামে মাস্থু ।৫৫

৫৩। কবির বলিতেছেন দিবারাত্র বিরহিনী বিরহজ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছেন, যাঁহার কারণ জ্বলিয়া মরিতেছেন তিনিত দূরে গিয়াছেন, কবিরদাস কহেন তাঁহার, যাহা হইতেছে তাহা অপরে কি বুঝিবে—যাঁর জ্বালা তিনিই জানেন—সৎগুরু এই বিরহাগ্নি লাগাইয়া দিয়াছেন।

৫৪। কবির বলিতেছেন বিরহ বড় শুষ্ক, শুষ্ক হইলেও আমি লতার মত তোমার নামেতে জড়াইয়া আছি, কিম্বা যেমন জলেতে মৎস্য।

৫৫। কবির বলিতেছেন যিনি সর্ব্বদা বিরহ ভোগ করিতেছেন তাহার পাঁজরার হাড় বাহির হইয়া গিয়াছে, ও কখন তাঁহাকে পাইব এই ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে নিদ্রা আসে না, ও গায়ের মাংসও জমে না অর্থাৎ মোটা হয় না।

৫৩। কবির সেই নারায়ণ উত্তমপুরুষ যিনি দূরে গমন করিয়াছেন তাঁহার লাগিয়া বিরহিনী সর্ব্বদা জ্বলিয়া মরিতেছে; কবির বলিতেছেন যে আমার এ প্রকার হইয়াছে তাহা কে বুঝিবে, আর এই বিরহাগ্নি সৎগুরু লাগাইয়া দিয়াছেন।

৫৪। কবির বিরহ যন্ত্রণায় গাছটা (মনটা) শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি লতার মত জড়াইয়া আছি, তোমার নাম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার নিমিত্ত—যেমন জলে মাছ।

৫৫। কবির যে জন ক্রিয়ার পর অবস্থার বিরহী, ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার পাঁজরার হাড় বাহির হইয়াছে, আর নারায়ণকে কখন পাইব ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষে নিদ্রা আইসে ও তাহার গায়ে মাংস জমে না অর্থাৎ সে মোটা হয় না।

ওঁ

কবির যো জন বিরহী নামকে, তিনুহ কি গতি ভইয়েহ।
দেহী সোঁ উদিম্ করে, সুমিরণ্ করে বিদেহ।৫৬
কবির যো জন বিরহী নামকে, সদা মগন্ মন্ মাঁহ।
যো দরপণ কি সুন্দরী, কাহু ন পকরি বাঁহ।৫৭

৫৬। কবির বলিতেছেন যিনি নারায়ণের নামের বিরহী তাঁহার কি গতি হইবে, দেহীর যে কর্ম্ম তাহা উদ্যমের সহিত করে, আর স্মরণের দ্বারায় বিদেহমুক্তি প্রাপ্তি করায়।

৫৭। কবির বলিতেছেন যিনি নামের বিরহী তিনি সদা সর্ব্বদা আপনার মনে মগ্ন হইয়া সেইরূপ ভাবিতেছেন, ও সময় সময় ব্যাকুল ভাবে ধরিতে যাইতেছেন। কিন্তু পাই-তেছেন না, যেমন দর্পণের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, ধরা যায় না তদ্রূপ।

৫৬। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহার হইতেছেনা, সেই বিরহীর এই গতি হয় অর্থাৎ দেহীর যে কর্ম্ম, উদ্যমের সহিত কর্ম্ম করে আর বিদেহ নারায়ণকে স্মরণ করে।

৫৭। কবির যে নারায়ণ বিরহী সে এক না হইতে পারায় সদা মনেতেই মগ্ন রহিয়াছে, নারায়ণ কি প্রকারে আছেন? যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব স্বরূপা সুন্দরী রহিয়াছে অথচ কাহারও ধরিবার উপায় নাই, তেমনি নারায়ণ সেই কূটস্থের মধ্যে রহিয়াছেন অথচ কাহারও সাধ্য নাই যে ধরে।

সাক্ষি।

জ্ঞান বিরহ কো অঙ্গ্।

জ্ঞান ও বিরহ বর্ণন।

—:-(:✱:-):—

কবির চিন্‌গি আগ্‌কি, মো তন্ পরি উরায়।
তন্ জ্বরিকে ধর্‌তী জ্বরি, আওর জ্বরে বন্ রায়।১

কবির দীপক্ পাওয়ক আনিয়া, তেল ভরিয়া আসঙ্গ্।
তিনো মিলিকে জোইয়া, উড়ি উড়ি পড়ে পতঙ্গ্।২

১। কবির বলিতেছেন আমার শরীরে একটু আগুণের ফিন্‌কি উড়িয়া পড়িয়া আমার শরীর জ্বালাইয়া মাটি পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আর বনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন যাহা তাহাও পুড়িয়া গিয়াছে।

২। কবির বলিতেছেন তৈল ও অগ্নি দ্বারায় প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর এই তিন দ্রব্যের একত্রে চেষ্টা করায় প্রদীপ জ্বলিতেছে, কিন্তু অন্য আসক্তি হওয়ায়, মনরূপ পতঙ্গ উড়িয়া পুড়িয়া মরিতেছে।

১। কবির আমার শরীরে আগুণের ফুল্‌কি পড়িয়াছে, শরীরকে জ্বালাইয়া ধরণী পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং বনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বনও জ্বলিয়াগিয়াছে অর্থাৎ যোনিমুদ্রায় এবং অন্যান্য সময়ে নানা প্রকার জ্যোতি দেখিতে পাওয়ায়, উহার শেষ দেখিতে ইচ্ছা হওয়ায়, রাত্রি দিবা প্রাণায়াম করিতে করিতে, শরীর দুর্ব্বল আর মূলাধারে যে আইসা যাওয়া তাহাও জ্বলিয়া গিয়াছে এবং সকল দুঃখের মূল যে ইচ্ছা তাহাও জ্বলিয়া গিয়াছে কিন্তু উত্তমপুরুষকে পাইলাম না।

২। প্রদীপ = কূটস্থ। পাওয়ক = জ্যোতি। তেল = জীব। তৈল আগুণ আনিয়া প্রদীপ জ্বালিতেছে, আর এই তিন একত্রে চেষ্টা করায় জ্বলিতেছে, আর তাহাতে অন্য

ওঁ

কবির হিদ'য়া ভিতর দো বারে,ধূঁয়া না পঁরগট্ হোয়।
যাকি লাই সো লখে, কি যিন্হ লাই সংযোয় ।৩
কবির মারা হায় সো মরি গেয়া, ব্রহ্ম অগি, কিঁ ভাল।
মূরখ্ কোই জানে নেহি, চতুর লক্ষে সব্ খেয়াল ।৪

৩। কবির বলিতেছেন হৃদয়ের মধ্যে দুই জ্বলিতেছে অর্থাৎ দুই শিখা জ্বলিতেছে। কিন্তু তাহার ধোঁয়া প্রকাশ হইতেছেনা, যাঁহাকে দেখিবার জন্য লক্ষ্য করিতেছিলাম তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না।

৪। কবির বলিতেছেন ব্রহ্মঅগ্নির বর্শা দ্বারায় যাহাকে মারা হইয়াছিল তিনিত মরিয়া গিয়াছেন, যাহারা মূর্খ তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না, চতুর ব্যক্তি সব ভাব দেখিতেছেন।

দিকে মন যাওয়া রূপ পতঙ্গ তাহা পুড়িয়া মরিতেছে অর্থাৎ অন্য দিকে মন যাইতেছে না। এ সকল করা কেবল উত্তমপুরুষকে পাইবার নিমিত্ত।

৩। কবির হৃদয়ের মধ্যে দুই জ্বলিতেছে কিন্তু তাহার ধোঁয়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, আর যিনি সম্যকরূপে তত্ত্ব করিতেছেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা দুই জ্বলিতেছে, কোন বস্তু না পুড়িলে জ্বলে না, ইহার মধ্যে একটী বিষয়ে জ্বালাইতেছে, আর একটী স্ত্রী ইত্যাদিতে জ্বালাইতেছে; অথচ ধূম দেখা যাইতেছে না। ধূম দেখিতে পাইলেই সাবধান হওয়া যাইতে পারে যে আগুণ জ্বলিবে অর্থাৎ মন্দ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে যদি বুঝিতে পারা যায়, তবে তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় কিন্তু ঐ দুই এমন সূক্ষ্ম ভাবে আইসে যে বুঝিতে পারা যায় না, কার্য্য শেষ হইলে মনে হয়, যে কাজটা অন্যায় হইয়াছে, আর যে নারায়ণ সম্যক প্রকারে তত্ত্ব করিতেছেন তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না।

৪। কবির ব্রহ্মঅগ্নির বর্শা দ্বারা যাহাকে মারিতেছিলাম, সে মরিয়া গিয়াছে। মূর্খ যে সে ইহার কিছুই জানে না, আর চতুর যে তাহার মনে হইতেছে। অর্থাৎ আত্মার দ্বারা আত্মাকে মারাতে আত্মা মরিয়া গিয়াছে অর্থাৎসুষুম্না অগ্নি স্বরূপ বর্শা দ্বারায় স্থির হইয়াছে। মূর্খ যে সে এ সমস্ত বিষয়ের কিছুই জানে না, আর চতুর ব্যক্তি সে দেখে যে ক্রিয়া করাতেই আত্মা স্থির হইয়াছে।

কবির মারা হৈ মরি যায়েগা, বিনা সাঙ্ক্ কি ভাল।
পরা পুকারৈ বিরিছ্ তর, আজু মরে কি কাল্হ ।৫
কবির চোট, সন্তাওয়ে বিরহ কি,সভ্ তন্ ঝঁজর হোয়।
মারনি হারা জামছি, কি যিস্ লাগায়ে হোয় ।৬

৫। কবির বলিতেছেন যাহাকে মারা হইয়াছিল তিনিত মরিয়া যাইবেন, কারণ তাঁহাকে বিনাকালের বর্শার দ্বারায় মারা হইয়াছিল, তিনি বৃক্ষের তলায় পড়িয়া চীৎকার করিতেছেন আজ কালের মধ্যে মরিবেন।

৬। কবির বলিতেছেন বিরহীর অনেক কষ্ট হইতেছে, সমস্ত শরীর ঝাঁজরার মতন হইয়া গিয়াছে, যিনি মারেন তিনিই জানেন আর এই যন্ত্রণা যাহার নিমিত্ত তিনি ত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।

৫। কবির বিনা ফালের বর্শার দ্বারায় যাহাকে মারিতেছিলাম সে মরিয়াছে, কিন্তু একবারে মরিয়া যায় নাই, ধুক্ ধুক্ করিতেছে। এক্ষণে সে বৃক্ষের তলায় পড়িয়া চীৎ-কার করিতেছে কিন্তু সে আজ কালের মধ্যে মরিয়া যাইবে। অর্থাৎ আত্মক্রিয়া দ্বারা আত্মাকে স্থির করিতে করিতে আত্মা স্থির হইলেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে আর ঐ অবস্থায় আত্মা সেই কল্পবৃক্ষরূপ 'কূটস্থে থাকিয়া মনে করিতেছেন যে কখন স্থির হইবে কারণ স্থির হইলেই এক হইয়া যাইবে, আর তখন মনে হয় যে আজ কালের মধ্যে স্থির হইবে।

৬। কবির বিরহের আঘাতে বড়ই কষ্ট হইতেছে, আর সে আঘাতে সমস্ত শরীর ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে, যে মারিতেছে সেই জানিতেছে, আর যাহার নিমিত্ত এই প্রকার যন্ত্রণা সে তো শয়ন করিয়া রহিয়াছে। উত্তমপুরুষে এক না হওয়ায় ও তাঁহাকে না পাওয়া রূপ আঘাতে কষ্ট হইতেছে, আর তখন সমস্ত শরীরে বায়ু চলিতেছে অনুভব হইতেছে। যে আত্মা মারিতেছেন তিনিই বেদনা জানিতেছেন কিন্তু যে ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা পাইবার নিমিত্ত এত কষ্ট তিনি তো স্থির হইয়া রহিয়াছেন।

ওঁ

কবির ঝল্ উঠি সকলো জ্বরা, খপর ফুটা সঞ্জুত।
হংসা যোগী রমী গেয়া, আসন্ রহি বিভূত।৭

কবির আগি লাগিনী রমে, কাঁদো জ্বরিয়া ঝারি।
উতর দখিণ্ কা পণ্ডিতা, মরে বিচারি বিচারি।৮

কবির দ্বৌ লাগি সায়ের জ্বরা, মচ্ছি জ্বরিয়া আয়।
দাধে জীব ন উবরে, সৎগুরু গয়ে লগায়।৯

৭। কবির বলিতেছেন ব্রহ্মঅগ্নির ঝল্কা উঠিয়া সব জ্বলিয়া গিয়াছে, মাথার খাপর খানাও ফাটিয়া জ্বলিয়া গিয়াছে; হংসরূপ যোগী তিনি আত্মায় রমণ করিতেছিলেন তিনি চলিয়াগেলেন,—আসন আর বিভূতি পড়িয়া রহিল।

৮। কবির বলিতেছেন জলে অগ্নি লাগার দরুণ জলও জ্বলিয়া গিয়াছে, কাদাও জ্বলিয়া গিয়াছে, যাহারা তার্কিক পণ্ডিত তাহারা উত্তর দক্ষিণের বিচার করিয়া মরিতেছে।

৯। কবির বলিতেছেন দুটির জন্য জলাশয় জ্বলিয়াছে, তাহাতে মনঃস্বরূপ যে মৎস্য ছিল তাহাও পুড়িয়া গিয়াছে, সৎগুরু উপদেশ লাগাইয়া দিয়াছেন, দগ্ধজীব তিনি রহিয়া গিয়াছেন।

৭। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ব্রহ্মাগ্নির শিখাতে সকলি জ্বলিয়া গিয়াছে অর্থাৎ সে সময়ে ইচ্ছাদি কিছুই থাকে না এবং নিজেও থাকে না, আর তখন মাথার খাপ্রি খানা যেন উড়িয়া গিয়াছে অথচ লাগিয়া আছে বোধ হয়, হংসরূপ যোগী যিনি রমণ করিতেছিলেন তিনি চলিয়া গেলেন—কেবল আসনেতে অষ্টসিদ্ধি থাকিলেন।

৮। কবির জলে আগুন লাগিয়া গিয়াছে অর্থাৎ আত্মা পুড়িয়া গিয়াছে। জলে আগুন লাগায় কাদার সহিত জ্বলিয়া গেল অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল পুড়িয়া গেল, আর যত দক্ষিণা লওয়ার পণ্ডিত তাহারা কেবল বিচার করিয়া মরিতেছে।

৯। কবির দুই অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা সুষুম্নায় প্রবেশ করায়, মনমৃগ পুড়িয়া গিয়াছে, আর চন্দ্র (মৎস্য) স্বরূপ মন অর্থাৎ স্থিরমন তিনিও পুড়িয়া গিয়াছেন, কিন্তু জীব তিনি পারে যাইতে পারেন নাই অর্থাৎ "সর্ব্বংব্রহ্ম ময়ংজগৎ" হয় নাই; এই দুঃখ, সৎগুরু তিনি উপদেশ দিয়া লাগাইয়া গিয়াছেন।

ও

কবির গুরু দগ্ধা চেলা জ্বলা, বিরহ জাগায়ি আগ্।
তিনুকা বাপুরা উবরা, গুরু পূরে কি লাগ্।১০
কবির আহিরি সঙ্গ লাগিয়া, মৃগা পুকারৈ রোয়।
যেহি বন হাম ক্রীড়া কিয়া, দাবৎ হায় বন সোয়।১১
কবির মৈ ঘর জ্বারা আপনা, লিয়া লুকায়া হাথ্।
অর ঘর জ্বারো তাহিকা, যো লগৈ হমারে সাথ্।১২

১০। কবির বলিতেছেন গুরুও জ্বলিতেছেন, শিষ্যও পুড়িয়া গিয়াছেন, আর বিরহরূপ অগ্নি তাহাও জাগিয়া রহিয়াছে, সৎগুরু যিনি তিনি যখন লাগাইয়া দিলেন, তখন তিন জনেই উঠিয়া করিতে লাগিলেন।

১১। কবির বলিতেছেন ব্যাধের সঙ্গে মিলিয়া মৃগ উচ্চৈস্বরে রোদন করিতেছে, এই বলিয়া—যে বনে ক্রীড়া করিতাম হায় সেই বন দগ্ধ হইতেছে!

১২। কবির বলিতেছেন নিজের হাতে মশাল ধরিয়া আপনার ঘর আপনিই জ্বালাইয়াছি এবং অপরেরও ঘর জ্বালাইয়া দিব, যিনি আমার সঙ্গ লইবেন।

১০। কবির আত্মা পুড়িতেছেন অর্থাৎ ব্রহ্মে লয় হইয়াছেন, তখন চেলা যে অহঙ্কার তিনিও পুড়িয়া গিয়াছেন, তাহার পর ক্রিয়ার পর অবস্থা যে কি তাহা না জানিতেপারা রূপ যে অগ্নি তাহা জাগিতেছে; এই হওয়াতে লাভের মধ্যে তুল স্বরূপ একটী বিন্দু লাভ হইয়াছে অর্থাৎ সর্ব্বদাই দর্শন হইতেছে। পূরা সৎগুরু যিনি তিনি লাগাইয়া দিয়াছেন অর্থাৎ গুরু যেরূপ বলিয়াছেন—সেই মত করিয়া এই লাগিয়াছে।

১১। কবির মন মৃগ=মনের কর্ত্তা ব্যাধ স্বরূপ জীবের সহিত মারা যাইতেছেন অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া মনকে স্থিতি পদে লইয়া যাওয়ায় মনের মৃত্যু হইতেছে। তখন চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, যে যে বনে আমি খেলা করিয়াছিলাম, সেই সেই বন এখন পুড়িয়া যাইতেছে অর্থাৎ নানাপ্রকারের ইচ্ছারূপ বন আর নাই।

১২। কবির আমি আপনি আপন ঘর পোড়াইয়াছি কিন্তু একটী মশাল হাতে রহিয়াছে অর্থাৎ মশাল স্বরূপ, কূটস্থ। এক্ষণে যে আমার সঙ্গ লইবে আমি তাহারি ঘর আলিয়া দিব অর্থাৎ তাহারও কূটস্থ প্রাপ্তি হইবে।

ওঁ

কবির পট্টন শারী জ্বর গেয়া, ধাগা এক না দাধ।
ঘর সিঁরি, পগ্‌রী কষা, পরা কুটুম বাধ্‌।১৩
কবির ঘর জ্বারে ঘর উবরে, ঘর রাখে ঘর যায়।
এক আচম্বা দেখিয়া, মুয়া কাল্‌কো খায়।১৪

১৩। কবির বলিতেছেন পট্টবস্ত্র যাহা কিছু ছিল তাহা ত জ্বলিয়া গেল, একটিও তাহার সূতাও নাই। ঘরের মধ্যে যে সিঁড়ি আছে তাহার দ্বারা উঠিয়া, পর যে কুটুম্ব তাহাদের আসিবার বাধার জন্য পাগ্‌ড়ী কষিয়া বাঁধিব।

১৪। ঘর জ্বালাইলে ঘরের শ্রীবৃদ্ধি হয়, আর ঘর রাখিলেই ঘর যায়—এবং এক আশ্চর্য্য দেখিলাম যে মরা মানুষ কাল্‌কে খাইয়া ফেলিল।

১৩। কবির পাটন সকল জ্বলিয়া গিয়াছে অর্থাৎ মস্তকের চিন্তারূপ পাটন তাহা আর নাই (ক্রিয়ার পর অবস্থা)। চিন্তারূপ পাটন জ্বলিয়া গিয়াছে। পাটন যাহাতে ছিল, তাহার একটু সূতাও দেখা যাইতেছে না। এবং জ্বলিয়া যাওয়ার যে যন্ত্রণা তাহাও নাই, কারণ পট্টনের নীচে যখন তখন ঘোর চিন্তা, আর পট্টনের উপর অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় চিন্তার লেশমাত্র নাই। মাথার উপরের পাটনতো জ্বলিয়া গেল, এখন কি করি, ঘররূপ শরীরে ছয় চক্ররূপ সিঁড়ি লাগাইয়া উপরে উঠিয়া পাগ্‌ড়ী কষিয়া বাঁধি, ইহা হইলে কুটুম্বস্বরূপ যে ইন্দ্রিয় সকল তাহাদিগের আসার বাঁধা পড়িল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল আর মন দিয়া হইতে লাগিল না।

১৪। কবির ঘরকে জ্বালাইলে ঘর থাকে, আর ঘরকে রাখিলে ঘর যায়। এক আশ্চর্য্য দেখিলাম—যে মরিয়া গিয়াছে, সে কালকে খায় অর্থাৎ যে ক্রিয়ারূপ অগ্নি দ্বারায় শরীরকে পোড়াইয়া ফেলিল, সে সহস্রারে যাইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মকে পাইল। আর শরীরে যে থাকিল তাহার ধ্বংস হইল। এক আশ্চর্য্য দেখিলাম যে—যে বায়ু মরিয়া গিয়াছে অর্থাৎ স্থির হইয়াছে, সে কালকে খায় অর্থাৎ চলিয়া যাইতেছে যে সময় তাহাকে খাইয়া ফেলিল অর্থাৎ চলা যাইয়া স্থির হইল।

ওঁ

কবির সোরঠা সমুন্দর্ লাগি আগি,নদীয়া জ্বারি
কয়লা ভয়ি।
দেখ কবিরা জাগি, মচ্ছিং তরিওয়র্ চোরি গেয়ি।১৫
কবির আগে আগে দ্বৌ বারে, পাছে হরিয়রা হোয়।
বলিহারি উয়া বৃছ্ কি, যা জরি কাটে ফল হোয়।১৬

১৫। কবির বলিতেছেন সমুদ্রে অগ্নি লাগিয়াছে, আর নদী জ্বলিয়া কয়লা হইয়াছে, মৎস্য গাছের উপর চড়িয়া গেল—এই দেখিয়া কবির জাগিল।

১৬। কবির বলিতেছেন অগ্রে দুটি জ্বলিতেছে, পশ্চাৎ সবুজ রং হয়—এমত বৃক্ষের বলিহারি যাই, যাহার শিকড় কাটিয়া দিলেও ফল হয়।

১৫। কবির সমুদ্রে আগুন লাগিয়াছে,নদী জ্বলিয়া কয়লা হইয়াছে। কবির সাহেব জাগিয়া দেখিলেন মৎস্য গাছের উপর চড়িয়াছে। অর্থাৎ ভবসমুদ্র (ইচ্ছা), ক্রিয়া দ্বারায় ইচ্ছা রহিত হওয়ায় ইচ্ছার কার্য্য হইতেছে যে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় তাহা পুড়িয়া কয়লা হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় একেবারে যায় নাই, সকলেই রহিয়াছে বটে, কিন্তু সকলেই এক ব্রহ্ম অনুভব করিতেছে। তখন কবির সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে এই সকল আমাতেই পূর্ব্বেই ছিল, কিন্তু এত দিন তো দেখি নাই। আর বিন্দু তখন দেহরূপ বৃক্ষের উপর অর্থাৎ মস্তকে উঠিয়া গিয়াছে।

১৬। কবির আগে আগে দুই জ্বলিতেছে, তাহার পর সবুজ রং হইয়া যায়। সেই গাছকে বলিহারি যাই, যাহার মূল (জড়ি) কাটিয়া ফেলিলে ফল হয়। অর্থাৎ এখন যেমন একটী কূটস্থ দেখা যাইতেছে পরে এই চক্ষের সম্মুখে দুই কূটস্থ দেখিতে পাওয়া যাইবে। সেই দুই কূটস্থ সম্মুখে জ্বলিতেছে, তাহার পর এই কূটস্থ সবুজ রংএর হইবে, সেই বৃক্ষকে (আত্মাকে) বলিহারি, যাহার মূল কাটিলে অর্থাৎ স্থির হইলে এই কূটস্থস্বরূপ ফলের উদয় হয়।

ওঁ

কবির বিরহ কুল্হাড়ি তন্ বহৈ, যাও ন বাঁধে রোহ।
মরণে কি শংসৈ নহি, ছুটী গয়া ভরম্ মোহ্।১৭
কবির স্বপনা রৈণকা, পরা করে যে ছেক্।
যব্ শোয়ো তব্ দুই জনা, যব্ জাগে তব্ এক্।১৮
কবির পাণি মাহি পর জ্বলি, ভয়ি অপর্বল্ আগি।
সরিতা বহুতি রহি গেয়ি, মীন্ রহে জল্ ত্যাগি।১৯

১৭। কবির বলিতেছেন বিরহরূপ কুড়াল সমস্ত শরীরে বহিয়া যাওয়ায় অর্থাৎ লাগিতেছে, মরিবার জন্য সংশয় নাই, সব ভ্রম, মোহ দূর হইয়া গিয়াছে।

১৮। কবির বলিতেছেন রাত্রে স্বপন দেখিয়া হৃদয়েতে আসিয়া লাগিল, যখন শুইয়া ছিল তখন দুই জন, যখন জাগিল তখন এক জন।

১৯। কবির বলিতেছেন জলের মধ্যে মৎস্য রহিয়াছে তাহার ডানা জ্বলিয়া গিয়াছে, অগ্নির আর. জোর নাই, নদী বহিতে বহিতে স্থির হইল, আর মৎস্য জল ত্যাগ করিয়া রহিল।

১৭। কবির বিরহরূপ কুড়াল সব শরীরে বহিয়া যাইতেছে, ঐ আঘাত আত্মাতে লাগিতেছে, মৃত্যুর নিমিত্ত কোন চিন্তা নাই অর্থাৎ মরি কোন ভয় নাই, কারণ ভ্রম ও মোহ গিয়াছে। অর্থাৎ নারায়ণে মিলন না হওয়ায় বিরহ কোন দিন হাতে, কোন দিন পায়ে এই প্রকার সর্ব্বাঙ্গ কাটিতেছে অর্থাৎ বায়ুর ধাক্কায় কুঠারের আঘাতের মত কষ্ট দিতেছে। কিন্তু ঐ আঘাত আত্মাতে লাগিতেছে না, কারণ আত্মা ব্রহ্মেতে রহিয়াছে। আর মৃত্যুর নিমিত্ত কোন ভয় করি না কারণ ভ্রম ও মোহ ছুটিয়া গিয়াছে।

১৮। কবির যখন ঘুমাইয়া আপনার হৃদয়েতে আপনি স্বপ্ন দেখিতেছে তখন শয়ন করিয়া দুই জনা, আর যখন স্বপ্ন না দেখিতেছে তখন এক। সেই প্রকার যখন হৃদয়ে কুটস্থ দর্শন ও অনুভব হইতেছে তখন হৃদয়ে শয়ন করিয়া দুই, আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক—তখন দেখা শুনা কিছুই নাই।

১৯। কবির এত ভারি অগ্নি যে জলেতে মৎস্যের পাখ্না দুই খানা পুড়িয়া গেল। আর মৎস্য যাহাতে ছিল তাহা বহিয়া চলিয়াছে আর মৎস্য জল ত্যাগ

ওঁ

কবির ব্রহ্ম অগ্‌নি তন্‌মো লাগি,লাগি রহা তত জীউ।
কিঁ জানে ওহ্ বিরহিনী, কি জানে ও পিউ।২০
কবির পাওয়ক্ রূপী রাম হায়, সব্ ঘট্ রহা সমায়।
চিৎ চক্‌মক্ চিন্ হটায় নহি, ধূঁয়া হোয় হোয় যায়।২১
কবির কর্ কায়া চক্‌মক কিয়া, ঝারা বারম্বার।
তিন বার ধূঁয়া ভয়া, চৌথে পরা অঙ্গার।

২০। কবির বলিতেছেন ব্রহ্মাগ্নি শরীরেতে লাগিল আর জীব তিনি লাগিয়া রহিলেন, হয়ত সেই বিরহিনী জানে অথবা সেই স্বামী জানে।

২১। কবির বলিতেছেন রাম যিনি তিনি অগ্নিরূপী সকল ঘটেতেই সমান ভাবে আছেন, আর চিত্তরূপী চক্‌মক্ যিনি, তিনি ধূমের ন্যায় চলিয়া যান।

২২। কবির বলিতেছেন কায়াকে চক্‌মক্ করিয়া বারম্বাব ঠুকিয়াছি, তিনবার ধোঁয়া হইয়াছে চতুর্থবারে অঙ্গার হইল।

করিয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ কারণবারিতে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে মীন লয় হওয়ায়, মন মীনের পাখ্‌না স্বরূপ ইড়া ও পিঙ্গলা ছাড়িয়া যাইয়া সুষুম্না চলিতে লাগিল। এত প্রবল ব্রহ্মাগ্নি আর বায়ুরূপ জল যাহাতে মন ছিলেন তাহা তত্ত্বে তত্ত্বে চলিতেছে, আর মন তিনি বায়ুরূপ জল ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মেতে রহিয়াছেন।

২০। কবির ব্রহ্ম অগ্নি শরীরে লাগিয়া গিয়াছে, আর জীব যিনি তিনি ব্রহ্মেতে লাগিয়া রহিয়াছেন, আর ঐঁ অবস্থা ত্যাগ হওয়া—হয় বিরহিনী কিম্বা প্রিয় যিনি—তিনিই অনুভব করিতেছেন। ক্রিয়াব পব অবস্থায় আত্মা তিনি শরীরে থাকিতে না পারিয়া ব্রহ্মেতে লয় হইয়াছেন। সমাধি ত্যাগ হইলে যে কষ্ট তাহা শরীর কিম্বা কূটস্থ অনুভব করিতেছেন।

২১। কবির অগ্নিরূপী আত্মারাম কূটস্থ হইতেছেন, তিনি সকল ঘটেই আছেন। চিত্ত চক্‌মক্ করিতেছেন কিন্তু লাগিয়া থাকেন, ধূমের ন্যায় আস্তে আস্তে চলিয়া যান।

২২। কবির কায়া আর করকে চক্‌মকি করিয়া বারম্বার ঠোকায় তিনবার ধোঁয়া হইল অর্থাৎ প্রথম কিছুই দেখিতে না পাওয়ায় অন্ধকার, দ্বিতীয় কূটস্থে ধোঁয়ার মত, তৃতীয় বিজ্ঞান পদ, আর চতুর্থ জলন্ত অঙ্গারের মত প্রকাশ হইল।

ওঁ

কবির পহিলেঁ প্রেম ন চাখিয়া, মুঝে নিরাশী আয়।
পাছেঁ তন্ মন্ হাত লয়, গয়ে চম্কা লায়।২৩
কবির বিরহা মুঝ্ সোঁ এওঁ কহে,গাড়া পাকরো মোহি।
চরণ্ কমল্ কে মোজ্ মে, লৈ বয়ঠাঁয়োঁ তোহি।২৪

২৩। কবির বলিতেছেন প্রথমে প্রেমের আস্বাদন না পাওয়ায়, নিরাশ হইলাম পশ্চাৎ শরীর ও মন কায়দা করাতে, এক চমৎকার দেখিলাম।

২৪। কবির বলিতেছেন বিরহ আমাকে ইহাও কহিয়াছে—আমাকে ভাল ক'রে ধর, তাহা হইলে চরণকমলের মজাতে তোমাকে লইয়া বসাইয়া দিব।

২৩। কবির প্রথমে প্রেম চাখিতে না পারায় নিরাশ হইয়া যাইলাম। তাহার পর শরীর মন হাতে করিয়া ক্রিয়া করায় এক চমৎকার লাগিয়া গেল। ক্রিয়া গ্রহণ করিয়া কেবলি ক্রিয়া করি, তাহাতে কোন প্রত্যক্ষ না দেখায় নিরাশ হইয়া পড়িয়া, মনে হইল যে আর ব্যাগারে ক্রিয়া করিব না। যখন পাইয়াছি তখন শরীর ও মন হাতে করিয়া ক্রিয়া করিতে করিতে, এক আশ্চর্য্য দেখিয়া চম্কাইয়া উঠিলাম যে এত কাল বাহিরে চলিতেছিল, এক্ষণে দেখিতেছি যে ভিতর দিয়া চলিতেছে।

২৪। কবির বিরহ এই বলিতেছে যে আমাকে ভাল করিয়া ধর, চরণকমলের নেশাতে আমি তোমাকে বসাইয়া দিব। নারায়ণের বিচ্ছেদ বলিতেছে যে আমাকে ভাল করিয়া ধর অর্থাৎ অন্যদিকে মন যাওয়ায় বিরহ; অন্যদিকে মনকে যাইতে দিও না। চরণ কমলের নেশাতে অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়া করায় ক্রিয়ার পর অবস্থায় তোমাকে লইয়া যাইয়া বসাইয়া দিব অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়া করায় ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনাপনি আটকাইয়া থাকিবে।

ওঁ

কবির আগুয়ানী তো আইয়া, জ্ঞান, বিচার, বিবেক।
পাছে হরিভি আইয়া, সগরি সাজ সমেত।২৫

২৫। কবির বলিতেছেন অগ্রগামী যাঁহারা তাঁহারা আসিয়াছেন—জ্ঞান, বিচার ও বিবেক; তাহার পর হরিও আসিলেন সমস্ত সাজ সজ্জা সমেত।

২৫। কবির অগ্রে যাঁহারা আসিয়া থাকেন তাঁহারা আসিলেন অর্থাৎ জ্ঞান=জানা, বিচার=যাহা দেখিতেছি তাহা যথার্থ কি না, বিবেক=এক হইয়া যাওয়া (দ্বন্দ্বাতীত), তাহার পর হৃদয়ে হরিকে অনুভব হইতে লাগিল অর্থাৎ হৃদয়ে স্থির থাকায় কূটস্থকে অনুভব হইতে লাগিল। সমস্ত সাজ সহিত আসিলেন অর্থাৎ সমস্ত সিদ্ধগণসহিত কূটস্থ দর্শন হইল।

শিখ্ তে পরিচয় কি অঙ্গ।

পরিচয়ের বিষয়।

কবির তেজ অনন্ত্ কা, য্যায়সা সুরুয্ শয়ন।
পতি সঙ্গ্ জাগি সুন্দরী, কৌতুক দেখৎ নয়ন।১
কবির পারব্রহ্মকে তেজকা, ক্যায়সা হায় অনুমান।
ক্যা ওয়াকি শোভা কহোঁ, দেখন্ কি পর্মাণ।২

১। কবির বলিতেছেন অনন্তব্রহ্মের তেজ কিরূপ যেমন সূর্য্যের শয়ন অর্থাৎ সূর্য্য অস্ত গেলে পর, না তেজ না অন্ধকার, খালি প্রকাশ মাত্র থাকে তদ্রূপ সুন্দরী স্ত্রী পতিসঙ্গ অবস্থায় জাগিয়া থাকায়—নয়ন কৌতুক দেখিতে থাকে, অর্থাৎ পতি উপস্থিত হওয়াতে স্ত্রীর মনে আনন্দ অনুভব হয়, তখন নয়ন ও পতির দৃশ্য দেখিতে থাকে, এই প্রকার সাধকের হইয়া থাকে।

২। কবির বলিতেছেন পরব্রহ্মের তেজের অনুমান কি প্রকারে হইতে পারে, উহার শোভা কি বর্ণন করিব প্রত্যক্ষ না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না।

১। কবির অনন্ত ব্রহ্মের তেজ যেমন সূর্য্য অস্ত যাইলে'পর না আলো না অন্ধকার সেই প্রকার অবস্থাটি হয়। যখন এই প্রকৃতিরূপ স্ত্রী অর্থাৎ শরীরে পুরুষ=(নারায়ণ) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন নারায়ণকে দেখিয়া শরীরে বিশেষ আনন্দ অনুভব হয় এবং নয়ন কৌতুক দেখিতে থাকেন।

২। কবির কেমন করিয়া পরব্রহ্মের তেজের অনুমান করিব—আর কি উহার শোভা কহিব! যে দেখিয়াছে সেই তাহার প্রমাণ জানে অর্থাৎ হিরণ্ময় সিংহাসনে কূটস্থ ও সম্মুখে সমস্ত সিদ্ধগণ বসিয়া রহিয়াছেন, ঐরূপ ঐ তেজের অনুমান দিবার উপায় নাই, কারণ তেমনটী আর নাই ও শোভার কথা কি বলিব, যে দেখে সেই জানে, অন্যে কি জানিবে।

কবির অগম্ অগোচর গমি নহি, তাঁহা ঝল্‌কে জ্যোতি।
তাঁহা কবিরা বন্দোগি, পাপ পুণ্য নহি দোতি ।৩
কবির মন্ মধুকর্ ভয়া, কিয়া নিরন্তর বাস।
কঁওল যো ফুলা নির্‌বিচ, ঐ নিরখে নিজ দাস ।৪

৩। কবির বলিতেছেন সেখানে যাওয়া যায় না, কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নয়, বুদ্ধি সেখান পর্য্যন্ত যাইতে পারেনা, সেখানে জ্যোতি দেদীপ্যমান, সেইখানেই কবির গিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন—যেখানে পাপ পুণ্য রূপ দ্বৈত ভাব নাই।

৪। কবির বলিতেছেন মন যিনি তিনি মধুকর হইয়াছেন। আর নিরন্তর সেইখানে বাস করিতেছেন, যেখানে কমলস্বরূপ তত্ত্ব সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে, উহা যিনি নিজের দাস তিনিই দেখেন অর্থাৎ আত্মার দাস যিনি তিনিই দেখেন।

৩। কবির অগম্য অগোচর এবং কোন চিন্তা নাই এমত স্থান হইতে জ্যোতির ঝলক্ বাহির হইল। কবির সাহেব বলিতেছেন যে সেই স্থানে আমার বন্দেগি—যেখানে পাপ পুণ্য দুইই নাই।

৪। কবির মন মধুকর হইয়াছে, আর যেখানে জল বিনা কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছে সেই স্থানে নিরন্তর বাস করিতেছে। যে নিজের দাস সেই উহা দেখিতেছে। মন তিনি মধুকরের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন অর্থাৎ মধুকর যেমন সমস্ত ফুল হইতে মধু আনিয়া, মধু সঞ্চয় করে, সেই প্রকার মন যেথান সেথান হইতে আত্মা ব্রহ্মেতে থাকেন ও ব্রহ্মেতে সদা সর্ব্বদা বাস করিতেছেন, তখন সমস্ত তত্ত্বের কমল সকল প্রস্ফুটিত হইল। অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের গুণ সকল প্রকাশ হইল, যে নিজের দাস অর্থাৎ যে সর্ব্বদা আত্মার সেবা করে—সেই দেখে।

ওঁ

কবির ছিপ্ নেহি সাগর নহি, স্বাতি বুন্দ ভি নাহি।
কবির মতি নিপ্‌জে, শূন্য শিখর্ গড়্ মাহি।৫
কবির ঘট্‌মে আওঘট পাইয়া, আও ঘটয়োঁ হি ঘাট।
কহে কবির পর্‌চে ভয়া, গুরু দেখাই বাট।৬
কবির যাঁহা মতিহুকি ঝাল্‌রী, হীর্‌হুকো পরগাশ।
চাঁদ সূর্য্য কি গমি নহি, তাঁহা দরশন্ পাওয়েঁ দাস।৭

৫। কবির বলিতেছেন সমুদ্রও নাই, ঝিনুক নাই, স্বাতিনক্ষত্রের জল বিন্দু নাই, অথচ শূন্য মণ্ডলের মধ্যে একটী বিন্দুস্বরূপ মতি দেখা যাইতেছে।

৬। কবির বলিতেছেন ঘটের মধ্যে একটি অঘট পাইয়াছি, এখন অঘটকেই ঘাট বলিয়া জানিয়াছি, কিন্তু গুরু যখন রাস্তা দেখাইয়া দিলেন, কবির কহেন তখনি সব জানিতে পারিলাম।

৭। কবির বলিতেছেন যে স্থানে মতির ঝালর ঝুলিতেছে, ও হীরার ন্যায় জ্যোতি প্রকাশ হইতেছে, সে স্থলে চন্দ্র সূর্য্যেরও যাইবার উপায় নাই। এমন স্থলে যাইবার একমাত্র উপায়—যিনি দাস ভাব অবলম্বন করিতে পারেন অর্থাৎ আপনাকে আপনি ছোট বিবেচনা করিতে পারেন তিনিই দর্শন পান; অহংকারী ব্যক্তি দর্শন পান না।

৫। কবির ঝিনুক নাই, সাগর নহে, স্বাতি নক্ষত্রের বিন্দু নাই, অথচ শূন্য পাহাড়ের গড়ের মধ্যে মতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ঝিনুক, সাগর, স্বাতি নক্ষত্রের বিন্দু নাই, অথচ শূন্যের মধ্যে একটী বিন্দু দেখা যাইতেছে অর্থাৎ আলোতে অন্ধকারে সর্ব্বদা একটী বিন্দু সম্মুখে দেখা যাইতেছে।

৬। কবির ঘটের মধ্যে একটী অঘট পাইলাম। আর ঐ অঘটীই ঘাট দেখিতেছি। কবির সাহেব বলিতেছেন এক্ষণে চিনিতে পারিলাম, গুরু রাস্তা দেখাইয়া দিয়াছেন। এই শরীরের মধ্যে বাঁধানঘাট শ্বাস প্রশ্বাস, আর অঘাট ক্রিয়ার পর অবস্থা—তাহা পাইলাম। ঐ অঘাটটীই ঘাট হইতেছে। কবির সাহেব তখন সমস্ত জানিতে পারিলেন, আর গুরু এই অঘাটে যাইবার রাস্তা দেখাইয়া দিয়াছেন।

৭। কবির যেখানে মতির ঝালোর ও হীরার প্রকাশ সেখানে চাঁদ ও সূর্য্যের যাইবার উপায় নাই। সেখানে দাস দর্শন পাইলেন। কূটস্থে মতির ঝালরের ন্যায়

৩

কবির সূর্য্য সমানা চাঁদ মে,দো কিয়া ঘর্ এক্।
মনকো চীতয়ো গয়া, পূর্ব্ব জনম্‌কা লেখ্।৮
কবির পিঞ্জর প্রেম প্রগাশিয়া, অন্তর্ রাহা উজাস্।
মুখ্ কস্তুরি মহ মহিঁ, বাণি ফুটি সুবাস।৯

৮। কবির বলিতেছেন সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ের মিলনে দুই ঘর এক করিয়া ফেলিলেন, মনেরও চঞ্চলত্ব ঘুচিয়া চৈতন্যোদয় হওয়ায় পূর্ব্বজন্মেরও যাহা কিছু ছিল তাহাও মিটিয়া গেল।

৯। কবির বলিতেছেন প্রেমরূপ পিঞ্জর প্রকাশ হইল বটে, কিন্তু উহা অন্তরেই জানিতে পারা গেল, যেমন মুখের মধ্যে কস্তুরি রাখিলে অপরে তাহার সুগন্ধ পায় না কিন্তু যখন কথা কহে তখনি কস্তুরির সুবাস বাহির হয়।

বিন্দু সকল ও হীরার প্রকাশের ন্যায় প্রকাশ, আর যেখানে চন্দ্র সূর্য্য নাই, এমন যাহা তাহা দাস দর্শন পাইলেন, যে ছোট হইয়া গুরুর নিকট শিক্ষা করে, আর যে অহঙ্কারে বড় সে শিক্ষাও করে না, দর্শনও পায় না।

৮। কবির সূর্য্য চন্দ্রেতে মিলাতে দুই এক ঘর হইল; তখন মনের চঞ্চলত্ব ঘুচিল। আর পূর্ব্ব জন্মের লেখা সব মিটিয়া গেল। নাভিতে সূর্য্য তিনি তালু মূলে চন্দ্রেতে মিলিল অর্থাৎ তালু মূলে স্থির হইল, তখন চন্দ্র সূর্য্য এক হইল, তখন মনের চঞ্চলতা থাকিল না, আর পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল থাকিল না।

৯। কবির প্রেম করায় একটী পিঞ্জর প্রকাশ হইল। উহার প্রকাশ অন্তরেতেই হইতেছে, মুখেতে কস্তুরি মাখান, আর কথা বলিবামাত্র প্রকাশ হইল। অর্থাৎ (পিঞ্জর) খাঁচার চারিদিক ঘেরা, পাখীর পালাইবার উপায় নাই। সেই প্রকার ক্রিয়া প্রেমের সহিত করায় একখানি খাঁচা প্রকাশ হইল, আর তাহার মধ্যে আত্মা বদ্ধ রহিয়াছেন, কোন স্থানে যাইবার যোটী নাই। আর ঐ খাঁচার প্রকাশ অন্তরেই হইতেছে—বলিবার উপায় নাই। আর মুখে কস্তুরি ঢাকা রহিয়াছে, কথা বলিবামাত্র চারিদিকে প্রকাশ হইল অর্থাৎ যাহাকে যাহা বলেন তাহাই হইতে লাগিল—তখন তাঁহার মন চারিদিকে ছুটিল।

ওঁ

কবির যোগী হুয়ে যক্ লগি, মেটি গেই ঐ চাতান।
উলটি সমানা আপুমে, হোয় গয়া ব্রহ্ম সমান।১০
কবির কছু করণী কছু কর্ম্ম গতি, কছু পূর্ব্বিলা লেখ্।
দেখো ভাগ্ কবির কা, কিয়া দোস্ত্ আলেখ্।১১

১০। কবির বলিতেছেন যোগী হইয়াছি কিন্তু যকের মতন, ইচ্ছাও মিটিয়া গিয়াছে আপনাতে উল্টা ভাবে থাকিয়াও ব্রহ্মের তুল্য হইয়া গিয়াছি।

১১। কবির বলিতেছেন কিছু করিয়াওছি ও কিছু কর্ম্মসূত্রের গতিতেও হইয়াছে, আর পূর্ব্ব জন্মের যাহা লেখা ছিল তাহাতেও যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে কবিরের ভাগ্য দেখ আলেখের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছেন (আলেথ্ = ভগবান)।

১০। কবির যোগী হইয়াছি বুঝিতে পারিলাম, কারণ যকের ধন হইয়াছে। আর এ দিক ওদিক্ যে তাকান তাহা মিটিয়া গেল। আর আমি আপনাতে উল্টা হইয়া প্রবেশ করিয়াছি আর তখন ব্রহ্ম সমান হইয়াছি। যকের ধন যেমন মাটির মধ্যে পোঁতা থাকে, সেই প্রকার আমার মূলাধারে আমার ধন পোঁতা রহিয়াছে, দেখিয়া বুঝিলাম যে আমি যোগী হইয়াছি। তখন ভিতরের আনন্দে বাহিরের কোন দিকে চোক মেলিয়া তাকানর ইচ্ছা আর নাই। আগে সূর্য্য চন্দ্রেতে মিলিত, এক্ষণে চন্দ্র সূর্য্যতে মিলিতেছেন আপনাতে আর আমার বোধ হইতেছে—যে আমি ব্রহ্ম হইয়াছি।

১১। কবির যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছি এবং যাহা কিছু অর্থাৎ ক্রিয়া যাহা করিতেছি, আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যাহা লেখা আছে, এক্ষণে কবিরের ভাগ্য দেখ যে অলেখের সঙ্গে বন্ধুত্বে হইয়াছে, বন্ধু = যে দুঃখের দুঃখী ও সুখের সুখী। কিছু করিলাম অর্থাৎ উদ্যোগ পূর্ব্বক ক্রিয়া আর ক্রিয়ার গতির দ্বারায় প্রকাশ, আর পূর্ব্ব জন্মের কিছু সুকৃতি; যাহাতে করিয়া এ প্রকার ইচ্ছা হইল এই সকলেতে করিয়া কূটস্থের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইল।

ওঁ

কবির কায়া ছিপ্ সংসার মে, পানি বুঁদ শরীর।
বিনা ছিপ্ কি মোতি, প্রগটে দাস কবির।১২
কবির য়োহ্ মোতি যনি জানহু, যো পোওয়ে পোনি সাথ।
এহ তো মোতি শব্দকি, যো বেধি রাহা সভ্ গাত।১৩
কবির মন লাগা উন্মুনী সোঁ, গগণ্ পহুচা যায়।
চাঁদ বিহুনা চাঁদনা, তাঁহাঁ অলখ্ নিরঞ্জন রায়।১৪

১২। কবির বলিতেছেন কায়ারূপ ঝিনুক এই সংসারময় হইতেছে, আর জলরূপ বিন্দুই শরীর, কবিরদাস বিনা ঝিনুকে মতি প্রকাশ করিতেছেন।

১৩। কবির বলিতেছেন ওরূপ মতি তুমি জানিওনা, এরূপ মতি করিও যে মতি শব্দেতে হইতেছে অর্থাৎ ওঁকার ধ্বনিতে হইতেছে। যাহা সমস্ত শরীর ভেদ করিয়া হইতেছে তাহাতে মতি কর, কুমতিকে পাকান রুটির ন্যায় খাইয়া ফেল।

১৪। কবির বলিতেছেন মন যখন উন্মনীতে লাগিয়াগেল তখন শূন্য ব্রহ্মে যাওয়া যায় আর যেখানে চন্দ্র নাই অথচ জ্যোৎস্না আছে অর্থাৎ প্রকাশ আছে, সেই খানেই ব্রহ্ম নিরঞ্জন আছেন।

১২। কবির সংসারেতে কায়া ঝিনুক রূপ, আর শরীর পানির বিন্দু হইতে হইয়াছে—ঝিনুক বিনা মতি কবির দাস প্রকাশ হইতেছেন। ঝিনুকের দুই খানা খোলা, কায়ারও দুইটা শ্বাস যাহা সম্যক প্রকারে সরিয়া যাইতেছে—ইহা কারণ বারি ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে, ঝিনুক নাই অথচ মতি অর্থাৎ বিন্দু যাহা শূন্যেতে দেখা যায় কবিরদাস দেখিয়া প্রকাশ করিলেন।

১৩। কবির ওদিকে মতি তোমার যেন হয় না যে রুটী পাকাইতেছে তাহাকে শুদ্ধ খাইয়া ফেল্লি। সেই মতি করিও যে মতি শব্দের হইতেছে ও যে সমস্ত শরীর ভেদ করিয়াছে। অর্থাৎ রজঃ ও তমো গুণ কেবল সুখের নিমিত্ত হইতেছে। এই সুখী হইব, এই সুখী হইব, ভাবিতে ভাবিতে শরীরকে খাইয়া ফেলিল ঐ প্রকার মতি করিও না, ওঁকার ধ্বনিতে মতি কর যাহা সমস্ত শরীর ভেদ করিয়া হইতেছে।

১৪। কবির উন্মনীতে মন লাগিয়া গেল যাহার দ্বারায় ব্রহ্মে যাওয়া যায়, যেখানে চন্দ্র নাই অথচ জ্যোৎস্না, সেইখানে অলক্ষ্য কূটস্থ রহিয়াছেন।

ওঁ

কবির মন লাগা উন্মুনী সোঁ, উন্মুন্ মনহি বিলগ্।
লোণ বিলগা পানিয়া, পানি লোণ মিলগ্।১৫
কবির পানিহুঁতে পুনি হেম ভয়া, হেমো গেয়া বিলায়।
কবিরা যো থা সোই ভয়া, আব কছু কহা না যায়।১৬

১৫। কবির বলিতেছেন মন যখন উন্মনীতে লাগিয়া গেল, উন্মনীতে মন যাওয়ায় মন পৃথক হইয়া গেল, যেমন জল লবণ হইতে পৃথক হইল, আবার জল লবণে মিলিয়া গেল।

১৬। কবির বলিতেছেন পুনর্ব্বার জল সোণা হইয়া গেল, সোণাও আবার মিলাইয়া যায়, কবির কহেন যা ছিল তাই হলো—এখন আর কিছু কহিবার উপায় নাই।

১৫। কবির উন্মনীতে মন লাগিয়া গেল, আর উন্মনীতে মন যাওয়ায়, মন পৃথক হইলেন। লবণ জল হইতে পৃথক, আর জল লবণে মিলিয়া গেল। অর্থাৎ যখন কূটস্থে মনকে লাগাইয়া রাখিলে তখন মন ইড়া, পিঙ্গলা, মায়া আর পৃথকরূপে—হায়! আমার বেটা বলিতে হয় না অর্থাৎ চঞ্চলত্ব থাকে না, লবণেতে দ্রব্যের স্বাদ হয়, এই লবণযুক্ত যে সংসার তাহা হইতে মনস্বরূপ জল পৃথক হইল, কিন্তু কূটস্থেতে কতকক্ষণ মন রাখা যায় অর্থাৎ সর্ব্বদা মন রাখিতে না পারায় কূটস্থে অণু যে সর্ব্বত্রে রহিয়াছে, লবণরূপে তাহাতে জলরূপমন মিলিয়া অর্থাৎ সমস্ত বস্তুতেই কূটস্থ দেখিতে লাগিল।

১৬। কবির পুনর্ব্বার জল সোণা হইয়া গেল. তাহার পর হেম ও মিলাইয়া যায়। কবির যাহা ছিলেন তাহাই হইলেন, এখন আর কিছু কহিবার উপায় নাই। (হেম) সোণা মূল্যবান অর্থাৎ যাহা দ্বারায় অনেক কর্ম্ম পাওয়া যায়, মন যখন সুবর্ণের ন্যায় ব্রহ্ম রশ্মিতে থাকিয়া অলৌকিক কাণ্ড সকল দেখিতেছে, তখন মন বহু মূল্যবান সোণার মত হইলেন। তাহার পর মনে হইল যে কে পাগ্‌লামি করে এক্ষণে নেশার আনন্দে থাকি, কবির সাহেব বলিতেছেন যাহা পূর্ব্বে ছিলাম তাহাই হইলাম অর্থাৎ পূর্ব্বে যে পুরুষোত্তম ছিলাম তাহাই হইলাম—আর কিছু বলিবার উপায় নাই অর্থাৎ পূর্ব্বে যে ব্রহ্ম ছিলাম তাহাই হইলাম অথচ মধ্যে কত কাণ্ড দেখিলাম।

ঙ

কবির সুরতি কঁওল মে বইঠকে, অমী সরোয়র চাখ।
কঁহে কবির বিচার কৈ, তব শন্ত বিবেকী ভাখ।১৭
কবির অধর কঁওল কে উপরে, পরিমল শ্বেৎ সুবাস।
অমী কঁওয়ল পর বইঠিকে, দরশন দরশ হু লাস।১৮
কবির অবিগৎ কি গতি ক্যা কহোঁ, যাকে গাঁও নঠাঁও।
গুণ বিহুনা দেখিয়ে, ক্যা কহি ধরিয়ে নাও।১৯

১৭। কবির বলিতেছেন সুন্দর ইচ্ছারূপ কমলে বসিয়া অমৃতরূপ সরোবররস আস্বাদন কর অর্থাৎ চাখ, কবির সাহেব বিচার করিয়া কহিতেছেন তাহা, কেবল শান্ত বিবেকী ব্যক্তিরাই পারেন, অপরে নয়।

১৮। কবির বলিতেছেন অধর কমলের উপরে সুন্দর সুগন্ধযুক্ত শ্বেত বস্ত্রের মধ্যে, অমৃত কমলের উপর বসিয়া অলৌকিকরূপ দর্শন করিয়া উল্লাস হইতে লাগিল।

১৯। কবির বলিতেছেন যাহার গতি নাই তাহার গতির বিষয় কি বলিব! যাহার কোন গ্রামও নাই, কোন ঠাঁইও নাই, আর গুণ বিহীন ও দেখা যায়, এরূপ স্থলে তাহার কি নাম বলিব!

১৭। কবির কমলে বসিয়া অমৃত সরোবর চাখ। কবির সাহেব বিচার করিয়া বলিতে-ছেন যে যখন ঐ প্রকার অবস্থা পাইলে তখন শন্ত বিবেকী যাহা আপনাকে বলিতে ইচ্ছা কর তাহা বলিতে পার। সুরত-মন যাহা অন্যদিকে যায়, এই মন কূটস্থ হইতে হইয়াছে আর পাঁচ চক্র (কমল) তাহাও কূটস্থ হইতে হইয়াছে; কূটস্থকে বসিয়া বসা কৈ হইতেছে? যোনি মুদ্রায় একবার ঝাঁকি দর্শন মাত্র। যখন সর্ব্বদা কূটস্থে তখন বসা হইল তখন অমৃত সরোবর আস্বাদন করিতে লাগিল অর্থাৎ কূটস্থে থাকিলেই স্থির। যতক্ষণ স্থির ততক্ষণ অমৃত পান অর্থাৎ অমর, কবির সাহেব বিচার করিয়া বলিলেন যে সর্ব্বদা অমৃত পান করিতেছেন, তিনি শন্ত বিবেকী বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন।

১৮। কবির অধর কমলে বসিয়া শাদা কাপড় চতুর্দ্দিকে পরে অর্থাৎ মধ্যে মল অর্থাৎ অর্থাৎ কাল, যখন অমৃত কমল প্রস্ফুটিত হইল অর্থাৎ যোনিমুদ্রায় যখন কূটস্থ দর্শন হইল তখন তাহাতে থাকিয়া অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়া, মনে বড়ই উল্লাস হইতে লাগিল।

১৯। কবির বিশেষরূপে যাঁহার গতি নাই তাঁহার গতি কি প্রকারে কহিব আর

ওঁ

কবির ওয়াকি গতি আস্ অলখ্ হায়, অলখ্ লখা
নেহি যায়।
শব্দ্ স্বরূপী রাম হায়, সব ঘাট রহা সমায়।২০.
কবির যেঁহি কারণ্ হাম যাৎথে, সোই পায়া ঠাওর।
সো তো ফেরি আপনা ভয়া, যাকো কহতে আওর।২১

২০। কবির বলিতেছেন তাঁহার গতি লক্ষ্য হয় না, অলক্ষ্য লক্ষ্য কি প্রকারে হইবে, ওঁকার স্বরূপই রাম, ওঁকার শব্দ স্বরূপ হইয়া প্রত্যেক ঘটে রহিয়াছেন।

২১। কবির বলিতেছেন যে কারণে আমি যাইতেছিলাম তাহার ঠিকানা ঠাওর পাইলাম। যাহাকে পৃথক ভাবিতাম, তিনিও আপনার হইয়া গিয়াছেন।

যেখানে কোন গ্রাম নাই, আর তখন তিন গুণই নাই। যখন গুণ নাই তখন তাহার কি নাম বলিব (ক্রিয়ার পর অবস্থা)।

২০। কবির ঐ অবগতির গতি এই প্রকারে অলক্ষ্য ঐ যে অলক্ষ্য লক্ষ্য হয় না। রাম তিনি শব্দস্বরূপ হইতেছেন এবং সকল ঘটেই প্রবেশ করিয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে গতি তাহা লক্ষ্য করা যায় না, কারণ সে সময়ে মন থাকে না। মন না থাকিলে দেখে কে? যখন ঐ অবস্থাকে দেখা যায় না তখন তাঁহার গতি কি প্রকারে দেখা যায়, এই প্রকারে অলক্ষ্য, এই নিমিত্ত ঐ অবস্থাকে কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না, আব শব্দ স্বরূপিত হইয়া প্রত্যেক শরীরে আত্মারূপে রহিয়াছেন।

২১। কবির যাঁহার নিমিত্ত আমি যাইতেছিলাম তাঁহার ঠাওর পাইলাম, আর যাহাকে পৃথক ভাবিতাম সে তো আমার হইয়া গেল। অর্থাৎ যে শান্তিময় স্থানের নিমিত্ত আমি যাইতেছিলাম, সেই স্থানের ঠাওর পাইলাম অর্থাৎ হায়! হায়! হইতে স্থির হইলাম আর যাঁহাকে অর্থাৎ যে ব্রহ্মকে আমি পৃথক ভাবিতাম তিনি এখন আপন হইয়া গিয়াছেন। আপন কেহই নাই প্রাণ পর্য্যন্ত আমার নহে, কারণ যখন চলিয়া যায় তখন আর রাখিতে পারা যায় না। আমি যে পৃথক ছিলাম সেই পৃথক যখন আর থাকিল না, তখন আপন হইল।

ওঁ

কবির মায় জানো যো মিলোঙ্গে,কোই আওর রামকো ধায়।
আপু রমৈয়া হোই রাহা, শীষ নোওয়াও কায় ।২২
কবির মটুক্ মনোহর্ অধিক্ ছবি,ভেদ না পাওয়ে কোয়।
বঙ্ক্ নলকো সম করৈ, গুরুগম্ কহিয়ে সোয় ।২৩
কবির যঁহা পওন নাহি সঞ্চারে, তাঁহা রচি একগ্রেহ।
অচরয্ এক যো দেখিয়া, সিঁদ্ধ কলেজা দেহ ।২৪

২২। কবির বলিতেছেন আগে যদি জানিতাম যে আপনাতে আপনি মিলিতে হইবে তাহা হইলে আর অপর রামের জন্য ধাবিত হইতাম না,যখন আপনাতে আপনি রমণ করিয়া রামই হইয়াছি, তখন মাথা নোওয়াইব কোথায়!

২৩। কবির বলিতেছেন মুকুটের অপেক্ষা অধিক মনোহর ছবি আছে, কিন্তু তাহার ভেদ কেহ পায় না। যিনি জিহ্বাকে সর্ব্বদা সমান রাখেন (ইহাকে গুরুগম্য কহে) অর্থাৎ গুরু মুখে সমস্ত অবগত হওয়া যায় নচেৎ জানিবার উপায় নাই।

২৪। কবির বলিতেছেন যেখানে পবনেরও সঞ্চার হয় না, সেইখানে একটী গৃহ রচনা করিয়াছি, কিন্তু এক আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে হৃদয়ের ও শরীরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ হৃদয়ের ধক্‌ধকানি নাই।

২২। কবির আমি যদি জানিতাম যে আপনাতে আপনি মিলিব, তবে অন্য রামের নিমিত্ত দৌড়াইতাম না, পরে যখন দেখিলাম যে আপনাতে আপনি রমণ করিতেছি—তখন আর কাহাকে মাথা নোওয়াইব!

২৩। কবির মুটুক অপেক্ষা ছবি অধিক মনোহর, যাহার ভেদ কেহ পায় না। জিহ্বাকে সমান করিয়া যে সর্ব্বদা রাখে আর তাহা গুরু বলিয়া না দিলে কাহারো পাইবার উপায় নাই, অর্থাৎ মুকুট স্বরূপ মনকে হরণ করেন তাহা অপেক্ষা অধিক মনকে হরণ করে, এমন যে কূটস্থ ছবি তাহার মধ্যে কেহই ভেদ, করিতে পারে না। জিহ্বাকে তালুমূলে সমান করিয়া রাখিলে ভেদ পাওয়া যায় (যাহা গুরু বক্তৃগম্য)।

২৪। যেখানে পবনের সঞ্চার নাই সেখানে এক গৃহ প্রস্তুত করিলাম, আর তাহাতে

ঔঁ

কবির চাহস দেখো চকোর কি, সিঁদ্ধ কলেজ দিনূহ।
হিদয়া ভিতর পৈঠিকে, লাল রতন হরি লিনহ।২৫
কবির অলখ লখে লালচ লগো, কহত্ বনে নহি বয়ন।
নিজ মন ধসো স্বরূপমো, সৎগুরু দিনহে শয়ন।২৬

২৫। কবির বলিতেছেন চকোরের সাহস দেখ! হৃদয়ের কলিজায় সিঁধ দিল, হৃদয়ের ভিতরে বসিয়া লাল রত্ন হরণ করিয়া লইল (লাল=মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ)।

২৬। কবির বলিতেছেন অলক্ষ্য বস্তু লক্ষ্য করিয়া লোভ হইতেছে, তাহা আর কথায় বলা যায় না। কারণ তখন নিজের মন স্বরূপেতে লাগিয়া গিয়াছে, সৎগুরুই এই স্বরূপ দেখাইলেন।

আশ্চর্য্য দেখিলাম যে হৃদয়ে ও দেহেতে সিঁধ হইয়াছে। অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস রহিত হইয়াছে তখন সূক্ষ্মরূপে সুষুম্নার ভিতরে তত্ত্বে তত্ত্বে চলিতেছে। গৃহে বাস করা যায়, সুষুম্নায় বাস করায়—সুষুম্না গৃহ হইল। ঐ অবস্থার এক আশ্চর্য্য (যাহা কখন দেখা যায় নাই তাহা দেখার নাম আশ্চর্য্য) দেখিলাম যে হৃদয়ে ধপ্‌ধপানি আর নাই ভিতরে আসিয়া ভিতরেই যাইতেছে ও দেহেতেও।

২৫। চকাচকির সাহস দেখ! সে কলেজায় সিঁধ দিল, হৃদয়ের ভিতর বসিয়া লাল রত্ন হরণ করিল অর্থাৎ চকাচকি যেমন উভয়কে দেখে, সেই প্রকার এই দুই চক্ষে (ত্রিনেত্র) কূটস্থ চক্ষুকে দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে সিঁধ কাটিল অর্থাৎ ভিতর ভিতর চলিল তাহার পর হৃদয়ে বসিয়া, লালরত্ন এই সকল মূল্যবান বিনিময়ের বস্তু তাহা হরণ করিয়া লইল অর্থাৎ "সর্ব্বং ব্রহ্ম ময়ং জগৎ" হওয়াতে সমস্তই হরণ হইল অর্থাৎ পৃথক বস্তু আর থাকিল না তখন বিনিময় কাহার হইবে?

২৬। কবির অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করায় দেখিবার লোভ হইল, যাহা দেখিলাম তাহা কথায় বলা যায় না। নিজের মন স্বরূপেতে প্রবেশ করিল; সৎগুরু এই শয়ন করিবার স্থান দিলেন অর্থাৎ উত্তম পুরুষকে দর্শন করিয়া বড়ই লোভ হইল যে সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখি, যদি বলি কাল তাহা নহে কারণ তিনি শূন্যের মানুষ নহেন কারণ হাত পা কি দুই নাই, আবার হাত পাও আছে। তিনি যে কি তাহা বলিবার উপায় নাই। আমার মন

কবির উন্মন্ লাগি শূন্যমো, নিশু দিন্ রহে গুল্ তাঁন্।
তন্ মন কি কছু সুধি নহিঁ, পায়া পদ্ নির্ব্বাণ।২৭

২৭। কবির বলিতেছেন উন্মনীতে লাগিয়া যাওয়ায় শূন্য দেখিতে লাগিলাম। তখন দিবারাত্র গলায় টান ধরিয়া আছে, শরীরের ও মনের জ্ঞান নাই এমন অবস্থায় নির্ব্বাণপদ পাইলাম।

স্বরূপেতে প্রবেশ করিল তখন আর পৃথকরূপে মন থাকিল না। সৎগুরু এই শয়নের স্থান দিলেন। শয়ন নিদ্রা যাওয়া অর্থাৎ অচৈতন্যাবস্থায় থাকা। এখানে সমস্ত অজ্ঞান হইতে সেই চৈতন্যে থাকায় অজ্ঞান বিষয়ে অচৈতন্য হইয়া—চৈতন্য থাকা এই স্থান গুরু দিলেন।

২৭। কবির উন্মনীতে আট্‌কাইয়া যাওয়ায় শূন্য দেখিতে লাগিলাম। আর দিবারাত্রি গলায় টান রহিয়াছে, শরীর ও মনের জ্ঞান, নাই তখন নির্ব্বাণপদ পাইলাম অর্থাৎ উর্দ্ধে মণি আটকাইয়া যাওয়ায় কূটস্থ ব্রহ্মে (শূন্যময়) থাকিল। আর দিবারাত্রি গলায় টান (জলন্ধর মুদ্রা) রহিল, তখন নেশায় বুঁদ হওয়ায় কোন বিষয়ে আসক্তি থাকিল না—তখন নির্ব্বাণপদ পাইলাম। সর্ব্বদা যাহার জলন্ধর মুদ্রা তাহার নির্ব্বাণ। বাণ যাহা দ্বারায় জীব মাত্রেই বিদ্ধ হইতেছে সেই বাণ আর থাকে না।

লিখ্‌তে অস্থিরতা কো অঙ্গ্‌।

অস্থিরতার বিষয়।

—:-(-:-*-:-)-:—

কবির প্যায়লা প্রেমকা, অন্তর্‌ লিয়া লগায়।
রোম্‌ রোম্‌ মে রমি রহো, অমল্‌ ন আওর সো হায়।১
কবির হরি রস্‌ এয়ো পিয়া, বাকি রহিম ছাক।
পাকা কলস্‌ কোঁ ভারকা, বহুরি চড়ে নহি চাক।২

১। কবির বলিতেছেন প্রেমের পিয়ালা অন্তরে গিয়া লাগিয়াছে, অন্তরে লাগায় প্রতি লোমে লোমে রমণ করিতেছে, আর ঐ অবস্থা যত অন্তরে হয় ততই আনন্দ হয়।

২। কবির বলিতেছেন হরিরস যে একবার পান করিয়াছে তাহার আর কোন রসের সক্‌ থাকে না, যেমন পোড়া কলসি পুনরায় আর কুমারের চাকে চড়ে না।

১। কবির প্রেমের পেয়াল যে অন্তরে হিয়ায় যাইয়া লাগিয়াছে, তাহার রোমে রোমে প্রেম রসিতেছে, আর যে প্রেম আরও অভ্যাস করে তাহার আরও আনন্দ ভাল হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ প্রেম পেয়ালা যে ক্রিয়া করিয়া ভিতরে লইয়া আটকাইয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রতি লোমকূপে স্থির বায়ু রমণ করিতেছে, আর ঐ অবস্থায় যে সর্ব্বদা অভ্যাস দ্বারায় থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহার আরও শোভা (সুখ) হয়।

২। কবির হরিরস যে পান করিয়াছে তাহার আর কোন রসের সিটি থাকে না। যেমন কুমারের পোড়ান কলসি পুনরায় চাকে চড়ে না। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে রস পান করিয়াছে অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থা যখন থাকে তখন কোন রসের সিটি অর্থাৎ কোন ইচ্ছা থাকে না। এই প্রকারে যাহার ঐ অবস্থা পাকিয়া গিয়াছে অর্থাৎ অভ্যাস হইয়াছে তাহার আর চাক স্বরূপ যে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু তাহা আর হয় না।

ওঁ

কবির রাম রসায়ন্ অধিক রস, পিয়োতো অধিক্ রিসাল।
কবির পিয়ন্ সো দুর্লভ হায়, মাগে শীষ্ কলাল।৩
কবির ভাঁটি প্রেম কি, বহুতক্ বৈঠে আয়।
শির সোঁপে পিওয়ে সোয়, আওর সো পিয়া ন যায়।৪

৩। কবির বলিতেছেন রাম রসায়নের অধিক রস, যদি পান কর তাহা হইলে অধিক রসাল হইবে, কিন্তু উহা পান করাও বড় দুর্লভ, কারণ উহা পান করিতে হইলে মাথা কাটা চাই অর্থাৎ অহং ইত্যাকার জ্ঞান রাখা চাই না।

৪। কবির বলিতেছেন ভাঁটির প্রেম অনেকক্ষণ বসিলে আসে অর্থাৎ অনেক সাধন করিলে হয়, ইহাও আবার যিনি মাথা দিতে পারেন তিনি পান করিতে পারেন, অন্য উপায়ে পান করিতে পারা যায় না।

৩। কবির রামরূপ রসায়ন অধিক রস, যদি পান কর তবে অধিক রসাল হয়, কিন্তু উহা পান করা বড় দুর্লভ; উহা পান করিতে হইলে মাথা কাটিয়া দেওয়া চাহি। রসায়ন—যাহা রসের দ্বারায় উৎপন্ন হয়। এই রস শরীরে ৮ প্রকার ৮ প্রকারনাড়ী হইতে হয়। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, হস্তিজিহ্বা, অলম্বুষা, পুষা, গান্ধারী ব্রহ্মনাড়ী। ইহার প্রধান উপরকার ৩টী, বাহিরের যেমন রূপা, পারা, রাং ভস্ম হইলে তাহা দ্বারায় যেমন সোণা প্রস্তুত হয় সেই প্রকার ভিতরের তিন পুড়িলেই ভস্ম স্বরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থা সোণাঅপেক্ষা অধিক রস, কারণ অন্যান্য বস্তুর রস বুদ্ধির দ্বারায় স্থির করিতে পারা যায়, উহা তাহা অপেক্ষা অধিক কারণ ঐ অবস্থার পর অনুভব হয়—যে কি সুখে ছিলাম। পান করিলে আরও রসাল হয়। জলপানে জলের তৃষ্ণা নিবারণ হয় আর রামরস পানে সমস্ত তৃষ্ণা নিবারণ হয়। ইহাকে যতই পান করিবে অর্থাৎ যতই ঐ অবস্থায় থাকিবে ততই রস অর্থাৎ আনন্দ, ঐ রস পান করা বড়ই দুর্লভ। সেই অবস্থা বলে—যে আমাকে পান করিতে হইলে মাথাটি কাটিয়া দেওয়া চাই, মাথা কাটিলে শরীর পৃথক থাকে, ঐ অবস্থায় শরীরের কোন খেয়াল থাকে না।

৪। কবির ভাঁটির প্রেম বহুক্ষণ বসিলে আইসে, যে মাথা দিতে পারে সেই পান করে

৩

কবির হরিরস্ মহঘাঁ জানিকৈ, মাগে শীষ্ কলার।
দিল্ য়োছা ঘণ্ট্ দুব্লা, বৈঠিকে গাওয়ে মাল্যার।৫
কবির হরিরস মাহঙ্গে পিয়তা, ছোড়ি জীওয়নকি বাণ।
মাথা সাটে সাই মিলে, তও লাগি সুলভ্ জান।৬

৫। কবির বলিতেছেন হরিরস বড় দুর্ম্মূল্য জানিও, হরিরস চাহিলে আগে মাথা দিতে হয়, শরীর দুর্ব্বল, হৃদয় ও মন্দ, সুতরাং এখন বসিয়া মল্লার রাগিনীতে গান করিতেছে।

৬। কবির বলিতেছেন যদি হরিরস বড় দুষ্প্রাপ্য, তাহা যদি পান করিতে চাও তাহা হইলে জীবনের আশা ছাড়িয়া দাও, তবে যদি মস্তক কাটিয়া দিতে পার, তাহা হইলে এক দিন সাঁই মিলিবে (সাঁই কর্ত্তাকে কহে) তখন সুলভ হইবে।

ইহা ব্যতীত অন্য রকমে পান করা যায় না। ভাঁটি=যাহার নীচে আগুন জ্বলিতেছে, আর উপরে বাষ্প হইয়া অন্য নল দিয়া যাইতেছে। এখানে এই শরীর ভাঁটি হইতে ব্রহ্মাগ্নি স্বরূপ ক্রিয়া দ্বারা বাষ্প স্বরূপ বায়ু অন্য নল সুষুম্নাতে যায়। এই ভাঁটি হইতে যে প্রেম হয়, প্রেম=যাহা না হইলে বাঁচা যায় না, এখানে স্থিতিপদ, ইহা অনেকক্ষণ বসিয়া ক্রিয়া না করিলে হয়না, যে মস্তকে থাকে সেই পান করে, এই স্থিতিপদ অন্য প্রকারে পান করিবার উপায় নাই।

৫। কবির হরিরস আক্রা জানিও সেই রস পাইতে হইলে আগেই মাথা চাহে, আর হৃদয় মন্দ ও শরীর দুর্ব্বল, তখন কেবল বসিয়া বসিয়া মল্লার গান করিতেছে। হরি যিনি সমস্ত হরণ করেণ। এক্ষণে সমস্ত হরণ হইলে রস ত থাকিল না, এই যে নীরসের রস ক্রিয়ার পর অবস্থা ইহা বহু কষ্টে পাওয়া যায় বলিয়া বড় আক্রা। এই অবস্থার প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলে, ঐ অবস্থায় প্রথমেই মাথা চাহে অর্থাৎ বিদেহ না হইলে ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু হৃদয় বড়ই য়োঁছা (মন্দ) আর শরীরও বড় দুর্ব্বল। এখন বসিয়া বসিয়া ঠাণ্ডা হইবার নিমিত্ত মল্লার রাগিনী গাই।

৬। কবির যদি দুষ্প্রাপ্য হরিরস পান করিতে চাও, তবে জীবনের যে বাঁচিয়া থাকিবার

ওঁ

কবির অপধুতা আবি গতিরতা, য্যায় না অখিল্ অজিৎ।
নাম অমল মাতা রহে, জীওয়ন্মুক্তি অতীৎ।৭
কবির আট গাঁট্ কোপীন্মে, মনহি না আনে শঙ্ক্।
নাম অমল্ মাতা রহে, কাঁহা রাজা কাঁহা রঙ্ক।৮

৭। কবির বলিতেছেন যিনি অবধূত তাঁহার গতি রহিত হইয়াছে, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার আর জয় করিবার ইচ্ছা হয় না অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত হইয়াছেন। আর কাহাকেই বা জয় করিবেন, জয় করিবার জিনিষ বা আর কি আছে, আর অমল নামেতে মত্ত হয়, অমল মতি হয়, তাহা জীবনমুক্ত অবস্থা হইতেও অতীত জানিবে।

৮। কবির বলিতেছেন কোপীনে আটটি গাঁট রহিয়াছে, আর মনেও কোন শঙ্কা আসে না, সদাই অমল নামেতে মত্ত থাকেন, এ অবস্থায় রাজাই বা কে? ফকীরই বা কে?

ইচ্ছা, তাহা ছাড়িয়া দেও, আর মস্তকে যদি সাঁটিয়া দিতে পার তবে কর্ত্তাকে মিলে, আর ঐ প্রকার মস্তকে রাত্রি দিবা সাঁটিয়া থাকিতে পারিলে সুন্দররূপে লাভ হয় জানিও। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে চাহিলে জীবনের ইচ্ছা যে শ্বাস তাহা ছাড়িয়া দেও এবং মস্তকে লইয়া যাইয়া সাঁটিয়া রাখ, তাহা হইলে কর্ত্তা যে উত্তমপুরুষ তাহা পাইবে, আর দিবা রাত্রি মস্তকে থাকিলে সুলভ জানিও অর্থাৎ সুন্দররূপে লাভ জানিও।

৭। কবির অবধূত তিনি অবগতিরতা, আর তাঁহার অখিল বিশ্বের কিছুই জয় করিতে ইচ্ছা হয় না, আর ঐ নাম করিতে করিতে একটী অমল মতি হয়, তিনি জীবন্মুক্ত হইতেও অতীত। অবধূত যিনি তিনি অবগতিরতা অর্থাৎ তাঁহার বিশেষরূপে গতি নাই আর ব্রহ্মে লীন হওয়ায় পৃথক্‌রূপে জয় করিবার বস্তু না থাকায়—জয় কে কাহাকে করে! নাম করিলে উত্তর পাওয়া যায়, ঐ অবস্থায় থাকিলে মনে করিবার পূর্ব্বেই সমস্তই উপস্থিত হয়, তখন একটী অমল মতি হয় আর ঐ অবস্থায় অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকেন তিনি জীবনমুক্ত অপেক্ষা অতীত অর্থাৎ জীবনমুক্ত ব্যক্তিও ঐ অবস্থা চাহে কিন্তু যিনি সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় তিনি কিছুই চাহেন না এই নিমিত্ত অতীত।

৮। কবির কোপীনেতে আট গাঁইট মনে কোন শঙ্কা নাই, কেবল অমল নামেতে

ওঁ

কবির হরিরস পিয়া তব জানিয়ে, উত্‌রে নেহি খোঁয়ারি।
মতোয়ালা ঘুমৎ ফিরে, তন্ কি নাহি সম্‌হারি। ৯
কবির যোঁহ সর্ ঘড়া ন ডুব্‌তা, ময়গল মলি মলি নাহায়।
দেওল্ ডুবা কলস্ সো, পরখৎ সাঁই যায়। ১০

৯। কবির বলিতেছেন হরিরস পান করিয়াছে তখন জানিবে, যখন আর খোয়ারি ছাড়েনা, মাতালের মত ঘুরিয়া বেড়ান অথচ শরীরের প্রতি দৃষ্টি নাই।

১০। কবির বলিতেছেন যে সরোবরে ঘড়া ডোবে না, অথচ শরীর মলিয়া মলিয়া স্নান করিতেছে, আবার মন্দিররূপ শরীরও কলসরূপ মস্তকও ডুবিয়া গেল, দেখিতে গেলেই চলিয়া যায়—আর দাঁড়ায় না।

মত্ত, তাঁহার কাছে; রাজা রঙ্ক কিছুই নাই। গুহ্য দ্বার হইতে নাভি পর্য্যন্ত অষ্টদল কমলে রহিয়াছে তখন মনে কোন শঙ্কা থাকে না ক্রিয়ার পর অবস্থায়, কেবল মত্ত, তাঁহার কাছে রাজা নাই কারণ তিনি কিছু চাহেন না। আর ফকীর নাই কারণ তিনি কোন সিদ্ধি চাহেন না।

৯। কবির তখনি হরিরস পান করিয়াছ জানিবে যখন নেশার খোঁয়ারি ছাড়ে না। মাতালের মত ঘুরিয়া বেড়ায়, শরীরের প্রতি খেয়াল নাই, অর্থাৎ নেশায় পড়িয়া যাইতেছে, সেই পড়া হইতে সামলাইবারও খেয়াল নাই।

১০। কবির যে সরোবরে ঘড়া ডুবে না অর্থাৎ এখন নাক টিপে ধরিলেই প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে, এই এক ঘড় জলও ডুবাইয়া লওয়া যায় না, আর স্থির হইলে তখন উন্মত্ত হস্তী স্বরূপ মন তিনি শরীর মলিয়া মলিয়া স্নান করিতেছে অর্থাৎ কোন দিকে যায় না, দেওল্ (মন্দির) শরীররূপ মন্দির মস্তকরূপ কলসে ডুবিয়া গেল অর্থাৎ শ্বাস শরীর হইতে মস্তকে স্থির হইল, কিন্তু যেই দেখিতে চাহ যে স্থির আছে কিনা—অমনি চলিতেছে।

ওঁ

কবির সভে রসায়ন্ মায় কিয়া, হরিরস্ আওয়র ন কোয়।
রঞ্চক্ ঘট্ মে সঞ্চরে, সব্ তন্ কাঞ্চন্ হোয়।১১
কবির একন্থ ছাক ছকাইয়া, একন্থ পিয়া ধোয়।
কল্ কলন্তি ভাঠি যিন্হ পিয়া, রাহা কাল লেঁ শোয়।১২

১১। কবির বলিতেছেন আমি সমস্ত প্রকার রসায়ন করিয়াছি কিন্তু যদি কিঞ্চিৎমাত্র হরিরস ঘট্ রূপী শরীরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সমস্ত শরীর কাঞ্চন হইয়া যায়, কিন্তু উহা হরিরস ব্যতীত অপর কিছুতেই শরীর কাঞ্চন হয় না।

১২। কবির বলিতেছেন একবার ছাঁকিয়া, একবার ধুইয়া পান করার পর, আবার ভাঁটিতে যাহা কল্ কল্ করিতেছে তাহা যে পান করে—সে কালের সহিত শয়ন করিয়াছে।

১১। কবির আমি সমস্ত রসায়ন করিয়াছি। হরি রসের দ্বারায় হইয়াছে আর কিছুরি দ্বারায় নহে। শরীরের মধ্যে যদি কিঞ্চিৎমাত্র হরিরস সঞ্চার করে তবে সমস্ত শরীর কাঞ্চন হইয়া যায়। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই তিনকে রসায়ন দুই তিন বস্তুর যোগে যাহা হয়। এক করায় যে যোগ হইল অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা, হরিরসের দ্বারায় করিয়াছি আর কিছুরি দ্বারা নহে। ক্রিয়ার পর অবস্থা যে শরীরে কিঞ্চিৎ মাত্র ভোগ করিয়াছে সে শরীর কাঞ্চন হইয়া যায়।

১২। কবির একবার সব ছাঁকিয়া, ধুইয়া আবার পান করিবার পর, কল কল করিতেছে যে ভাঁটি তাহা যে পান করে, সে কালের রাস্তা লইয়া শয়ন করিয়াছে অর্থাৎ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা একবার হইলে আবার ব্রহ্ম দ্বারায় তাহাকে ধৌত করিয়া যে পান করে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর একবার হওয়ার পর আবার ক্রিয়ার পর, অবস্থা যে ভোগ করে, তাহার স্থির বায়ুর যে কল কল শব্দ যাহা মস্তকে বোঝাই রহিয়াছে তাহা যে পান করিল, সে কালের রাস্তা অর্থাৎ চলিয়া যাইতেছে যে সময় তাহাকে কোলে করিয়া রহিয়াছে অর্থাৎ স্থির হইয়া রহিয়াছে।

ওঁ

কবির কহৎ শুনৎ জগ যাৎ ছায়, বিথয়ন্ শুঝে কাল।
কহেঁ কবির রে প্রাণিঁয়া !, বাণি ব্রহ্ম সঁভাল।১৩
কবির রতো মাতা নাঁম কা, পিয়া প্রেম অঘায়।
মতওয়ালে দিদারকে, মাগে মুক্তি বলায়।১৪

১৩। কবির বলিতেছেন কহিতে কহিতে ও শুনিতে শুনিতে জগৎ চলিয়া যাইতেছে, বিষয়রূপ বিসে কালকে দেখিতে দিতেছে না। কবির তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন রে প্রাণিগণ! ব্রহ্মের বাক্য অর্থাৎ ওঁকারধ্বনি যাহা হইতেছে তাহা সাম্লাও অর্থাৎ ধরিয়া বাখ।

১৪। কবির বলিতেছেন নামেতে রত হইয়া মাতিয়া গেল, প্রেমামৃত গলায় গলায় পান করায়, মাতাল অবস্থা প্রাপ্ত হইল, তখন তিনি মুক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন মুক্তি! যে আমাব শত্রু সে লউক আমার দরকার নাই।

১৩। কাবর বলিতে শুনিতে জগৎ চলিয়া যাইতেছে বিষয়েতে করিয়া কালকে দেখিতে দিতেছে না। কবিব সাহেব বলিতেছেন যে রে প্রাণিগণ! ব্রহ্মের শব্দ সামাল। অর্থাৎ একথা ওকথা শুনিতেছে কিন্তু জগৎ যিনি অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস তিনি নিবতই চলিয়া যাইতেছেন বিষয়েতে কবিয়া অর্থাৎ আমার ছেলে আমার জমীদারী এই সকল চিন্তাতে কালকে দেখিতে দিতেছে না। কবির সাহেব বলিতেছেন রে প্রাণিগণ! (যাহাদিগেব প্রাণ আছে) ব্রহ্মের কথা যে ওঁকার ধ্বনি তাহা সাম্লাও যে অমনি অমনি বেগের সহিত চলিয়া যাইতেছে। তাহাকে বলেব সহিত রাখাব নাম সাম্লান—এখানে ওঁকার ধ্বনি শুন।

১৪। কবির রতিতে মত্ত হইয়া নামের হইয়া গেল, আর গলায় গলায় প্রেম পান করিল, ঐরূপ পানে চক্ষুর মাতাল হইয়া সে চাহে; যে মুক্তি বল তাহা আমার বালাইতে লউক। অর্থাৎ গুরুদত্ত ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রমে ক্রিয়াতে মত্ত হইল, আর মত্ত হইলে নামরূপ যে ক্রিয়ার পব অবস্থা ঐ অবস্থার অধীন হইল, আর যখন কেবল মাত্র গলা পর্য্যন্ত বোঝাই হইল অর্থাৎ গলায় থাকিল তখন সে চক্ষেব মাতাল হইল অর্থাৎ চক্ষের দ্বারায় কোন বিষয়েতে আশক্তি থাকিল না এমন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি চাহে যে মুক্তি আমার শত্রুতে লউক—আমি যে মজায় আছি তাহাই ভাল।

ওঁ

কবির রতো মাতা নামকা, মদ্‌কা মাতা নাহিঁ।
মদ্‌কা মাতা যো ফিরে, সে মাতওয়ারা নাহি।১৫
কবির মতওয়ালা ঘুমং ফিরে, রোম রোম ভরিপূর।
ছোটে আশ্‌ শরীর কি, তব্‌ দেখে দাস হজুর। ১৬
কবির প্রেম পিয়ালা ভরি পিয়ো, জর্‌ না করো যতন্‌।
আয়ো ছাক যব্‌ জান্‌সি, সোহাগে ধরা রতন্‌।১৭

১৫। কবির বলিতেছেন নামেতেই রত হইয়া মাতিয়াছে, মদের মাতাল নয়, মদ খাইয়া যে মাতাল হয় সে মাতালের কথা কহিতেছেন না, ইহা কাজের মাতাল—এ মাতাল এলোমেলো বকে না, চুপ করিয়াই থাকে, অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকিয়া মাতাল হইয়া গিয়াছে।

১৬। কবির বলিতেছেন যিনি মাতাল তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু প্রতি রোমে রোমে পরিপূর্ণ ভাবে তেজ বহিয়াছে, যখন শরীরের আশা মিটিবে, তখন দাস যিনি তিনি হজুর অর্থাৎ কর্ত্তাকে দেখিতে পাইবেন।

১৭। কবির বলিতেছেন প্রেমরূপ পিয়ালা ভরিয়া পান কর, আর তাহা পান করিতে কেন যত্ন করিতেছ না? যখন ছাকিয়া জানিতে পারিবে তখন রত্নস্বরূপ কূটস্থকে ধরিয়া থাক।

১৫। কবির ক্রিয়াতে রতি হওয়ায় মত্ত হইয়া, ক্রিয়ার পর অবস্থার যে অধীন হইল সে মদের মাতাল নহে। (অহঙ্কারের) অহঙ্কারের সহিত যে বলিয়া বেড়ায় যে আমি মাতাল সে মাতাল নহে, কারণ মাতাল যে সে চুপ করিয়া থাকে।

১৬। কবির মাতাল যে, সে প্রত্যেক রোমে রোমে পরিপূর্ণরূপে ঘুরে ঘুরে ফিরিতেছে। যখন শরীরের আশা ছাড়িয়া যায়, তখন হজুর অর্থাৎ নিজের রূপ (উত্তম পুরুষ) দেখে। দাস কবির কহিতেছেন, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় মত্ত হইয়া প্রত্যেক লোমকূপে ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছে। যখন শরীর থাকা আর না থাকা দুই সমান বোধ হয়, তখন উত্তম পুরুষকে দেখা যায়—কবির দাস কহিতেছেন।

১৭। কবির প্রেমের বাটী ভরিয়া পান কর, তাহার নিমিত্ত কেন যত্ন কর না? যখন ছাঁকিয়া মোটা বস্তু জানিতে পারিলে তখন রত্নকে সোহাগে ধরিলে। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রেমের পেয়ালা ভরিয়া পান কর অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাক, ঐ

ওঁ

কবির ভোঁরা বারি পরিহরি, মড়ি বিলম্বে আয়।
পাওয়ন্ চন্দন্ ঘর, কিয়ো, ভুলি গায়া বনরায়।১৮
কবির অমৃৎ কেরি, রাখি সৎগুরু ছোরি।
আপু সরিখা যো মিলে, তাহি পিয়াওয়ে ঘোরি।১৯
কবির অমৃৎ পিয়ে সো জনা, যাকে সৎগুরু লাগে কাণ।
ওয়েতো অগোচর মিল্ গয়, মন নহি আওয়ে আন।২০

১৮। কবির বলিতেছেন ভ্রমর জলীয়উদ্যান ত্যাগ করিয়া, গর্ত্তে আসিয়া রহিয়াছে, পবিত্র চন্দনের ভিতর ঘর করিয়া বনের যিনি রাজা তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে।

১৯। কবির বলিতেছেন সৎগুরু যিনি তিনি অমৃতকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন, যদি আপনার সমান লোক পান তাহা হইলে, তাহাকে ঘুলাইয়া খাওয়াইয়া দেন।

২০। কবির বলিতেছেন অমৃত তিনিই পান করেন যাঁহার কাণের কাছে সৎগুরু

অবস্থার নিমিত্ত একটু যত্ন কর, কারণ যত্ন করিলেই ঐ অবস্থা পাওয়া যায়। যখন মোটা বস্তু দেখিতে পাইলে অর্থাৎ সমস্ত বস্তুতে সূক্ষ্ম ব্রহ্ম দেখিতে লাগিলে, তখন ত্রিকূটীতে অমূল্য রত্ন যে কূটস্থ তাহা ধারণ করিলে।

১৮। কবির ভ্রমর বাগান ত্যাগ করিয়া গর্ত্ত সকলের মধ্যে ঢাকিয়া রহিয়াছে ও পবিত্র চন্দনে ঘর করিয়া বনের রাজা যে ভ্রমর তিনি বন ভুলিয়া গিয়াছেন, মন স্বরূপ ভ্রমর সংসার রূপ বাগানের বিষয়রূপ ফুলের সুখস্বরূপ মধু ত্যাগ করিয়া—প্রথমে কূটস্থ গর্ত্তে, তাহার অণুস্বরূপ নক্ষত্র গর্ত্তে, তাহার পর সুষুম্না গর্ত্তে, তাহার পর জিহ্বা গ্রন্থি, হৃদয়গ্রন্থি, মূলাধারগ্রন্থি ছেদ করিয়া ঐ তিন গর্ত্তে আপনাকে মুড়িয়া পবিত্র চন্দনে (চন্দন=শ্বেতবর্ণ পবিত্র, শ্বেত বর্ণ ব্রহ্মে ঘর করিলেন) অর্থাৎ থাকিয়া সংসার রূপ বনের রাজা যে মন তিনি জগতের মজা সমস্ত ভুলিয়া গেলেন।

১৯। কবির সৎগুরু অমৃতকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন। যদি আপনার সমান পান তবে তাঁহাকে ঘুলাইয়া, খাওয়াইয়া দেন। অর্থাৎ সৎগুরু তিনি যাহাতে অষ্টপ্রহর ক্রিয়ার পর অবস্থা থাকে তাহাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন। যদি শিষ্যকে আপন সমান উপযুক্ত পান, তবে যে প্রকারে অষ্টপ্রহর ঐ অবস্থা থাকে তাহার উপায় বলিয়া দেন।

২০। কবির অমৃত সেই পান করে সৎগুরু যাহার কাণে লাগিয়াছে, উহারি

ওঁ

কবির সাধু ছিপ্ হায়, সৎগুরু স্বাতি বুন্দ্।
তৃখা গেই এক্ বুন্দ্‌তে, ক্যা লে করে সমুন্দ্ ।২১

লাগিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারি অগোচর বস্তু মিলিয়া গিয়াছে, তখন আর মন অন্য দিকে যায় না।

২১। কবির বলিতেছেন সাধুই হইতেছেন ঝিনুক স্বরূপ, আর সৎগুরু স্বাতি নক্ষত্রের বিন্দুস্বরূপ, যত তৃষ্ণা ছিল সব এক বিন্দুতে গেল, এখন আর সমুদ্র লইয়া কি হইবে!

অগোচর মিলিয়া গিয়াছে। মন তখন আর অন্য বস্তুতে যায় না। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা সর্ব্বদা পান করিয়া সেই তৃপ্ত, যে সর্ব্বদা ওঁকার ধ্বনি শুনে, আর সেই ব্যক্তি অগোচর পাইয়াছে, অগোচর মনে, কাণে, নাকে, চক্ষে, কোন প্রকারে জানা যায় না অর্থাৎ অনিচ্ছার সর্ব্বাঙ্গত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব, সর্ব্বশক্তি-মানত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব হইল, তখন মন কোন বস্তুতে যায় না, কারণ বস্তুতে যাইলে লক্ষ্য হইল, লক্ষ্য হইলেই অগোচরে থাকিল না।

২১। কবির সাধু যিনি তিনি ঝিনুক, আর সৎগুরু তিনি স্বাতি নক্ষত্রের বিন্দু, এক বিন্দুতে যদি তৃষ্ণা গেল তবে সমুদ্র লইয়া কি হইবে! অর্থাৎ ঝিনুক যেমন একবার হাঁ করিতেছে, ও মুখ বন্ধ করিতেছে, সেই প্রকার সাধু যিনি তিনি মন যে দিকে যাইতেছে, সেই স্থান হইতেই আত্মায় আনিতেছেন। কূটস্থ যিনি তিনি স্বাতি বিন্দু, কূটস্থের এক অণুতে যিনি থাকিলেন, তিনি ইচ্ছারহিত হইলেন, তখন তিনি সংসার স্বরূপ নানা ঢেউ যুক্ত সমুদ্র লইয়া কি করিবেন!

লিখ্‌তে লোকো অঙ্গ্‌। সাক্ষী।

লোকো (অবস্থা বিশেষ) বিষয় বর্ণনা।

স্থির হইলে যে লোক প্রাপ্তি হয় এবং সেই মহাপুরুষের যে সকল চিহ্ন হয়।

——:-(-:-*-:-)-:——

কবির কায়া কণ্ডল্‌ ভরি লিয়া, উজ্জল্‌ নির্ম্মল্‌ নীর।
পিয়ৎ তৃখা ন ভাজই, তিরিখাবন্ত্‌ কবির।১
কবির মন উলটা দরিয়া মিলা, লাগা মলি মলি স্নান।
থাহৎ থাহ ন পাইয়া, তিরিখা রহি অমান।২

১। কবির বলিতেছেন শরীররূপ কমণ্ডলুতে উজ্জ্বল ও নির্ম্মল জল ভরিয়া লইয়াছি, তাহা পান করিয়া তৃষ্ণান্বিত কবিরের তৃষ্ণা গেল না।

২। কবির বলিতেছন মন উল্টা স্রোতের নদী পাইলেন, তাহাতেই লাগিইয়া মলিয়া মলিয়া স্নান করিতে লাগিলেন,—কিন্তু তাহার থই পাইলেন না—অথচ তৃষ্ণা যেমন তেমনিই রহিয়াছে।

১। কবির কায়া কমণ্ডলু উজ্জ্বল ও নির্ম্মল জল দ্বারা ভরিয়া লইয়াছি তথাপি তৃষ্ণাবন্ত কবিরের তৃষ্ণা নিবারণ হইল না। অর্থাৎ এই শরীররূপ কমণ্ডলু উজ্জ্বল ও নির্ম্মল জল স্বরূপ স্থিতিপদ (ব্রহ্ম) দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া লইয়াছি অর্থাৎ সমস্ত শরীরের বায়ু স্থির হইয়াছে, তথাপি তৃষ্ণা যায় নাই, কারণ তখন কবির সাহেবের মনে হইতেছে যে এই তো এক লোকে আসিয়াছি, এক্ষণে আরো যদি কোন লোক (অবস্থা) থাকে তাহাও হউক।

২। কবির উলটা স্রোত পাইলেন এবং তাহা মলিয়া মলিয়া স্নান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার থা পাইলেন না, তৃষ্ণা যেমন তেমনিই আমানত রহিয়াছে। অর্থাৎ গুরু ক্রিয়া

কবির পণ্ডিৎসে তি কহি রাহা, কাহা না মানে কোয়।
আও গাহা এহ কৌ কহে, ভারি আচরয হোয়।৩
কবির জোরে বসে এহ তন্ মহ, তা গতি লখে ন কোয়।
কহে কবিরা শন্ত জন, বড়া অচম্ভা হোয়।৪
কবির ঘট্ মে রহে শুঝে নহি, করণ্ সোঁ শুনা ন যায়।
মিলা রহে আও ন মিলে, তা সোঁ কহে বসায়।৫

৩। কবির বলিতেছেন পণ্ডিত কে তাহা বলিয়াছিলাম কিন্তু কেহই আমার কথা মানে না, আর এস ইহাও যদি কেহ বলে—তাহাতেই তাহারা ভারি আশ্চর্য্যান্বিত হয়।

৪। কবির বলিতেছেন যিনি জোর করিয়া এই শরীরের মধ্যেই বসেন, তাহার গতি কেহ দেখেন্ না, কবির সাহেব কহেন—কেবল শন্তজনেরা তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন।

৫। কবির বলিতেছেন এই ঘটের মধ্যেই রহিয়াছে অথচ কেহ বোঝে না, কর্ণ দ্বারায়ও শুনা যায় না, মিলিয়া রহিয়াছে অথচ তাহাতেও কেহ মেলে না, এমন অবস্থায় কি প্রকারে তাহাকে স্থির করিয়া বসাইবে!

রূপ উল্‌টা স্রোত মনকে দিলেন, মন তাহাতে মলিয়া মলিয়া স্নান করিতে লাগিলেন অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া করিয়া তৃপ্তি হইবার নিমিত্ত ডুব দিতে লাগিলেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থার সীমা পাইলেন না আর ঐ অবস্থা কি এবং তখন কোথায় থাকে এই তৃষ্ণা জমা হইয়াই থাকিল।

৩। কবির পণ্ডিতকে বলিয়াছিলাম কিন্তু আমার কথা কেহ মানে না, "আইস বিন্ধিয়াছে অর্থাৎ আমার হইয়াছে," যদি কেহ বলে তবে তাহারা ভারি আশ্চর্য্য হয়।

৪। কবির তাহার গতি কেহ দেখে না অর্থাৎ স্থির না হইলে গতি দেখা যায় না। কবির সাহেব বলিতেছেন যে শন্তজন স্থির হইয়া গতি দেখায় অতি আশ্চর্য্য হন।

৫। কবির এই আত্মা শরীরের মধ্যে রহিয়াছেন অথচ কেহ দেখিতে পাইতেছে না শরীরের মধ্যে মিলিয়া রহিয়াছে অথচ তাহাতে কেহ মিলিয়া নাই। এপ্রকার যে আত্মা তাহা কি প্রকারে বসাইবে অর্থাৎ স্থির করিবে।

ওঁ

কবির করণ্ কহে কর্ণে শুনে, ভনক্ পরে নহি কাণ।
য়্যাসে শন্ত্ন হ স্থুতিসে, পাওহি ব্রহ্ম গিনান।৬

৬। কবির বলিতেছেন কর্ণেরদ্বারায় কহে ও কর্ণের দ্বারায় শুনে, ভন্ ভন্ শব্দেতে কোন কাজ হইবেনা, ওঁকারধ্বনির শব্দ শুনিয়া আনন্দে শন্তসকলেরা ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হন।

৬। কবির কাণে কহে কাণে শুনে, ভন্ ভন্ শব্দে কোন কাজ দেখা যাইতেছে না, এই প্রকার ভন্ ভন্ শব্দ শন্ত সকল শুনিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। কাণে না শুনিলে কেহই কথা কহে না এই নিমিত্ত কাণেই কথা কহে, কালা হইলেই তাহার কথা কহিবার শক্তি হয় না। (ভনক্=যাহা দ্বারা তুলা ধুনা যায়) ভনকের মত যে দিবা রাত্রি শব্দের কোন কাজ দেখা যাইতেছে না, এই প্রকার ভন্ ভন্ শব্দ শন্তসকল শুনিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ওঁকারধ্বনি।

লিখঁতে হেরত কি অঙ্গ।

দেখা-তত্ত্বকরা।

—:-(:-*-:-)-:—

কবির হেরত হেরত হে সখি, হেরত গই হেরায়।
বুঁন্ধ সমানা সিন্ধুমে, সো কিত হেরা যায়।১
কবির হেরত হেরত হে সখি, রাহা কবিরা হেরায়।
সিন্ধ সমানা বুন্দমে, সো কিত হেরা যায়।২

১। কবির বলিতেছেন হে সখি! তোমায় খুজিতে খুজিতে খোঁজাই হারাইয়া গেলাম। বিন্দু যাহা দেখিতেছিলাম তাহাও আর দেখিতে পাইতেছি না, সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত ব্রহ্মে মিশাইয়া যাওয়ায় আর কোথায় খুঁজিয়া পাইব?

২। কবির বলিতেছেন হে সখি, তোমায় খুজিতে খুজিতে কবির সাহেব নিজেই হারাইয়া গেলেন, বিন্দুও সমুদ্রে প্রবেশ করায় তাহাকেও আর দেখা গেল না।

১। হে সখি খুজিতে খুজিতে খুজাই হারাইয়া গেল, সমুদ্র সে সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিল, এক্ষণে তাহাকে কি প্রকারে দেখা যায়। অর্থাৎ কূটস্থকে খুজিতে খুজিতে বিন্দু দর্শন হইল। বিন্দু দেখিতে দেখিতে নেশা হওয়ায় বিন্দু আর দেখা গেল না, তখন ঐ বিন্দু সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত ব্রহ্মে প্রবেশ করায় তাহাকে কোথায় খুজিয়া পাওয়া যাইবে।

২। হে সখি খুজিতে খুজিতে কবির সাহেব নিজে হারাইয়া গেলেন, সিন্ধু তিনি বিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহা কি প্রকারে দেখা যায়? অর্থাৎ কূটস্থের মধ্যে খুজিতে খুজিতে খুজার কর্ত্তা যে কবির সাহেব তিনি আর পৃথকরূপে থাকিলেন না, আর সিন্ধুর সমান ব্রহ্ম তিনি অণুস্বরূপ বিন্দুর মধ্যে রহিয়াছেন তাহা কি প্রকারে দেখা যায়, কারণ তখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে কবির সাহেবও ব্রহ্ম হইলেন, পৃথক না থাকিলে কে কাহাকে খুজিবে?

ওঁ

কবির বুঁন্দ সমানা সিঁন্ধুমে, সো জানে সভ লোয়।
সিন্ধু সমানা বুঁন্দমে, বুঝে বিরলা কোয় ।৩
কবির সমুদ্র সমানা বঁন্দুমে, গৌ খুর কে অস্থান।
ইচ্ছারূপ সমাইয়া, বহুরি না পাওয়ে জান ।৪
কবির এক সমানা সকল মে, সকল সমানা তাহি।
কবির সমানা বুঝি মে, জাহা দোসরো নহি ।৫

৩। কবির বলিতেছেন বিন্দু সমুদ্রের ন্যায় ইহা সকলেই জানে, কিন্তু সিন্ধু যে বিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করে ইহা অতি অল্প লোকে জানে অর্থাৎ যাঁহারা জনেন, সেরূপ লোক অতি বিরল।

৪। কবির বলিতেছেন সমুদ্র বিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করায় সে স্থান গরুর খুরের মত দেখা যাইতে লাগিল, গরুর খুরের মতন যে স্থান সেই স্থানে ইচ্ছারূপী মন তাহার মধ্যে প্রবেশ করায় পুনরায় আর কিছু জানিতে পারিল না।

৫। কবির বলিতেছেন একের সমান এই সকলের মধ্যে, আর সকলের সমানও সেই এক, কবির সাহেব সেই সমান বুঝিতে গিয়া দেখিলেন সেখানে আর দুই নাই সবই এক।

৩। কবির বিন্দু যে সে সমুদ্রেতে প্রবেশ করিতেছে, এ সকলেই জানে কিন্তু সিন্ধু বিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করে এ অতি অল্প লোকে জানে অর্থাৎ ক্রিয়াতে বিন্দু দেখিতে দেখিতে ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হয় এ ক্রিয়াবান মাত্রেই জানে, আর ঐ বিন্দুর মধ্যে যে ব্রহ্ম রহিয়াছেন এ অতি অল্প লোকেই জানে।

৪। কবির সমুদ্র বিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করিল। যে স্থানে প্রবেশ করিল সে স্থান গরুর খুরের মত, তখন ইচ্ছারূপী মন গোখুরের মধ্যে প্রবেশ করিল, পুনরায় এ দিকের আর জানিতে পারা যায় না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্ম,তিনি অনুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সে স্থান গরুর খুরের মত, তখন আর ইচ্ছা থাকিল না, আর পৃথিবীর কিছুতেই আর মন যায় না।

৫। কবির এক সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আর সমস্তই সেই

ওঁ

কবির গুরু নহি চেলা নহি, নহি মুরিদ নহি পীর।
এক নহি দুজা নহি, তাঁহা বিলমে দাস কবির।৬
কবির বিছ্‌ যো ঢুঁড়ে বীজকোঁ, বীজ বিছ্‌কে পাহিঁ।
নিওজো ঢুঁড়ে বহ্ম কো, ব্রহ্ম জিওকে মাহি।৭

৬। কবির বলিতেছেন সেখানে গুরু নাই শিষ্যও নাই, কোন মুরিদ (পীরের চেলা) নাই, পীরও নাই, যেখানে এক নাই সেখানে দুই কোথা হইতে আসিবে, এরূপ স্থানে কবির দাস বিশ্রাম করেন।

৭। কবির বলিতেছেন বৃক্ষ বীজকে খুজিতেছে কিন্তু বীজ বৃক্ষেতেই রহিয়াছে অথচ খুজিয়া বেড়াইতেছে, এইরূপ সকলে ব্রহ্মকে খুজিয়া বেড়াইতেছেন কিন্তু ব্রহ্ম যিনি তিনি জীবের মধ্যেই রহিয়াছেন।

একের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কবির সাহেব প্রবেশ করিলেন, জানার মধ্যে যেখানে পৃথক রূপে কেহ নাই। অর্থাৎ এক যে আত্মা তিনি স্থির হইয়া (১) কূটস্থে, (২) ক্রিয়ার পর অবস্থাতে, (৩) ব্রহ্মের অনুর মধ্যে, (৪) সমস্ততে, কারণ এক ব্রহ্মানুতে তিন লোক আর বিশ্বমাত্রেই ব্রহ্মানুতে গঠিত, তবেই এক ব্রহ্মানুতে প্রবেশ করায় সমস্ত বিশ্বেই প্রবেশ করা হইল, তখন কবির সমস্তই জানিতে লাগিলেন, দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন, কারণ সেখানে দোসরা কেহ নাই আপনাকে আপনাতে জানিতে কত বিলম্ব লাগে?

৬। কবির সেখানে গুরু ও চেলা নাই, মুরিদ ও পীর নাই, কারণ যেখানে এক নাই সেখানে দুই কেমন করিয়া থাকিবে, এমন যে স্থান সেখানে কবির সাহেব থাকেন। অর্থাৎ যেখানে (ব্রহ্মে) গুরু নাই কারণ জানিবার কেহ নাই, যে তাহাকে জানাইবে, আর শিষ্যও নাই কারণ জানিবার কিছুই নাই, আর যে অবস্থায় আমি নাই তখন দুই থাকা সম্ভবে না সেই অবস্থায় কবির দাস আট্‌কাইয়া রহিয়াছেন।

৭। কবির বৃক্ষ বীজকে অনুসন্ধান করিতেছে, আর বীজ বৃক্ষেতেই রহিয়াছে, আর যে বীজকে জানে না সে ব্রহ্মকে অনুসন্ধান করিতেছে, কিন্তু ব্রহ্ম সকল জীব মধ্যে রহিয়াছেন। এই শরীর রূপ বৃক্ষের মধ্যে মনু তিনি আমি কোথায় হইতে হইয়াছি এই বিষয় অনুসন্ধান করিতেছেন, আর বীজ স্বরূপ কূটস্থ তিনি শরীরেতেই রহিয়াছেন অর্থাৎ আত্মা স্থির হইলেই

ওঁ

কবির আদি হুতা সো অব হায়, ফের ফার কছু নাহি।
যোঁও তরিওঁরকে বীজমে, ডার পাত ফল ছাঁহি ।৮

৮। কবির বলিতেছেন আদিতে যাহা ছিল এখন তাহা আছে, এর আর ফের ফার কিছু নাই। যেমন, তরুবরের বীজের মধ্যে ডাল পাতা ফল ছায়া সবই রহিয়াছে কিছুই যায় নাই তদ্রূপ।

কূটস্থ দেখা যায়, আর যে এই বীজ স্বরূপ কূটস্থ এই আত্মাতে যে জানে না, সে ব্রহ্ম কোথায় খুজিতেছে আর ব্রহ্ম সমস্ত জীবেই রহিয়াছেন।

৮। কবির আদিতে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে, তাহার কোন ফের ফার কিছুই নাই। যে তরুবরের বীজেতে ডাল পাতা ছায়া সমস্তই রহিয়াছে। অর্থাৎ জন্মাইবার সময় আত্মা কূটস্থ ছিলেন, এক্ষণে তাহাই রহিয়াছে অর্থাৎ সেই আত্মা ও কূটস্থ রহিয়াছেন তাহার কিছু ফের ফার হয় নাই। কেমন? না যেমন বৃক্ষ হইতে ফল হইতেছে ঐ ফলের মধ্যে আবার ডাল পাতা ফল বীজ এবং বৃক্ষের ছায়াটি পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

জরনা কো অঙ্গ।

ভার কহো তো বহু ডরেঁ, হালুকা কহো তো ঝুট।
মে নেহি জানো রামকো, দিষ্ট দেখা নহি মুট।১

কবির দিঠা হায় তো ক্যা কহো, কহোঁ ত কো পতি আয়।
হরি জ্যাছে ত্যাছে রাহা, তুম হর্খি হর্খি গুণ গায়।২

১। কবির বলিতেছেন যদি ভারি বল তাহা হইলে বড় ভয়, আর যদি হাল্কা বল তাহা হইলে মিথ্যা। আমি রামকে জানি না, কারণ যদি রাম হাতের মুঠার মধ্যে থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম।

২। কবির বলিতেছেন যদি দেখিয়াছি বলি তাহা হইলে কেই বা প্রত্যয় করিবে, কথার দ্বারায় প্রকাশও করিতে পারি না। হরি যিনি তিনি যেমন তেমনিই রহিয়াছেন, তুমি হরির গুণ গান কর।

১। ভারি বলিতো বড় ভয়, আর পাতলা বলিতো মিথ্যা কথা। আমি রামকে জানি না, কারণ মুঠার মধ্যে থাকিলে দেখিতে পারিতাম। ব্রহ্মকে যদি ভারি বলি তবে বড় ভয় যে পাছে চাপা পড়ি, আর পাতলা বলি সে মিথ্যা কথা, কারণ ব্রহ্ম ছাড়া যখন কিছুই নাই তখন কোন্ বস্তু অপেক্ষা পাতলা বলি, এই নিমিত্ত আমাকে কাজে কাজে বলিতে হইল যে আমি জানি না, যদি হাতের মুঠার মধ্যে থাকিত তবে মুঠা খুলিয়া দেখিতে পারিতাম।

২। কবির যদি বল দেখিয়াছি তবে অব্যক্ত হেতু তাহা প্রকাশ করিতে পারি না আর যদি বলি, তাহা কে প্রত্যয় করিবে? (যে তোমার মধ্যে কুটস্থ তাহার মধ্যে অণু স্বরূপ নক্ষত্র, তাহার মধ্যে তিন লোক ইত্যাদি)। হরি যেমন তেমনই রহিয়াছেন অর্থাৎ ত্রিতাপ হরণ কর্ত্তা যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তিনি সর্ব্বদাই রহিয়াছেন, তুমি (অর্থাৎ কবির দাস

ওঁ

কবির য়্যাছি কথনি মতি কথো, কথোনে ধরো ছপায়।
বেদ কিতেবোঁ না লিখো, কহোঁত কো পতি য়ায় ।৩
কবির কর্ত্তা কি গতি আওর হায়,তু চল অপনে অনুমান।
ধীরে ধীরে পাও ধরু, পঁহুচে গা নিজ ঠাম ।৪
কবির পঁহুচোগে তব কহহুগে, অব কছু কাহান যায়।
অজহু ভেলা সমদ্রমে, বোলি বিগারে কায় ।৫

৩। কবির বলিতেছেন এমন কথা কখন বলিও না,ওরূপ কথা গোপন করিবে, বেদ ও পুস্তকাদি লিখিও না কারণ তোমার কথা কে প্রত্যয় করিবে?

৪। কবির বলিতেছেন কর্ত্তার গতি অন্য প্রকার, তুমি আপনার অনুমানে চল, আস্তে আস্তে আপনার পা ধর, তাহা হইলেই নিজের জায়গায় পৌঁছিবে।

৫। কবির বলিতেছেন যখন সেখানে পৌঁছিবে তখন বলিবে, যে এখন আর কিছু কহিবার নাই ও কহাও যায় না,এখনও ভেলা সমুদ্রের মধ্যে আছে, আগে পারে যাও তাহার পর কথা কহিও, নচেৎ কথা কহিবার বাধা জন্মাইতে পারে অর্থাৎ কথা ঠিক না হইতে পারে।

আপনাকে আপনি বলিতেছেন) আনন্দিত হইয়া তাঁহার গুণ গাও। প্রথমে এই বৃক্ষের মধ্যে বীজ ছিল তাহা জানিতাম না, এক্ষণে তাহা দেখিতে পাওয়ায় আনন্দ।

৩। কবির এমন কথাতে মতি করিয়া কেবল বলিও না, ঐ প্রকার কথা কহা গোপন কর, আর কেবল বেদ ও কেতাব লিখিও না, আর তুমি বলিলেই কে প্রত্যয় করিবে অর্থাৎ নিজে কোন সদানুষ্ঠান করিব না অথচ ধর্ম্মের কথা বলিব এমন কথায় মতি করিও না, ওপ্রকার কথা আর মুখ দিয়া বাহির করিও না অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া আপনার উপকার কর, আর বেদ কেতাব লিখিও না, কারণ যদি তুমি প্রকৃত কথা বল তথাপি তোমার কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না।

৪। কবির কর্ত্তার গতি অন্য রকমের, তুমি আপন অনুমানে চল, আস্তে আস্তে পা ধর, আপনার যে স্থান তাহাতে পঁহুছিবে অর্থাৎ পরমাত্মায় গতিই পৃথক, তুমি ক্রিয়া করাতে যে উন্নতি হইতেছে তাহা অনুমান করিয়া ক্রিয়া করিয়া চল। আস্তে আস্তে স্থির হইতে হইতে নিজের যে স্থান ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাতে পৌঁহুছিবে।

৫। কবির যখন সেখানে পঁহুছিবে তখন স্বভাব বশতঃ বলিবে এখন কিছু বলা যায়

ওঁ

কবির জানি বুঝি জড় হোয় রহে, বল তেজি নির্ব্বল হোয়।
কহেঁ কবির তেহা দাসকো, পল্লা ন পকরে কোয়।৬
কবির বাদ বিবাদ বীখয় ঘনা, বোলে বহুত উপাধি।
মৌন রূপ গহি হরি ভজে, যো কোই জানে সাধি।৭

৬। কবির বলিতেছেন যিনি জানিয়া বুঝিয়াছেন তিনি জড় সড় হইয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ স্থির ভাবে রহিয়াছেন। বল ও তেজ নির্ব্বলের মতন হইয়াছে, কবির কহিতেছেন তাঁহার পাল্লা কেহই ধরিতে পারে না অর্থাৎ তাঁহার নিকটে যাওয়া যায় না।

৭। কবির বলিতেছেন বেশি কথা বার্ত্তায় বিষয়বুদ্ধি বাড়িতে পারে, আর অনেক উপাধির কথাই বলে, আর যিনি সাধন করেন তিনি মৌনভাবে হরির ভজন করেন তিনিই জানিয়াছেন।

না কারণ তোমাপেক্ষা যিনি বড় ক্রিয়াবান তিনি তোমার কথা কাটিয়া দিবেন, আর তোমার কোন শক্তি হয় নাই যে নিজে ক্ষমতা দ্বারায় তাহার উপর অধিকার বিস্তার করিবে, আর যখন সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থা তখন তোমার কথা কাহারও কাটিবার যো নাই। এখনও ভেলা সমুদ্র মধ্যে; কথায় বিগড়াইয়া যাইবে, যেমন নদীর মধ্যে তুফানে নৌকা পড়িলে মাঝি সকলকে চুপ করিয়া থাকিতে কহে কারণ গোলমাল করিয়া পাছে নৌকা ডুবায় আর পরে যাইলে ইচ্ছা মত সকলে লাফাইয়া পড়ে, সেই প্রকার তুমি যদি এখন কথা কহিয়া দুই চারি জনকে জয় কর তবে হয় তো অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ডুবিয়া যাইবে, প্রথমে পারে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে সর্ব্বদা থাক তাহার পর কথা কহিও।

৬। কবির যে ক্রিয়া করিয়া জানিয়া বুঝিয়া জড় হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ আর কথা কহিতে ইচ্ছা করিতেছে না, কারণ ক্রিয়া করিয়া নির্ম্মল হইয়াছে কবির বলিতেছেন যে যে ব্যক্তি এ প্রকার দাস তাহার পাল্লা (গায়ের কাপড়ের কিনারা) কেহই ধরিতে পারে না।

৭। কবির কথা বার্ত্তায় গাঢ়রূপ বিষয় উৎপত্তি হয়, কথা বহু কহিলে অন্য প্রকার

কবির সাক্ষি এক কবির কি, শুনি শিখি নহি যায়।
রঞ্চক ঘটমে সঞ্চরে, তৌ অজর অমর হোয় জায়।৮

৮। কবির বলিতেছেন কবিরের একটি সাক্ষি শুনিয়াই শিক্ষা হয় না, যখন এই শরীরের মধ্যে তাহা সঞ্চার হইবে তখন অজর অমর হইবে নচেৎ কিছুই হয় না।

বুঝিয়া যায়, মৌন হইয়া যে হরি ভজে এ প্রকার সাধন কেহ কেহ জানে কথা কহিলেই তাহার উত্তর প্রত্যুত্তা বিষয়ে বদ্ধ আর কাহাকে ভাল বলিলে সে মন্দটা বিবেচনা করিল।

৮। কবিরের একটি সাক্ষি শুনিয়া শিখিয়া যাওনা কেন, সাক্ষিতে যাহা বলিয়া গিয়াছেন যদি শরীরের মধ্যে একবার তাহা সঞ্চারে তাহা হইলে অজর অমর হইয়া যায়।

লিখঁত লোকো অঙ্গ।

লোকের বিষয়।

—:-(-:-*-:-)-:—

কবির স্থরতি টেকুরি লৌ লেজুরি, মন নিতি ডার নিহার
কৌল কু আমি প্রেম রস, পীওয়ে বারম্বার।১
কবির গঙ্গ যমুন কে অন্তরে, সহজ শূন্য হায় ঘাট।
তাঁহাঁ কবিরা মট রচোঁ, মুনি জন জোওয়ে বাট।২

১। কবির বলিতেছেন স্থির মনে টেকুয়ার সুতা বাহির কর, ও সর্ব্বদা তাহাতে মন ফেলিয়া রাখ, তাহা হইলেই কমলের মধ্যে যে কুয়া আছে তাহাতে প্রেম রস ও আছে তাহা হইলেই বারম্বার পান করিতে পাইবে।

২। কবির বলিতেছেন গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে সহজরূপ শূন্য মাঠ আছে, কবির সাহেব সেই খানে একটি মন্দির রচনা করিয়াছেন, (মুনি) যাঁহারা আপনাতে আপনি থাকিয়া মৌনি হইয়াছেন তাঁহাদিগকে মুনি কহে, তাঁহারা সেই স্থানে যাইতে ইচ্ছা করেন।

১। কবির টেকুয়াতে মন দিলে সমান রকম লেজুরি (সুতা) বাহির হয়, সেই স্থানে সর্ব্বদা মনকে ফেলিয়া দিয়া দেখ, তাহা হইলেই কমলের কুয়াতে প্রেমরস পাইবে তাহা বারম্বার পান কর। কূটস্থ টেকুয়ায় ভারি গোল দ্রব্যটী আর মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত টেকুয়ার লোহা এই টেকুয়ায় অনুভব রূপ সুতা বাহির, হয় আর উহাতে মনকে ফেলিয়া দিয়া বসিয়া বসিয়া দেখ (তিন ভুবন) আর মূলাধারে কমলের কুয়ার মধ্যে প্রেমরস তাহা বারম্বার পান কর (কুলকুণ্ডলিনীর স্থান)।

২। কবির গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে শূন্য ও সহজ ঘাট হইতেছে, সেই স্থানে কবির সাহেব একটী মন্দির রচনা করিয়াছেন, যে স্থানে যাইবার রাস্তা মুনি জনেরা অনুসন্ধান করেন। ঈড়া পিঙ্গলার মধ্যে সুষুম্না ঘাট যাহা সহজ ক্রিয়া করিয়া হয়, তাহা শূন্যময়

ওঁ

কবির জেহি বনসি ঘন সঞ্চরৈ,রায় পন্‌ছি না উড়ি আয়।
মোটা ভাগ কবির কা, তাঁহা রাহা লৌ লায় ।৩
কবির লও লাগি তব জানিয়ে, কবহি ছুড়ি ন যায়।
জীয়ৎ তো লাগি রহে, মুয়ে মাহি সমায় ।৪

৩। কবির বলিতেছেন যখন বংশীতে ঘনরূপে সঞ্চার হইতে লাগিল, অর্থাৎ বংশী বাজিতে লাগিল, তখন আর রাই স্বরূপ পক্ষি উড়িয়া যায় না, কবিরের মোটা ভাগে লয় লাগাইয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ সুক্ষ্মভাগে না গিয়া স্থূল ভাগে লয় লাগাইয়াছেন।

৪। কবির বলিতেছেন লয় লাগিয়াছে তখনি জানিবে, যখন আর কিছুতেই ছাড়া যায় না, জীবত দশায় ত লাগিয়াই থাকে, দেহ ত্যাগ করিলেও লয় হইয়া যান, লয় কিছুতে ছাড়ে না।

(ক্রিয়ার পর অবস্থা); ঘাটে স্নান করিলে যেমন অল্প সময়ের নিমিত্ত তৃপ্তি হয় সেই প্রকার সুষুম্না ঘাটে স্নান করিলে নিত্যই তৃপ্তি হয়, সেই স্থানে কবির সাহেব মন্দির রচনা করিয়াছেন, অর্থাৎ মস্তকের পশ্চাৎ ভাগে ত্রিকোণ একটী স্থান আছে যাহা সুষুম্নার অগ্রভাগ হইতেছে সেই স্থানে যাইবার রাস্তা মুনি (যাঁহারা ক্রিয়া করিয়া মৌন হইয়াছেন অর্থাৎ কথা কহিতে ইচ্ছা হয় না) জনেরা অনুসন্ধান করেন।

৩। কবির যখন বাঁশীর সূক্ষ্ম অর্থাৎ সরু শব্দ হইতে লাগিল তখন রাই সরিষার মত পাখি আর উড়িয়া যায় না। কবির সাহেব সূক্ষ্ম ভাগে না থাকিয়া মোটা ভাগে লয় লাগাইয়া রহিয়াছেন। যখন প্রাণায়ামের শব্দ অত্যন্ত সরু হইয়া আইসে তখন ক্ষুদ্র বিন্দু স্থির হয়, কবির সাহেব সে বিন্দুতে মন না দিয়া মোটা ভাগ অর্থাৎ যে বায়ু ঐ বিন্দু হইতে ক্রমে মোটা হইয়াছে তাহাতে মন লাগাইয়া রহিয়াছেন, সূক্ষ্মেতে থাকিলে অনুভব দ্বারায় মনকে অন্যদিকে লইয়া যায়।

৪। কবির লয় লাগিলে জানিতে পারে যে লয় কখন ছাড়েনা যে পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে, আর যদ্যপি মরিয়া যায় তবে ব্রহ্মেতে সমায়। ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহার অষ্ট প্রহর রহিয়াছে সেই জানে যে ঐ অবস্থা কখনই ছাড়েনা, যে পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে সে পর্য্যন্ত ঐ অবস্থায় লাগিয়া আছে, আর যদি ত্যাগ করিলেন তবে ব্রহ্মেতে লয় হয়েন।

ও

কবির য্যাছি লাগি য়ো,রসো, ত্যাছি নিম হায় ছোড়।
কোটী কোটী জোরিকে, কিয়া লাখ করোর।৫
কবির জ্যায়ছি উপজে পেড় সোঁ,ত্যাছি নিম হায় জোর।
আপনে তন কি ক্যা কহে, তারে পরিবার করোর।৬
কবির জ্যাছি প্রথমে লৌ লগৈ, ত্যায়ছি ধুরলে যায়।
জাকে হির্দয়ে লৌ বসৈ, সো মোহি মাহি সমায়।৭

৫। কবির বলিতেছেন যেমন যেমন ভাবে রস পাইতেছে সেই সেই ভাবে নিমরূপী তিক্ত মায়া ছাড়িতেছে এইরূপ লক্ষ বার, কোটী কোটী বারএকত্রে জড় করিলে তবে অনেক স্থায়ী হয়।

৬। কবির বলিতেছেন এইরূপ বৃক্ষ যেমন বাড়িতেছে নিমেরও সেইরূপ জোর বৃদ্ধি পাইতেছে, আপনার শরীরের বিষয় আর কি কহিবেন, কত কোটী পরিবারকে উদ্ধার করিতেছেন অর্থাৎ রক্ষা করিতেছেন।

৭। কবির বলিতেছেন প্রথমে যেমন লয়ের আগ্রহ হইবে সেই আগ্রহে যত দূর যাইতে পার ততদূর যাওয়া চাই, যার হৃদয়ে লয়রূপ আগ্রহ বসে, সে আমিই এবং আমাতে মিশিয়াছে।

৫। কবির যেমন যেমন ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতে লাগিল তেমনি তিক্ত যে মায়া তাহা ছাড়িতে লাগিল, এই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থা কোটী কোটী বার হইতে হইতে অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

৬। কবির যেমন যেমন গাছ বৃদ্ধি পাইতেছে তেমনি তেমনি নিমের জোর বৃদ্ধি পাইতেছে, আর আপনার শরীরের কথা কি বলিবেন তিনি লক্ষ লক্ষ পরিবারকে প্রতি-পালন করিতেছেন, যেমন যেমন ক্রিয়া করিতেছেন তেমনি তেমনি নিমের জোর হইতেছে অর্থাৎ বিষয়েতে ঔদাস্য হইতেছে আর কিছুই ভাল লাগে না অথচ ঐ প্রকার ব্যক্তি উপদেশ দ্বারায় কোটী কোটী লোক তরাইতেছেন।

৭। কবির যেমন প্রথমে আগ্রহ হয়, সেই আগ্রহ যতদূর যাইতে পারে ততদূর যাওয়া চাহি, যাহার হৃদয়ে আগ্রহ বাস করে সে আমি আমাতেই প্রবেশ করে। উপদেশ

ও

কবির জর লগি কথনি হম কথো, চুরি রাহা জগদীশ।
লৌ লাগি পল না পরে, অব বোল না নহি দীশ।৮
কবির সৎগুরু তত্ত্ব লখাইয়া, গ্রন্থ হি মাহি মূল।
লৌ লাগি নিরমল ভয়া, মেটি গয়া সংশয় শূল।৯

৮। কবির বলিতেছেন যে পর্য্যন্ত আমি কথা কহিতেছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত জগদীশ দূরে রহিয়াছেন, আর যখন লয় লাগিল তখন এক পল ছাড়া নহি এখন, আর কোন কথা কহিবার ইচ্ছাও করে না কথা কহিতেও কষ্ট হয়।

৯। কবির বলিতেছেন সৎগুরু যিনি তিনিত দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু মূল গ্রন্থিতেই রহিয়াছে কেবল লয়ের জন্য নির্ম্মল হইয়াছে আর সংশয়রূপ শূলও মিটিয়া গিয়াছে।

লওয়ার পরেই যে প্রকার আগ্রহ (আসক্তি পূর্ব্বক গ্রহণ) হয়, সেই আগ্রহ যতদূর যাইতে পারে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা পর্য্যন্ত ততদূর (অর্থাৎ ঐ অবস্থা যাহাতে সর্ব্বদা থাকে) যাওয়া চাহি, যাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থা রহিয়াছে অর্থাৎ (স্থিতিপদ) তাহার যে আমি আমি বলিতেছে সেই আমি তাহাতে মিশিয়াছে।

৮। কবির আমি যে পর্য্যন্ত কথা কহিতেছি সে পর্য্যন্ত জগদীশ দূরে, আর যখন লৌ লাগিল তখন এক পল ছাড়া নাই, এখন আর কোন কথা কহিতে দেখি না। যে পর্য্যন্ত আমি কথা বার্ত্তা কহিতেছি সে পর্য্যন্ত জগতের ঈশ্বর দূরে রহিয়াছেন। আর যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় লয় লাগিল অর্থাৎ সর্ব্বদা রহিয়াছে তখন ঐ অবস্থা ছাড়া এক পল হইলে অত্যন্ত কষ্ট হয় ঐ অবস্থায় আর কথা কহিতে ইচ্ছা হয় না।

৯। কবির সৎগুরু তো দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু গ্রন্থিতেই মূল রহিয়াছে, লয় যখন লাগিল তখন নির্ম্মল হইল এবং সংশয় শূল আর থাকিল না। সৎগুরু উপদেশ দিয়া দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু তিন গ্রন্থিতেই মূল রহিয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, আর সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে মন নির্ম্মল হয়, তখন সংশয় শূল (এটা কি ওটা কি) আর থাকে না, কারণ সকলি হইয়া গিয়াছে।

পতি ব্ররতা কো অঙ্গ।

পতিব্রতার বিষয়।

—o—

কবির প্রিত লাগি মেরি তুঝতে, বহু গুণিয়া লয় কন্ত।
যও হাঁসি বোলি আওর তে,তো নিতহি রঙ্গায়ো দন্ত।১
কবির চৈতিত রহোঁ ন বিসরোঁ, তু পদ দরশি থায়।
এহ অঙ্গ বঁদরো ভলা, যব তুঝ সোঁ মিলিয়া আয়।২

১। কবির বলিতেছেন তোমাতে আমার প্রীতি জন্মিয়াছে কারণ তুমি অনেক গুণবিশিষ্ট কান্ত, যখন অপরের সহিত হাঁসি ও কথা কহিতাম তখন ভাল দেখাইবার জন্য নিতাই দন্ত রঙ্গাইতাম।

২। কবির বলিতেছেন সর্ব্বদা চিন্তা করিও ভুলিওনা অর্থাৎ সর্ব্বদা মনে রাখিও, যেন তোমার পাদপদ্মেতে মন থাকে, এই শরীর যদি বাঁদরের মতন হইয়া যায় সেও ভাল, যদি তোমাতে মিলিয়া থাকিতে পারি, নচেৎ সবই বৃথা।

১। কবির তোমার সহিত প্রীতি করিয়াছি, কারণ তুমি বহুগুণ বিশিষ্ট কান্ত হইতেছ, তবে অন্যের সহিত হাঁসি ও কথা কহার নিমিত্ত নিত্যই দাঁত রঙ্গাইয়াছি। অর্থাৎ তোমার (ব্রহ্মের) সহিত প্রেম লাগাইয়াছি (প্রিত = না দেখিলে বাঁচি না,আছি আছি একবার না দেখিলে প্রাণ কেমন করে) অমনি দেখিবার নিমিত্ত দৌড়াইয়া যাইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিবা মাত্র সন্তোষ, কথা কহা তো দূরে থাকুক, তোমার সহিত প্রীতি করিবার কারণ তুমি পতি হইতেছ এবং তোমার সহিত প্রীতি করায় তোমার গুণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ, অনুভব পদ, ওঁকার ধ্বনি ইত্যাদি, তবে যে নিত্যই (স্বভাব) দাঁত রঙ্গানতে কথা কহিতে বড় শোভা দেখায় সেই প্রকার সাধুদিগের মিষ্ট কথা কহা একটী স্বভাব হয়।

২। কবির চিন্তা কর ভুলিও না, তোমার চরণ দর্শনেতে যেন মন থাকে, তোমাতে মিলিয়া যাইতে যদি আমার অঙ্গ বাঁদরের মত হইয়া যায় তাহাও ভাল। কূটস্থ দর্শন করিতে করিতে অন্যদিকে মন যাওয়ায়, মনে হইতেছে ও মন মনকে বলিতেছে যে

ওঁ

কবির নয়না ভিতর আউতুঁ, তেঁহ্ নয়ন ঝপেহু।
নাহি দেখ আওর কোঁ,না তু দেখ ন দেহু।৩
কবিরা রেখা এক সিন্দুর কি,কজ্বরা দিয়া ন য়ায়।
নয়নন্ রাম রাচার হায়, দুজা কাঁহা সমায়।৪

৩। কবির বলিতেছেন তুমি নয়নের ভিতর আইস, তুমি যখন আইস তখন নয়ন বন্ধ হইয়া যায়, তখন আর কাহাকেও দেখা যায় না, তুমিও আর কাহাকে দেখিতে দেও না।

৪। কবির বলিতেছেন সিন্দূরের একটি রেখা রহিয়াছে কিন্তু কর্জ্জল দেওয়া যায় না, আর নয়নেতে রামত রচনা হইয়া রহিয়াছেন, তখন আর দ্বিতীয় কি প্রকারে আসিবে ?

সর্ব্বদা স্মরণ কর ভুলিও না (কূটস্থকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে) তোমার চরণ দর্শনেতে যেন মন থাকে, আর তোমাতে লয় হইতে (ক্রিয়ার পর অবস্থাতে) যদি শরীর বানরের মত হয় সেও মঙ্গল।

৩। কবির নয়নের মধ্যে তুমি আইস, যখন আইস তখন নয়ন বন্ধ হইয়া যায়, তখন অন্য আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, আর তুমি কাহাকেও দেখিতে দেও না। উত্তম পুরুষ সকলের নয়নের মধ্যেই অদৃশ্যভাবে আছেন, কবির সাহেব বলিতেছেন যে আমি তোমাকে সময়ে সময়ে দেখিতেছি তাহাতে আমার তৃপ্তি হইতেছে না, এক্ষণে তুমি আমার নয়নের ভিতর আইস অর্থাৎ সর্ব্বদা দেখি, তুমি যখন আইস তখন নয়ন ঢাকিয়া যায় তখন অন্য কিছুই দেখি না, আর তুমি কাহাকেও দেখিতে দেও না অর্থাৎ তখন তুমিই সমস্ত বোধ হয়।

৪। কবির সিন্দুরের একটী রেখা রহিয়াছে, কাজল দেওয়া যায় না আর নয়নেতে রাম রচন হইয়া রহিয়াছে দ্বিতীয় কি প্রকারে প্রবেশ করিবে। সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ আত্মা তিনি দীপশিখার ন্যায় কূটস্থে রহিয়াছেন, তখন কাজল স্বরূপ অন্যদিকে মন তাহা আর যাইতেছেনা, নয়ন যিনি রমন করিতেছেন তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখিতেছে না, কারণ আত্মা রচিত হইয়াছেন, রচনা অর্থাৎ চক্ষের দ্বারা যাহা সুন্দর দেখায় ও মনকে হরণ করিয়া লয়। যখন আত্মাতে অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্রে বিরাজমান তিনি যখন সম্মুখে তখন আর দ্বিতীয় কেমন করিয়া মনে প্রবেশ করিবে। কারণ আত্মা ছাড়া নাই অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।

ওঁ

কবির আট পহর চৌষট্ ঘড়ি, মেরে আওরান কোই।
নয়নন্হ মে তুম্ হি বসো, নিদ ন আওয়ে সোই।৫
কবির নিদ্ দেখ যব পুষ কো, উলটী আপু উঠি যাৎ।
তাতে নিকট আওয়ে নেহি, মূঢ়ন তে ন ডেরাৎ।৬
কবির সাঁই মেরে এক তু, দুজা আওর ন কোয়।
দুজা সাঁই তব কহো, যব কলি দুজা হোয়।৭

৫। কবির বলিতেছেন, অষ্টপ্রহর ও চৌষট্টিঘড়ি আমি একা রহিয়াছি আমার আর কেহ নাই, আমার নয়নের উপর তুমি আসিয়া বসিয়া রহিয়াছ এ কারণ নিদ্রা আসিতেছে না।

৬। কবির বলিতেছেন পুরুষ যখন নিদ্রা যাইতেছেন তখন আপনি উল্‌টাইয়া উঠিয়া যায় আর নিকটে আসে না এবং মূঢ়ের মত ভয়ও আর নাই।

৭। কবির বলিতেছেন সাঁই যিনি তিনি আমার এক মাত্র কর্ত্তা দ্বিতীয় আর কেহ নাই, দ্বিতীয় কর্ত্তা তখন বল যখন দ্বিতীয় কলি হইবে।

৫। কবির আট পহর চৌষট্টী ঘড়ি আমার আর কেহই নাই। আর নয়নেতে তুমি বসিয়া রহিয়াছ এই নিমিত্ত নিদ্রা আইসে নাই। প্রথম একটু একটু কূটস্থে থাকিতে থাকিতে ক্রমে অষ্ট প্রহর ঐ অবস্থায় থাকিতে থাকিতে মধ্যে মধ্যে মন অন্যদিকে যায়। তাহার পর ক্রমে সর্ব্বদা, কারণ তুমি ছাড়া আমার আর কেহই নাই, আর আমার নয়নেতে তুমি বসিয়া আছ, দাঁড়াইয়া থাকিলে স্থির থাকে না এই নিমিত্ত বসা বলিয়াছেন, এই নিমিত্ত আর নিদ্রা আইসে না, কারণ কোন বস্তুতে লক্ষ্য থাকিলে নিদ্রা আইসে না।

৬। কবির পুরুষ যখন নিদ্রা যাইতেছেন (অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা) তখন উল্টাইয়া গেল অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইল, তখন আপনি উঠিয়া গেল অর্থাৎ পৃথক আমি আর নাই, ঐ অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিতে আর নিদ্রা আইসে না, আর উল্টাইয়া যাওয়ায় অচৈতন্য হইব বলিয়া যে ডরান তাহা নাই।

৭। কবির আমার কর্ত্তা একা তুমি, দ্বিতীয় আর কেহই নাই, আর তবেই দ্বিতীয় কর্ত্তা বলিতে পারিতাম যদি দুই কলিতে এক ফুল হইত।

ওঁ

কবির বারবার কেয়া, আঁখিয়া, মেরে মন কি শোয়।
কলিতো উথলি হোয়গি, সাঁই আওর ন কোয়।৮
কবির বলিহারি ওয়া দুঃখ কি,যো পল পল রাম কাহায়।
ওয়া সুখকে মাথে শিলা, যো হরি হিদ্‌য়া সো যায়।৯
কবির রহে সমুদ্রকে বীচমো, রটৈ পিয়াস পিয়াস।
সকল সমুদ্র তিনুকা গণে, এক স্বাতি বুন্দ কি আশ।১০

৮। কবির বলিতেছেন বার বার চক্ষুদিয়া অন্য বস্তু আর কি দেখিব, আমার মন যিনি তিনি ত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু কলি যখন উদয় হইবে তখন কর্ত্তাকে দেখা চাই কারণ কর্ত্তা ব্যতীত আমার আর কেহ নাই।

৯। কবির বলিতেছেন ওরূপ দুঃখের বলিহারি যাই, যাহাতে প্রতি পলে পলে রাম নাম কহা যায়, আর যাহার হৃদয় হইতে হরিনাম যায় সে যদি সুখে থাকে সেও ভাল নয় অর্থাৎ ওরূপ সুখের মাথায় শিলা পাথর চাপাও।

১০। কবির বলিতেছেন সমুদ্রের মধ্যে আছে অথচ পিপাসায় মরিলাম কহিয়া বেড়াই-তেছে, এক মাত্র স্বাতি বিন্দুর আশায় সকল সমুদ্রকে তৃণের ন্যায় গণ্য করে।

৮। কবির আখিয়া, চক্ষু দিয়া দেখা অন্য দিকে বার বার আর কি দেখিব, আমার মনে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যখন কলি হইয়াছে, তখন এক দিবস প্রস্ফুটিত হইবে কিন্তু আমার কর্ত্তা এক কূটস্থ ব্যতীত কেহই নাই।

৯। কবির পল পল রাম নাম কহিতে যে দুঃখ সে দুঃখকে বলিহারি, আর ও সুখের মাথায় পাথর মার যাহার হৃদয়ে হরি নাই। প্রতিক্ষণে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় যে সুখ সে সুখকে বলিহারি। প্রেম, কারণ যে যাহাকে ভাল বাসে সে তাহার বলকে হরণ করিয়া লয়, অর্থাৎ তাহার অধীন হয়। আর যাহার হৃদয়ে হরি (ক্রিয়ার পর অবস্থা) নাই আর ইচ্ছা রহিয়াছে ঐ ইচ্ছার নিমিত্ত যে সুখ তাহার মাথায় পাথর মার।

১০। কবির সমুদ্রের মধ্যে থাকে, তথাপি পিপাসায় মরিলাম পিপাসায় মরিলাম করিয়া বেড়াইতেছে এক স্বাতি নক্ষত্রের বিন্দুর আশাতে সকল সমুদ্রকে তৃণের ন্যায় বিবেচনা করে, সংসার সমুদ্রের মধ্যে থাকিয়া পিপাসা নিবারণ না হওয়ায় পিপাসায় মরিলাম মরিলাম করিতেছে, যদিও সংসারের মধ্যে তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত নানা প্রকার বস্তু আছে, সে ব্যক্তি সংসার সমুদ্রের সুখকে তৃণের ন্যায় গণনা করে, কারণ এক স্বাতি বিন্দুরূপ ব্রহ্মের আশা করে।

ওঁ

কবির সুখ কারণ কো যাত থে,আগে মিলিয়া দুঃখ।
যাঁহু সুখ ঘর আপনে, হামরে দুঃখ সম্মুখ ।১১
কবির দোজক তো হাম অঙ্গয়া, সো ডরা নাহি মুঝ।
বিহিস্তি ন মেরো চাহিয়ে, বাঁঝু পিয়ারে তুঝ ।১২
কবির যো ওহি এক ন জানিয়া,তো সব হি জান অজান।
যো ওঁহি এক হি জানিয়া, তো সবে অজান সুজান ।১৩

১১। কবির বলিতেছেন সুখের জন্যই যাইতেছিলাম, কিন্তু দুঃখ আগেই মিলিয়া গেল, সুখের ঘর আপনেতেই আছে, কিন্তু আমার সম্মুখেই দুঃখ।

১২। কবির বলিতেছেন আমি নরক অঙ্গেতে ঢাকা দিয়াই রহিয়াছি, তাহাতে আমার ভয় নাই, কোন সুখ দুঃখ কিছুই চাহি না, তোমাকেই চাই। হে প্রিয়! আমি বাঁঝা হইয়া থাকি সেও আমার ভাল, আমি সন্তানাদি কিছুই চাহিনা, তোমাকেই চাই আর কিছুই দরকার নাই।

১৩। কবির বলিতেছেন যিনি এককে জানেন না তাঁহার যাহা কিছু জানা আছে সব অজানার মধ্যে, কারণ একের অভাবে কিছুই নাই, আর যিনি সেই এককে জানিয়াছেন তাঁহার পক্ষে সবই জানা হইয়াছে, অজানিত কিছুই নাই, কারণ এক ব্যতীত আর কিছুই নাই যখন, তখন সেই এককে জানিলে সব জানা হইল, আর সেই এককে না জানিতে পারিলে কিছুই জানা হয় নাই।

১১। কবির সুখের কারণ আমি যাইতেছিলাম, তাহার আগে দুঃখ, যে সুখের ঘর আপনাতে কিন্তু আমার সম্মুখে দুঃখ। যে ব্রহ্মরূপ স্বাতি বিন্দু পান করিবার আশায় যাইতেছিলাম, তাহার প্রথমেই দুঃখ (ক্রিয়া) যে সুখ ক্রিয়ার পর অবস্থা আমাতেই রহিয়াছে, কিন্তু সম্মুখে ক্রিয়ারূপ দুঃখ রহিয়াছে।

১২। কবির আমি নরক ঢাকা দিয়া রহিয়াছি, তাহার নিমিত্ত আমার ভয় নাই এবং স্বর্গও আমার চাহি না। (যখন সুখ,দুঃখ,ছেলে,মেয়ে,কিছুই চাহি না, তখন বাঁঝা),আমি বাঁঝা হইয়া থাকি সেও ভাল, কিন্তু আমার প্রিয় তুমি হইতেছ, তুমি থাকিলেই হইল।

১৩। কবির যে এককে জানে না তাহার পক্ষে সকলি অজান, যদি সে জানে যে সেই

ওঁ

কবির যো ওহ এক ন জানিয়া, তও সব জানে ক্যা হোয়।
এক হিঁতে সব হোঁত হায়, সব তে এক ন হোয় ।১৪

১৪। কবির বলিতেছেন যখন সেই একেকে জানিতে পারিলেন না, তখন্ তোমার সব জানাতে কি হইল, যেমন এক আর একে ছুই, ছুই আর একে তিন, এইরূপ এক থাকিলে ছুই, তাহাও আবার একে একে মিলাইয়া ছুই বলিতেছ, পূর্ব্বের এক পরের একের সঙ্গে না মিলিলে দুই বলিতে পার না, আর দুই যাহা বলিতেছ তাহাও তোমার ভ্রম, কারণ পূর্ব্বেও এক পরেও এক, এক ছাড়া আর কিছুই নাই, তবে তুমি জোর করিয়া ছুই বলিতেছ মাত্র, বস্তুত এক ব্যতীত দুই নাই, সেই একই সর্ব্বত্রে যাহা কিছু দেখিতেছ তাহাও সেই এক, যাঁহার সেই এক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় নাই, তাঁহার কিছুই জানা হয় নাই, মুখে বলে মাত্র যে সব জানিয়াছি, কিন্তু কিছুই জানে নাই, অথচ মুখে বলিতেছেন, এটা বাড়ি, ওটা বৃক্ষ, এটা মনুষ্য, ওটা গরু, এটা পুরুষ, ওটা স্ত্রী, নানান রূপ বলিতেছে, কিসে কি গুণ ও কি বস্তু আছে তাহার কিছুই জানা নাই, অথচ বলা আছে আমি সব জানিয়াছি, বস্তুত কিছুই জানেন নাই, কারণ তাহা হইলে গো, অশ্ব, ঘর, বাড়ি, পুরুষ, স্ত্রী এই সকল উপাধি লইয়া ব্যস্ত হইতেন না উপাধি কিছুই নয়, তাহা অনিত্য, উপরোক্ত উপাধি সকলের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে একটী নিত্য পদার্থ আছে, যাহা সর্ব্বত্রে বিরাজমান, হাড় মাস ইট্ পাট্‌কেল কিছুই নয় হাড় মাস খায় না, চলে

একেকে জানে, তবে তাহার অজানিত বস্তু সুজান। এক যে জগৎপ্রাণ আত্মা তাঁহাকে যে না জানে তাহার যত কিছু জানিত সকলই অজানিত, কারণ যিনি জগতের প্রাণ তিনি সর্ব্বত্রেই রহিয়াছেন, তাঁহা ছাড়া কোন বস্তু নাই, এই নিমিত্ত তাঁহাকে না জানিয়া কোন বস্তু জানা আর না জানা দুই সমান, যে সেই একেকে জানে (জানা = যতক্ষণ কোন বিষয়ে লক্ষ্য কর ততক্ষণ সেই বিষয় জানা হইল) অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁহাকে লক্ষ্য করে, তাহার সমস্ত অজানিত বস্তু সুন্দররূপে জানা হইল অর্থাৎ চিন্তা করিবার পূর্ব্বেই সম্মুখে প্রকাশ।

১৪। কবির যখন ঐ এক জানিলেন না অর্থাৎ "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হইল না এবং বস্তু মাত্রেরই কোন গুণ জানিল না; তখন সমস্ত জানিয়া কি হইল? কারণ জানিতে পারিতেছ ও খানা কাঠ, কিন্তু তাহার গুণ জান না, কারণ যাঁহা হইতে ঐ কাষ্ঠ হইয়াছে, তাঁহাকে না জানায়, এক হইতে অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম হইতে সমস্ত হইতেছে, আর সমস্ত এক না হওয়াতে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়ায়।

ওঁ

কবির এক সাধে সব স্যাধিয়া, সব সাধে সব যায়।
উলটীকে সিঁচে মূল কোঁ,তও ফুলে ফলে অঘায় ।১৫

না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে মৃত অশ্বের দ্বারা গাড়ী টানান যাইত, মৃত স্ত্রী পুরুষের দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হইত, কারণ মৃতাবস্থায় সবই আছে, হস্ত পদাদি নাসিকা, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক, জননেন্দ্রিয় সকলি রহিয়াছে, কিন্তু একের অভাবে কেহই কিছু করিতেছে না, যে যেখানে ছিল সে সেই খানেই পড়িয়া রহিয়াছে, একের রূপই দুই, একের জ্ঞান হইলে আর রূপ থাকে না, তখন সব এক, হাড় মাস সেই একের রূপ মাত্র, রূপ সেই একের ছায়া মাত্র, ছায়া যেমন কিছুই নয়, রূপ ও তেমনি কিছুই নয়, যাহা কিছু হইতেছে তাহা সমস্ত এক হইতে হইতেছে, সেই এক কে জানা চাই, নচেৎ সব বৃথা জানা ও আবার সাধন ব্যতীত হয় না, সাধনের দ্বারায জানা যাইতে পারে, শাস্ত্রাদি পাঠে হয় না ইহা ঠিক, সৎগুরুর উপদেশ সাপেক্ষ নচেৎ একের জ্ঞান হয় না।

১৫। কবির বলিতেছেন একের সাধন করিলে সকলের সাধন করা হইল, যেমন একটী মূলকে উল্টাইয়া সিঞ্চন করিলে ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়, আর সকলের সাধন করিতে গেলে কাহারও সাধন করা হইল না, কারণ এক মন কয জায়গায় স্থির হইবে, পঞ্চ স্বামী ভাল নহে বরং লোকে তাহাকে বেশ্যা কহিয়া থাকে,সকলকে সমান ভাবে সন্তোষ করা যায় না মনও সকলের প্রতি সমান ভাবে থাকে না। এ বড় দেবতা ও ছোট দেবতা হইয়া থাকে, সুতরাং কাহারই সাধন হয় না, একারণ একেরই সাধন করা চাই, একেতেই মনকে ঠিক রাখা চাই, লোকেও সতী বলিবে, সাধন ও ঠিক হইবে, মন ও ঠিক থাকিবে।

১৫। কবির এককে সাধনা করিলে সকলেরই সাধনা হইল, আর সকলকে সাধনা করিলে, সকলি উল্টাইয়া যায়। যে মূলকে সিঞ্চন করে তার ফুলে ফলে পূর্ণ হয়, এককে সাধনা করা হইল, কারণ সকলেতেই সেই এক রহিয়াছেন। সকলকে সাধনা করিলে সকলি যায় অর্থাৎ একবার এ দেবতা একবার ও দেবতা করাতে মনের চঞ্চলতা যেমন তেমনই থাকিল, কোন স্থানে স্থির হয় না। প্রমাণ বেশ্যা—সে যেমন ১০টা পতি করিয়া যৌবন নষ্ট করিল, কিন্তু তাহার অসময়ে কেহই তাহার নিকট আসিল না, আর পতিব্রতা স্ত্রী এক পতি সেবা দ্বারা আজীবন সুখে কাটাইল। উল্টা করিয়া মূলকে যে সিঞ্চন করে অর্থাৎ ক্রিয়া করে তাহার ফুলে ফলে পূর্ণ হয়, অর্থাৎ ফুল স্বরূপ কূটস্থ হইতে ফল উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত হইবে।

ওঁ

কবির সব আয়া উস এক সোঁ, ডার পাত ফল্ ফুল্।
কবির পাছেঁ ক্যা রাহা, যব পকরা নিজ মূল্। ১৬
কবির মূল কবিরা গহি চড়ে, ফল্ খায়া ভরি পেট।
চোর সাহুকি গমি নহিঁ, যেঁও ভাওয়ে তেও লেট। ১৭

১৬। কবির বলিতেছেন এক থেকেই সব হইয়াছে, ডাল, পাতা, ফল, ফুল যাহা কিছু দেখিতেছ, কবির কহিতেছেন যখন নিজের মূল ধরিলাম তখন আর কি রহিল ?

১৭। কবির বলিতেছেন মূল ধরিয়া গাছে চড়িয়া পেট ভরিয়া ফল খাইলেন, সেখানে কেবল চোর আর সাহু যাইতে পারে না, সাহু = (সাউ) ধনীকে কহে, ধনী ব্যক্তিও যাইতে পারে না, যাহা ভাবে তাহাই করে, শুইবার ইচ্ছা হইল ত অমনি শুইয়া পড়িল।

১৬। কবির সকলি ঐ এক হইতে হইয়াছে, ডাল পাতা ফল ফুল। কবির সাহেব বলিতেছেন আর কি থাকিল যখন নিজের মূল ধরিলাম। কূটস্থ হইতে শুক্র বায়ুর সহিত যোনিতে যাইয়া মস্তক হাত পা ইত্যাদি অর্থাৎ এই শরীর হইল, যখন ঐ মূল স্বরূপ কূটস্থকে ধরিলাম, তখন এ শরীর থাকা আর না থাকা দুই সমান।

১৭। কবির মূল ভেদ করিয়া চড়িয়া ভরপেট ফল খাইলেন, চোর আর সাহু অর্থাৎ ধনী---এ উভয়েরই সেখানে যাইবার উপায় নাই যে প্রকার ভাবে সেই প্রকারে শুইয়া থাকুন। মূল ভেদ করিয়া অর্থাৎ মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া ক্রিয়া করিতে করিতে ফল স্বরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থা পেট ভরিয়া খাইলেন অর্থাৎ ঐ অবস্থায় সর্ব্বদা রহিলেন। চোর যে পরের দ্রব্য না বলিয়া সিঁদ কাটিয়া লয়; (সাহু) ধনী অর্থাৎ যে সর্ব্বদা আমার ধন বলিয়া উন্মত্ত, যাহার মন আত্মা হইতে অন্যত্রে অজানিত রূপে যায়। ধনীর মনও আত্মা হইতে সর্ব্বদা ধনে, এই দুইয়েরই সেখানে যাইবার উপায় নাই, আর ঐ অবস্থায় যে ভাব মনে হয় সেই ভাবেই থাকে অর্থাৎ শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল তো শুইয়াই থাকিল ইত্যাদি

ওঁ

কবির যও মন লাগয় এক সোঁ, তও নিকয়ারি যায়।
সাদর দোয় মুখ বাজতি, ঘন তমা বাখায়।১৮
কবির আশাতো এক নাম কি, চুজি আশ নিরাশ।
পানি মাহি ঘর কিয়া,সোকো মরে পিয়াস।১৯
কবির কলি যুগ আইকে, কিয়া বহুৎ সো মিৎ।
যিন্‌হ দিল বান্ধা এক সোঁ,তিন্‌হ সুখ পারা নিৎ।২০

১৮। কবির বলিতেছেন যখন মন একেতে লাগিয়াছে তখনি রাস্তা পাইল, আর সাদর সম্ভাষণ ও কেবল মুখের কথা মাত্র বাড়াবাড়ি হইলেই আঘাত পায়।

১৯। কবির বলিতেছেন আশা যাহা করা যায় তাহা ত এক নামেরই, আর দ্বিতীয় আশা, ইচ্ছা রহিত হইবার। জলের মধ্যেই ঘর করিয়াছি, কিন্তু আশারূপ পিপাসায় মরিতেছি।

২০। কবির বলিতেছেন কলিযুগ আসিয়া অনেক মিত্রতা করিয়াছে, কিন্তু যাঁহার মন একেতে বাঁধা আছে, তাঁহার আর কি করিবে? তাঁহার নিত্যই সুখ।

১৮। কবির যাহার মন এক ক্রিয়ার পর অবস্থায় আছে সে রাস্তা পাইল অর্থাৎ এই পথ পাইয়াছি ইহা দিয়া যাইতে হইবে, আর যাহারা সাদর সম্ভাষণ ও কেবল মুখের কথায় থাকে, তাহারা কেবল আঘাত পায়। যেমন প্রথম দেখা হইবামাত্র "আসিতে আজ্ঞা হউক ইত্যাদি সাদর সম্ভাষণ," পরে কথায় কথায় একজন বলিল তুমি মিথ্যাবাদী—এই কথায় পরে মারামারি।

১৯। কবির আশাতো প্রথম হইতেছে এক নামের অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায়,তাহার পর দ্বিতীয় নিরাশায় অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত হওয়ায়,(যতক্ষণ নিরাশের আশা আছে ততক্ষণ নিরাশ নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আশা তখন থাকে না যখন ঐ অবস্থা ভোগ করে) জলের মধ্যে ঘর করিয়াছি অর্থাৎ "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হইয়াছে, এখন আর কোন বিষয়ের পিপাসা নাই অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত হইয়াছি।

২০। কবির কলিযুগ আসিয়া বিস্তর মিত্রতা করিয়াছে, যাহার অন্তঃকরণ একেতে বাঁধা আছে তাহার নিত্যই সুখ। কলি=পাপ অর্থাৎ অন্যদিকে মন। যুগ=দুই অর্থাৎ

ও

কবির পতিবরতা কোঁ সুখ ঘনা, যাকে বরৎ হায় এক।
মন ময়লি বিভ্চারিণী, তাকে খসম্ অনেক।২১
কবির পতিবর্তাকোঁ এক হায়,বিভ্চারিণী কোঁ দোয়।
পতিবরৎ বিভ্চারিণী, কহু কো ভলা হোয়।২২
কবির পতিবরতা ময়লি ভলি, কালি কুচিলি কুরূপ।
ওয়াকে ময়লে রূপ পর, ওয়ারো কোট স্বরূপ।২৩

২১। কবির বলিতেছেন পতিব্রতার ভারী সুখ, কারণ তাহার ব্রত এক, আর যাহার মন ময়লায় পরিপূর্ণ সেই ব্যভিচারিণী, তাহার অনেক পতি।

২২। কবির বলিতেছেন পতিব্রতা যিনি তিনি এক, আর ব্যভিচারিণী যিনি তিনি দুই, এক্ষণে পতিব্রতা ও ব্যভিচারিণীর মধ্যে কোনটী ভাল তাহা বল?

২৩। কবির বলিতেছেন পতিব্রতা যিনি তিনি দেখিতে ময়লা হইলেও তিনি ভাল, উহার ময়লা রূপের নিকট কোটি কোটি সুন্দর রূপ কাটিয়া যায়।

ইড়া ও পিঙ্গলা, এই দুই শ্বাস আসিয়া বড়ই মিত্রতা করিয়াছে অর্থাৎ বিষয় ও স্ত্রী ইত্যাদিতে রাখিয়াছে। যাহার অন্তঃকরণ একেতে অর্থাৎ সুষুম্নাতে বাঁধা আছে অর্থাৎ যিনি আট্কাইয়া আছেন তিনি নিত্যই সুখী।

২১। কবির পতিব্রতার গাঢ় সুখ; তাহার ব্রত এক,আর যাহার মন ময়লা সে ব্যভিচারিণী এবং তাহার অনেক পতি। (পতিব্রতা, পতি=কূটস্থ+ব্রতা=নিয়মানুসারে থাকা; যে নিয়ম পূর্ব্বক কূটস্থে থাকে, তাহার পরম সুখ, তাহার ব্রতের ফল এক অর্থাৎ কূটস্থে লীন হওয়া) আর যাহার মন ময়লা অর্থাৎ কূটস্থে না থাকিয়া অন্যদিকে যায় সে ব্যভিচারিণী—(যে পাঁচ জনকে আলিঙ্গন করে) যাহার মন ময়লা সে এ দেবতা ও দেবতা পাঁচটা ভজনা করে,অথচ কোনটীতে দৃঢ় বিশ্বাস নাই তাহার অনেক পতি (ইচ্ছা)।

২২। কবির পতিব্রতা এক হইতেছে, ব্যভিচারিণীরা দুই, পতিব্রতা ও ব্যভিচারিণীর মধ্যে বল কোনটী ভাল? পতিব্রতা যে এক হইয়াছে, আর ব্যভিচারিণী যে এক হয় নাই, এ দুইয়ের মধ্যে কে ভাল?

২৩। কবির ময়লি পতিব্রতা ভাল, সে যদি কালি কুচিলি আর কুরূপ হয়, উহার ময়লা রূপের নিকট সুন্দররূপ শত শত কাটিয়া দেও।

ওঁ

কবির পতিবরতা তব জানিয়ে,রতি ন খণ্ডে নয়ন।
অন্তর সেঁ। সাঁচ রহে, বোলে মিঠি বয়ন।২৪
কবির বালে ভোলে খসম্ কি, বহুৎ কিয়া বিভচার।
সৎগুরু রহে বতাইয়া, পরম পুরুখ্ ভরতার।২৫

২৪। কবির বলিতেছেন পতিব্রতা তখন জানিবে, যখন পতি হইতে মন এক রতিমাত্র অন্যত্রে যায় না, তখনি পতিব্রতা ঠিক হইয়াছে, অন্তরে খাঁটী থাকিয়া মুখে মিষ্ট কথা বলেন।

২৫। কবির বলিতেছেন বাল্যকালে ভ্রমক্রমে অনেক ব্যভিচার করিয়াছি, কিন্তু যখন সৎগুরু রাস্তা বলিয়াদিলেন তখন পরমপুরুষকে ভাতার স্বামী বলিয়া জানিলাম, যিনি ভরণ করেন তিনিই ভাতার বা স্বামী, জগৎভর্ত্তা সেই পরমপুরুষ, তিনি আমাতেই রহিয়াছেন, সৎগুরুর কৃপার জানা গেল, এখন রাখিতে পারিলে হয়।

২৪। কবির তখন পতিব্রতা জানিবে যখন এক রতিমাত্র নয়ন পতি ছাড়া হয় না, আর অন্তরে সত্বগুণ থাকে ও মিষ্ট কথা বলে। যখন নিমিষ মাত্র নয়ন কূটস্থ ছাড়া অন্য দেখে না,তখন পতিব্রতা জানিবে—লোক দেখান নহে, আর যখন ব্রহ্মপতির অনন্ত গুণ দেখিতেছে তখন কাজে কাজেই নম্র হইয়া মিষ্ট কথা বলে।

২৫। কবির বাল্য কালে ভুল ক্রমে অর্থাৎ না জানিয়া অনেক ব্যভিচার করিয়াছি, অর্থাৎ আমার স্বামী (ঈশ্বর) কে জানিতে না পারিয়া, অনেক দেবতাকে স্বামী বলিয়া মানিতাম, তাহার পর সৎগুরু যখন পথ বলিয়া দিলেন, আমার স্বামী অর্থাৎ ভরণ পোষণ কর্ত্তা পরম পুরুষ, অর্থাৎ উত্তমপুরুষকে জানিলাম, সেই উত্তম পুরুষ আমি স্বয়ংই। (ভরতার),শ্বাস নাভি হইতে উঠিতেছে উহাকে ক্রিয়া দ্বারা মূলাধারে ভরিলে, মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত পূর্ণ থাকিল, যাহা ভরা রহিয়াছে, থাকা দেখা যায় না, যেমন ভরা কলসির মুখের তৈল দেখা যায় ; সেই প্রকার মূলাধার হইতে বায়ু সহস্রারে যাইয়া পূর্ণ হওয়ায় উপবকার তৈলস্বরূপ ব্রহ্মকে সকলে,এবং ব্রহ্ম সকলকে দেখিতেছেন এবং তিনিই সকলকে ভরণ পোষণ করিতেছেন।

ওঁ

কবির ভেদ যো লেওয়ে বৈঠীক্যো,সব সেঁা কহে পুকারি।
ধরাধরে সো ধরকুটী,অধর ধরে সো নারী।২৬
কবির মায় সেওয়ক সামরথ কো, কোই পূরবকা ভাগ।
শোয়ৎ জাগি সুন্দরী, সাঁই দিয়া সোহাগ।২৭

২৬। কবির বলিতেছেন যিনি উক্ত বিষয়ের ভেদ করিয়াছেন, তিনি সকলকে চীৎকার করিয়া কহিতেছেন, যিনি পৃথ্বী তত্ব হইতে শূন্য তত্ব পর্য্যন্ত ধরিতে পারিয়াছেন, তিনি একটী কুটীস্বরূপ স্থান পাইয়াছেন, আর যিনি থালি অধর (ন ধর) যিনি ধরিয়াছেন তিনিই স্ত্রীলোক।

২৭। কবির বলিতেছেন আমি সমান রূপের সেবক, তাহাও পূর্ব্ব জন্মের ভাগ্য অনুসারে ঘটিয়াছে,সুন্দরী যিনি তিনি নিদ্রা যাইতেছিলেন তিনি জাগিয়া উঠিলেন, (সাঁই) কর্ত্তা তাঁহাকে আদর করিয়া সোহাগ দিলেন।

২৬। কবির,ভেদ = প্রবেশ,যিনি বসিয়া মূলাধার ভেদ করিয়াছেন তিনি আনন্দে চীৎকার করিয়া সকলকে বলিতেছেন, ধরা অর্থাৎ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যিনি ধরিতে পারিয়াছেন তিনি একটী কুটী পাইয়াছেন অর্থাৎ থাকিবাব স্থান,আর যে শূন্যকে ধরিয়াছে। সে স্ত্রীলোক অর্থাৎ নেশা ইত্যাদি যাহাদিগের তাহারা উত্তম পুরুষকে পায় নাই, মূলাধার গ্রন্থি ছেদ না হইলে উত্তম পুরুষকে পায় না।

২৭। কবির আমি সামরথের সেবক, কোন পূর্ব্ব জন্মের ভাগ্যানুসারে সুন্দরী নিদ্রিত ছিল জাগ্রত হইল, তখন সাঁই তিনি সোহাগ দিলেন। সামরথ = সমান রূপ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। সুন্দরী = যাহাতে করিয়া মন সন্তুষ্ট হয় সেই তাহার নিকট সুন্দরী, যেমন গাধার গাধী, মনুষ্যের মধ্যে কাহারো হাঁসি, কাহারো স্ত্রী, কাহারো মেঠাই, এই সকল প্রকৃতি যখন তখন নিদ্রিত। সাঁই = কর্ত্তা উত্তম পুরুষ, সোহাগ সিন্দুর দিলেন অর্থাৎ কোন পূর্ব্ব জন্মের সৌভাগ্য অনুসারে আমি ক্রিয়ার পর অবস্থায় রহিয়াছি, পূর্ব্বে শয়ন করিয়া ছিলাম, সেই নিদ্রা ভঙ্গ হইলে অর্থাৎ "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হইলে, পুরুষোত্তম নারায়ণ কপালে সিন্দুর স্বরূপ নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় দিলেন অর্থাৎ তিলক স্বরূপ দীপশিখা সর্ব্বদা জ্বলিতে লাগিল।

ওঁ

কবির ময় সেওয়ক্ সামরথ্ কা, কব্ হি নহো অকাজ।
পতিবরতা নঙ্গী রহে, তওঁ ওহি পিয়াকোঁ লাজ।২৮
কবির তু তু করে তো দূরি হোঁ, দূরি কহে তো আঁও।
যোঁ হিঁ রাখে ত্যো রহোঁ, যো দেওয়া সো খাঁও।২৯

২৮। কবির বলিতেছেন আমি সমানরূপ অবস্থার সেবক কখন কোন অকাজ করি না, পতিব্রতা যিনি তিনি পতির নিকটে উলঙ্গই থাকেন বরং স্বামীরই লজ্জা হয়, পতিব্রতার কোন লজ্জা হয় না, কারণ পতিব্রতা মন, প্রাণ, লজ্জা, সব পতিকে অর্পণ করিয়াছে, পতি তাহাতে ব্যতীত আর কিছুই জানে না তখন লজ্জা হইবে কেন ?

২৯। কবির বলিতেছেন তুমি তুমি কর তাহা হইলে তিনি দূরে, আর দূরে যদি বল তাহা হইলে নিকটে, যেমন অবস্থায় তিনি রাখেন সেইরূপ অবস্থায় থাক, যাহা তিনি দেন তাহাই খাও।

২৮। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থার সেবক আমি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহাতে থাকে তাহার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করি এবং আমার দ্বারা কোন অকাজ হয় না। (কাজ = কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা, অকাজ = ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিয়া অন্যদিকে মন দেওয়া) অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থাকি। স্বামীর নিকট স্ত্রী উলাঙ্গিনী হইলে স্বামীর লজ্জা হয়, যদিও স্বামী স্ত্রীর সকলি জানে, সেই প্রকার ভক্তিমান্ আপনার স্বামী ব্রহ্মে না থাকিয়া অন্যদিকে থাকিলে ব্রহ্মেরই লজ্জা।

২৯। কবির তুমি তুমি বলি তো দূরে, আর দূরে বলিতে পারা যায় না, কারণ তিনি আমার মধ্যে যেমন রাখেন তেমনি থাক, আর যাহা দেন তাহাই খাও। অর্থাৎ যদি আমি উত্তমপুরুষকে সম্মুখে দেখিয়া, তুমি নারায়ণ, তুমি উত্তম পুরুষ, তুমি কর্ত্তা এ প্রকারে বলিয়া নিকটে যাইতে চাহি, তবে তিনি সরিয়া সরিয়া অনন্ত দূরে থাকেন। আর দূরে বলিবার উপায় নাই, কারণ তিনি আমার মধ্যে তিনি যে অবস্থায় রাখেন, সেই অবস্থাতে থাকি অর্থাৎ কখন সম্মুখে রহিয়াছেন, কখন নাই, খাওয়া তৃপ্তির নিমিত্ত অর্থাৎ যখন যে অবস্থায় রাখেন তাহাতেই তৃপ্তি।

ওঁ

কবির যো গাওয়েসো গাওনিয়া,যো জোড়ে সো জোড় ।
পতিবর্তা আও সাধু জন্,এহ কলি মহঁ হায় থোর ।৩০
কবির পরমেস্থর আয়ে পাহুনা, শূন্য মনে হি দাস ।
খট্রস ভোজন ভক্তি করু,যো কবহি ন ছোড়ে পাশ ।৩১
কবির ঊচি যাতি পপিহয়া, নওয়ে ন নীচা নীর ।
কিঁ সুরপতি কো যাচই, কি দুঃখ পহে শরীর ।৩২

৩০। কবির বলিতেছেন যে গান করে তাহাকে গায়ক বলে, কিন্তু উহার মধ্যে ভাল মন্দ আছে, গান করিলেই যে গায়ক হয় তাহা নয়, গানের শিক্ষা অবস্থা ও শিক্ষকতাঅবস্থা আছে, তাহার বিচার করা চাই, শিক্ষা অবস্থায় গায়ক বলা যায় না, শিক্ষকতাঅবস্থায় গায়ক বলা যাইতে পারে, তদ্রূপ যেমন জুড়িতে পার সেইরূপ যোড় অর্থাৎ যতদূর পার তত দূর চেষ্টা কর কারণ সকলেই পতিব্রতাও সাধু নয়, চেষ্টা করিলেই পাইবে, কলিতে সাধু ও পতিব্রতার সংখ্যা কম।

৩১। কবির বলিতেছেন পরমেশ্বর আসিয়াছেন তাঁহাকে ছয় রস ভোজন করাও, আর খুব ভক্তি কর; আর তাহার সঙ্গ ছাড়িও না, কবির দাস শূন্যের সঙ্গেই রহিয়াছেন।

৩২। কবির বলিতেছেন চাতক ঊর্দ্ধমুখে আকাশের বারিই পান করিয়া থাকে, নিম্নেও অনেক জল আছে কিন্তু তাহা পান করে না আর কাহার নিকট জল প্রার্থনাও করে না, সুরপতি ইন্দ্রের নিকট মেঘের জল প্রার্থনা করিয়া থাকে, যতকাল না মেঘের জল

৩০। কবির যে গান করিল সেই গায়ক,ভাল মন্দের বিচার নাই। সেই প্রকার যে ক্রিয়া করিল সেই যোগী—তাহার আর ভাল মন্দের বিচার নাই, যাহা জোড়ে তাহাই কর অর্থাৎ যতদূর পার তাহাই কর, কারণ পতিব্রতা ও সাধু ব্যক্তি কলিতে কম পাওয়া যায়।

পতিব্রতা=যে কূটস্থে থাকে। সাধু=যে সর্ব্বদা ক্রিয়া করে।

৩১। কবির পরমেশ্বর (স্থিতিপদ) যিনি কখন ছিলেন না, তিনি অতিথি হইলেন কবির দাস বলিতেছেন সে কেবল শূন্য, যাহা আমি ভাল বাসি। যখন অতিথি আসিয়াছেন তখন তাঁহাকে ষড় ভোজন করাও, ও ভক্তি কর, যাহাতে তোমার কাছে হইতে কোন প্রকারে চলিয়া না যান।

৩২। কবির চাতক যেমন জলের নিমিত্ত ঊর্দ্ধমুখই করিয়া থাকে, নিম্নের জল কখন খায় না,

ওঁ

কবির ময় অবলা পিউ পিউ করোঁ, নিরগুণ মেরা পিউ।
শূন্য সনেহি রাম বিনু, আওর ন দেখো পিউ ।৩৩
কবির পতিবরতা ব্রত কুম্ভজল, পতি ভজি ধরে বিশ্বাস।
আন্‌দিশা চিতওয়ে নহি, সদা যো পিউকি আশ ।৩৪

পায় ততকাল কত দুঃখ সহ্য করিয়া মেঘের জলের আশায় বসিয়া থাকে, তত্রাচ নীচের জল খায় না প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার।

৩৩। কবির বলিতেছেন আমি ত অবলা স্ত্রী কেবল হে স্বামি! হে স্বামি! করিতেছি, আমার যিনি স্বামী তিনি ত নিগুর্ণ, শূন্যের সহিত আত্মারাম ব্যতীত আর ত কোন শিব দেখিতেছিনা অর্থাৎ আত্মারামই এক মাত্র শিব মঙ্গল ময় তাহা ছাড়া আর শিব নাই।

৩৪। কবির বলেতেছেন পতিব্রতা কিরূপ যেমন পূর্ণ কুম্ভের জল -অর্থাৎ পূর্ণ কুম্ভের জল যেমন স্থির থাকে, তদ্রূপ পতিব্রতার ব্রতও ঠিক থাকে, কোন দিকে টলে না। সদাসর্ব্বদা স্বামীর আশায় বসিয়া থাকেন অন্য কোন দিকে নজর করেন্ না।

আর কেবল ইন্দ্রের নিকট মেঘের জল প্রার্থনা করে, ইহাতে জলকষ্টে শরীর থাকুক অথবা যাউক তাহার নিমিত্ত দুঃখ করে না, (মেঘের জলের নিমিত্ত চাতক কত দুঃখ সহ্য করে) সেই প্রকার ভক্তের একান্ত ইচ্ছা যে সহস্রার বিগলিত সুধা পান করিয়া তৃপ্ত হইব, নিম্নের অর্থাৎ পৃথিবীর শীতল বস্তু ব্যবহার করিব না, আর সর্ব্বদা কূটস্থের নিকট প্রার্থনা করিতেছে যে, হে প্রভু! অমৃত দানে প্রাণ রক্ষা করুন, ইহার নিমিত্ত শরীরের কষ্টকে, কষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন না।

৩৩। কবির আমি অবলা অর্থাৎ প্রকৃতি, হে স্বামী! হে নারায়ণ! কবিতেছি! আমার স্বামী তিনি নিগুর্ণ, আত্মারাম বিনা অন্যে স্নেহ সে কোন কাজের নহে, আমি আত্মা ছাড়া আর কিছু দেখি না অথবা আত্মারাম ছাড়া শিব দেখি না।

৩৪। কবির পতিব্রতা অর্থাৎ ভক্তের ব্রত কুম্ভজলের ন্যায় অর্থাৎ কুম্ভজল যেমন স্থির থাকে সেই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় ভক্ত স্থির থাকে, আর স্বামীকে ভজনা করিয়া যে ধারণা হইয়াছে তাহাতেই বিশ্বাস, অন্য কোন দিকেই চিত্তকে লইয়া যায় না, সদা উত্তম পুরুষের তত্ত্বে বসিয়া আছে অর্থাৎ ঐ আমার স্বামী উত্তমপুরুষ আসিতেছেন।

ওঁ

কবির পতিবরতা ক্যায়ছে রহে, য্যায়ছে চোলি পান।
তব সুখ দেখই পিওকা, যব চিৎ নহি আওয়ে আন।৩৫

৩৫। কবির বলিতেছেন পতিব্রতা এমন ভাবে থাকেন যেমন চোলি আর পান, চোলি (কাঁচুলি) যেমন কসিয়া বাধিলে বক্ষস্থলে টান থাকে, ও পান খাইলে যেমন মনের একটু তৃপ্তি হয়, তদ্রূপ পতিব্রতার হইয়া থাকে। চিত্ত অন্য দিকে না গিয়া স্বামীর উপর টান থাকে আর তখন স্বামী যে কি তাহা বুঝিতে পারে।

৩৫। কবির চোলি আর পানের মত পতিব্রতা থাকে অর্থাৎ কাঁচুলি কসিয়া পরিলে ও পান খাইলে যে প্রকার টান হয় সেই প্রকার পতিব্রতারও টান হয়। এই অবস্থা হইলে চিত্ত অন্য দিকে যায় না ও তখন স্বামীসুখ কি তাহা দেখিতে পায়।

চেতাওনি কো অঙ্গ্‌।

চৈতন্য করিবার বিষয়।

কবির নৌবৎ আপনি, দিন দশ লেহু বজায়।
এহ পূর পাটি ন এহ গলি, বহুরি ন দেখহু আয়।১
কবির যেহি ঘর নওবৎ বাজ্‌তি, মায় গল্‌ বাঁধে দোয়ার।
একৈ হরি কে নাম বিনু, গয়ে বজাওনি হার।২

১। কবির বলিতেছেন নহবৎ যাহা বাজিতেছে তাহা দশ দিন বাজাইয়া নিন,ইহা পূর্ণ নহে এ রাস্তায় একবার গেলে পুনরায় আর কিছু দেখা ও যায় না শোনাও যায় না।

২। কবির বলিতেছেন যে ঘরে নহবৎ বাজিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য গলা ও দরজা বাঁধিয়া রাখিয়াছি, অর্থাৎ ঠিক করিয়া শব্দ শুনিতেছি, তাহাতেই বা কি হইবে, এক নাম বিনা গতি নাই। (নাম=এক অবস্থা বিশেষঃ তাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না),তাহা ব্যতীত জীবের উপায় নাই, শব্দের ও নাশ আছে কিন্তু নামের নাশ নাই, নাম অব্যক্ত নির্গুণ, নিজ বোধ রূপ উক্ত অবস্থা যাঁহার হইয়াছে তিনিই জানিয়াছেন,কিন্তু বলিবার যো নাই। যেমন বোবারা ভাল মন্দ, কোন বিষয় বলিতে পারে না তদ্রূপ।

১। কবির নহবতের ন্যায় ওঁকার ধ্বনি দশ দিন বাজাইয়া (শুনিয়া) লও, এই ওঁকার ধ্বনি শুনারূপ পাঠ পূর্ণ নহে, আর ইহা রাস্তাও নহে, কারণ একবার গেলে আর পুনরায় দেখা যায় না অর্থাৎ শুনা যায় না।

২। কবির যে ঘরেতে যখন নহবত বাজিতেছে তখন আমি গলায় জোর দিই অর্থাৎ যখন ওঁকার ধ্বনি শুনা যায়, তখন গলার জোর পড়ে। এক ক্রিয়া বিনা বাজাইতেছিলেন যে আত্মা তিনি চলিয়া যান অর্থাৎ যাহারা ওঁকার ধ্বনি শুনে তাহাদের মৃত্যু হয়।

ওঁ

কবির যিন্‌হ ঘর নওবৎ বাজ্‌তি, হোত ছতিশো রাগ।
তে মন্দিল্‌ খালি পড়ে, বৈঠ্‌ন লাগে কাগ।৩
কবির ঢোল দামামা ছুন্দুভি, সহনাই আরু ভেরী।
অও সর চলে বজাইকে, হায় কোই ল্যাওয়ে ফেরি।৪

৩। কবির বলিতেছেন যে ঘরে ছত্রিশ রাগিণীর সহিত নহবৎ বাজিতেছে, সে ঘর খালি হইয়া যায়, আর তাহার উপর কাক আসিয়া বসে, অর্থাৎ শব্দ যাঁহারা শোনেন উপরোক্ত অবস্থার দিকেও যান না। তাঁহাদের মৃত্যু হয়, মৃত্যু হইলেই তাহার উপর কাক আসিয়া তাহার মাংস ঠোকরাইয়া খায়।

৪। কবির বলিতেছেন ঢোল, দামামা, ছুন্দুভি, সানাই, আর ভেরী আরো কয়েক প্রকার শব্দ যাহা শুনা যায়, তাহা বাজাইয়া চলিয়াছে, কিন্তু এমন কেউ আছে যে একবার হইয়া গেলে, আবার ফিরাইয়া আনিতে পারে।

৩। কবির যে মন্দিরে নহবত বাজিতেছে এবং যে নহবত হইতে ছত্রিশ রাগ বাহির হইতেছে, সে ঘর খালি পড়িয়া আছে এবং তাহাতে কাক লাগিয়াছে অর্থাৎ যাহারা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে না থাকিয়া কেবল ওঁকার ধ্বনি শুনেন, তাঁহাদের মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর দেহ কাকে ঠোকরাইয়া খায়।

৪। কবির ঢোল, দামামা, ছুন্দুভি, সানাই, ভেরী, (এই ওঁকার ধ্বনি) বাজাইয়া চলিয়া যাইয়া অবসর পাইলেন অর্থাৎ দশ প্রকার ওঁকার ধ্বনি শুনিতে শুনিতে মরিয়া গেলেন, এ প্রকার কেহ আছে যে উহাকে মৃত দেহে ফের আনিতে পারে অর্থাৎ মরিয়া গেলে মৃত দেহে আর জীবন সঞ্চার না হওয়ায়, ওঁকার ধ্বনি হয় না, কিন্তু যে পুরুষ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আছেন, তিনি পারেন, কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় জীবদ্দশায় মরিয়া রহিয়াছে, সেই অবস্থায় অনায়াসে সেই পুরুষ ওঁকার ধ্বনি শুনিতে পারেন।

ওঁ

কবির থোরা জীও না, মাড়ে বহুৎ মণ্ডাণ।
সব হি উভা মেল সি,কেঁয়া রঙ্ক কেয়া সুলতান ।৫

কবির একদিন য়্যায়ছা হোয়েগা, সভতে পরে বিছো।
রাজা রাণা ছত্রপতি,সাবধান কোঁ নহি সো ।৬

কবির উজর খেড়া ঠীক্‌রি, গড়ি গড়ি গয়ে কুঁভার।
রাওয়ণ সরিখা চলি গয়া, লঙ্কাকে সরদার ।৭

৫। কবির বলিতেছেন জীবন অতি অল্পই, আর অনেক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা ফকীর ও বাদ্‌সা উভয়ের মধ্যেই আছে।

৬। কবির বলিতেছেন এক দিন এমন হবে যে সকলের সহিত বিচ্ছেদ হবে, কি রাজা, কি রাণা, কি ছত্রপতি সকলেরই আছে কিন্তু যিনি সাবধান তাঁহার নাই।

৭। কবির বলিতেছেন যিনি কুমার তিনি অনেক উজ্জ্বল রঙ্গের খপেরা তৈয়ারি করিয়াছেন, লঙ্কার সর্দ্দার রাবণের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী অনেক উজ্জ্বল খাপ্‌রা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কুমাররূপী আত্মা তিনি যেমন তেমনই রহিয়াছেন।

৫। কবির জীবন অতি অল্প, এই অল্প জীবনে অনেক মাড়ন মাড়িতেছে; অর্থাৎ একবার এখানে, একবার ওখানে করিয়া বেড়াইতেছে, এইটী ফকীর ও বাদ্‌সা উভয়েরই মধ্যে আছে।

৬। কবির একদিন এমন আসিবে যে সকলের সহিত বিচ্ছেদ হইবে। রাজা, রাণা, ছত্রপতি সকলেরই ঐ বিচ্ছেদ আছে কিন্তু যিনি সাবধান তাঁহার ঐ বিচ্ছেদ নাই, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় জীবদ্দশায় মরাতে তাঁহার বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে।

৭। কবির উজ্জ্বল রংএর খাপ্‌রা সকল কুমার গড়িয়া গড়িয়া গিয়াছে। লঙ্কার সর্দ্দার রাবণের ন্যায় কত চলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ রাবণ সদৃশ প্রতাপশালী রূপবান লঙ্কার সর্দ্দারের ন্যায় অনেক রূপবান খাপরার শরীর চলিয়া গিয়াছে, আর আত্মাকুমার তিনি বরাবর গড়াইয়া আসিতেছেন।

ওঁ

কবির উচা মহাল বনাইয়া, চূণে কলি ফেরায়ে।
একে হরিকে নাম বিনু, যব তব পরে ভুলায়ে।৮
কবির কাঁহা গর্বিয়ো, চাম লপেটা হাড়।
হায়ওর উপর ছত্রপতি, তেভি দেখা খাড়।৯
কবির কাঁহাঁ গর্বিয়ো, উচা দেখি আওয়াস।
কল্‌হি পড়েই ভূঁই লোট্‌না, উপর জামে ঘাস।১০

৮। কবির বলিতেছেন একটী উচ্চ মহল তৈয়ারি করিয়া তাহাতে চুণকাম্ করিয়া কলি ধরাইলাম, কিন্তু হরিনাম ব্যতীত যখন তখন ঐ অবস্থা ভুলিয়া ভুলিয়া যায়।

৯। কবির বলিতেছেন, কোথায় তোমার গর্ব্ব, কেবল হাড় আর চামড়া দিয়া শরীর ঢাকা রহিয়াছে. উপরে যিনি ছত্রপতি রহিয়াছেন, তিনি খাড়া হইয়া দেখিতেছেন।

১০। কবির বলিতেছেন তোমার গর্ব্ব কোথায় আর আবাস উচ্চতে দেখিতেছি, কিন্তু কালই ভুমিতে লোটাইতে হইবে, এমত ভুমিতে লোটাইতে হইবে, যাহার উপরে ঘাস জন্মায়।

৮। কবির মস্তকে যাওয়ার নাম উচা মহল বানান অর্থাৎ যখন মস্তকের উপর চড়িয়া যায় (চুণ দিয়া বাটী প্রস্তুত করিলে যেমন মজবুত ও কলিচুণ দিলে যেমন ধব্‌ধবে হয়) তখন মজবুত ও শুভ্রবর্ণ বোধ হয়। তখন এক হরির নাম বিনা যখন তখন ভুলিয়া যায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় ক্রিয়া না করায় যখন তখন ঐ অবস্থা ভুলিয়া যায়।

৯। কবির গর্ব্ব কোথায় কেবল হাড় চামড়া দিয়া ঢাকা রহিয়াছে। উপরে একজন ছত্রপতি রহিয়াছেন তাঁহাকে খাড়া অর্থাৎ স্থির ভাবে থাকিতে দেখিয়াছি।

১০। কবির কোথায় তোমার গর্ব্ব, আবাস বড় উচ্চে, কালি ভুমিতে পড়ি লুটাইবে এবং যাহার উপর ঘাস জন্মাইবে। অর্থাৎ ব্রহ্ম তো ব্রহ্মরন্ধ্র, সেখানে মিলিয়া পৃথিবীরূপ মূলধারে আসিয়া উপরে সব পৃথিবীর তামাসা দেখিবে, এখন তোমার অহঙ্কার কোথায়!

ওঁ

কবির ময় সেওয়ক্ সামরথ্ কা, কব্ হি নহো অকাজ।
পতিবরতা নঙ্গী রহে, তওঁ ওহি পিয়াকোঁ লাজ।২৮
কবির তু তু কহে তো দুরি হোঁ, দুরি কহে তো আঁও।
যোঁ হিঁ রাখে ত্যো রহোঁ, যো দেওয়া সো খাঁও।২৯

২৮। কবির বলিতেছেন আমি সমানরূপ অবস্থার সেবক কথন কোন অকাজ করি না, পতিব্রতা যিনি তিনি পতির নিকটে উলঙ্গই থাকেন বরং স্বামীরই লজ্জা হয়, পতিব্রতার কোন লজ্জা হয় না, কারণ পতিব্রতা মন, প্রাণ, লজ্জা, সব পতিকে অর্পণ করিয়াছে, পতি তাহাতে ব্যতীত আর কিছুই জানে না তথন লজ্জা হইবে কেন?

২৯। কবির বলিতেছেন তুমি তুমি কর তাহা হইলে তিনি দূরে, আর দূরে যদি বল তাহা হইলে নিকটে, যেমন অবস্থায় তিনি রাখেন সেইরূপ অবস্থায় থাক, যাহা তিনি দেন তাহাই খাও।

২৮। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থার সেবক আমি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহাতে থাকে তাহার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করি এবং আমার দ্বারা কোন অকাজ হয় না। (কাজ = কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা, অকাজ = ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিয়া অন্যদিকে মন দেওয়া) অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থাকি। স্বামীর নিকট স্ত্রী উলাঙ্গিণী হইলে স্বামীর লজ্জা হয়; যদিও স্বামী স্ত্রীর সকলি জানে, সেই প্রকার ভক্তিমান্ আপনার স্বামী ব্রহ্মে না থাকিয়া অন্যদিকে থাকিলে ব্রহ্মেরই লজ্জা।

২৯। কবির তুমি তুমি বলি তো দূরে, আর দূরে বলিতে পারা যায় না, কারণ তিনি আমার মধ্যে যেমন রাখেন তেমনি থাক, আর যাহা দেন তাহাই খাও। অর্থাৎ যদি আমি উত্তমপুরুষকে সম্মুখে দেখিয়া, তুমি নারায়ণ, তুমি উত্তম পুরুষ, তুমি কর্ত্তা এ প্রকারে বলিয়া নিকটে যাইতে চাহি, তবে তিনি সরিয়া সরিয়া অনন্ত দূরে থাকেন। আর দূরে বলিবার উপায় নাই, কারণ তিনি আমার মধ্যে তিনি যে অবস্থায় রাখেন, সেই অবস্থাতে থাকি অর্থাৎ কথন সম্মুখে রহিয়াছেন, কথন নাই, খাওয়া তৃপ্তির নিমিত্ত অর্থাৎ যথন যে অবস্থায় রাখেন তাহাতেই তৃপ্তি।

ওঁ

কবির যো গাওয়েসো গাওনিয়া, যো জোড়ে সো জোড় ।
পতিবরতা আও সাধু জন্, এহ কলি মহঁ হ্যায় থোর ।৩০
কবির পরমেস্বর আয়ে পাহুনা, শূন্য সনে হি দাস ।
খট্‌রস ভোজন ভক্তি করু, যো কবহি ন ছোড়ে পাশ ।৩১
কবির উঁচি যাতি পপিহয়া, নওয়ে ন নীচা নীর ।
কি স্নুরপতি কো যাচই, কি দুঃখ পহে শরীর ।৩২

৩০। কবির বলিতেছেন যে গান করে তাহাকে গায়ক বলে, কিন্তু উহার মধ্যে ভাল মন্দ আছে, গান করিলেই যে গায়ক হয় তাহা নয়, গানের শিক্ষা অবস্থা ও শিক্ষকতাঅবস্থা আছে, তাহার বিচার করা চাই, শিক্ষা অবস্থায় গায়ক বলা যায় না, শিক্ষকতাঅবস্থায় গায়ক বলা যাইতে পারে, তদ্রূপ যেমন জুড়িতে পার সেইরূপ যোড় অর্থাৎ যতদূর পার তত দূর চেষ্টা কর কারণ সকলেই পতিব্রতাও সাধু নয়, চেষ্টা করিলেই পাইবে, কলিতে সাধু ও পতিব্রতার সংখ্যা কম।

৩১। কবির বলিতেছেন পরমেশ্বর আসিয়াছেন তাঁহাকে ছয় রস ভোজন করাও, আর খুব ভক্তি কর: আর তাহার সঙ্গ ছাড়িও না, কবির দাস শূন্যের সঙ্গেই রহিয়াছেন।

৩২। কবির বলিতেছেন্ চাতক ঊর্দ্ধমুখে আকাশের বারিই পান করিয়া থাকে, নিম্নেও অনেক জল আছে কিন্তু তাহা পান করে না আর কাহার নিকট জল প্রার্থনাও করে না, সুরপতি ইন্দ্রের নিকট মেঘের জল প্রার্থনা করিয়া থাকে, যতকাল না মেঘের জল

৩০। কবির যে গান করিল সেই গায়ক, ভাল মন্দের বিচার নাই। সেই প্রকার যে ক্রিয়া করিল সেই যোগী—তাহার আর ভাল মন্দের বিচার নাই, যাহা জোড়ে তাহাই কর অর্থাৎ যতদূর পার তাহাই কর, কারণ পতিব্রতা ও সাধু ব্যক্তি কলিতে কম পাওয়া যায়।

পতিব্রতা = যে কূটস্থে থাকে। সাধু = যে সর্ব্বদা ক্রিয়া করে।

৩১। কবির পরমেশ্বর (স্থিতিপদ) যিনি কখন ছিলেন না, তিনি অতিথি হইলেন কবির দাস বলিতেছেন সে কেবল শূন্য, যাহা আমি ভাল বাসি। যখন অতিথি আসিয়াছেন তখন তাঁহাকে ষড় ভোজন করাও, ও ভক্তি কর, যাহাতে তোমার কাছে হইতে কোন প্রকারে চলিয়া না যান।

৩২। কবির চাতক যেমন জলের নিমিত্ত ঊর্দ্ধমুখই করিয়া থাকে, নিম্নের জল কখন খায় না,

কবির ময় অবলা পিউ পিউ করোঁ, নিরগুণ মেরা পিউ।
শূন্য সনেহি রাম বিনু, আওর ন দেখো পিউ ।৩৩
কবির পতিব্রতা ব্রত কুম্ভজল, পতি ভজি ধরে বিশ্বাস।
আন্ দিশা চিতওয়ে নহি, সদা যো পিউকি আশ ।৩৪

পায় ততকাল কত দুঃখ সহ্য করিয়া মেঘের জলের আশায় বসিয়া থাকে, তত্রাচ নীচের জল খায় না প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার।

৩৩। কবির বলিতেছেন আমি ত অবলা স্ত্রী কেবল হে স্বামি! হে স্বামি! করিতেছি, আমার যিনি স্বামী তিনি ত নিগুর্ণ, শূন্যের সহিত আত্মারাম ব্যতীত আর ত কোন শিব দেখিতেছিনা অর্থাৎ আত্মারামই এক মাত্র শিব মঙ্গল ময় তাহা ছাড়া আর শিব নাই।

৩৪। কবির বলেতেছেন পতিব্রতা কিরূপ যেমন পূর্ণ কুম্ভের জল অর্থাৎ পূর্ণ কুম্ভের জল যেমন স্থির থাকে, তদ্রূপ পতিব্রতার ব্রতও ঠিক থাকে, কোন দিকে টলে না। সদাসর্ব্বদা স্বামীর আশায় বসিয়া থাকেন অন্য কোন দিকে নজর করেন্ না।

আর কেবল ইন্দ্রের নিকট মেঘের জল প্রার্থনা করে, ইহাতে জলকষ্টে শরীর থাকুক অথবা যাউক তাহার নিমিত্ত দুঃখ করে না, (মেঘের জলের নিমিত্ত চাতক কত দুঃখ সহ্য করে) সেই প্রকার ভক্তের একান্ত ইচ্ছা যে সহস্রার বিগলিত সুধা পান করিয়া তৃপ্ত হইব, নিম্নের অর্থাৎ পৃথিবীর শীতল বস্তু ব্যবহার করিব না, আর সর্ব্বদা কূটস্থের নিকট প্রার্থনা করিতেছে যে, হে প্রভু! অমৃত দানে প্রাণ রক্ষা করুন, ইহার নিমিত্ত শরীরের কষ্টকে, কষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন না।

৩৩। কবির আমি অবলা অর্থাৎ প্রকৃতি, হে স্বামী! হে নারায়ণ! করিতেছি। আমার স্বামী তিনি নিগুর্ণ, আত্মারাম বিনা অন্যে স্নেহ সে কোন কাজের নহে, আমি আত্মা ছাড়া আর কিছু দেখি না অথবা আত্মারাম ছাড়া শিব দেখি না।

৩৪। কবির পতিব্রতা অর্থাৎ ভক্তের ব্রত কুম্ভজলের ন্যায় অর্থাৎ কুম্ভজল যেমন স্থির থাকে সেই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় ভক্ত স্থির থাকে, আর স্বামীকে ভজনা করিয়া যে ধারণা হইয়াছে তাহাতেই বিশ্বাস, অন্য কোন দিকেই চিত্তকে লইয়া যায় না, সদা উত্তম পুরুষের তত্ত্বে বসিয়া আছে অর্থাৎ ঐ আমার স্বামী উত্তমপুরুষ আসিতেছেন।

ওঁ

কবির পতিবর্তা ক্যায়ছে রহে, য্যায়ছে চোলি পান।
তব্ সুখ দেখই পিওকা, যব চিৎ নহি আওয়ে আন।৩৫

৩৫। কবির বলিতেছেন পতিব্রতা এমন ভাবে থাকেন যেমন চোলি আর পান, চোলি (কাঁচুলি) যেমন কসিয়া বাধিলে বক্ষস্থলে টান থাকে, ও পান খাইলে যেমন মনের একটু তৃপ্তি হয়, তদ্রূপ পতিব্রতার হইয়া থাকে। চিত্ত অন্য দিকে না গিয়া স্বামীর উপর টান থাকে আর তখন স্বামী যে কি তাহা বুঝিতে পারে।

৩৫। কবির চোলি আর পানের মত পতিব্রতা থাকে অর্থাৎ কাঁচুলি কসিয়া পরিলে ও পান খাইলে যে প্রকার টান হয় সেই প্রকার পতিব্রতারও টান হয়। এই অবস্থা হইলে চিত্ত অন্য দিকে যায় না ও তখন স্বামীসুখ কি তাহা দেখিতে পায়।

চেতাওনি কো অঙ্গ্ ।

চৈতন্য করিবার বিষয় ।

কবির নৌবৎ আপনি, দিন দশ লেহু বজায় ।
এহ পূর পাট ন এহ গলি, বহুরি ন দেখহু আয় ।১
কবির যেহি ঘর নওবৎ বাজ্তি, মায় গল্ বাঁধে দোয়ার ।
একৈ হরি কে নাম বিনু, গয়ে বজাওনি হার ।২

১। কবির বলিতেছেন নহবৎ যাহা বাজিতেছে তাহা দশ দিন বাজাইয়া নিন,ইহা পূর্ণ নহে এ রাস্তায় একবার গেলে পুনরায় আর কিছু দেখা ও যায় না শোনাও যায় না ।

২। কবির বলিতেছেন যে ঘরে নহবৎ বাজিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য গলা ও দরজা বাঁধিয়া রাখিয়াছি, অর্থাৎ ঠিক করিয়া শব্দ শুনিতেছি, তাহাতেই বা কি হইবে, এক নাম বিনা গতি নাই। (নাম=এক অবস্থা বিশেষঃ তাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না),তাহা ব্যতীত জীবের উপায় নাই, শব্দের ও নাশ আছে কিন্তু নামের নাশ নাই, নাম অব্যক্ত নির্গুণ, নিজ বোধ রূপ উক্ত অবস্থা যাঁহার হইয়াছে তিনিই জানিয়াছেন,কিন্তু বলিবার যো নাই। যেমন বোবারা ভাল মন্দ, কোন বিষয় বলিতে পারে না তদ্রূপ ।

১। কবির নহবতের ন্যায় ওঁকার ধ্বনি দশ দিন বাজাইয়া (শুনিয়া) লও, এই ওঁকার ধ্বনি শুনারূপ পাঠ পূর্ণ নহে, আর ইহা রাস্তাও নহে, কারণ একবার গেলে আর পুনরায় দেখা যায় না অর্থাৎ শুনা যায় না ।

২। কবির যে ঘরেতে যখন নহবত বাজিতেছে তখন আমি গলায় জোর দিই অর্থাৎ যখন ওঁকার ধ্বনি শুনা যায়, তখন গলায় জোর পড়ে। এক ক্রিয়া বিনা বাজাইতেছিলেন যে আত্মা তিনি চলিয়া যান অর্থাৎ যাহারা ওঁকার ধ্বনি শুনে তাহাদের মৃত্যু হয় ।

ওঁ

কবির যিন্‌হ ঘর নওবৎ বাজ্‌তি, হোত ছতিশো রাগ।
তে মন্দিল্‌ খালি পড়ে, বৈঠ্‌ন লাগে কাগ ।৩

কবির ঢোল দামামা দুন্দুভি, সহনাই আরু ভেরী।
অও সর চলে বজাইকে, হায় কোই ল্যাওয়ে ফেরি ।৪

৩। কবির বলিতেছেন যে ঘরে ছত্রিশ রাগিণীর সহিত নহবৎ বাজিতেছে, সে ঘর খালি হইয়া যায়, আর তাহার উপর কাক আসিয়া বসে, অর্থাৎ শব্দ যাঁহারা শোনেন উপরোক্ত অবস্থার দিকেও যান না। তাঁহাদের মৃত্যু হয়, মৃত্যু হইলেই তাহার উপর কাক আসিয়া তাহার মাংস ঠোকরাইয়া খায়।

৪। কবির বলিতেছেন ঢোল, দামামা, দুন্দুভি, সানাই, আর ভেরী আরো কয়েক প্রকার শব্দ যাহা শুনা যায়, তাহা বাজাইয়া চলিয়াছে, কিন্তু এমন কেউ আছে যে একবার হইয়া গেলে, আবার ফিরাইয়া আনিতে পারে।

৩। কবির যে মন্দিরে নহবত বাজিতেছে এবং যে নহবত হইতে ছত্রিশ রাগ বাহির হইতেছে. সে ঘর খালি পড়িয়া আছে এবং তাহাতে কাক লাগিয়াছে অর্থাৎ যাহারা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে না থাকিয়া কেবল ওঁকার ধ্বনি শুনেন, তাঁহাদের মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর দেহ কাকে ঠোকরাইয়া খায়।

৪। কবির ঢোল, দামামা, দুন্দুভি, সানাই, ভেরী, (এই ওঁকার ধ্বনি) বাজাইয়া চলিয়া যাইয়া অবসর পাইলেন অর্থাৎ দশ প্রকার ওঁকার ধ্বনি শুনিতে শুনিতে মরিয়া গেলেন, এ প্রকার কেহ আছে যে উহাকে মৃত দেহে ফের আনিতে পারে অর্থাৎ মরিয়া গেলে মৃত দেহে আর জীবন সঞ্চার না হওয়ায়, ওঁকার ধ্বনি হয় না, কিন্তু যে পুরুষ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আছেন, তিনি পারেন, কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় জীবদ্দশায় মরিয়া রহিয়াছে, সেই অবস্থায় অনায়াসে সেই পুরুষ ওঁকার ধ্বনি শুনিতে পারেন।

ওঁ

কবির থোরা জীও না, মাড়ে বহুৎ মণ্ডাণ।
সব হি উভা মেল্‌সি,কেয়া রঙ্ক্‌কেয়া সুলতান।৫
কবির একদিন য়্যায়ছা হোয়েগা, সভতে পরে বিছো।
রাজা রাণা ছত্রপতি,সাবধান কোঁ নহি সো।৬
কবির উজর্‌খেড়া ঠীক্‌রি, গড়ি গড়ি গয়ে কুঁভার।
রাওয়ণ সরিখা চলি গয়া, লঙ্কাকে সরদার।৭

৫। কবির বলিতেছেন জীবন অতি অল্পই, আর অনেক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা ফকীর ও বাদ্‌সা উভয়ের মধ্যেই আছে।

৬। কবির বলিতেছেন এক দিন এমন হবে যে সকলের সহিত বিচ্ছেদ হবে, কি রাজা, কি রাণা, কি ছত্রপতি সকলেরই আছে কিন্তু যিনি সাবধান তাঁহার নাই।

৭। কবির বলিতেছেন যিনি কুমার তিনি অনেক উজ্জ্বল রঙ্গের খপেরা তৈয়ারি করিয়াছেন, লঙ্কার সর্দ্দার রাবণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী অনেক উজ্জ্বল থাপ্‌রা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কুমাররূপী আত্মা তিনি যেমন তেমনই রহিয়াছেন।

৫। কবির জীবন অতি অল্প, এই অল্প জীবনে অনেক মাড়ন মাড়িতেছে অর্থাৎ একবার এখানে, একবার ওখানে করিয়া বেড়াইতেছে, এইটী ফকীর ও বাদ্‌সা উভয়েরই মধ্যে আছে।

৬। কবির একদিন এমন আসিবে যে সকলের সহিত বিচ্ছেদ হইবে। রাজা, রাণা, ছত্রপতি সকলেরই ঐ বিচ্ছেদ আছে কিন্তু যিনি সাবধান তাঁহার ঐ বিচ্ছেদ নাই, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় জীবদ্দশায় মরাতে তাঁহার বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে।

৭। কবির উজ্জ্বল রংঙের থাপ্‌রা সকল কুমার গড়িয়া গড়িয়া গিয়াছে। লঙ্কার সর্দ্দার রাবণের ন্যায় কত চলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ রাবণ সদৃশ প্রতাপশালী রূপবান লঙ্কার সর্দ্দারের ন্যায় অনেক রূপবান থাপরার শরীর চলিয়া গিয়াছে, আর আত্মাকুমার তিনি বরাবর গড়াইয়া আসিতেছেন।

ওঁ

কবির উচা মহাল বনাইয়া, চূণে কলি ঢেয়ায়ে।
একে হরিকে নাম বিনু, যব তব পরে ভুলায়ে।৮
কবির কাঁহা গর্বিয়ো, চাম লপেটা হাড়।
হায়ওর উপর ছত্রপতি, তেভি দেখা খাড়।৯
কবির কাঁহা গর্বিয়ো, উচা দেখি আওয়াস।
কল্‌হি পড়েই ভূঁই লোটনা, উপর জামে ঘাস।১০

৮। কবির বলিতেছেন একটী উচ্চ মহল তৈয়ারি করিয়া তাহাতে চূণকাম্ করিয়া কলি ধরাইলাম, কিন্তু হরিনাম ব্যতীত যখন তখন ঐ অবস্থা ভুলিয়া ভুলিয়া যায়।

৯। কবির বলিতেছেন, কোথায় তোমার গর্ব্ব, কেবল হাড় আর চামড়া দিয়া শরীর ঢাকা রহিয়াছে, উপরে যিনি ছত্রপতি রহিয়াছেন, তিনি খাড়া হইয়া দেখিতেছেন।

১০। কবির বলিতেছেন তোমার গর্ব্ব কোথায় আর আবাস উচ্চতে দেখিতেছি, কিন্তু কালই ভূমিতে লোটাইতে হইবে, এমত ভূমিতে লোটাইতে হইবে, যাহার উপরে ঘাস জন্মায়।

৮। কবির মস্তকে যাওয়ার নাম উচা মহল বানান অর্থাৎ যখন মস্তকের উপর চড়িয়া যায় (চূণ দিয়া বাটী প্রস্তুত করিলে যেমন মজ্‌বুত ও কলিচূণ দিলে যেমন ধব্‌ধবে হয়) তখন মজবুত ও শুভ্রবর্ণ বোধ হয়। তখন এক হরির নাম বিনা যখন তখন ভুলিয়া যায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় ক্রিয়া না করায় যখন তখন ঐ অবস্থা ভুলিয়া যায়।

৯। কবির গর্ব্ব কোথায় কেবল হাড় চামড়া দিয়া ঢাকা রহিয়াছে। উপরে একজন ছত্রপতি রহিয়াছেন তাঁহাকে খাড়া অর্থাৎ স্থির ভাবে থাকিতে দেখিয়াছি।

১০। কবির কোথায় তোমার গর্ব্ব, আবাস বড় উচ্চে, কালি ভূমিতে পড়ি লুটাইবে এবং যাহার উপর ঘাস জন্মাইবে। অর্থাৎ ব্রহ্ম তো ব্রহ্মরন্ধ্র, সেখানে মিলিয়া পৃথিবীরূপ মূলধারে আসিয়া উপরে সব পৃথিবীর তামাসা দেখিবে, এখন তোমার অহঙ্কার কোথায়!

ওঁ

কবির কাঁহাঁ গর্বিয়ো, কাল গঁহে শির কেশ।
না জানি কাঁহাঁ মারি হায়, কি ঘর কি পরদেশ।১১
কবির উত্তিম ক্ষেতি দেখিকে, গর্বে কাঁহাঁ কিষাণ।
অজহু ঝোলা বহুৎ হায়, ঘর আওয়ে তব জান।১২
কবির যেহি ঘর প্রীতি ন প্রেম রস, আও রসনা নহিঁ নাম।
তে নর আয়ে সংসার মে, উপজে ক্ষপে বেকাম।১৩

১১। কবির বলিতেছেন তোমার গর্ব্ব কোথায়, কাল তোমার মস্তকের কেশ ধরিয়া বাধিয়াছেন, ঘরেই মারিবেন কিম্বা বিদেশে মারিবেন, কোথায় মারিবেন তাহার কিছুই ঠিকানা নাই।

১২। কবির বলিতেছেন উত্তম ক্ষেত্র দেখিয়া কৃষক কোথায় গর্ব্ব করিয়া থাকে, আজ দেখিতেছ অনেক ফসল হইয়াছে কিন্তু এখন অনেক বিঘ্ন আছে, যখন ক্ষেত্র হইতে ফসল ঘরে আসিবে তখন জানিও উত্তম ক্ষেত্র।

১৩। কবির বলিতেছেন যে ঘরে সন্তোষ ও প্রেমরস নাই, আর রসনাতেও নাম নাই—এরূপ মনুষ্য বিনা কর্ম্মে সংসারেতে যাতায়াত করিতেছে।

১১। কবির গর্ব্ব কোথায় কাল চুলের মুটি ধরিয়া বাধিয়াছেন, ঘরে কিম্বা পরদেশে কোথায় যে মারিবেন তাহার ঠিকানা নাই, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে থাকিও কারণ ব্রহ্মেতে অমৃতত্ব পদ তাহা ছাড়িও না।

১২। কবির উত্তম ক্ষেত্র দেখিয়া কৃষাণ কোথায় অহঙ্কার করিয়া থাকে, এখন ঝোলা অনেক আছে, যখন (শস্য সকল) ঘরে আসিবে তখন জানিবে যে ক্ষেত্র ভাল, অর্থাৎ ক্রিয়ার আনন্দ অল্প পাইয়াই অহঙ্কার করিও না, কারণ এক্ষণে আরও অনেক ঝোলা রহিয়াছে—অর্থাৎ এক্ষণে অনেক (ঝোলা) ক্রিয়া বাকি, যদি ঘরে আইসে অর্থাৎ স্থির হয় এবং প্রাপ্তি হয়, তখন জানিলে যে সব হইল।

১৩। কবির যে ঘরে প্রীতি নাই ও প্রেম রস নাই, আর রসনা একবার নাম করে না, সে ঘর এই সংসারে আসিয়া বিনা কর্ম্মে একবার জন্মাইতেছেন ও একবার মরিতেছেন অর্থাৎ যে শরীরে (অর্থাৎ লোক) ঈশ্বরকে (উত্তমপুরুষকে) সম্মুখে দেখিয়া ইনিই উত্তম-

ওঁ

কবির য়্যাছা এহ সংসার হায়, য্যায়ছা মালতী ফুল।
দিন দশ্ কে বেওহার মে, ঝুঁটে রঙ্গন্ ভুল। ১৪
কবির ধূরি সকেলিকে, পোট বাঁন্ধি এহ দেহ।
দেওয়স্ চারিকা পেক্না, অন্ত্ খেহ কি খেহ। ১৫
কবির চারি পহর ধন্ধে গয়া, তিনি পহর রহু শোয়।
এক পহর বন্দ্রেগি করো, যো জন্ম সওয়ারথ্ হোয়। ১৬

১৪। কবির বলিতেছেন এ সংসার এমন তর যেমন মালতী ফুল অর্থাৎ মালতী ফুল যেমন কতকটা সময়ের জন্য মনুষ্যকে গন্ধ ও রূপের দ্বারায় মোহিত করে, ক্ষণেক পরে আর কিছুই নাই, তদ্রূপ এই সংসারও দশ দিনের জন্য মিথ্যা রং চংঙে ভুলায়।

১৫। কবির বলিতেছেন এই শরীর ধূলার পুঁটলির ন্যায় চার দিনের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়া বাহার দিতেছ—শেষ যে ধূলা সেই ধূলা।

১৬। কবির বলিতেছেন চারি প্রহর নানা কাজে গেল, আর তিন প্রহর শুইয়া গেল, বাকি যে এক প্রহর সেই এক প্রহর বৃথা নষ্ট না করিয়া ভগবানকে ডাক অর্থাৎ সাধন কর, তাহা হইলে জন্ম স্বার্থক হইবে।

পুরুষ বলিয়া প্রীতি না হইয়াছে ও ক্রিয়ার পর অবস্থাতে সর্ব্বদা থাকিয়া প্রেমের রস অর্থাৎ অমৃত পান না করিয়াছে, সে লোক এই আসা যাওয়া রূপ সংসারে বিনা কর্ম্মে ঘাসের মত জন্মাইয়া মরিতেছেন।

১৪। কবির মালতী ফুল যেমন দশ দিনের নিমিত্ত ও সৌরভে মন প্রফুল্লিত করিল, সেই প্রকার সংসার ও দশ দিনের নিমিত্ত, যাহার নিমিত্ত মায়া করিতেছ সেই থাকিতেছে না।

১৫। কবির এ দেহটা ধূলার পোঁটলার মতন অর্থাৎ ধূলার মধ্যে যেমন কাটাকুটি ও উপরে কাপড় দেওয়া, সেই প্রকার শিবের উপরে চামড়স্বরূপ ও ভিতরে ধূলা রূপ মাংসের মধ্যে কাটাকুটি রূপ হাড়, দিন চারিকের নিমিত্ত পেক্না দেখাইতেছে অর্থাৎ যেমন বাজিকরের বাজি দেখান অর্থাৎ যাহা নহে তাহাকেই অবিকল বলিয়া বোধ হয়, আর শেষেতে যে ধূলা সেই ধূলা।

১৬। কবির চারি প্রহর কাজে, আর তিন প্রহর শুইয়া থাক, কিন্তু এক প্রহর কাল ক্রিয়া করিলে জন্ম স্বার্থক হইবে অর্থাৎ নিজের রূপ দেখিবে।

কবির রাতি গোঁয়াই শোই করি, দেওয়স গোঁয়াই খাই।
হীরা জন্ম অমোল হ্যায়, কৌড়ি বদলেঁ যায়।১৭
কবির মন্দিল থাক্‌কা, জড়িয়া হীরা লাল।
দেওয়স চারিক পেখ্‌না, বিনশি যায়গা কাল।১৮
কবির স্বপ্নারৈয়ন্‌ কা, উঘরি গয়া যব নয়ন।
জীউ পড়া বহু লুট্‌মে, না কছু লেন ন দেন।১৯

১৭। কবির বলিতেছেন রাত্র শুইয়াই কাটাইয়াছি, আর দিবা ভাগ খাইয়াই কাটাইয়াছি, হায়! এমন হীরার ন্যায় অমূল্য জন্ম কড়ির বদলে যাইতেছে।

১৮। কবির বলিতেছেন এই দেহরূপ মন্দির পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, হীরা, চুনীর অলঙ্কার সকল পরিয়া বৃথা অহঙ্কার করিতেছ, দিন চেরেকের জন্য প্রেরিত হইয়া বৃথা বাহার দিতেছ, এক দিন কালের দ্বারায় বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

১৯। কবির বলিতেছেন স্বপ্নাবস্থার পর নয়ন ঘুরিয়া গেল, জীব তখন বড় ভাবনায় পড়িলেন, অথচ না কিছু লওয়া আছে, না কিছু দেওয়া আছে—কিছুই হইল না।

১৭। কবির রাত্রি শুইয়া, ও দিবস খাইয়া কাটাইলে, এমন যে হীরার ন্যায় অমূল্য জন্ম, ইহা কৌড়ির পরিবর্ত্তনে দিলে (অর্থাৎ হায় টাকা)!

১৮। কবির এই ছাইয়ের মন্দির অর্থাৎ শরীর কারণ পুড়িলেই ছাইহইয়া যায়। ইহাতে হীরা, লাল, জড়াও অলঙ্কার সকল জড়াইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছে। এ সকল বাজিকরের পেখ্‌না অর্থাৎ বৃদ্ধ তিনি চুলে কলপ দিয়া যুবা হইতেছেন ইত্যাদি! কালেতে কবিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

১৯। কবির রাত্রিতে স্বপ্নের পর চক্ষু খুলে গেলে, জীব বহু লুটে পড়িলেন অর্থাৎ নানারকম চিন্তা আসিয়া ধরিল। কোন লেন, দেন কিছুই হইল না অর্থাৎ ক্রিয়া গ্রহণ ও ক্রিয়া দেওয়া কিছুই হইল না।

ও

কবির ই হায় চিতাওনী, যৌ নিকুয়ারী যায়।
যো পহিলেঁ সুখ ভোগিয়ে, সো পাছে দুখ্ খায় ।২০
কবির আজ্ কি কাল্ন্‌হমে, জঙ্গল হোয়েগা বাস।
উপর উপরা কি রহেঙ্গে, ঠোর চরণ্ তা ঘাস ।২১
কবির মুঁয়ে হো মরি যাহুগে, কই ন লেগা নাও।
উজর যাই বসাই হো, ছোড়ি সন্তা গাঁও ।২২

২০। কবির বলিতেছেন ঐরূপ অহঙ্কার ত্যাগ না করিয়া, নিজের চেতনা না হইতে হইতে, যিনি সুখ ভোগ করেন, তাঁহাব পশ্চাতে দুঃখ হয়।

২১। কবির বলিতেছেন আজ হউক বা কাল হউক, তোমার বাসস্থান জঙ্গল হইয়া যাইবে, উপরে উপরে ফিরিয়া বেড়াইবে, ঘুরিতে ঘুরিতে ঠিকানা না পাইয়া, শেষে ঘাস খাইবে।

২২। কবির বলিতেছেন যদি মরিয়া থাক, তাহা হইলে মরিয়া যাইবে, কেহ তোমার নামও লইবে না, উজড় হইয়া যাইলে, আবার একটায় বসাইবে—সাধুদিগের গ্রাম ছাড়িয়া।

২০। কবির উপরোক্ত চেতনা যে না করিয়া প্রথমে সুখ করে, তাহার পশ্চাতে দুঃখ হয়।

২১। কবির আজ কালের মধ্যে তোমার বাসস্থান জঙ্গল হইয়া যাইবে অর্থাৎ কিছু দিন পরে থাকিবে না, আর উপরে উপরে ঘুরিয়া বেড়াইবে অর্থাৎ কোন বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারায়,একবার এ ফকীর,একবার ও ফকীর ইত্যাদির নিকট বেড়াইতেছে, আর পরে ঘাস খাইয়া বেড়াইবে অর্থাৎ পশু জন্ম গ্রহণ করিবে।

২২। কবির মরিয়া আছ এবং মরিয়া যাইবে, কেহ নাম লইবে না, এইটা উজাড় হইলে,আর একটায় বসাইবে। এ সকল সন্তদিগের গ্রাম ছাড়ায় হইতেছে। যে মরিয়া আছে, সে আবার কি প্রকারে মরিবে অর্থাৎ যাহারা কে মরে আর মৃত্যুটা কি তাহা জানে না,—তাহারা মরিয়া আছে, কারণ আমি মরিব, ছেলেটা মরিয়া গেল এ সকল জানে না বলিয়া মানিয়া লইতেছে, কারণ আত্মা অবিনশ্বর, আর যাঁহারা জীবিত অর্থাৎ যাঁহারা আত্মাকে জানিয়াছেন তাঁহারা মরেন না ; কারণ তাঁহারা আত্মাকে অবিনাশী বলিয়া জানিয়া এ দেহ কে তুচ্ছ করেন, আমি একটা কীর্ত্তি করি আমার নাম

ওঁ

কবির হাড় জ্বরে যেঁও লক্ড়ি, কেশ জ্বরে যেঁও ঘাস।,
সব জগ জ্বরত্তা দেখি কে, ভয়া কবির উদাস।২৩
কবির রাখ নিহারা বাহরা, চিড়ীয়ন্হ খায়া ক্ষেত।.
আধা পর্ধা উবরে, চেতি শকে তো চেত।২৪
কবির যো জন্মে সো ভি মরে, হম্ভি চল্ নেহার।
মেরে পিছে যো পরা, তিন্হ ভি বাঁধা ভার।২৫

২৩। কবির বলিতেছেন যেমন কাষ্ঠ জলে তদ্রূপ হাড় জ্বলিতেছে, ঘাস যেমন জ্বলে তদ্রূপ চুল জ্বলিতেছে, সকল জগৎ জ্বলিতে দেখিয়া কবির সাহেব উদাস হইয়া রহিলেন।

২৪। কবির বলিতেছেন বাহিরে দৃষ্টি রাখায় চিড়ীয়ারা ক্ষেত্র খাইয়া ফেলিতেছে, অর্দ্ধেকের উপর উঠিয়া যদি চৈতন্য করিতে পার তাহা হইলে কর।

২৫। কবির বলিতেছেন যিনি জন্মিয়াছেন তিনি ত মরিবেন কিন্তু আমি চলিয়া যাইব আমার পশ্চাতে যিনি পড়িবেন, তিনিও ভার বাঁধিবেন।

থাকিবে আর সকলেই আমার নাম করিবে কিন্তু কেহই তাহা করে না। এ শরীর ত্যাগ করিয়া আর এক শরীরে বসিবে অর্থাৎ সন্তদিগের স্থান যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাতে না থাকায় অন্য এক শরীর পাইবে।

২৩। কবির হাড়,কাঠের মত জ্বলিয়া যাইতেছে, চুল ঘাসের মত জ্বলিয়া যাইতেছে এবং সব জগৎ জ্বলিয়া যাইতেছে দেখিয়া অর্থাৎ জগতের সমস্ত চলায়মান বস্তু নাশমান দেখিয়া,কবির সাহেব উদাস হইলেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় উপরে চড়িয়া গেলেন।

২৪। কবির বাহিরে নজর রাখাতে, চিড়ীয়া সকল ক্ষেত খাইয়াছে অর্থাৎ পাঁচ রকম বস্তুতে মন দেওয়ায় ইচ্ছারূপ চিড়ীয়াতে ক্ষেতরূপ শরীরকে ভক্ষণ করিতেছে। ক্ষেত যাহা হইতে উৎপন্ন হয়। অর্দ্ধেকের উপর দৌড়াইয়া যাও তাহা হইলে উপরে উঠিবে এক্ষণে চৈতন্য করিতে পার তো কর।

২৫। কবির যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা তো মরিবে, কিন্তু আমি চলিয়া যাইব, আর আমার পিছনে যাহারা পড়িবে তাহারাও ভারকে বাঁধিবে অর্থাৎ যাহারা জন্ম গ্রহণ করিতেছে তাহারাই মরিবে, কবির সাহেব বলিতেছেন যে আমার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে,

ওঁ

কবির মায় বুঢ়ানী বাপ্ বুঢ়ানা, হম্ ভি মাঝ বুঢ়ায়।
কেওটিয়াকে নাও যেঁও, সংযোগে মিলে আয়।২৬
কবির দেওয়ল্ ছাড়কা, মাসতে বাঁধা আন।।
খড় খড় তা পায়া নহি,দেওয়ল্ কা সহি দান।২৭
কবির দেওয়ল্ ঢহি পরা, ইট্ ভয়ি সয়কোর।
চিতেরা চুনি চুনি গয়া,মিলা না দুজি দোর।২৮

২৬। কবির বলিতেছেন মা ডুবিয়াছেন, বাপ ও ডুবিয়াছেন, আমিও তাহার মাঝখানে ডুবিয়াছি, দৈব সংযোগে একখানি কৈবর্ত্তের নৌকা পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম।

২৭। কবির বলিতেছেন হাড়ের মন্দির মাংসের দ্বারায় বাঁধা আছে, ইহাতে ভগবান আছেন,কিন্তু ঐরূপ মন্দিরে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না—না পাইবার কারণ সৎগুরুর উপদেশ অভাব—উপদেশ ব্যতিরেকে জানিতে পারা যায় না।

২৮। কবির বলিতেছেন মন্দির পড়িয়া যাওয়ায় ইট্ গুলা এখানে ওখানে পড়িয়া গিয়াছে, চৈতন্য তাহা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইয়াছেন, কিন্তু সেখানে যে যাইব তাহার দরজা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

আমি মরিব না, সেই ব্রহ্মে চলিয়া যাইব, কারণ যাহারা মরে তাহারা আবার জন্ম গ্রহণ করে, আর যাঁহাদের জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মতে লয় হন, আর জন্ম গ্রহণ করেন না, আর যিনি আমার মত ক্রিয়া করিবেন তিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে ভার তাহা বাঁধিবেন।

২৬। কবির মা,ডুবিয়াছেন, বাপও ডুবিয়াছেন, আমিও তাহার মধ্যে ডুবিলাম, এই ডুবিবার সময় এক খানি কেওটিয়ার নৌকা সংযোগ ক্রমে আসায় বাঁচিলাম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় মাতা স্বরূপা প্রকৃতি ডুবিলেন, পিতা স্বরূপ কূটস্থ ও আর দেখা যায় না; আমিও তাহাতে ডুবিয়া বাঁচিলাম অর্থাৎ এই ভবসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে নৌকা স্বরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থা পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম।

২৭। কবির, কূটস্থ হাড়ের মন্দিরের মধ্যে আছেন, মাংসের দ্বারায় বাঁধা রহিয়াছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আপনার মধ্যে পাইলাম—এই মন্দিরের চিহ্ন হইতেছে।

২৮। কবির ক্রিয়ার দরুণ নেশা ছাড়ায় মন্দির পড়িয়া গেল অর্থাৎ নেশা হইলে বা

ওঁ

কবির রাম নাম জানেও নহি, বেমুখ আন্ হি আম।
কি ভুষা কি কাতরা, খাতে গয়া পরাণ।২৯
কবির রাম প্রিয়ারে ছোড়িকে, করে আওর কো জাপ।
বিশ্যাকেরা পুত্র যো, কহে কোন কো বাপ।৩০
কবির যিন্ হ হরি কি চোরী করি, গয়ে নাম গুণ ভুলি।
তেহি বিধনে বাদুর রঁচো, রহে ঊর্দ্ধ্ব মুখ ঝুলি।৩১

২৯। কবির বলিতেছেন রাম নাম জানিলেও না, তাহাতে বিমুখ হইয়া অপর বস্তুতে রত হইলে, প্রাণটা ভুষো জাব খাইয়াই হারাইলে, অর্থাৎ প্রাণটা বৃথা নষ্ট করিলে, কিছুই করিতে পারিলে না।

৩০। কবির বলিতেছেন প্রিয় রামকে ছাড়িয়া অপর জপ করিতে লাগিলে, তাহাতে আর কি হইবে, যেমন বেশ্যার পুত্র, বাপের ঠিক নাই, কাহাকে বাপ বলিবে?

৩১। কবির বলিতেছেন যিনি হরিকে চুরি করিয়া হরিনাম গুণ ভুলিয়া গিয়াছেন, বিধাতা তাঁহাকে বাদুড় করিয়া দিয়াছেন, সর্ব্বদা ঊর্দ্ধ মুখে ঝুলিয়া থাকে।

যেখানে থাকে তাহা নাই আর ইটস্বরূপ শিরা শিথীল হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আর এ সমস্ত কূটস্থ খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইয়াছেন, এক্ষণে ঐ স্থানে যাইবার দরজা আর পাইতেছি না।

২৯। কবির রাম নাম জানিলেও না, আর রাম নামে বিমুখ হইয়া অন্যান্য বস্তুতে মন দিলে, আর ভুষা এবং কাতারা খাইতে খাইতে প্রাণটা হারাইলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা কিপ্রকার তাহা না জানিয়া, পৃথিবীর বস্তুতেই মন দিলে, আর ভুষা অর্থাৎ নিসত্ত দ্রব্য অর্থাৎ কথা আর কঠিন বাক্য, কাতরা (পাথরের কুচি) এই করিতে করিতে মরিয়া গেলে।

৩০। কবির আত্মারাম অর্থাৎ ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া অন্যকে (যে অন্য দেবতাকে) জপ করে, সে বেশ্যার পুত্রের মত কাহাকে বাপ বলিবে, কারণ কূটস্থই পিতা হইতেছেন।

৩১। কবির হরিকে যিনি চুরি করিয়াছেন এবং হরির নাম ও গুণ ভুলিয়া গিয়াছেন, বিধি তাহাকে বাদুড় করিয়াছেন ও তাহারা ঊর্দ্ধমুখে ঝুলিয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ হরি= ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি ভিতরের বাহিরের সমস্ত হরণ করিয়াছেন, এই হরিকে যে ব্যক্তিরা চুরি করিয়া রাখিয়াছে অর্থাৎ যাহারা ক্রিয়া করে না ও ঐ অবস্থা যে সকল ব্যক্তিতে প্রকাশ নাই, বিধি তাহাদিগকে বাদুড় করিয়াছেন ও তাহারা ঊর্দ্ধমুখে ঝুলিতেছে

ওঁ

কবির রাম নাম জানিয়ো নহি, বাণি বিনাঠি মূল।
হরি ত্যজি ইহাই রহি গয়া, অন্ত পরিমুখ ধূল ।৩২
কবির রাম নাম জানেও নহি, লাগি মোটি খোরি।
কায়া হাঁড়ি কাঠ কি, না ওহ চড়ে বহোরি ।৩৩
কবির রাম নাম জানেও নহি, চুকেয়ো অব কি ঘাত।
মাটি মিলন কুঁহার কি, ঘনি সহেগা লাত ।৩৪

৩২। কবির বলিতেছেন রাম নাম তাহা জানিলে না, কথার মূল কারণ বিনাঠি (বিনাঠি—একটী লাঠির দুই দিকে অগ্নি জ্বালিয়া মধ্যে ধরিয়া লাঠিখেলার মত ঘুরাইয়া খেলা করে, তাহাকে বিনাঠি কহে। এ প্রকার লাঠি পশ্চিম প্রদেশেই বেশী প্রচলিত) হরিকে ত্যাগ করিয়া রহিলে, অন্তে মরিয়া গেলে মুখে ধূলা পড়িবে।

৩৩। কবির বলিতেছেন রাম নাম তাহা ত জানিলে না, আর কাষ্ঠের হাঁড়ির ন্যায় শরীর তাহাতেও চড়িতে পারিলে না।

৩৪। কবির বলিতেছেন রাম নাম তাহাও ত জান না, আর এমন সুবিধা তাহাও হারাইলে। ঠিক করিয়া বুঝিয়া লইতে পারিলে না, কুম্ভকার যেমন মাটি তৈয়ারি হইয়াছে কি না, পায়ের দ্বারায় বুঝিয়া লয়, (কুম্ভকার মাটি পায়ে করিয়া ছানে), যতক্ষণ না ঠিক হয় ততক্ষণ লাথি দ্বারায় চট্‌কাইতে থাকে।

অর্থাৎ তাহারা আকাশের দিকে মুখ করিয়া ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত হায়! হায়! করিতেছে।

৩২। কবির রাম নাম তো জানিলে না, কথা যে উপর নীচের অগ্নির দ্বারায় হইতেছে, এই কথার মূল ক্রিয়ার পর অবস্থা, হরিকে ত্যাগ করিয়া এখানেই থাকিলেন, আর মরিয়া গেলে মুখে ধূলা পড়িতেছে। (বিনাঠি=একটী লাঠির দুই দিকে আগুণ জ্বালিয়া মধ্যে ধরিয়া যাহাকে ঘুরায়,) এখানে নীচে কামাদির অগ্নি, উপরে ব্রহ্মরন্ধ্রের অগ্নি—এই বিনাঠির অগ্নির দ্বারায় কথা হইতেছে।

৩৩। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থা জানিলে না, মোটা কাঠস্বরূপ শরীরে লাগিয়া থাকিলে, আর এই কাষ্ঠের হাঁড়ির ন্যায় শরীর ইহাতে চড়িতেই পারিলে না, এক্ষণে কেমন করিয়া পারে যাইবে।

৩৪। কবির ক্রিয়ার পর অবস্থা না জানায় এই মনুষ্যজন্ম দাঁও হারাইলে কিন্তু কুমোর যতক্ষণ মনের মত মাটি না মিলিতেছে ততক্ষণ ঘন ঘন লাথি মারিতেছে।

ওঁ

কবির এহ সংসারমে, ঘনা মনিখ্ মত হীন্।
রাম রাম জানেয়ো নহি, আয়ে বুঢ়াপা দিন্ ।৩৫
কবির কহে কিয়া তুম আইকে, কহে করোগে যায়।
ইংকে ভয়ে ন উওকে, চলে জন্ম্ জহড়ায় ।৩৬
কবির এক হরি কি ভক্তি বিনু, ধৃক্ জীওয়ন সংসার।
ধূয়াকা ধৌর্ হর যো, যাত ন লাগে বার ।৩৭

৩৫। কবির বলিতেছেন এই সংসারেতে অনেক মনুষ্য মত (মত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম) হীন হইয়াছে, রাম নাম তাহাও জানিলে না সুতরাং বৃদ্ধাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইল।

৩৬। কবির বলিতেছেন তুমি এখানে আসিয়া কি করিলে আর সেখানে যাইয়াই বা কি করিবে, এদিকেরও কিছু করিলে না, ওদিকের ও কিছু করিলে না, জন্মটা বৃথা নষ্ট করিলে।

৩৭। কবির বলিতেছেন এক হরিনাম বিনা এই সংসারেতে বাঁচিয়া থাকা বৃথা, গেলেই হয় যেমন লাঙ্গলের ফাল মাটিতে যাইতে দেরি লাগে না।

৩৫। কবির এ সংসারেতে অনেক মনুষ্যমত রাম নাম অভাবে হীন হইয়া রহিয়াছে, আর রাম নাম না করায় তাহাদিগের জরা অর্থাৎ বৃদ্ধকাল উপস্থিত।

মত=সমস্ত শাস্ত্রে যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহাই মত।

রাম নাম=ক্রিয়ার পর অবস্থা।

৩৬। কবির তুমি আসিয়া কি করিলে আর যাইয়াই বা কি করিবে, এখানকার কিছুই জানিলে না, আর অর্থাৎ ক্রিয়ার পর কি অবস্থা তাহা এখানে কিছুই জানিলে না সেখানকার তো কথাই নাই, এই নিমিত্ত জন্ম বৃথা গেল।

৩৭। কবির রাম নামে ভক্তি বিনা এসংসারে বৃথা জীবন ধারণ, লাঙ্গলের ফাল মাটিতে যাইতে যেমন দেরি লাগেনা, সেই প্রকার তোমার যাইতে বিলম্ব হইবে না।

ওঁ

কবির জগৎ মাহ মন রাঁচিয়া, ঝুঁটে কুল কি লাজ।
তন্ বিন্শে কুল বিন্শে, রটে ন রাম জাহাজ।৩৮
কবির এহ তন্ কাঁচা কুম্ভ হয়, চোট লাগে ফুটি যায়।
একৈ হরিকে নাম বিন্নু, যব তব্ জীউ জহড়ায়।৩৯
কবির এহ তন্ কাঁচা কুম্ভ হায়, লিয়ে কি রত্ন হায় সাথ।
ঠব্কা লাগা ফুটি গয়া, কছু নহি আয়া হাথ।৪০

৩৮। কবির বলিতেছেন জগতের মধ্যে মনকে লাগাইয়া রাখিয়াছে, মিথ্যা কুলের লজ্জা শরীর বিনাশ হইল, কুলও বিনাশ হইবে তখন রামনামের যে জাহাজ, যাহা দ্বারায় ভব সমুদ্রে পার হওয়া যায় তাহা আর রটেনা অর্থাৎ তাহা আর হইল না।

৩৯। কবির বলিতেছেন এই শরীর কাঁচা মাটির কলসীর ন্যায়—আঘাত লাগিলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে, এক হরিনাম বিনা জীব যখন তখন মরিয়া যাইবে, অর্থাৎ হটাৎ একদিন মরিয়া যাইবে।

৪০। কবির বলিতেছেন এই শরীর কাঁচা মাটির কলসীর ন্যায়, তাহাই সঙ্গে করিয়া লইয়া বেড়াইতেছ কিন্তু তাহা অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তখন হাতে কিছুই আসিবে না।

৩৮। কবির জগতে মনকে রাঁচাইয়া রাখিয়াছ (লাগাইয়া রাখিয়াছ) মিথ্যা কুল লজ্জাতে অর্থাৎ আমি ভাল কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এই নিমিত্ত ভাল সমাজে থাকিয়া, ভাল কাজ করা চাহি বলিয়া সংসারে মজিয়াছ। তোমার শরীর ও কুল উভয়ই, বিনাশ হইবে। এই বিনাশমান বস্তু লইয়া থাকিয়া ভব সমুদ্র পারে যাইবার জাহাজ যে এক রাম নাম অর্থাৎ ক্রিয়া তাহা রটিলে না অর্থাৎ অভ্যাস করিলে না।

৩৯। কবির এ শরীর কাঁচা মাটির ঘড়া, সামান্য আঘাতে ফুটিয়া যায়, জীব সকল এক হরি নাম বিনা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা বিনা যখন তখন মরিয়া যাইতেছে।

৪০। কবির কাঁচা মাটির ঘড়ার ন্যায় শরীর সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেছ, সামান্য আঘাতেই ফুটে যাইবে অর্থাৎ মরিয়া যাইবে, তখন কিছুই হাতে আসিবে না অর্থাৎ কিছুই সঙ্গে যাইবে না।

ওঁ

কবির এহ তন্ কাঁচা কুম্ভ হায়, মূঢ় করে বিশ্ওয়াস।
কহে কবির বিচারিকে, নহি পলক্ কি আশ ।৪১
কবির পানি মাহঁকা বুদ্ বুদা, দেখৎ গয়া বিলায়।
য়্যাছাহি জীয়ারা যায়েগা, দিন দশ্ ঠোগরি লগায় ।৪২
কবির এহ তন্ যাৎ হায়, শকে তো ঠোর লাগায়ো।
রাজা রাণা সভ্ গয়া, কাহু ন রহিয়া ঠায়ো ।৪৩

৪১। কবির বলিতেছেন এই শরীর কাঁচা মাটির কলসীর ন্যায় এমত শরীরকে মূঢ় ব্যক্তিরাই বিশ্বাস করে, যে ইহা আর যাইবে না চিরকাল থাকিবে, কিন্তু কবির সাহেব বিচার করিয়া কহিতেছেন এই শরীরের আশা এক পলও নাই, অর্থাৎ এক পলের মধ্যে দেহ যাইতে পারে।

৪২। কবির বলিতেছেন যেমন জলের মধ্যে বুদ্‌বুদ্, দেখিতে দেখিতে লয় হইয়া যায়, তদ্রূপ এই জীবন চলিয়া যাইবে, দশ দিবসের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছ মাত্র।

৪৩। কবির বলিতেছেন এই শরীর চলিয়া যাইতেছে যদি পার ত এক যায়গায় কিনারা করিয়া লাগাইয়া রাখ, রাজা রাণা প্রভৃতি সকলেই গিয়াছেন কেহই স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

৪১। কবির এই কাঁচা মাটির ঘড়ার ন্যায় শরীরকে মূঢ়েরা বিশ্বাস করে অর্থাৎ সর্ব্বদা শরীরটা যাহাতে ভাল থাকে তদ্বিষয়ে যত্ন করে। কবির সাহেব বিচার করিয়া বলিতেছেন যে চক্ষের পলক ফেলিতে যে টুকু সময় লাগে তত টুকুও এই শরীরের আশা করিও না।

৪২। কবির জলের বুদ্ বুদ্ যেমন দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায় সেই প্রকার জীবন চলিয়া যাইবে, দশ দিবসের নিমিত্ত বুদ্ বুদের ন্যায় ঘুরিতেছ।

৪৩। কবির এই শরীর চলিয়া যাইতেছে, যদি পার তো ঠোর লাগাও অর্থাৎ এক জায়গায় ঠেকাইয়া রাখ অর্থাৎ স্থির হইয়া থাক, রাজা রাণা ইত্যাদি সকলেই গিয়াছেন, কেহই স্থির হইলেন না।

কবির এহ তন যাৎ হায়, শকেতো লেহু বহোরি।
নংগী হাথেতে গয়ে, যাকে লাখ করোর ।৪৪
কবির বাসর সুখ নহি বয়েন সুখ,না সুখ স্বপ্নে মাহ।
যো নর বিছুরে রাম সোঁ, তিন্হু কো ধূপ ন ছাঁহ ।৪৫
কবির দিন গঁওয়ায়া মুপংমে,দুনিয়াঁ ন লাগি সাথ।
পাও কুল্হাড়ি মারিয়া, গাফীল অপনে হাথ ।৪৬

৪৪। কবির বলিতেছেন এই শরীর ত চলিয়া যাইতেছে যদি পার ফিরাইয়া আন, কারণ উলঙ্গ অবস্থায় শুধু হাতে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী চলিয়া গিয়াছে।

৪৫। কবির বলিতেছেন যে সকল মনুষ্য রামচন্দ্রকে ভুলিয়া আছে তাহাদের দিবাতেও সুখ নাই রাত্রেও সুখ নাই, স্বপ্নেতেও সুখ নাই, তাহাদের রৌদ্র ও নাই ছায়াও নাই।

৪৬। কবির বলিতেছেন দিবস বৃথা কাজে কাটাইলে এই জগৎ তোমার সঙ্গে যাইবে না, বৃথা অমনোযোগী হইয়া আপনার পায়ে আপনি কুড়াল মারিলে।

৪৪। কবির এই শরীর চলিলেন, পারতো ফিরাইয়া রাখ, যাঁহাদিগের লাখক্রোর ছিল তাঁহারাও খালি হাতে চলিয়া গিয়াছেন।

৪৫। কবির তাঁহাদিগের রাত্রিতে,দিবসে ও স্বপ্নেতেও সুখ নাই, এবং তাহাদিগের রৌদ্রও নাই ছায়াও নাই (অর্থাৎ কেবল দুঃখই দুঃখ কারণ যাহাদিগের রৌদ্র ছায়া দুই আছে, তাহারা রৌদ্রে কষ্ট হইলে ছায়াতে যাইয়া আরাম লয়) যাহারা আত্মারামকে বিস্মরণ হইয়া অন্য দিকে মন দিয়া আছে।

৪৬। কবির বৃথা দিন কাটাইলে, দুনিয়া তোমার সঙ্গে যাইবে না। আপন পায়ে আপনি কুঠার মারিয়া, আপন হতে আপনিই গাফীল হইয়া রহিয়াছ।

ওঁ

কবির এহ তন বঁন ভয়া, কর্ম্ম যো ভয়া কুলহার।
অপনে আপু কো কাটিয়া, কহেঁ কবির বিচার ।৪৭
কবির কুল খোয়ে কুল উবরে, কুল রাখে কুল যায়।
রাম অকুল কুল মেটিয়া, সভ কুল গয়া বিলায় ।৪৮
কবির দুনিয়াকে ধেঁাখে মুয়া, চলা যো কুল কি কাঁণ।
তব কা কো কুল লাজসি,যয় লয় ধরে মশান ।৪৯

৪৭। কবির বলিতেছেন এই শরীর জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে, আর কর্ম্ম হইয়াছে কুড়ালের ন্যায় আপনাতে যে সকল জঙ্গলরূপ কর্ম্ম আছে তাহা কাটিয়া ফেল ইহা কবির সাহেব বিচার করিয়া কহিতেছেন।

৪৮। কবির বলিতেছেন কুল নষ্ট করিলে আবার কুল হয়, কুল রাখিলে কুল যায়, যখন রামচন্দ্র কুল অকুল মিটাইয়া দিবেন তখন সব কুল লয় হইয়া যাইবে।

৪৯। কবির বলিতেছেন জগতের ধোঁকায় সকলেই প্রায় মরিল, কেবল কুল ও কাণে শুনিয়া চলিতেছে, অর্থাৎ কাণে শুনিয়াই সমস্ত মিথ্যা কার্য্য করিতেছে, কিন্তু যখন মশানে লইয়া যাইবে,তখন তোমাব কুলের লজ্জা কোথায় থাকিবে !

৪৭। কবির এ শরীর বন হইয়াছে (ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করায়) ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম কুঠার, আপনাআপনি ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম দ্বারায় ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করা উচিত,কবির সাহেব বিচার করিয়া বলিলেন।

৪৮। কবির আত্মাকে খোয়াইলে সবকুল পাওয়া যায়, আত্মাকে রাখিলে কুল যায়, রাম নকুলকে পাওয়ার সমস্ত কুল মিটিয়া গিয়াছে এবং তাহাতেই সবকুল সেই অকুলে বিনাশ হইয়াছে।

৪৯। পৃথিবীর ধোঁকায় সকলে মরিল (অর্থাৎ মিথ্যা আমার আমার করিয়া) কুলের কাণে চলিয়া অর্থাৎ কাণে শুনিয়া কার্য্য করিতে করিতে মরিয়া গেল, তখন কোন কুলের লজ্জা থাকিবে, যখন তোমাকে মশানে লইয়া যাইবে।

ওঁ

কবির কুল করণীকে কারণে, হংসা চলে বিগোয়।
তব কা কো কুল লাজসি, যব চারি চরণ্ কা হোয় ।৫০
কবির কুল করণীকে কারণে হোয়ে রহা নল, সুঁম।
তব কাকো কুল লাজসি, যব যম ধুমা ধুম ।৫১
কবির কুল করণী কি পাগ্রী, কূপ কঠোর তা মাহি।
বাঁচি চলা সো উব্রা, নহি তো বুড়া তাহি ।৫২

৫০। কবির বলিতেছেন কুল কর্ম্ম করিবার কারণ কি তোমার জন্ম, যখন তুমি হংসে চড়িয়া চলিলে চার জনের স্কন্ধে চড়িয়া তখন কারই বা কুল আর কাকেই বা লজ্জা!

৫১। কবির বলিতেছেন কুল কর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য কৃপণ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু যখন যম আসিয়া মহাধুম ধামের সহিত লইয়া যাইবে, তখন কারই বা কুল আর কারই বা লজ্জা—সব পড়িয়া থাকিবে।

৫২। কবির বলিতেছেন কুল কর্ম্ম স্বরূপ কলসী তাহা কূপের মধ্যে রহিয়াছে, যদি তাহা হইতে উঠে, তবে তাহা বাঁচিয়া যায় নচেৎ ডুবিয়া যায়।

৫০। কবির আত্মার কারণ জন্ম, আর হংসকে তুমি ছাড়িয়া চলিলে, তখন কোন্ কুলের লজ্জা তোমার হইবে, যখন চারি চরণে তোমাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে।

৫১। কবির আত্মা কর্ম্মের নিমিত্ত লোক সকল কৃপণ হইয়া লজ্জার সহিত করিতেছে, অর্থাৎ যত লোক পূজা আহ্নিক যাহা কিছু করিতেছে নিন্দার খাতিরে, কারণ সকলেরই বিলক্ষণ রূপে মনে থাকে যে যত কিছু করিতেছি, ইহার একটীরও শাস্ত্রানুযায়ীক ফল পাইতেছি না. তখন কোন্ কুলের লজ্জা করিবে? যখন যম মহা ধুম ধামের সহিত লইয়া যাইবে।

৫২। কবির কঠিন কূপেতে করণীর কলসী স্বরূপ আত্মা তিনি রহিয়াছেন, যে বাঁচিয়া চলিল সে উঠিল তাহা না হয় তো তাহাতেই ডুবিল।

সংসার রূপ কঠোর কূপেতে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্মরূপ কলসী স্বরূপ আত্মা অর্থাৎ কেবলই ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত আত্মা কর্ম্ম করিতেছেন। এই কঠোর সংসারে, সংসার রূপ অন্ধকার কূপ, যাহার কিছুই দেখা যাইতেছে না অথচ পুত্র কন্যার মৃত্যু রূপ নানা প্রকারের

ওঁ

কবির যেতা ডর হায় জাৎকি, তেতা হরি কি হোয়।
ঢোল দামামা দেই চলে,চলা ন পকরে কোয়।৫৩
কবির কেওয়ল রাম কো, তু মতি ছোড়ে ওট্।
নাতো অহর্ল যন বিথে, ঘনি সহেগা চোট।৫৪

৫৩। কবির বলিতেছেন যত ভয় কর, জাতের জন্য,তত ভয় কি ভগবান হরির জন্য কর, হরির জন্য তত ভয় করিলে লোকে ঢোল দামামা বাজাইয়া তোমার সঙ্গে যাইবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তোমাকে কেহই ধরিতে পারিবে না।

৫৪। কবির বলিতেছেন কেবলনামক কর্ম্মই হইতেছেন রামচন্দ্র, তুমি তাঁহার আশ্রয় ছাড়িও না, এই কর্ম্ম ছাড়িয়া অপর বিষয়ে মন দিলে, পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যুরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

ধাক্কা রহিয়াছে, এই সকল ধাক্কায় বাঁচিয়া যে ক্রিয়া করিয়া উঠিতে পারিল, সেই সংসার কূপ হইতে মুক্ত, আর যে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্মে ডুবিয়া থাকিল সে তাহাতেই ডুবিল অর্থাৎ বারম্বার জন্ম ও মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইল।

৫৩। কবির যত ভয় জাতের কর, তত ভয় হরির করিলে লোকে ঢোল দামামা বাজাইয়া চলিবে, আর তোমাকে কেহই ধরিবে না অর্থাৎ জাতের ভয়ে কোন নীচ জাতি অথচ ভাল সাধু তাহার সঙ্গ করিতে পায় না ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাল কার্য্য করিতে পার না। এই প্রকার আত্মার যদি ভয়,থাকিত (অর্থাৎ মন্দ কার্য্য করিলে আত্মা রুষ্ট হইবেন, আত্মা রুষ্ট হইলেই আমার অমঙ্গল হইবে ইত্যাদি) তাহা হইলে সকল লোকে তোমার প্রশংসা করিত এবং তোমার কেহই শত্রু হইত না।

৫৪। কবির কেবলনামক কর্ম্মই হইতেছেন রাম, সেই রাম আর তোমার মধ্যে যে আবরণ আছে তাহা ছাড়িও না কারণ ছাড়িয়া দিলে পড়িয়া যাইবে—অর্থাৎ ক্রিয়া ছাড়িয়া অন্য দিকে মন দিলেই ক্রিয়া ভুলিয়া যাইবে, এ কর্ম্ম যদি না কর তবে তোমার সহিত কিসের সম্বন্ধ ? আর এ কর্ম্ম ছাড়িয়া বিষয়ে থাকিলে যম রাজের নেয়াইলে চোট ঘন ঘন সহ্য করিবে অর্থাৎ বারম্বার জন্মাইবে এবং মরিবে।

ওঁ

কবির কেওয়ল রাম কহু, সুজগরি বা ঝারি।
কুল বড়াই বুড়সী, ভারী পরসী মারি।৫৫
কবির কায়া মঞ্জন ক্যা করে, কপড়া ধোয়ন খোঁয়।
উজল ভয়ে ন ছুটসি, যোঁ মন মইল ন খোয়।৫৬
কবির উজ্জল পেখে কাপড়া, পান সুপারি খায়।
এক হরিকে নাম বিনু, বাঁধা যমপুর যায়।৫৭

৫৫। কবির বলিতেছেন এই সুন্দর জগতে আসিয়া কেবলরূপী রামচন্দ্রের কর্ম্ম কর, তাহা হইলে তোমার কুল ও অহংকার সমস্ত ডুবিয়া যাইবে, ও আর একটি ভারী প্রতিবাসীকেও মারিবে।

৫৬। কবির বলিতেছেন দেহ পরিষ্কার করিয়াও কাপড় ধোয়াইয়া কি করিতেছ, দেহ পরিষ্কার করিলে মনের ময়লা যাইবে না, মনের ময়লা না গেলে প্রকৃত অবস্থা পাইবে না।

৫৭। কবির বলিতেছেন পরিষ্কার কাপড় পরিয়া ও পান সুপারি খাইয়া বাবু সাজিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু এক হরিনাম বিনা, একদিন বন্ধন অবস্থায় যমপুরে যাইতে হইবে আত্ম-স্বজন কেহই রাখিতে পারিবে না।

৫৫। কবির এই সুন্দর জগৎ মাঝারে আসিয়া ক্রিয়া কর, ইহা করিলে কুল ও অহঙ্কার ডুবিয়া যাইবে, একটী বড় প্রতিবাসী মারিয়া অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতিবাসী আত্মা এই আত্মাকে পরমাত্মাতে লয় করিলেই মারা হইল, আত্মা না থাকিলে কুল এবং অহঙ্কার থাকে না।

৫৬। কবির শরীর পরিষ্কার করিয়া আর পরিষ্কার কাপড় ধোয়াইয়া উজ্জল করায়, তুমি ছাড়াইতে পারিতেছ না অর্থাৎ মুক্ত হইতে পারিতেছ না। যতক্ষণ মনের ময়লা না যাইতেছে; মনের ময়লা = মন্ মনে না থাকিয়া অন্যত্রে যাইলেই মন ময়লা হইল।

৫৭। কবির ভিতরে ময়লা রহিয়াছে অথচ উজ্জল কাপড় পরিয়া পেখ্‌না দেখাইতেছে ও পান সুপারি খাইতেছে, এক ক্রিয়ার পর অবস্থা বিনা যমপুরে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। বাঁধিয়া = যে যমের ইঙ্গিত মাত্রে সকলকে মরিতে হইতেছে, তখন তাঁহার বাঁধিবার আবশ্যক কি? আমি স্বর্গে যাইব, রাজার ঘরে জন্ম গ্রহণ করিব, ঐশ্বর্য্য ভোগ করিব এই সকল মনের ইচ্ছা থাকায়, তাহার মুক্তি না হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু রূপ বন্ধন হইতেছে।

ওঁ

কবির ডর পোঁটেড়ি পাগ্ সোঁ, মতি ময়লি হোয় যায়।
পাগ্ বেচারি ক্যা করে, যো শির নহি মাটি খায়।৫৮
কবির মন্দিল্ মাহি পৌড়তে, পরিমল অঙ্গ্ লগায়।
ছত্রপতিকে রাখমে, গদহা লোটে যায়।৫৯
কবির গৌখন্ মাহি পৌড়তে, পরিমল অঙ্গ্ লগায়।
স্বপ্না সম দেখৎ রহে, গয়া সো বহুরি বিলায়।৬০

৫৮। কবির বলিতেছেন পাগ্ড়ী পাছে বাঁকা হয়, এই ভয়ে সর্ব্বদা কসাব দকন মতি ময়লা হইয়া যায়, তাহাতে পাগ্ড়ীর দোষ কি, যদি মস্তক মাটি না খায়, তাহা হইলে আর বাঁকা সোজা থাকিবে না তখন ঠিক হইবে।

৫৯। কবির বলিতেছেন মন্দিরের মধ্যে পড়িয়া থাকায় শরীর নির্ম্মল হইয়াছে, আর ছত্রপতি যিনি তাঁহার নিকটে গাধাও লুটিয়া যায়।

৬০। কবির বলিতেছেন গৌখন গো = জিহ্বা তাহার দ্বারায় গুরুলব্ধ কোন কার্য্য করিতে করিতে অঙ্গ নির্ম্মল হওয়ায়, স্বপ্নের মতন নানা রকম দেখিতেছিলাম, কিন্তু যাহা দেখিতেছিলাম তাহা আর ফিরিল না।

৫৮। কবির পাগ্ড়ী বাঁকা হয় এই ভয়, কারণ কপালে এবং চুলে লাগিয়া মতি ময়লা হইয়া যাইবে, পাগ্ড়ী বেচারি তাহার কি করিবে, যাহাতে মস্তক মাটিতে খাইয়া না ফেলে অর্থাৎ মরিয়া যাইবে; বাবুর পাগ্ড়ী মস্তকে বহিয়াছে তাহা বাঁকিয়া গেলে বায়ুর বিকার হইবে, এই ভয় বড়, সে পাগ্ড়ী।

৫৯। কবির মন্দিরে শুইয়া রহিয়াছি এবং পরিমল অঙ্গে লাগাইয়াছি এবং ছত্রপতির ধূলাতে গাধা লুটিতেছে। এই শরীর রূপ মন্দিরের মধ্যে উত্তমপুরুষের সহবাসে তাহাতে এক হওয়ায়, অঙ্গ নির্ম্মল হইয়াছে আর ছত্রপতির স্বরূপ কূটস্থের অণুতে আমার মত গাধা (কারণ আমি কিছু বুঝি না) লোটাইতেছে।

৬০। কবির জিহ্বা উঠাইয়া ধ্যান করিতে করিতে স্বপ্নের মত নির্ম্মল কি কি সমস্ত দেখিতেছিলাম। যে গেল সে আর ফিরিল না অর্থাৎ যে রূপ চলিয়া গেল তাহা আর ফিরিল না।

ওঁ

কবির খাসামল্ পহিঁনৈ,খাতে নাগর পান।
তেভি হোতে মানবী, কর্তে বহুৎ গুমান।৬১
কবির জঙ্গল্ ঢেরি রাখ কি, উপর ঘাস পতঙ্গ্।
তেভি হোতে মানবী, কর্তে রঙ্গ্ বেরঙ্গ্।৬২
কবির মেরা সঙ্গী কোই নহি, সভে সারথী লোয়।
মন পরতীং ন উপ্জে, জীউ বিশ্রাম ন হোয়।৬৩

৬১। কবির বলিতেছেন পরিষ্কার মল্মল্ পরিয়া, পান খাইয়া বাবু সাজিয়া অহংকারে মত্ত হইয়া, কেবল পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করেন,নিজের দোষ দেখা নাই, অথচ মনে মনে করা আছে—আমরা মানুষ।

৬২। কবির বলিতেছেন ছাই ভস্মের ঢিবির উপর জঙ্গল হইয়া তাহাতে অনেক ঘাস পতঙ্গ রহিয়াছে, তাহারাও আবার মনুষ্য হইয়াছি বলিয়া কত রঙ্ তামাসা করিতেছে।

৬৩। কবির বলিতেছেন আমার সঙ্গী কেহই নাই, যাহারা আছে তাহারাও আবার সকলেই সারথী হইতে চাহে, মনের বিশ্বাস না হওয়ায় জীবের বিশ্রাম হইতেছে না।

৬১। কবির ভাল মল্মল্ পরিয়া ভাল পান খাইয়া যাহারা বেড়ায়, তাহারা মনে করে আমরা মানুষ—এই বলিয়া অত্যন্ত অহঙ্কার করেন।

৬২। কবির ছাইয়ের জঙ্গলের ঢিবি, তাহার উপরে ঘাস এবং পতঙ্গ তাহারাও মানুষ হইয়া,কত রঙ্গ বৈরঙ্গ করিতেছে অর্থাৎ এই সংসার কেবল ছাইয়েই ছাই—কারণ সকলেই ভস্ম হইতে হইবে, এই ভস্মের সংসারের উপর ঘাস অর্থাৎ রং বেরং তাহাতেই ফড়িঙ্গের মত লোক সকল একবার এটায়, একবার ওটায় বেড়াইতেছে, এই সকল ব্যক্তি মানুষ হইয়া, র অর্থাৎ ব্রহ্মকে তত্ত্বে মাতিয়া বেরং করিতেছে।

৬৩। কবির আমার সঙ্গী কেহ নাই, সকলেই (রথের) সারথী হইতে চাহে, মনে বিশ্বাস না হওয়ায় প্রাণের বিশ্রামও হয় না। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আমিই নাই তখন আমার আবার সঙ্গী কে হইবে? কেহই রথের রথী হইতে চাহে না অর্থাৎ শরীরে স্থির হইয়া থাকিতে চাহে না। সকলেই সারথী হইয়া শরীর চালাইতে চাহে অর্থাৎ সর্বদাই অস্থির থাকিতে চাহে,স্থির না হওয়ায় মনে বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস না হওয়ায় শান্তি হয় না।

ওঁ

কবির থল্ চরন্তা মির্গ্লা, এক যো বেধা সোহ।
হম্ তো পাথি বসি রাহা, ফেরি করেগা কৌন্হ।৬৪
কবির ইৎ ঘর উৎ ঘরওমা, বণিজন্ আয়ে হাট।
কর্ম্ম ফিরানা বেচিকে, চলিয়ে অপনি বাট।৬৫

৬৪। কবির বলিতেছেন মৃগ চরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে যে বিঁধিয়াছে সেও আমি, আর আমি পথিক বসিয়া আছি—ফেরি আব কে কবিবে।

৬৫। কবির বলিতেছেন আপনার ঘর ত্যাগ করিয়া এই পরেব ঘরে আসিয়াছি, যেমন বণিকেরা হাটে যাইয়া আপনার কর্ম্ম বেচা, কেনা কবিয়া, আবাব আপনাব রাস্তাস যায় তদ্রূপ।

৬৪। কবির মাটিতে চরিয়া বেড়াইতেছে যে হরিণ তাহাকে যে বিন্ধিল সেও। আমি তো পথিক বসিয়া রহিয়াছি কে আর চলিবে। অর্থাৎ শরীরে চরিয়া বেড়াইতেছে যে মন সে আত্মার দ্বারায় বিদ্ধ হইয়া, স্থির হইলেন এবং যে আত্মা বিদ্ধ করিলেন, তিনিও স্থির হইলেন। আমি পথিক অর্থাৎ চলিতে ছিলাম কিন্তু আত্মা দ্বারায় মন বিদ্ধ করিয়া অর্থাৎ প্রাণায়াম করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির হইয়া রহিয়াছি, এক্ষণে চলে কে?

৬৫। কবির উত ঘর হইতে এই পরেব ঘবে আসিয়াছে, বণিক্ হইয়া হটে ব্যবসা করিতে, তাহার পর কর্ম্মরূপ চাউল, ডাউল বিক্রয় করিয়া আপনার রাস্তায় চলিয়া যাঁ। অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের শরীররূপ ঘরে থাকিয়া কর্ম্ম কবায়, এই পরের ঘবে আসিয়াছ অর্থাৎ এই শরীর ধারণ করিয়াছ, বণিক্ হইয়া এই সংসার রূপ হাটে ব্যবসা (অর্থাৎ এক দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য বা ধন লওয়া) করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মেব কর্ম্ম ফলভোগের নিমিত্ত, পরে কর্ম্মরূপ চাউল, ডাউল বিক্রয় করিয়া আপন রাস্তায় চলিয়া যাও অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মে লয় হইয়া যাও।

ওঁ

কবির মারগ্ উপর দৌড়না, সুখ নিদরি না শোয়।
পরা পরায়ে দেশরা, ওছি ঠৌর ন খোয়।৬৬
কবির নাও যো ঝ ঝরি, কুরসো খেওয়ান হার।
হলুকে হলুকে তরি গয়ে, বুড়ে যিন্‌হ শির ভার।৬৭
কবির রাম কহন্তে খিঝি মরে, কুশ্রী হোয় গলি যায়।
শূকর হোয়েকে আও তরে, নাক বুড়ন্তে খায়।৬৮

৬৬। কবির বলিতেছেন রাস্তার দৌড়িয়া চলিতে হইলে সুখে নিদ্রা যাইও না, কারণ সে দেশ সকল দেশের পর, অতএব বৃথা নিদ্রা গিয়া, তাহা খোওয়াইওনা অর্থাৎ সময় নষ্ট করিও না।

৬৭। কবির বলিতেছেন নৌকা যাহা আছে তাহাও আবার ঝাঁঝরার ন্যায় ছিদ্রবিশিষ্ট, নৌকার দাঁড় ও ঠিক বহিতেছে না, যে গুলি হাল্‌কা হাল্‌কা ছিল সে গুলি তরিয়া গেল, আর যাঁর মাথায় ভার ছিল তিনিই ডুবিয়া গেলেন।

৬৮। কবির বলিতেছেন রাম নাম করিতে হইলেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, আর সে কুশ্রী হইয়া গলিয়া যায়, শূকর অবতার হইয়া নাক বুড়াইয়া খাইতেছে।

৬৬। কবির রাস্তার উপর দৌড়, সুখে নিদ্রা যাইও না, সে দেশ সকল দেশের পর, মন্দ স্থানে সময় নষ্ট করিও না। অর্থাৎ সুষুম্না রাস্তা দিয়া যাওয়া আসা কর, সুখে নিদ্রা যাইও না, কারণ সে দেশ সকল দেশের পর, আর মন্দ জায়গায় সময় নষ্ট করিও না অর্থাৎ ক্রিয়া ছাড়িয়া অন্য দিকে মন দিও না।

৬৭। কবির নৌকা ঝাঁঝরা এবং কুরন ডাঁড় বাহিতেছে, হলুকে, হলুকে = আস্তে, আস্তে পার হইয়া গেলেন, আর যাহার মাথা ভারী তিনি ডুবিয়া যান। অর্থাৎ শরীর রূপ নৌকা ঝাঁঝরির মত ছিদ্র বিশিষ্ট অর্থাৎ নয়টা দ্বার, এই লোককে কুমতি চালাইতেছে। যাহার মন অল্প মন্দ দিকে এবং অধিকাংশ ভাল দিকে, সে আস্তে আস্তে, পারে যাইতে পারে; আর যাহার মাথা মন্দ কর্ম্মে বোঝাই অর্থাৎ যাহার কেবল মন্দ দিকে মতি, সে ডুবিয়া যায় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে।

৬৮। কবির রাম বলিতে খিজে মরে, সে কুশ্রী হইয়া গলিয়া যায়, আর সে শূকর অবতার হইয়া নাক ডুবাইয়া খায়। যাহারা রাম নাম বলিতে খিজিয়া মরে, তাহারা কুশ্রী

ওঁ

কবির যা মত সা মত তামতা, তা মত লাও ন সাও।
রাম বিনা সব ভম হায়, রাজা রাণা রাও।৬৯
কবির এহ পূর পাটন দেশোয়া, পাঁচ চোর দশ দোয়ার।
মন রাজা গড়মে লহে, সুমিরি লেহু করতার।৭০

৬৯। কবির বলিতেছেন যে মত প্রচলিত আছে, তাহা রাজা, রাণা, রাও ইহাদের দ্বারা স্থাপন হইয়াছে, রাম নাম বিনা ইহারা সকলেই ভ্রমে পড়িয়াছে।

৭০। কবির বলিতেছেন এই দেশ অর্থাৎ শরীররূপ দেশ ঢাকা রহিয়াছে, ইহাতে পাঁচটি চোর ও দশটি দ্বার রহিয়াছে, এই দেহ রূপ গড়ের মধ্যে মন রাজা হইয়া রহিয়াছেন, এমত অবস্থায় তুমি কর্ত্তাকে স্মরণ করিয়া লও।

হইয়া অর্থাৎ বিষয়ে ডুবিয়া থাকায়, তাহার মন ও শরীর বিশ্রী হইয়া যাইয়া গলিয়া যায় অর্থাৎ ধাতু যেমন গলিয়া একবার এ দিক, একবার ও দিক করে, সেই প্রকার বিষয়াসক্ত লোকের মন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত স্থির নহে, তাহারা শূকর অবতার হয় অর্থাৎ শূকর যেমন কতকগুলি শরীর লইয়া ময়লা কাদায় থাকে, সেই প্রকার ঐ সকল ব্যক্তি বিষয়রূপ কাদায় গড়াগড়ি যায়, আর শূকর যেমন নাক ডুবাইয়া খায়, তাহারাও তেমনি মদ্য, মাংস, বেশ্যা আর পরের সর্ব্বনাশ করিয়া নাক ডুবাইয়া খায়।

৬৯। কবির যে মত সেই মতই মত, সে মতকে নাশ করিয়া দাও। রাম বিনা সকলই ভ্রম হইতেছে, রাজা, রাণা, রাও; অর্থাৎ রাজা, রাণা, কিম্বা রায়েতে যে মত চালাইয়াছে সেই মত স্থাপন হইয়াছে, সে মতকে নাশ করিয়া কারণ রাম বিনা অর্থাৎ আত্মারামকে জানা বিনা (ক্রিয়া ভিন্ন আত্মারামকে জানিবার আর কোনই উপায় নাই) সকলেই ভ্রমে পড়িয়া আছে।

৭০। কবির এই দেশ সম্পূর্ণরূপে ঢাকা রহিয়াছে, ইহাতে পাঁচ চোর এবং দশ দুয়ার আছে, মন রাজা হইয়া গড়ের মধ্যে আছেন, কার্ত্তকে স্মরণ করিয়া লও। এই শরীর সম্পূর্ণরূপে ঢাকা। ইহার মধ্যে পাঁচ চোর স্বরূপ পঞ্চেন্দ্রিয় এবং দশটি দরজা তাহার মধ্যে মন তিনি রাজা হইয়া বসিয়া আছেন, তুমি কর্ত্তা অর্থাৎ পরমাত্মাকে স্মরণ করিয়া লও।

ওঁ

কবির পিপরি লুনায় ফুল বিনু,কুল বিনু লুনায় ন যায়
একা একী মানসা, চাঁপা দিনহো আয়।৭১
কবির ম্যায় তো হি ভোরা বর্জিয়া,বন বন বাসন লেহু
আট্কেগা কোই বেল সো,তলফি তলফি জীউ লেহু।৭২
কবির বেঝা ভোঁ রথা, লেত কলিহু কো বাস।
সো তো ভেঁারা উড়ি গয়া, ছোড়ি বারি কি আশ।৭৩

৭১। কবির বলিতেছেন একটী বিনা ফুলের অশ্বথ গাছ দেখা যাইতেছে, কিন্তু তা কুল-কুণ্ডলিনী ব্যতীত অন্যত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না, উহা মন একা দেখিতে দেখিতে স্থি হইয়া, মন সমাধি প্রাপ্ত হয়।

৭২। কবির বলিতেছেন আমার মন রূপ ভ্রমর বাসনায় আবদ্ধ হইয়া এ বন ও ব করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অর্থাৎ নানাপ্রকার বাসনার সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখি নিজের মনকে বলিতেছেন, রে মন! তুমি এরূপ ভাবে অনিত্য বাসনায় মজিও না, কি জা কবে কোন লতারূপ বাসনায় তোমার পাখা আট্কাইয়া যাইবে, তাহা হইলেই ছট্ফা করিয়া প্রাণটা হারাইতে হইবে।

৭৩। কবির বলিতেছেন মনরূপ ভ্রমর তিনি ত বদ্ধ থাকিয়া ফুলের কুঁড়ির আঘ্রা লইতেন, কিন্তু জল রূপ মধুর আশা ত্যাগ করিয়া সে ভ্রমর উড়িয়া গিয়াছে।

৭১। কবির, পিপরের গাছ ফুল বিনা, কুল বিনা তাহাকে পাওয়া যায় না, একা মন ঢাকা পড়িয়া যায় অর্থাৎ বিন্দুর মধ্যে অশ্বথ গাছের মত দেখা যায়, যাহাতে ফুল না ঐ গাছ কুল কুণ্ডলিনী বিনা পাওয়া যায় না। ঐ গাছ দেখিতে দেখিতে মন একা হই যাইয়া সমাধি হয়।

৭২। কবির সাহেব আপনার মনকে বলিতেছেন যে মন ভ্রমর তুমি এবন ও ব করিয়া বেড়াইও না অর্থাৎ নানাপ্রকার বাসনায় মজিও না, কারণ কোন লতায় তোমা পাখা জড়াইয়া যাইবেক ও ছট্ফট্ করিয়া প্রাণটা বাহির হইয়া যাইবেক অর্থাৎ কো একটা বাসনায় তোমাকে আট্কাইয়া ফেলিবে এবং তুমিও তোমার বাসনা পূর্ণ না হওয়া হায়! হায়! করিতে করিতে মরিবে।

৭৩। কবির ভ্রমর বদ্ধ ছিলেন এবং ফুলের কলির আঘ্রাণ লইতেন, সে ভ্রমর উড়ি

ও

বির মানিক মতি কাঁকরা, নাম ন হোাস কোয়।
াসা সাহেব সেই লে, ছুনো দিনকা হোয়।৭৪
বির বারবার তো সো কহু, শুনরে মনুয়া নীচ।
ণিজারেকে বয়েল যো, পেড়ে হি মাহি মিচ।৭৫
বির বণিজারেকে বয়েল যেঁও,টাঁড়া উৎরা যায়।
। কহুকে ছুনা ভয়ে, এক চলে মূল গঁওয়ায়।৭৬

৭৪। কবির বলিতেছেন মাণিক, মুক্তা, কাঁকর, ইহারা কেহই নাম নহে, এমন সাহেবের সবা কর যাহাতে ইহকাল পরকাল দুইদিকেই ঠিক থাকে।

৭৫। কবির বলিতেছেন রে নীচ মন! তোমায় বারে বারে বলিলে শুনিবে না,তুমি যেমন বালদের বলদের ন্যায় যাতায়াত করিতে করিতেই পথের মধ্যেই মরিয়া যাইবে।

৭৬। কবির বলিতেছেন যেমন বোলদের গরুর পিঠের উপরকার দুইদিকের বোঝা একদিকে দিলে যেমন দ্বিগুণ হয়, কিন্তু পিঠে না থাকিয়া পড়িয়া যায়, তখন কোন দিকেই কিছু থাকে না—সমূলে বিনাশ হয়।

গিয়াছেন,জলের ন্যায় মধুর আশা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ স্ত্রী,পুত্র,বিষয় রূপ ফুলের কলিতে মন বদ্ধ হইয়া শুঁকিতেন অর্থাৎ বিষয়ে মজিয়া ছিলেন, সে মন আত্মা তিনি উড়িয়া গেলেন অর্থাৎ এই সংসারের সামান্য তৃপ্তিকর জলস্বরূপ সংসারের আশা ত্যাগ করিয়া, দেহত্যাগ করিলেন।

৭৪। কবির মাণিক, মতি, কাঁকর ইহারা কেহই নাম নহে, এমন সাহেবকে সেবা করিয়া লও, যাহাতে দুই দিনেরই হয়। অর্থাৎ মাণিক,মতি,কাঁকর হইতে হইয়াছে, ইহারা কেহই (নাম) ক্রিয়ার পর অবস্থা নহে, এ প্রকার কর্ত্তার সেবা কর, যাহাতে ইহকাল পরকাল দুই দিকই থাকে।

৭৫। কবির, হে নীচ মন! তোকে বারম্বার বলিতেছি যে ব্যাপারীর বয়েল যেমন রাস্তাতেই যাতয়াত করিতে করিতে পথেতেই মরিয়া যায়। অর্থাৎ হে নীচ মন! তোকে বারম্বার বলিতেছি যে ব্যাপারী যেমন ধন লোভে গরু সকলকে দেশ বিদেশে যাতায়াত করাইতে করাইতে গরু যেমন কোন লাভ ব্যতীত মরিয়া যায়, সেই প্রকার তুমি বিনা লাভে জন্ম মৃত্যু পুনঃ পুনঃ পাইতেছ।

৭৬। কবির বলদের গরুর যেমন উপকার দুইটা বোঝা যখন লাগিয়া যায়, তখন এক

ওঁ

কবির দরিয়া ক্ষারা দেহ হায়,চারিবেদ তেহি মাহি।
কোই সন্ত্ বিবেকী বাঁচি হায়, না তো বুড়া তাহি।৭৭
কবির পুর্থনী ন্যায়ারা সভন্‌তেঁ, সভে কহে স্থুঝ্ মাহি।
উপজৎ বিনু সত এই সন্দা,আয়ে থীর কোই নাহি।৭৮
কবির পাঁচ তত্ত্বকা পুত্‌রা, তা মহ পঁছী পৌন্।
রহনে কা আচরায্ গিণো, যাত্ আচম্ভা কৌন্।৭৯

৭৭। কবির বলিতেছেন এই দেহরূপ নদীর জল লোণা, আর ইহার মধ্যে চার বেদ আছে, কোন কোন সাধু বিবেকী ব্যক্তি বাঁচিয়া আছেন, বাকি সকলেই ডুবিয়া গিয়াছেন।

৭৮। কবির বলিতেছেন সমস্ত বিষয় হইতে পুরুষ পৃথক, আর সকলেই কহিয়া থাকে আপনার মধ্যেই দেখ, এবং জন্ম আর মৃত্যু হইতেছে দেখিয়া সন্দেহে, কেহই স্থির হইতে পারিতেছেন না।

৭৯। কবির বলিতেছেন এই পঞ্চতত্ত্বের পুত্তলিকার মধ্যে একটী পক্ষী রহিয়াছে ইহাতে পক্ষী থাকাই আশ্চর্য্য, কিন্তু উড়িয়া যাওয়াটা আর আশ্চর্য্য কোথায় ?—গেলেই হয়।

হইতে দ্বিগুণ হয়, আর এক চলে যাইলেই মূল হারাইয়া যায়। আমাদিগের দুইটা বোঝা একটী সংসারিক ও অন্যটী পরমার্থিক, এই দুই বোঝার এককে করিলে দ্বিগুণ হয়, আর এক চলিয়া গেলে আর একদিক সমূলে যায়, অর্থাৎ বিষয়ে গেলে, পরলোক নষ্ট, আর পরলোকে গেলে ইহলোক যায়।

৭৭। কবির, এই শরীররূপ নদীর জল ক্ষারা এবং এই শরীরে চারি বেদ আছে, কোন সন্ত বিবেকী বাঁচিয়া আছেন, নতুবা সকলেই ডুবিয়া গিয়াছে। ক্ষারী নদীর জল যেমন অতৃপ্তিকর, সেই প্রকার দেহের যত ইচ্ছা তাহা পূর্ণ না হওয়ায় সকলি অতৃপ্তিকর। এ ক্ষারী দেহেতে চারিটী বেদ আছে—সম্মুখে, দক্ষিণের, পশ্চিমেরও বাম দিকের ওঁকার ক্রি কোন সন্ত তিনি বাঁচিয়া আছেন, নহিলে সমস্ত লোকই ডুবিয়া মরিয়াছে।

৭৮। কবির, সকল হইতে পুরুষ পৃথক, সকলেই বলে আপনার মধ্যে দেখ, সকলে জন্মাইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে এই সন্দেহ আসিয়া কেহ স্থির হইতে পারিল না। উক্ত পুরুষ সকল হইতে পৃথক, সকলেই বলে, আপনার মধ্যে অনুসন্ধান কর, পৃথিবীতে সকলে জন্মাইতেছে ও মরিতেছে, অথচ পুরুষ সকলেতেই রহিয়াছেন, এই সন্দেহ, এখানে আসি কেহই স্থির হইতে পারিল না।

৭৯। কবির পঞ্চ তত্ত্বের পুঁতুল, তাহাতে পাখী রহিয়াছে, ইহাতে যে পাখী রহিয়াছে

ওঁ

কবির পাঁচোকে মধিমে, ফিরি ধরে শরীর।
যো পাঁচকোঁ বশী করে, সোই লাগদ্ তীর।৮০
কবির চেঁতঁ নিহারা চেতিয়া, অর যো চেতো যায়।
কহে কবির চেতো নহি, বহুরি বহুরি পছ্তায়।৮১
কবির ভয় বিনু ভাওয় ন উপ্জে, ভয় বিনু হোয় ন প্রীতি।
যব্ হি দর্শো ভয় গই, তব মেটি সকল রস রীতি।৮২

৮০। কবির বলিতেছেন এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে জীব পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণ করিতেছে, কিন্তু যিনি উপরোক্ত পঞ্চতত্ত্বকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই কিনারায় লাগান অর্থাৎ যাতায়াত রহিত হন।

৮১। কবির বলিতেছেন যিনি চৈতন্য করাইতেছেন, তাঁহাকে এখনও চৈতন্য করা যায়, কিন্তু কবির সাহেব কহিতেছেন যদি তাহা না কর, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর হাতে পড়িবে।

৮২। কবির বলিতেছেন বিনা ভয়ে ভাব হয় না, বিনা ভয়ে প্রীতি ও হয় না, যখন ভয় গেল দেখিল, তখন সব আমোদ প্রমোদ ও মিটিয়া গেল।

এই আশ্চর্য্য, এই শরীর ত্যাগ করিলেই আশ্চর্য্য হয়। পঞ্চ তত্ত্বের শরীর ইহার মধ্যে আত্মা রহিয়াছেন। শরীরে আত্মা থাকাই আশ্চর্য্য, কিন্তু লোক তাহাতে আশ্চর্য্য হয় না, আর মরে যাওয়া যেটা নিশ্চয় রহিয়াছে সেইটাতে সকলেই আশ্চর্য্য।

৮০। কবির এই পাঁচের মধ্যেতে পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণ করে। যে পাঁচকে বশ করিল, সেই তীর লাগাইল অর্থাৎ পঞ্চ তত্ত্বের মধ্যে কর্ম্ম বশতঃ আত্মা পুনঃ শরীর ধারণ করিতেছেন, যে এই পঞ্চ তত্ত্বকে অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বশ করিল, সেই তীর লাগাইল।

৮১। কবির যে চেতনা করাইতেছে তাহাকে চেতো অর্থাৎ তাহাতে চিত্ত অর্পণ কর, যদ্যাপি এখনও চেতা যায়, কবির সাহেব বলিতেছেন যদ্যপি এবার চিত্ত না দেও, তবে পুনঃ পুনঃ পচ্তাইতে হইবে। যে আত্মা চৈতন্য করাইতেছেন তাঁহাতে চিত্ত অর্পণ কর, যদি এজন্মে আত্মাতে চিত্ত অর্পণ কর তাহা হইলেও মঙ্গল, আর যদি এজন্মে আত্মাতে চিত্ত অর্পণ না কর অর্থাৎ ক্রিয়া না কর তবে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর হাতে পড়িবে।

৮২। কবির ভয় বিনা ভাব হয় না, ভয় বিনা প্রীতিও হয় না, যখন ভয়কে দেখিলে

ওঁ

কবির ভয় সোঁ সভ্ হি ভক্তি করে,ভয়তে পূজা হোয়।
ভয় মারে এহ জীউ কোঁ, বিনু ভয় কাজ্ ন কোয় ।৮৩
কবির ডর্ পারশ্ ডর্ পরম গুরু,ডর্ করণী ডর্ সার।
ডর তা রহো সো উবরে,গাফীল খায়া মার।৮৪

৮৩। কবির বলিতেছেন ভয়ের জন্য সকলে ভক্তি করে ও ভয়ের জন্য পূজাও করে, ভয় না থাকিলে কেহ কিছু করিত না, আর এই ভয়ই জীবকে মারিয়া ফেলে, বিনা ভয়ে কোন কাজ হয় না।

৮৪। কবির বলিতেছেন ভয়ই স্পর্শমণি, ভয়ই পরম গুরু, ভয়ই কর্ম্ম, ভয়ই সার, ভয় বিনা কিছুই হয় না, অর্থাৎ মরিতে হইবে এই ভয়ে লোকে ভগবানকে ডাকে, ভগবানকে ডাকিলে তৎ প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ হয়, একারণ ভয়ই স্পর্শমণি, ভয় পরম গুরু, কারণ গুরু যাহা দিয়াছেন তাহা না করিলে মহাপাতক হইবে, বারে বারে জন্ম মৃত্যু হইবে. গুরুবাক্য লঙ্ঘন হইবে, এইরূপ নানা ভয়, একারণ ভয়ই পরম গুরু, ভয় না থাকিলে কেহ সৎকর্ম্ম করিত না, আর এই ভয় যিনি না করিলেন, তিনি মার খাইবেন, মরিয়া যাইবেন।

তখন ভয় গেল, তখন সকল আমোদ প্রমোদ গেল। মৃত্যুর ভয় না থাকিলে আত্মার ভাব হয় না অর্থাৎ মৃত্যুর ভাবনা যাহার আছে, সে যাহাতে মৃত্যু না হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করে অর্থাৎ আত্মায় থাকিলে মৃত্যু হয় না, এই নিমিত্ত আত্মাতে থাকে, মৃত্যুর ভয় না থাকিলে, আত্মার প্রীতি হয় না, মৃত্যুকে দেখিয়া অর্থাৎ যে আত্মা চলিয়া যান তাহাকে দেখিয়া অর্থাৎ স্থির হইয়া অমর পদ পাইয়া ভয় গেল, তখন পৃথিবীর সকল আমোদ প্রমোদ মিটিয়া গেল অর্থাৎ আত্মা ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না।

৮৩। কবির ভয়েতে সকলে ভক্তি করে, ভয়েতে পূজা হয়, ভয় সকল জীবকে মারিয়া ফেলে, বিনা ভয়ে কোন কাজ হয় না। গুরু বলিয়াছেন ক্রিয়া না করিলে মরিয়া যাইবে, এই ভয়ে ক্রিয়া করে, পূজা—গুহ্যদ্বার হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত টান, এই টানে না থাকিলে পাছে মরিয়া যায় এই ভয়ে পূজা করে। বাঘ আসিতেছে শুনিয়াই ভয়েতেই অনেকে মরিয়া যায়, বিনা ভয়ে কোন কাজ হয় না।

৮৪। কবির ভয় পরশ পাথর, ভয় পরম গুরু, ভয় কর্ম্ম এবং ভয়ই সার পদার্থ। যে ভয় করে সে পারে চলিয়া যায়, আর যে ভয় না করিল সে মার খায়।

ওঁ

কবির খালি মিলি খালিভয়া, বহুৎ কিয়া বক্‌ওয়াদ্‌।
বাঁঝহু লাওয়ে পাল্‌না, তামে কোন সওয়াদ ।৮৫

৮৫। কবির বলিতেছেন-খালিকে পাইয়া খালিই হইলে, খালি অকর্ম্ম বিশেষ অর্থাৎ অকর্ম্মকে পাইয়া অকর্ম্মাই হইয়াছ, কোন কাজেরই হইলে না, আর বৃথা অনেক বকাবকি, তর্ক বিতর্কও করিয়াছ, তাহাতেও কোন সুখ পাও নাই, বাঁঝা স্ত্রীলোকের ন্যায় সন্তান নাই অথচ ছেলে শোওয়াইবার কারণ দোল্‌না লইতেছ, সন্তান অভাবে দোল্‌নায় কি রস পাইবে অর্থাৎ মিথ্যা তর্ক বিতর্ক অনেক করিয়াছ ও করিতেছ, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কেবল পরের দোষ দেখিতেছ, আপনি নিজে কি তাহা জান না, একবার নিজের দোষ কেন দেখ না ? দেখিবে কোথা হইতে চক্ষু থাকিতে ও অন্ধ পরের হাত ধরিয়া চলিতে হইতেছে, অথচ নিজে অন্ধ তাহা স্বীকার কর না বরং যদি কেহ অন্ধ বলে তাহাকে গালাগালি দিয়া মারিতে উদ্যত হও। ইহা কি ভাল যে যাহা করুক যে যাহা বলুক তাহাতে তোমার ক্ষতি কি, তুমি আপনার কর্ম্ম দেখ যাহাতে সন্তানরূপ ফল লাভ হয় তাহার চেষ্টা কর, সৎগুরুর অনুসন্ধান কর, সৎগুরু লাভ হইলে সন্তানরূপ ফল জন্মাইবে, তখন আপনা আপনি নত হইবে, তখন দোল্‌না কেনার সুখ পাইবে, আর যদি সদ্‌গুরু দ্বারা সাধনভজন পাইয়া থাক তাহা হইলে বৃথা বকাবকি ছাড়িয়া তাহা করিয়া চল।

পারশ=যে লোহাকে সোণা করে। অন্যদিকে মন যাওয়া রূপ লোহা গুরু বাক্যের ভয়ে ক্রিয়া করিয়া সোণা স্বরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যায়, এই নিমিত্ত ভয়ই পরশ পাথর গুরুবাক্য লঙ্ঘনের ভয়ে, আত্মা ক্রিয়া করিয়া আত্মার পর যে পরমাত্মা অর্থাৎ কূটস্থ আছেন তাহাতে যান। যে গুরুবাক্য লঙ্ঘনের ভয় করে সেই পারে অর্থাৎ সুষুম্নাতে যায়, আর যে গুরুবাক্য না মানে, সে জীবিতাবস্থায় নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া অকালে মরিয়া যায়।

৮৫। কবির খালি মিলিলে খালিই হইলে, আর কেবল বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছে, নিজে বাঁঝা অথচ ছেলেকে ঝুলাইবার নিমিত্ত দোলনা আনিলে, তাহাতে কি স্বাদ আছে। যে পৃথিবীর মজায় থাকিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা না করে তিনি খালি হইয়া গেলেন, অথচ তিনি বাঁঝা স্ত্রীর পুত্র দোলাইবার দোলনা আনার ন্যায় বকিয়া মরে অর্থাৎ উত্তম পুরুষের সহিত দেখা না নাই, অথচ ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দেন অর্থাৎ বকিয়া খুন হন, এই প্রকারে কি ইষ্ট আছে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।